নমঃ সচ্চিদানন্দায় হরয়ে।

ঈশাচরিতামৃত।

প্রথম ভাগ।

"পিতর্য্যস্মি পিতামযি।
যূয়ংময্যস্মি যুষ্মাসু॥"
[জন্, ১৪।২০]

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা কর্ত্তৃক
বিরচিত।

কলিকাতা।

বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮০৪।

মূল্য ৷৵০ বার আনা।

গ্রন্থোৎসর্গ।

পরম প্রেমাস্পদ

প্রেরিত দরবারস্থ ভ্রাতৃমণ্ডলী

শ্রীচরণেষু।

প্রিয় ভ্রাতৃগণ!

মা আনন্দময়ীর প্রসাদী নৈবিদ্য এই "ঈশাচরিতামৃত" অদ্য আপনাদিগকে উপহার দিবার জন্য আমি পবিত্র দরবারের দ্বারদেশে উপস্থিত হইতেছি। জগতের প্রায়শ্চিত্তার্থ নিহত এই স্বর্গীয় মেষশিশু আপনাদেরই উপভোগ্য। ভক্তরক্তলোলুপ পিশাচ স্বভাব য়িহুদী ধর্ম্মযাজকগণ যাঁহার শোণিত পাত করিয়া চির কলঙ্ক সাগরে নিমগ্ন হইল, সেই পুণ্যাবতার যিশুর পুণ্যশোণিত পান করিয়া প্রেরিত সাধুগণ নবজীবন লাভ করিলেন। বর্ত্তমান যুগেও সেই য়িহুদীপ্রকৃতি মোহান্ধ অবিশ্বাসী মানবেরা আপনাদিগের দুরাচার দ্বারা অমরাত্মা যিশুকে পুনঃ পুনঃ ক্রুশাহত করিতেছে এবং ভগবদ্ভক্তগণ তাঁহার চরিতপীযূষ পানে বলিষ্ঠ হইতেছেন। "প্রেরিতদরবার" এই অমৃতশোণিত পানে সতত পিপাসু জানিয়া আমি আহ্লাদ সহকারে আপনাদের হস্তে ইহা অর্পণ করিতেছি। ধর্ম্মপথে আপনারা আমার প্রধান সহায়। আপনাদের ভ্রাতৃবাৎসল্য এবং সাধু দৃষ্টান্তে আমাকে দরবারের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু তদ্বিনিময়ে এ পর্য্যন্ত আমি কিছুই প্রত্যর্পণ করিতে পারি নাই। এক্ষণে যোগিবর যিশুকে দেশীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া মনে বড় অভিলাষ হইল যে ইহা আপনাদের নামে উৎসর্গ করি। পৃথিবীতে ইহা ব্যতীত এমন সামগ্রী আর কি আছে যাহা ধর্ম্মবন্ধুদিগকে দিয়া কৃতজ্ঞ হৃদয় পরিতুষ্ট হইতে পারে? তাই আজ এই "ঈশাচরিতামৃত" আপনাদের হস্তে সমর্পণ করিতে উৎসাহী হইলাম, গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব।

চিরানুগত

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা।

ভূমিকা।

মহাযোগী ঈশার অনুপম চরিত রচনা করিয়া বঙ্গীয় ভক্তসমাজকে উপহার দিব ইহা আমার অনেক দিনের সাধ; কিন্তু শারীরিক দুর্ব্বলতা, বিশেষতঃ চক্ষের ক্ষীণদৃষ্টি নিবন্ধন এত দিন সে সাধ পূর্ণ করিতে পারি নাই। যখন দৃষ্টিশক্তি এক প্রকার রহিত হইল, লিখন পঠনে আর কিছু মাত্র ক্ষমতা রহিল না, তখন মনে মনে ভাবিতাম, "হায়! প্রদীপে তৈল থাকিতে কি আলোক নির্ব্বাণ হইবে?" কিন্তু ধন্য মা দয়াময়ীর দয়া! তাঁহার প্রেম-বিকসিত প্রসন্নানন কোন দিন আমাকে নিরাশার কথা বলে নাই। বরং আমি ইহাই প্রত্যক্ষ করিলাম এবং তাহা স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় যখন তখন আশা ও কৃতজ্ঞতারসে উচ্ছ্বসিত হয় যে, যে পবিত্র কার্য্যে তিনি এ দাসকে ব্রতী করিয়াছেন ঘোর পরীক্ষার মধ্যেও তাহা বাধা পাইল না। পর্য্যায়ক্রমে অতি আশ্চর্য্য নিয়মে দুইটি চক্ষু তাঁহার সেবা করিতেছে। আমি স্পষ্ট দেখিলাম, তিনি একটি ঢাকিয়া আর একটি খুলিয়া দিলেন, আবার একটি খুলিয়া দিয়া অপরটি ঢাকিয়া রাখিলেন; এক সঙ্গে দুইটি অকর্ম্মণ্য হইল না। অন্ধতার অবস্থায় কখন কখন মাকে বলিতাম, "মা, তোমাকে আমি চিনিতে পারি কি না তাহা দেখিবার জন্যই কি পশ্চাদ্দিক্ হইতে দুই হাতে দুইটি চক্ষু চাপিয়া ধরিলে? যত দিন তোমায় চিনিতে না পারি, তত দিন কি খুলিয়া দিবে না?" কিন্তু তাহা হইলে যে আমোদ হয় না, এই নিমিত্ত জননী শীঘ্রই হাত তুলিয়া লইলেন। কখন বা প্রার্থনা করিতাম, "যদি মা অন্ধই করিলে, তবে সেন্ট পিটার যেমন দেবমন্দির হইতে বহির্গত হইয়া অন্ধ ভিখারীকে যিশুর নামে আরোগ্য করিয়াছিলেন, আমি এখন দিব্যধামে দেবমন্দিরের দ্বারে বসিয়া ভিক্ষা করিব, আর এক দিন সেখানকার সাধু ভক্তেরা তেমনি দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া হরিচরণামৃত সিঞ্চন দ্বারা আমাকে চক্ষুষ্মান্ করিবেন। থাক্. এ সব ঘরের কথা আর বেশী বলিব না, মনে মনে সম্ভোগ

করি। উপস্থিত বিষয়ের সঙ্গে কিছু সম্বন্ধ আছে এইজন্য ইহা আপনা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। চিকিৎসালয়ে যাইবার পূর্ব্বে এবং তথায় থাকিবার সময় এই মানস করিয়াছিলাম যে, "মা, পুনরায় যদি চক্ষু পাই, তবে সর্ব্বাগ্রে তোমার প্রিয় পুত্র যিশুর চরিত্র লিখিয়া তোমায় পূজা দিব।" জননী আনন্দময়ী আমার সে আশা পূর্ণ করিয়াছেন। এইজন্য বহুল অযোগ্যতা সত্বেও আমি এই মহাগুরুতর অনুষ্ঠানে আত্মোৎসর্গ করিতেছি।

অসাধারণ প্রকৃতি দেবাত্মা যিশুর জীবনচরিত রচনা করা যে কি দুরূহ কার্য্য তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। যদিও তাঁহার জীবনলীলা সার্দ্ধ তিন বৎসর কালমাত্রব্যাপী, কিন্তু এই অল্প কালের জীবনপ্রহেলিকা উনিশ শত বৎসরেও অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুটিত হইল না। সময়ের অল্পতায় কি যায় আসে? যে সমস্ত সারগর্ভ গভীর সত্য তিনি প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহার এক একটি বাক্য অবলম্বন করিয়া এ কাল পর্য্যন্ত কত লোকে কত গ্রন্থই লিখিল! কিন্তু তথাপি উহার তত্ত্ব নিঃশেষিত হইল না। এক একটি ভাব ও চিন্তা যেন মধুচক্রের ন্যায় সহস্র সহস্র প্রকোষ্ঠে সংরচিত। যখন এই মহাপুরুষের জীবনলীলা অনুধ্যানে প্রবৃত্ত হই, তখন ভাবের বিপুল তরঙ্গমধ্যে মন একেবারে ডুবিয়া যায়। এমন সকল অর্থযুক্ত সার কথা তিনি বলিয়া গিয়াছেন যাহার মর্ম্মাভাস উপলব্ধি হইবা মাত্র হৃদয়-ফলকে রাশি রাশি প্রতিবিম্বচ্ছটা বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। কতই বা তাহা ধারণ করিব! আর কতই বা তাহা লিখিব! মূল অভিপ্রায়ের নিকট পৌঁছিতে না পৌঁছিতে মন যেন আর এক রাজ্যে গিয়া উপনীত হয়। তাঁহার যে সমুদায় সত্য অনন্ত জীবনের সঙ্গে সমব্যাপী, এবং যে দৃষ্টান্ত মানবচরিত্রের আদর্শ তাহা কি এক খণ্ড ক্ষুদ্র পুস্তকে পর্য্যবসিত হইতে পারে? এই সকল চিন্তা করিয়া ভয় হয় যে, পুস্তক বর্দ্ধিত কলেবর হইলেও হয়তো মনঃক্ষোভ থাকিয়া যাইবে। যিনি যখন এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাঁহাকেই স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, যিশুচরিত এক প্রকাণ্ড সাগর সমান। মহা মহা সুবিজ্ঞ পণ্ডিতদিগের যখন এই কথা, তখন এক জন সামান্য বঙ্গবাসী যে খ্রিষ্টধর্ম্মী নহে, খ্রিষ্টীয়ধর্ম্মশাস্ত্র সকল রীতিমত পরিশ্রমের সহিত অধ্যয়নও করে নাই তাহার পক্ষে ইহা

কত দূর দুঃসাহসের কার্য্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। বিশেষতঃ এই মহাপুরুষের জীবনের প্রায় প্রতি ঘটনায় এক দিকে ঐতিহাসিক ভ্রান্তি এবং প্রচলিত কুসংস্কার, অপর দিকে যথার্থ ভাব গ্রহণে নিজের দুর্ব্বলতা ও অদূরদর্শিতা, উভয়বিধ প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া আমাকে অগ্রসর হইতে হইবে। বৈদেশিক প্রাচীন্ ইতিহাস এবং বিজাতীয় স্বভাবের দুর্ভেদ্য আবরণের ভিতর হইতে ঈশারত্নের প্রকৃত ছবি বাহির করা, তাঁহার মনুষ্যত্ব এবং দেবত্বের বিভিন্নতা অবধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মেতে তাঁহার অভেদত্ব দর্শন করা সামান্য জ্ঞান বুদ্ধির পক্ষে সম্ভব নহে। তথাপি যে আমি এ কার্য্যে সাহসী হইয়াছি তাহার কারণ আছে।

মায়ের বলে বলী হইয়া আমি এ পথে পদার্পণ করিয়াছি। এই নিমিত্ত উপরিউক্ত প্রতিবন্ধক সকল আমাকে ভগ্নোৎসাহী করিতে পারিতেছে না। মাতা বেদবাণী আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন, তাঁহার প্রিয় সন্তান যিশুর সঙ্গে আমাদের একটি অতি নিকট সম্পর্ক আছে। তিনি মনুষ্যবংশের পরম গৌরব এবং আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ; তাঁহা হইতে বিশ্বাস এবং পুণ্যের শোণিতধারা প্রবাহিত হইয়া বর্ত্তমান ভক্তসমাজকে পোষণ করিতেছে। আর একটী কথা এই যে, যে সমুন্নত উর্ব্বরা ভূমিতে এবং নির্ম্মল জল বায়ুর মধ্যে ঈশাজীবন পরিবর্দ্ধিত হয়, বর্ত্তমান সময়ে সেই পুণ্যক্ষেত্রে আমরা এখন বাস করিতেছি। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবী ঘুরিতে ঘুরিতে নৈসর্গিক নিয়মে সূর্য্যের যত দূর নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল, এক্ষণে উহা তত দূরে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। তৎকালে ব্রহ্মতেজরূপ নববিধানসূর্য্য যেমন প্যালেষ্টাইন্ ভূভাগে সমুদিত হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে আলোক দান করে, অদ্য ভারতাকাশে সেই নবসূর্য্য অভ্যুদিত হইয়া নববিধানজ্যোতি জগতে বিতরণ করিতেছে। দেশ, কাল, জল বায়ু এবং জাতিগত অসমতা এই নববিধানের উচ্চ ভূমিতে সমতা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া আমি ইহাতে সাহসী হইয়াছি। কথিত আছে, যোগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ দেব রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় মহাযজ্ঞে নিমন্ত্রিত রাজন্য এবং ব্রাহ্মণবর্গের পদধৌত কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন; মা ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীর বর্ত্তমান নববিধান দরবারে তেমনি সুরেন্দ্রপূজিত মহাযোগী যিশুও স্বীয় শোণিত দ্বারা এক্ষণে ধীবর চণ্ডাল ধনী দরিদ্র জ্ঞানী মূর্খ নর নারীর

পদধৌত করিবার জন্য দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। বিদ্যাশক্তি জননী যখন এই সুন্দর ছবি চিত্তপটে অঙ্কিত করিলেন, তিনি যখন মহাযোগমন্ত্রে বিদেশকে মাতৃভূমি, য়িহুদীকে আর্য্যযোগিরূপে পরিণত করিলেন, তখন কেনই বা আমি এ কার্য্যে সাহসী হইব না? অনুদার চরিত খ্রিষ্টধর্ম্মাবলম্বী কেহ যদি ইহাতে বিরক্ত হন, কি করিব? যিশু যেমন তাঁহাদের আদরের সামগ্রী, আমাদেরও তেমনি; এ কথায় কিছু মাত্র অত্যুক্তি নাই। অতএব আমি জয় মা জগদীশ্বরী বলিয়া এখন যাত্রা করি।—দেশ কাল জাতি সম্প্রদায়ের ব্যবধান ছিন্ন করিয়া তীর্থযাত্রী ভক্তদলের পশ্চাতে পশ্চাতে যাত্রা করি। এবং নববিধানের প্রেমের দরবারে অমরবৃন্দপরিবেষ্টিত অমৃতচরিত যিশুর অপরূপ অলোকসামান্য রূপ দর্শন করিয়া তাঁহার চরিতলীলা বর্ণনে প্রবৃত্ত হই।

এই মহৎ ব্রতে ব্রতী হইবার পূর্ব্বে একবার সেই ঈশাপ্রাণ মহাত্মাকে ভক্তিসহকারে স্মরণ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না, যিনি ম্লেচ্ছকুলোদ্ভব ঈশাকে যোগিবেশে সজ্জিত করিয়া এই সঙ্কীর্ণ হৃদয় হিন্দুবংশের শোণিত-মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তিনি যদি পথ পরিষ্কার করিয়া না রাখিতেন, তাহা হইলে কেই বা ঈশাকে চিনিত, কেই বা তাঁহার মধুর চরিত বর্ণনে উৎসাহী হইত। খ্রিষ্টীয়ধর্ম্মযাজকগণ এবং দেশীয় খ্রিষ্টীয়ান ভ্রাতৃমণ্ডলী যাহা পারেন নাই, ইহাঁ দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইয়াছে।

খ্রিষ্টীয়ানধর্ম্মাবলম্বী মহাত্মারা যিশুর চরিতাখ্যান যেরূপ উৎসাহের সহিত পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিস্তার করিয়াছেন তাহা ভাবিলে আর মনে হয় না যে এ সম্বন্ধে অন্য কাহারো কিছু করিবার আছে। এমন কোন লিখিত ভাষা দেখা যায় না যাহাতে ইহা বর্ণিত হয় নাই। এমন কোন দেশও নাই যেখানে ইহা প্রচারিত না হইয়াছে। ঘোর অসভ্য পর্ব্বতবাসী মনুষ্য-দিগের মুখেও খ্রিষ্ট নাম শুনিতে পাওয়া যায়। অনেকে মনে করিতে পারেন, তবে আর এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন কি? অপিচ, লেখক যখন আপনাকে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া নিজমুখে স্বীকার করিতেছেন তখন এ কার্য্য তাঁহার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা মাত্র। এ কথার উত্তরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে, যিশুচরিত নিরপেক্ষ ভাবে সহজ বঙ্গ ভাষায়

লিখিবার আবশ্যকতা আছে। ইহার প্রচলিত বাঙ্গালা অনুবাদ এমন জটিল এবং অরুচিকর যে তাহা পাঠে মনে এক প্রকার অসুখ জন্মে; ভাল বুঝিতেও পারা যায় না। যিশুর সুন্দর সুমিষ্ট চরিত অনুবাদের দোষে যে বহু পরিমাণে বিকৃত হইয়া রহিয়াছে তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা লেখকের পক্ষে অনধিকার চর্চ্চাও নহে। কারণ পৃথিবীর লুপ্তপ্রায় সাধুজীবন সকলকে পুনরুদ্ধার করা এবং সত্যের বিমল বর্ণে তাঁহাদিগকে চিত্রিত করা বর্ত্তমান নববিধানের এক মহৎ সঙ্কল্প। ভরসা করি বঙ্গীয় পাঠকগণের এবং প্রকৃত খ্রিষ্টতত্ত্বানুসন্ধায়ী ভাগবতগণের পক্ষে এই গ্রন্থ পাঠোপযোগী হইবে।

মা দয়াময়ীর চরণে অবশেষে আমার এই প্রার্থনা যে, তাঁহার আদর্শ পুত্র নরদেব যিশুর মাহাত্ম্য আমার বঙ্গবাসী ভ্রাতা ভগিনীদিগকে তিনি বুঝাইয়া দিন্। এবং এই পুরাতন দাসকে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন সে তাঁহার কৃপাবলে উপস্থিত কার্য্যে সফলকাম হয়। স্বর্গলোকবাসী দেবকুল এবং আমার সহযাত্রী ভক্তমণ্ডলীও আমার সহায় হউন! হে মাতঃ! সাধুজননি, ভক্তবীরপ্রসবিনি, তোমার পবিত্র আলোকে এক বার সেই মানবকুলপাবন সৎপুত্র যিশুর প্রকৃত স্বরূপ আমাকে দেখাও। আমি তোমার প্রেমবক্ষে তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার রূপ গুণ বর্ণন করি।

সূচীপত্র।

ঈশাচরিতামৃত।

ঐতিহাসিক সমালোচনা।

ঈশার জীবন ও ধর্ম্মোপদেশ এবং তাহার ঐতিহাসিক মূলতত্ত্বসম্বন্ধে বিগত দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে এত অধিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে এবং সে সমস্ত পরস্পর পরস্পরের এত বিরোধী যে, প্রকৃত অমিশ্র তত্ত্ব তাহা হইতে উদ্ভাবন করা একটি মহাকষ্টসাধ্য ব্যাপার। যদিও এ সকল জঞ্জাল ভেদ করিয়া তাঁহার স্বর্গীয় জ্যোতির ছটা দীনাত্মা মানবদিগকে বহু দিন হইতে সৎপথ দেখাইয়া আসিতেছে, তজ্জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সমালোচনা পড়িবার প্রয়োজন হয় না; কিন্তু তথাপি ঐতিহাসিক মূলসম্বন্ধে যত দূর সম্ভব নিঃসংশয় হওয়া প্রার্থনীয়। কারণ, বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাসের দিকে সহজেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে, তৎসম্বন্ধে উদাসীন থাকা অসম্ভব। অধিকন্তু যখন প্রাচীন ইতিহাসের ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া আমরা এই দিব্য জীবন-জ্যোতি অবলোকন করিতেছি, তখন কেবল ভাবুকতার পক্ষপাতী হইতে পারি কৈ। যে সকল ব্যক্তি আপনাদের চক্ষু কর্ণের বহির্ভূত প্রদেশের পৌরাণিক ঘটনা মাত্রকে কেবল অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিতে শিখিয়াছেন, ভূতকালের ইতিহাস পদে পদে যাঁহাদিগের মনে কেবল সন্দেহ উৎপাদন করে, তাঁহাদিগের সহিত আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই। পক্ষান্তরে যাঁহারা বিগত সময়কে স্বর্গ কল্পনা করত তাহার যাবতীয় যৌক্তিক অযৌক্তিক ঘটনাকে অভ্রান্ত জ্ঞান করেন, তদ্বিষয়ে কেহ সন্দিহান হইলে তাহার প্রতি খড়্গহস্ত হন, তাঁহাদিগের সঙ্গেও আমি ঐক্যমত হইতে পারি না। যাহা স্বাভাবিক এবং সঙ্গত, এবং যাহা অবিশ্বাসীর স্থূলদৃষ্টিতে কল্পনাসম্ভূত

ভ্রান্তিমাত্রি, অথচ অধ্যাত্ম জগতের বিশ্বাসী ভক্তের দিব্যজ্ঞানে সুসঙ্গত, সেই নিরাপদ ভূমি অবলম্বন পূর্ব্বক এক দিকে জ্ঞানসর্ব্বস্ব বিচারপ্রিয় রেনান্, অপর দিকে প্রচলিত বিশ্বাসের পক্ষপাতী ক্যানন্ ফেরার, এবং মধ্যপথবর্ত্তী ডাক্তার সেঙ্কেল, এই তিন গ্রন্থকারের সংগৃহীত তত্ত্ব মথি মার্ক লিউক জনের রচিত মূল ধর্ম্মগ্রন্থচতুষ্টয়ের সহিত মিলাইয়া এই জীবন চরিত লিখিত হইবে। ফরাসীর পণ্ডিত রেনান্ বহুল প্রাচীন ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া বিস্তৃত টীকা টিপ্পনির সহিত যে পুস্তক প্রণয়ন করিযাছেন. তাহাতে তত্ত্বানুসন্ধানের আর তিনি কিছু বাকী রাখেন নাই। জার্ম্মণ পণ্ডিত ডাক্তার সেঙ্কেলও পূর্ব্ববর্ত্তী প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণের পরিশ্রম-জাত ফল পরিপাক করিয়া স্বীয় গ্রন্থের পুষ্টিবর্দ্ধন করিয়াছেন। ইংরাজ পণ্ডিত ক্যানন্ ফেরারের গ্রন্থ আবার ঐ সকল গ্রন্থের উপার্জ্জিত তত্ত্বের শেষ পরিণতি। শেষোক্ত গ্রন্থে প্রাচীন তত্ত্বের ভূরি ভূরি প্রমাণ এবং ব্যাখ্যা সন্নিবিষ্ট আছে। কিন্তু এই সমুদায় বৃহৎ পুস্তকে আবান্তরিক ঘটনা-পুঞ্জ এত অধিক এবং তৎসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকারের এত মতভেদ যে তাহার ভিতরে পড়িলে আপনাকে হারাইয়া ফেলিতে হয়। আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে তত্তাবতের বিস্তৃত সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। ঈশ্বরের অনুগত অমর পুত্র যিশু পৃথিবীকে যে শাস্ত্র শিক্ষা দিতে আসিয়াছিলেন এবং যাহা সপ্রমাণের জন্য তিনি প্রাণ উৎসর্গ করেন, তাহারই তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলেই আমাদের মনোরথ পূর্ণ হইবে। বিস্তারিত সমস্ত ঘটনার আদ্যোপান্ত ইতিবৃত্ত যদি আমরা যথাযথরূপে নিরূপণ না করিতে পারি, তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। ধর্ম্মজীবনের পক্ষে যাহা ফলপ্রদ, সেই প্রকৃত জীবন রত্ন লাভ করিতে পারিলেই পাঠক এবং লেখকের আশা সফল হইবে। যিশুর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুণ্য প্রতিমা সঙ্গঠনের জন্য তত্ত্বানুসন্ধায়ী জ্ঞানিগণের নিকট যে কিছু সাহায্য পাওয়া যায় তাহাই লইব। আমাদের প্রধান অবলম্বন মূলগ্রন্থচতুষ্টয়। খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের যাবতীয় শাস্ত্র এই ভিত্তির উপর সংস্থাপিত।

ধন্য আদিগ্রন্থপ্রণেতা সাধুগণ। তাঁহারা প্রথমে যদি ঐ চারিখণ্ড বিধান-পুরাণ না লিখিয়া যাইতেন, তাহা হইলে সোণার ঈশাকে কি আমরা

পাইতাম ? পরবর্ত্তী সময়ের কল্পিত রচনাবলী ইহার মধ্যে যতই কেন প্রবিষ্ট হউক না, মলিনতাজড়িত স্পর্শমণির ন্যায় তাহার ভিতর হইতেও মহাপুরুষোত্তম যিশুর জীবনজ্যোতি উদ্ভাসিত হইতেছে। এক্ষণে প্রশ্ন এই, উল্লিখিত মূলগ্রন্থচতুষ্টয়ের লিখিত ইতিহাস কি সমস্ত বাস্তবিক ? উহাদিগের আশ্রয় লইলে আমরা কি সহজে ঈশার জীবনরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারি ? পরবর্ত্তী ইতিহাসসমালোচকদিগের মতবিবাদের চক্রে পড়িলে যেমন পথ হারাইতে হয়, আদিগ্রন্থ কয়েকখানির বিভিন্ন রচনার মধ্যেও আমাদিগের প্রায় সেই দশা ঘটে। মূল গ্রন্থ আবার কোন্ মূলের উপর সংস্থাপিত, ইহার ভিতর কোন্ কোন্ গ্রন্থই বা সত্যানুসন্ধায়ী বিজ্ঞসমাজে বিশেষ আদৃত, কাহার পর কোন্ সময়ে কোন্ খানি প্রচারিত হইয়াছে, গ্রন্থকার সাধু চারি জন কি অবস্থার লোক, সংক্ষেপে এ সকল অবগত হওয়া কষ্টসাধ্য নহে। ভরসা করি তদ্বিষয়ে কিছু পর্য্যালোচনা করিলে উহা কাহার বিরক্তির কারণ হইবে না।

যে চারি জন গ্রন্থকর্ত্তার নাম জগতে প্রসিদ্ধ আছে, তাঁহারা বর্ত্তমান প্রচলিত ধর্ম্মগ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া কত দূর গৃহীত হইতে পারেন, সে সম্বন্ধে বিচক্ষণ পণ্ডিতগণের মধ্যে বহুপ্রকার মতভেদ লক্ষিত হয়। কেন না ঈশার জীবনচরিত এবং প্রবচনাবলী মূলতঃ যেরূপ রচিত হইয়াছিল, কালসহকারে ক্রমে ক্রমে শ্রুতি ও কল্পিত প্রবাদবাক্য দ্বারা তাহার কলেবর বহুপরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহার কোন একখানি গ্রন্থ ঈশার জীবিত কালের রচনা নহে, সমুদায় গুলি, অন্ততঃ প্রথম তিন খণ্ড, প্রথম শতাব্দীর মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। মানবসমাজের আদিমাবস্থায় লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থের প্রতি আদর প্রায় কোন দেশেই দেখা যায় না। শ্রুতিপরম্পরায় ধর্ম্মবিধিসকল প্রচলিত থাকে, শব্দ এবং ভাষা অপেক্ষা ভাবের প্রতি তখন লোকের অধিক অনুরাগ প্রকাশ পায়। সকল দেশে এবং সকল জাতির ভিতরেই প্রাচীনকালে এই রীতি প্রচলিত ছিল। বেদসম্বন্ধেও আর্য্যদিগের মধ্যে ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশেষতঃ আদিম খ্রীষ্টধর্ম্মিগণ মনে করিতেন, পৃথিবীত ধ্বংস হইয়া যাইবেই, তবে আর ইতিহাস লিখিয়া রাখিবার ফল কি ? ধর্ম্মবিধিসমস্ত কণ্ঠস্থ থাকাই প্রার্থনীয়।

এই সংস্কারের পরতন্ত্র হইয়া প্রথমে তাঁহারা কিছু কাল চলিয়াছিলেন। অনন্তর ঈশার স্বর্গারোহণের অনুমান ত্রিশ বৎসরের পর মার্ক লিখিত সুসমাচার লিপিবদ্ধ হয়। মথিলিখিত হিব্রু ভাষায় রচিত "লগিয়া" নামক গ্রন্থ সর্ব্বাগ্রে প্রচারিত হইয়াছিল, এইরূপ অনেকে বলেন।

এক্ষণে যেমন "বাইবেল" গ্রন্থের প্রত্যেক অক্ষর অভ্রান্ত ব্রহ্মবাণী বলিয়া খ্রীষ্টীয় সমাজে গৃহীত হইয়া থাকে, আদিমাবস্থায় সেরূপ ছিল না। তখন ঈশার জীবনপ্রভাব জীবন্ত ছিল,—কেহ তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছে, কেহ বা সহচর শিষ্যগণের মুখে শুনিয়াছে, সুতরাং গ্রন্থের কোন প্রয়োজন হয় নাই। পরে যত দিন যাইতে লাগিল, ততই সে স্বর্গীয় জ্যোতি বিস্মৃতি ও বিকৃতির অন্ধকার মধ্যে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল; এবং সেই পরিমাণে কর্ম্মকাণ্ড এবং প্রাণহীন ভাষার উপর সাধারণের নির্ভরও বাড়িল। পরিশেষে এখন এত দূর পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়াছে যে, বাইবেলের সকল কথাই অভ্রান্ত।

ধর্ম্মগ্রন্থপ্রচার আরম্ভ হইলে নানা জনে নানাবিধ শাস্ত্র সংগ্রহ করিতে লাগিল। তাহার মধ্যে প্রকৃত ঘটনাও ছিল, আবার কল্পনা উপন্যাস অলৌকিক বৃত্তান্তও অনেক ছিল। যখন বহু শাস্ত্র বিভিন্ন মত নানা স্থানে বিস্তার হইতে লাগিল, তখন নূতন নূতন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইল। এমন কি, প্রথম শতাব্দী গত হইতে না হইতে "নষ্টিক" নামে এক সম্প্রদায়ের সূত্রপাত হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন প্রথমে হিন্দুশাস্ত্রের অবলম্বনে হিন্দু আকারে প্রচারিত হয়, পরে সর্ব্বজনীন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে; এবং ইহার ভিতর যেমন রক্ষণশীল ও উন্নতিশীল নামে দুই দল হয়; খ্রীষ্টধর্ম্ম য়িহুদী ধর্ম্মের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া পিটার ও পলের পশ্চাতে তদ্রূপ প্রণালীতে কিছু দিন চলিয়াছিল। পরিশেষে রক্ষণশীল পিটারের সঙ্কীর্ণতা পলের ঔদার্য্যের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। অতঃপর ঈশাসম্বন্ধে নানাজনে নানা মত প্রকাশ করিতে লাগিল দেখিয়া যাবতীয় সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্ম্মযাজকগণ এক মহাসভা আহ্বান করেন। তাহাতেই স্থিরীকৃত হয় যে, অন্যান্য সকল গ্রন্থ ভ্রান্ত, কেবল এই চারিখানি অভ্রান্ত। সেই অবধি ইহা সাক্ষাৎ ব্রহ্মবাণী বলিয়া চলিয়া আসিতেছে।

দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষার্দ্ধভাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত খ্রীষ্টীয় নববিধানের কোন গ্রন্থ অভ্রান্ত বোধে গৃহীত হয় নাই। পরে যখন কাথলিক চার্চ্চ সঙ্গঠিত হইল, তৎকালে তাঁহারা এক ধর্ম্মগ্রন্থ নির্দ্ধারণ করিয়া লইলেন। যিশুর আগমনের ১৭০ বৎসর পরে বাইবেলের নিউটেষ্টমেন্ট বিভাগ পরম পবিত্র এবং প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় শকের শেষার্দ্ধভাগে যে সকল গ্রন্থ নির্ব্বাচিত এবং নির্দ্ধারিত হয়, তাহার মধ্যে মথি মার্ক প্রভৃতি চারি জনের গ্রন্থ আর প্রেরিতদিগের ক্রিয়া ও পত্র ছিল। কিন্তু শেষোক্ত গ্রন্থের সমুদায় গুলি তখন সঙ্কলিত হয় নাই। কোন্ স্থানে কিরূপে ইহা নির্ব্বাচিত ও নির্দ্ধারিত হয় তাহার নিশ্চয় তত্ত্ব জানিবার কোন উপায় নাই। আসিয়া মাইনরের কোন স্থানে উক্ত সভা হইয়াছিল এইরূপ অনুমান। ৩৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এই বিষয় মীমাংসার জন্য আর একটী সভা হইয়াছিল।

অবশ্য যখন শত শত খ্রীষ্টীয় পুরাণের মধ্যে এই চারিখণ্ড মাত্র গৃহীত হইয়াছে, তখন সহজেই মনে হয় যে, বৎসরের পর বৎসর এমন অনেক দিন চলিয়া গিয়াছিল যে সময়ে আদিম খ্রীষ্টীয় সমাজ কোন গ্রন্থবিশেষকে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। পল্ পিটার জন্ ইহাঁরা বিনা গ্রন্থে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া গিয়াছেন। প্রকাশ্য সভা কর্ত্তৃক যদি অভ্রান্ত ধর্ম্মপুস্তক নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে মনুষ্যের বিবেক ধর্ম্মবুদ্ধি গ্রন্থের উপরে হইল। এই জন্যই আমরা বলিয়া থাকি, মানবের আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সহজ জ্ঞান, বিবেক, এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, এই সকল প্রত্যাদেশের দ্বার। ইহার ভিতর দিয়া অন্তর্যামী প্রভু পরমেশ্বর সকলকে নিজ অভিপ্রায় অবগত করেন, তাহার পরে ধর্ম্মপুস্তকে তাহা লিপিবদ্ধ হয়। যাহাই হউক, ফলতঃ ঈশার জীবন ও ধর্ম্ম জগতে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার পক্ষে অপেক্ষাকৃত উপরোক্ত চারিখানি পুস্তক যে বিশেষ উপযোগী এবং বিশ্বাস্য তাহাতে আর সন্দেহ হইতে পারে না।

ইতিহাসসমালোচক পণ্ডিতগণ মার্ক লিখিত গ্রন্থকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ মনে করেন। কারণ ইহা অনুমান প্রথম শতাব্দীর ষষ্টিবর্ষ মধ্যে লিখিত হয় এবং ইহাতে অসঙ্গত অলৌকিক বর্ণনা বা কল্পিত প্রবাদ বাক্যের তত আধিক্য নাই; ভাষা সরল, এবং তাহা অলঙ্কার ও আড়ম্বর বিহীন। সময়ের

উপযোগী সত্যমূলক রচনা বলিয়া ইহা বহু পরিমাণে সমাদৃত হয়। সাধু মার্ক ঈশাকে স্বচক্ষে দেখেন নাই, কিন্তু তিনি পিটারের প্রিয় শিষ্য এবং ধর্ম্মপুত্র ছিলেন, পলের সহচর বার্ণাবাস্ তাঁহার মাতুল। জেরুশালম নগরে মার্কের বাস ছিল, পিটার তথায় সদা সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন। মার্ক কিছু দিন পল্ ও বার্ণাবাসের সহিত প্রচারক্ষেত্রে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। পিটার যৎকালে রোমনগরে যিশুর মহিমা ঘোষণা করেন, তখন মার্ক তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন এবং তাঁহার প্রচারিত উপদেশাবলী সংগ্রহ করিয়া লইতেন। যিশুর জীবন-চরিত তখন এক মাত্র উপদেশের বিষয় ছিল। মার্ক ক্রমে ক্রমে সে সমস্ত সংগ্রহ করেন, কিন্তু যাহার পর যে ঘটনা বিধিপূর্ব্বক তাহা সম্বদ্ধ করিতে পারেন নাই। অথচ যাহা কিছু তিনি লিখিয়া গিয়াছেন তাহা যে যিশু-সহচর পিটারের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কথা সে বিষয়ে কাহারো দ্বিমত দেখা যায় না। মথির হিব্রু "লগিয়া" মার্কের সহায়তা করিয়াছে ইহাও অনেকে বলেন।

সেন্ট মথি অবশ্য ঈশার এক জন সঙ্গী এবং অনুগত শিষ্য ছিলেন, কিন্তু ইহাঁর নামে যে গ্রন্থ এখন চলিত আছে তাহা পরবর্ত্তী সময়ের অনু-বাদকগণের অতিরিক্ত রচনার সহিত মিশ্রিত। গ্রীক্ ভাষায় লিখিত প্রথম ধর্ম্মগ্রন্থ যাহা মথির বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা যে যিশুর শিষ্য মথির রচনা নয়, ইহা তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের বহু অনুসন্ধানে স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে। হিব্রু "লগিয়া" মথির মূল গ্রন্থ, তাহাতে যিশুপ্রদত্ত কতিপয় উপদেশ লিপিবদ্ধ হয়। পরে ঐ সকল উপদেশ নানা জনে নানা ভাষায় অনুবাদ করেন, এবং তৎ সঙ্গে তাঁহারা নিজ নিজ সংগৃহীত শ্রুতি ও প্রবাদবাক্যও সংযোগ করিয়া দেন। বর্দ্ধিত অংশের মধ্যে সত্য এবং কল্পনা উভয়ই সন্নিবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। পুরাতন বাইবেলে ডানিয়েল প্রভৃতি ভবিষ্যদ্বক্তাগণ ভাবী মহাপুরুষসম্বন্ধে যে সকল ঘটনা ও লক্ষণের কথা লিখিয়া যান, তাহা ঈশার সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল, এই বিশ্বাসে আদিম খ্রীষ্টবাদিগণ নূতন বাইবেলে এমন সকল কথা ক্রমশঃ সংযোগ করিয়াছেন, যাহার সত্যতাবিষয়ে অনেক সন্দেহ হয়। এরূপ কেহ কেহ বলেন যে, ঈশা ঐ সমুদায় ভবিষ্যদ্বাণী আপনাতে মিলাইয়া লইতেন এবং তদনুসারে কার্য্যও করিতেন। কিন্তু

তাহা হইলেও সমস্ত শাস্ত্রবাক্য যে তাঁহার জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছে ইহা বলা যায় না। যাঁহারা তাহা মিলাইতে চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের দ্বারাই অন্যের মনে সংশয় উৎপাদিত হইয়াছে। যাহা হউক, মথির গ্রন্থে যিশুর অনেক উৎকৃষ্ট উপদেশ শ্রেণীবদ্ধরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মথি করসংগ্রাহক ছিলেন, কিছু কিছু লেখা পড়া জানিতেন, পরে যিশুর সঙ্গগুণে সেই সামান্য জ্ঞান বুদ্ধি বহুমূল্য সুসমাচার গ্রন্থকে প্রসব করিয়াছে।

মার্ক এবং মথির গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া লিউক আপনার গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা জেরুশালম নগর ভগ্নের পর অর্থাৎ খ্রীষ্টাব্দের সপ্ততিবর্ষ কালের রচনা গ্রন্থপাঠে তাহা বুঝা যায়। লিউক বৈদ্য ছিলেন, পলের শিষ্য হইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেন। ইহাঁর গ্রন্থে ঘটনাসকলের *পরস্পর সম্বন্ধ, একতা এবং বিচার বুদ্ধির নিদর্শন* আছে। সঙ্কলন ব্যতীতও *ইনি নিজেও অনেক সত্য ও কল্পিত ঘটনা গ্রন্থবদ্ধ করিয়াছেন।*

সেণ্ট জনের গ্রন্থ সকলের শেষে। এমন কি, ইহা দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমেও ভালরূপে সাধারণ্যে প্রচারিত হয় নাই। *যিশুর শিষ্যগণের* মধ্যে জন্ বহু দিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, সকলের পরে ইহাঁর লোকান্তর প্রাপ্তি হয়। কিন্তু প্রাগুক্ত তিন পুস্তকের সঙ্গে জনের লেখার এত বৈষম্য, ইহাতে ঐতিহাসিক তত্ত্বের এত ভিন্নতা যে, তাহা দেখিয়া সত্যপ্রিয় জ্ঞানিসমাজ *ইহাকে ঐতিহাসিক গুরুত্ব প্রায় দিতেই* চাহেন না। অথচ এই গ্রন্থে *যোগর্ষি ঈশার যোগজীবনের অধ্যাত্ম গূঢ় তত্ত্ব যেমন বিশদরূপে বিবৃত* হইয়াছে, এমন অন্য কোন গ্রন্থেই দেখা যায় না। কেহ কেহ বলেন প্রথম তিন গ্রন্থে যাহা কিছু অভাব ছিল পরে জন তাহা পূরাইয়া দিয়াছেন। কেহ বলেন, নষ্টিক নামক বিরোধী সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় কালে ইহার আবশ্যকতা হইয়াছিল। কাহারো কাহারো মতে এই গ্রন্থের রচনা প্রণালী এবং বিবরণসকল যিশুর প্রিয় সহচরেরর উপযুক্ত নহে। যে ব্যক্তি য়িহুদী কুলে জন্মিয়াছে, প্রথম হইতে যিশুর সঙ্গে সঙ্গে অবস্থিতি করিয়ায়াছে, স্বচক্ষে সমস্ত ব্যাপার দেখিয়াছে, সে কি কখন এ ভাবে লিখিতে পারে? অসম্ভব। তবে হয় তো গ্রন্থকার জন, সে শিষ্য জন নহে, তাঁহার

নাম দিয়া আর কেহ ইহা লিখিয়া থাকিবে। গুরুজন কিংবা সাধু ব্যক্তির নামে গ্রন্থ প্রচার করা রীতি সেকালে সর্ব্বদেশেই প্রচলিত ছিল। সেঙ্কেল এবং রেনানের মতে জনের শেষ কতকগুলি পরিচ্ছেদ অপরের সংযোজিত। সেঙ্কেল বলেন, জনের লেখা চিন্তাশীল বিজ্ঞানীর ন্যায়, ইতিহাসলেখকের মত নহে। ঈশাকে ঈশ্বরের সঙ্গে এক পদার্থ জানিয়া তদনুসারে জন্ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যাবতীয় বৃত্তান্ত অলৌকিক প্রণালীতে লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাতে মানবীয় স্বভাবের স্বাভাবিক বিকাশ বর্ণিত নাই। এই জন্য তিনি ঈশার পরীক্ষা প্রলোভনের অংশটি পরিহার করিয়াছেন। কিন্তু যিনি যাহা বলুন, পরিশেষে সকলকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে এই গ্রন্থের চিন্তা ও কল্পনার মধ্যে ঈশাজীবনের অমূল্য তত্ত্বসকল সন্নিবিষ্ট আছে। আমরাও ইহা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি জনের গ্রন্থ প্রচার না হইলে ঈশার প্রকৃত মহিমা এবং সৌন্দর্য্য কেহ বুঝিতে পারিত না।

এই চারি গ্রন্থে পরস্পর অনেক বিষয়ে অনৈক্য দৃষ্ট হয়। পরবর্ত্তী শাস্ত্রকারেরা এক গ্রন্থের রচনা অন্য গ্রন্থের সঙ্গে বিনিময় করিয়াছেন, সেই জন্য আবার পরস্পরের মধ্যে অনেক বিষয়ে একতাও আছে। ফলতঃ এক্ষণকার প্রচলিত ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে একখানিও অবিমিশ্র মূল গ্রন্থ নাই, উহা শতাব্দীর পর শতাব্দী নানা জনের দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। একেত মানুষের আন্তরিক ভাব ভাষায় প্রকাশিত হইবার সময় কিছু রূপান্তরিত হয়, তদনন্তর লিপিবদ্ধ হইবার কালে তাহা একমূর্ত্তি ধারণ করে, পরে মূল ভাষাকে আবার ভাষান্তরিত করিতে গেলে মূল অভিপ্রায় একবারেই বিভিন্নরূপে পরিণত হইয়া উঠে। ক্রমে যত দিন যায় তত বিচিত্রিতারও উন্নতি হয়। এইরূপে প্রায় উনবিংশ শতাব্দী গত হইতে চলিল, এখন ইহার ভিতর হইতে প্রকৃত ঈশাকে কে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিবে? কিন্তু তজ্জন্য কোন আশঙ্কার বিষয় নাই। সে মহারত্ন লুপ্ত হইবার বা গুপ্ত থাকিবার নহে। দেশ কালের দুরতিক্রমণীয় ব্যবধান ছিন্ন করিয়া এই সুদূর বঙ্গরাজ্যে এত দিন পরে যদি ইহা আসিয়াছে, তবে আর বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা ঈশার অখণ্ড অমর জীবন হৃদয়ের পুত্তলিকা করিয়া রাখিবার জন্য তৃষিত এবং ব্যাকুলিত

হন, অসার প্রশংসা ধন্যবাদ দিবার জন্য নহে, কিন্তু জীবনের শোণিত আত্মার অন্নপানরূপে তাঁহাকে পরিণত করিতে চাহেন, তাঁহারা এই নিবিড় সাহিত্যারণ্য মধ্যে তাঁহাকে পাইয়া কৃতার্থ হইবেন। কিন্তু যাহাদিগের পথদর্শক বা আদর্শ সাধুজীবনের কোন প্রয়োজনীয়তা বোধ নাই, নরকাবর্ত্তে পতনোন্মুখ হইয়াও যাহারা নিজ দুর্গতি অনুভব করিতে অক্ষম; কিংবা যে সকল ভ্রান্ত জীব নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ পুত্রকে পিতা বলিয়া তাঁহার স্কন্ধে সমস্ত পাপভার প্রদান পূর্ব্বক আপনারা বিলাসরসে মগ্ন থাকিতে সমুৎসুক, তাহারা কোন কালে এই মহাপুরুষের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে না।

য়িহুদী জাতি।

মানবতত্ত্বদর্শী পণ্ডিতবর মহাত্মা কারলাইল্ বলিয়াছেন, পৃথিবীর মহৎ লোকদিগের জীবনচরিত জগতের মানবসাধারণের সার্ব্বভৌমিক ইতিহাস। এই কথাটী নরোত্তম ঈশার জীবনে যেমন সংলগ্ন হয়, এমন আর কাহারো সম্বন্ধে নহে। সেই পথের ভিখারী অপমানিত সূত্রধরতনয় আজ কি না পৃথিবীর সভ্যতম জাতির হৃদয়সিংহাসনে বসিয়া রাজত্ব করিতেছেন! স্বর্গলোকে দেবমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার কত গৌরব তাহা কে বুঝিবে? যাঁহারা কেবল স্বদেশের এবং স্বজাতির সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে অবস্থিতি করত আপনাদিগের ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মজীবন সঙ্গঠন করিতে উৎসাহী হন, এবং আর্য্য ঋষিদিগের মৌখিক গুণানুবাদ দ্বারা দেশহিতৈষণার উচ্চ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন, সাধারণ নরকুলেব সহিত তাঁহাদিগের সম্বন্ধ কেবল পার্থিব বিসয় বাণিজ্যে সম্বন্ধ, কিন্তু ধর্ম্মনীতিসম্বন্ধে তাহা কদাপি প্রসারিত হইতে দেখা যায় না। আহা! অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিত ও ধর্ম্মাচার্য্যগণ যদি খ্রীষ্টকে ঘৃণা করিতে না শিখিতেন, তাহা হইলে হিন্দুসমাজ এক জন আসিয়াবাসী মহাযোগীর জীবনসম্পদ্ লাভ করিয়া এত দিন মহা সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিত। নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে সে শরীরের পুষ্টি ও সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের জন্য বিদেশজাত সকল সামগ্রী লইল, কেবল ঈশাকে গ্রহণ করিল না;—আত্মার ভূষণ বলবীর্য্য ঈশার মূল্য বুঝিল না। তিনি বিদেশী ম্লেচ্ছ নহেন, আমাদের পরমাত্মীয়। এদেশের আর্য্য ঋষিরা হিন্দু জাতিকে যোগধর্ম্ম শিখাইয়াছেন, ইনি সমস্ত নরজাতিকে মহাযোগ শিক্ষা দিয়াছেন। যোগচক্ষে যিশুচরিত পাঠ করিলে এ কথা প্রমাণিত হইবে। ধন্য য়িহুদী জাতি যে সে মহাযোগী ঈশাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিল! ধন্য প্যালেষ্টাইন এবং নাশরথ! কেন না তাহারা যিশুর পবিত্র পদ বক্ষে ধারণ করিয়াছে।

প্রাচীন আর্য্যজাতির ন্যায় য়িহুদী জাতি একটী পুরাতন মহৎ জাতি। ইহাদিগের জাতীয় ইতিহাস, ধর্ম্মনীতি, আচার ব্যবহার অতীব মনোহর

পাঠ্য। অনেক রাজর্ষি মহর্ষি মহাপুরুষ বড় বড় সাধু এই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া অশেষ কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এব্রাহেম, দাউদ, সলিমান, যোব, মুসা, আইজেয়া, এলিয়াস্, জেরিমায়া, ডানিয়েল, স্পাইনোজা প্রভৃতি মহাত্মাগণ এক এক জন জাতীয় উন্নতির স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। বহু পুরাকালে আর্য্যসমাজে বিশেষ বিশেষ জ্ঞানিমণ্ডলীতে অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞানের যেরূপ আলোচনা হইয়াছিল, য়িহুদী জাতির ভিতরে তেমনি সাধারণভাবে একেশ্বর-বাদ মত প্রাধান্য লাভ করে। অমিশ্র ব্রহ্মবাদ যেমন ইহাদিগের জাতীয় প্রকৃতির মধ্যে স্থান পাইয়াছে, হিন্দুসমাজের মধ্যে সেরূপ দেখা যায় না। মহম্মদ প্রচারিত কঠোর একেশ্বরবাদের ধর্ম্ম এই জাতির পরিণাম ফল। পশ্চিম আসিয়ার অন্তর্গত আরব পারস্য এবং সমস্ত ইউরোপ যখন পৌত্ত-লিক ধর্ম্মের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তখন কেবল একমাত্র প্যালেষ্টাইন্ দেশে ইস্রায়েল্‌বংশীয়দিগের মধ্যে "একমেবাদ্বিতীয়ং" নাম পরিঘোষিত হইত।

প্রাচীন ব্রহ্মবাদী মুসা প্রথমে এই জাতিকে মিসরাধিপতি ফেরোর দাসত্ব হইতে উন্মোচন করিয়া অঙ্গীকৃত সুখরাজ্যে আনয়ন করেন, এবং তাহাদিগকে ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা শিক্ষা দেন ও পৌত্তলিকতার হস্ত হইতে রক্ষা করেন। পুরাকালে যে সকল জাতি যাযাবরের ন্যায় নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়া-ইত, য়িহুদীরা তন্মধ্যে একটি। ইহারা কোন প্রকার সামাজিকতার বদ্ধ বায়ুর মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া নক্ষত্রখচিত প্রমুক্ত আকাশতলে বিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে পটমণ্ডপে বাস করিত, এবং ইচ্ছামাত্র স্থানান্তরে চলিয়া যাইত। এক ঈশ্বরের দুরবগাহ্য মহান্ ভাব অঙ্কুরিত হইবার পক্ষে ইহাদের জীবন সম্যক্ উপযোগী ছিল। অন্যান্য জাতির ন্যায় স্বজাতিপক্ষপাত ও বিজাতিবিদ্বেষ ইহাদিগকে অনুদার করিয়া রাখিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু মহান্ জিহোবার মহিমান্বিত আদর্শ পাইয়া ইহারা অনেক বিষয়ে উন্নত হইয়া উঠে। য়িহুদী ধর্ম্ম সর্ব্বজনীন ধর্ম্ম, জেরুশালেম নগর স্বর্গরাজ্যের রাজধানী, ইস্রায়েলবংশ ঈশ্বরের বিশেষ মনোনীত, সমস্ত মানবজাতি এক দিন য়িহুদী হইবে, জিহোবা সর্ব্বোপরি একমাত্র রাজা হইয়া স্বীয় চিহ্নিত ইস্রায়েলবংশ দ্বারা সমস্ত জগৎ শাসন করিবেন, বহুকাল পূর্ব্বে এইরূপ আশা

এবং সংস্কার য়িহুদীদিগের মনে বদ্ধমূল হয়। তাহারা বিশ্বাস করিত, জেরুশালম নগর এবং ইহার দেবমন্দির এমন এক উচ্চ পর্ব্বতের উপর সংস্থাপিত যাহার অভিমুখে ফিরিয়া পৃথিবীর সকল মনুষ্য দৈববাণী শ্রবণ করিবে, এবং এই স্থান হইতে মানবসাধারণের অবলম্বনীয় যাবতীয় বিধি ব্যবস্থা প্রচারিত হইবে। এই নগর আদর্শসাম্রাজ্যের মধ্যবিন্দু, এবং এইখানে সকলে পুনরায় অমরোদ্যানের আনন্দ-সম্ভোগ করিবে।

বেনিইস্রায়েলগণ যখন ইজিপ্ট হইতে আসেন, তখন পৌত্তলিকতার প্রতি ঘৃণার ভাব লইয়া আসিয়াছিলেন। মুসা ঈশ্বরেরর যে দশটি আজ্ঞা ইহাঁ-দিগকে শিক্ষা দেন, তাহা একেশ্বরবাদ ধর্ম্মবিধির মুলভূমি। এই বিধির গর্ভে সামাজিক নীতি ও সমতার মহাশক্তিশালী বীজ নিহিত ছিল। ইস্রায়েলগণ ভ্রমণকালে আপনাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ, প্রাচীন স্মরণীয় পদার্থ-পুঞ্জ এক সিন্ধুকে পূরিয়া তাহা স্কন্ধে লইয়া দেশে দেশে ফিরিত। এই সিন্ধুকের মধ্যে প্রাচীন গ্রন্থ, আপনাদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্ত ইত্যাদি যত্নে রক্ষিত হইত। মনুষ্যের সহিত ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ ব্যবহার, দৈনিক জীবনে, জাতি ও ব্যক্তিগত বিশেষ ঘটনায় তাঁহার বিধাতৃত্ব ক্রিয়া এবং লীলা-বিহারসম্বন্ধে য়িহুদীদিগের বিশেষতঃ ইস্রায়েল বংশের বিশ্বাস অতিশয় জীবন্ত ছিল। উপরোক্ত ধর্ম্মগ্রন্থসংরক্ষণের ভার যাহাদিগের উপর ন্যস্ত থাকিত, অবিলম্বে তাহারা মান্য গণ্য সর্ব্বপ্রধান হইয়া উঠে। কিন্তু পরবর্ত্তীকালের ধর্ম্মবিধি এবং নৈতিক নিয়মাদির প্রবর্ত্তক ইহারা নহে। য়িহুদী ধর্ম্মযাজক-গণের অবস্থা প্রাচীন কালের অন্যান্য পুরোহিতদিগের সঙ্গে অধিক প্রভেদ ছিল না। অপরাপর স্বর্গরাজ্যপ্রিয় জাতির মধ্যে ইস্রায়েলদিগের এই এক প্রধান স্বভাব দৃষ্ট হইত যে তাহাদিগের পৌরোহিত্য আত্মজ্ঞানসম্ভূত দৈবা-দেশের অধীন ছিল। ইহা ব্যতীত প্রত্যাদিষ্ট মহাজনগণের এখানে যথেষ্ট আধিপত্য প্রকাশ পাইয়াছে। ক্রমে এই নবি বা প্রফেটদিগের এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় গঠিত হয়। ইহাঁরাই পরিশেষে সর্ব্বোপরি ক্ষমতা লাভ করেন। ইস্রায়েল্ জাতি অন্য কোন জাতির সঙ্গে মিশিয়া না যায়, প্রাচীন কালের সাধারণতন্ত্রের শাসনপ্রণালী চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকে, তদ্বিষয়ে নবিগণ সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতেন, এবং কোন প্রকার রাজনৈতিক সম্প্রদায় যাহাতে

না হইতে পারে, তাহার জন্য ধনীদিগের প্রতিকূলে নিয়ত সংগ্রাম করিতেন। এই সকল ব্যক্তিকে প্রকৃত পক্ষে য়িহুদী জাতির পরিচালক বলিয়া জানিতে হইবে। আপনাদিগের রাজনৈতিক ভ্রান্ত মত দ্বারা নীত হইয়া যখন ইহারা এসিরিয়ান্ ক্ষমতা কর্তৃক পরাভূত হয়, তখন হইতে পূর্ব্বোল্লিখিত আশাবাক্য প্রচার হইতে আরম্ভ হয়।

অনন্তর ঈশার ন্যায় ধর্ম্মার্থনিহত বিশ্বাসী জীবন প্রস্তুত করিবার জন্য এই জাতির মধ্যে দুর্ব্বোধ্য মহাবাক্যসকল প্রচারিত হইতে লাগিল। যে সকল ভবিষ্যদ্বক্তার শোণিতে জেরুশালমের রাজপথ কলঙ্কিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে একজনের সম্বন্ধে জনৈক প্রত্যাদিষ্ট সাধু এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী লিখিয়া যান ;—"তিনি শুষ্ক ভূমিসম্ভূত তরুমূলের ন্যায় এবং সুকোমল বৃক্ষের ন্যায় উৎপন্ন হইবেন। তিনি শ্রীসৌন্দর্য্যবিহীন ; তিনি মনুষ্য কর্তৃক পরিত্যক্ত ও ঘৃণিত ; আমরা তাঁহা হইতে মুখ লুকাইব। তিনি অপমানিত হইলেন, আমরা তাঁহাকে সম্মান করিলাম না। নিশ্চয় তিনি আমাদিগের ক্লেশভার বহন করিয়াছেন এবং দুঃখ লইয়া গিয়াছেন। তথাপি আমরা এই মনে করিয়াছি যে তিনি ঈশ্বর কর্তৃক প্রহারিত এবং নিপীড়িত। কিন্তু আমাদের অপরাধের জন্যই তাঁহার অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত, আমাদের পাপেতে তাঁহার দেহ ভগ্ন, আমাদের শান্তির জন্যই তাঁহার শাস্তি। তাঁহার প্রহারভোগ আমাদিগের আরোগ্যের কারণ। মেষপালের ন্যায় আমরা সকলে পথভ্রষ্ট হইয়াছিলাম, ঈশ্বর তাঁহার মস্তকে আমাদের পাপভার স্থাপন করিলেন। দুঃখ ক্লেশ পাইয়াও তিনি মুখ খুলিলেন না ; ঠিক যেন মেষশিশুর ন্যায় আপনার হন্তার নিকট আনীত হইলেন। যেমন মেষ তাহার হত্যাকারীর নিকট নির্ব্বাক্, তিনিও তদ্রূপ। দুর্জ্জনদিগের পার্শ্বে তাঁহার সমাধি হইল। যখন তুমি পাপের জন্য তাঁহাকে বলি উপহার দিবে, তখন তিনি আপনার বংশ দেখিতে পাইবেন, কালকে দীর্ঘ করিবেন, এবং তাঁহারই হস্তে ঈশ্বরের সুখ বৃদ্ধি হইবে।"

এই কালে মুসাপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মবিধি সমুদায় রূপান্তরিত হইল, এবং তাঁহার নামে নূতনবিধ নিয়মাবলী জন্ম গ্রহণ করিল ; সুতরাং য়িহুদী সমাজের সে প্রাচীন ভাব আর রহিল না। এই পরিবর্ত্তনের প্রধান ফল কঠোর নিয়ম-

পরায়ণতা এবং অন্ধবিশ্বাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভ্রমান্ধ বিশ্বাসিগণ এই সময় হইতে এত দূর পর্য্যন্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিল যে কেহ ধর্ম্মনিয়ম অতিক্রম করিলে তাহাকে মহাযন্ত্রণা প্রদান করিত। পরিশেষে তাহারা এক সাধারণ বিধি বাহির করিল যে, যদি কেহ জাতীয় ধর্ম্মবিরোধী হয় তাহাকে বধ করা হইবে। এই বিধি অনুসারে পরে ঈশার প্রাণদণ্ড হয়। ধর্ম্মের নামে দয়া এবং জিঘাংসা কেমন একত্র অবস্থিতি করিতে পারে, ইহা তাহার এক দৃষ্টান্ত। এই রূপ অন্ধোৎসাহ আসিয়া য়িহুদী সমাজে প্রত্যাদিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীর স্রোত খুলিয়া দিল, পৃথিবী স্বর্গধাম হইবে, এই বিষয়ে লোকের মানসিক গতি মহাবেগে ধাবিত হইল, এবং তাহা জাতীয় নীতিশাস্ত্রে বিধানরূপে বদ্ধ হইয়া গেল। হেজিকায়া, জোসিয়া, এবং জেরিমায়া প্রভৃতি প্রাচীন মহাজনদিগের হৃদয়ে যে প্রধানতন্ত্র মতের ধর্ম্মনীতি রাজত্ব করিত, তাহা এক্ষণে "পেন্টাটিউক" নামক মুসার ধর্ম্মগ্রন্থের অঙ্গীভূত হইয়া সাধারণ জনসমাজকে শাসন করিতে লাগিল। বর্ত্তমান সময়েও এই নীতির একাধিপত্য দৃষ্টিগোচর হয়। উপরি উক্ত বিধিপুস্তক যাই প্রচারিত হইল, অমনি তৎসঙ্গে য়িহুদী প্রকৃতির গতি প্রভূত বেগে বিস্তার হইয়া পড়িল। তদনন্তর পশ্চিম আসিয়ার ভীষণ রাজবিপ্লবসকল একটার পর একটা ইহাদিগের চিরপোষিত পার্থিব স্বর্গরাজ্যের কামনা চূর্ণ করিয়া সকলকে দুরাশা এবং স্বপ্নের মধ্যে নিক্ষেপ করে। সেই স্বপ্নের ধর্ম্ম য়িহুদীগণ মহা অনুরাগের সহিত অদ্যাবধি পোষণ করিয়া আসিতেছে। অতঃপর তাহারা আপনাদের রাজকীয় স্বাধীনতা ভোগ-লালসায় জলাঞ্জলি দিয়া বিদেশীয় শাসনাধীন হইল। কেবল জাতীয় ধর্ম্ম এবং আচার ব্যবহার সম্বন্ধে স্বাধীনতা থাকে, এই মাত্র তখন প্রার্থনার বিষয় রহিল। এই সময় হইতে ঈশ্বরের একত্ব, প্রচলিত নিয়মাবলী এবং ধর্ম্মোৎসাহী প্রধানেরা ঐ জাতির সর্ব্বস্ব হইয়া দাঁড়ায়।

প্রাগুক্ত নিয়ম এবং ধর্ম্মবিধি সমস্ত সম্পূর্ণরূপে নৈতিক এবং সামাজিক। মনুষ্যের বর্ত্তমান জীবনের উচ্চ আদর্শ এই নিয়মে আয়ত্তীকৃত হইবে, নিয়মপ্রবর্ত্তকগণের এই বিশ্বাস ছিল। তাঁহারা ইহাও বিশ্বাস করিতেন যে মুসার বিধি ভালরূপে পালন করিতে পারিলে সর্ব্বাঙ্গীন সুখলাভ হইবে। স্বর্গ-

রাজ্য আসিবে, জিহোবা সকলের রাজা হইবেন, এই আশা ও সংস্কারে য়িহুদীগণ চিরকাল বদ্ধ ছিল।

বহুল ত্রুটি দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও ইস্রায়েলগণ এই নীতি সমভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। ঈশার পূর্ব্বপুরুষ ইজরা নিহিমায়া অনিয়াস্ ম্যাকেবিজ্ প্রভৃতি ধর্ম্মনেতাগণ আপনাদিগের এই জাতীয় ধর্ম্মনিয়ম চিরদিন দৃঢ়তার সহিত প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া গিয়াছিলেন। ইস্রায়েল বংশ ঈশ্বরের চিহ্নিত পবিত্র লোক, তিনি ইহাদিগের নিকট অঙ্গীকারে বদ্ধ, এই বিশ্বাস ক্রমে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া ইহারা অনেক আশা করিত। পৃথিবীর অন্যান্য জাতীয় লোক ভূত কালকে স্বর্গ কল্পনা করে, কিন্তু য়িহুদীদিগের সুখের আশা ভবিষ্যতের দিকে। রাজর্ষি দাউদের গীতিমালা ঈদৃশ আশা বিশ্বাসের প্রতিপোষক। বাস্তবিকই ইস্রায়েলদিগের ধর্ম্ম অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ এবং উন্নত ছিল, এ সম্বন্ধে ইহাদিগকে ঈশ্বরের লোক বলিলে নিতান্ত অন্যায় হয় না। কারণ, বাবিলনিয়া, পারস্য, ইজিপ্ট, সাইরিয়া, এমন কি সুসভ্য গ্রীশ্ রোমের পর্য্যন্ত তখন ধর্ম্মসম্বন্ধে অতি হীনাবস্থা ছিল; সকলেই পৌত্তলিকিতা ও ভ্রমান্ধকারে বাস করিত। প্রথম শতাব্দী হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ধর্ম্মের নামে খ্রীষ্টসমাজে যেমন কেহ প্রাণ দিয়াছে, কেহ বা অন্যের প্রাণ নাশ করিয়াছে; য়িহুদীরা ঈশার জন্মের পূর্ব্ব দুই শতাব্দীতে তদ্রূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে। উহাদের ধর্ম্ম স্বেচ্ছাচার, কুসংস্কার ও জড়বাদের ভয়ানক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। বস্তুতঃ য়িহুদীরা ধর্ম্মপ্রচারবিষয়ে সর্ব্বপ্রথমে অন্য জাতি অপেক্ষা ঔদার্য্যের পরিচয় দেয়। গ্রীক্ ভাষার বিস্তার, ভূমধ্যসাগরের সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত য়িহুদীদিগের ভ্রমণ ও বসবাস প্রচার কার্য্যের অনেক সহায়তা করিয়াছিল।

ধর্ম্মনেতা ম্যাকেবিজের সময় পর্য্যন্ত য়িহুদীধর্ম্ম অপরাপর ধর্ম্মের ন্যায় সঙ্কীর্ণ ভাব ধারণ করে। তৎকালে ইস্রায়েলগণ অন্য ধর্ম্মকে ঘৃণা করিত এবং সত্য ধর্ম্ম কেবল তাহাদেরই জন্য হইয়াছে এইরূপ বিশ্বাস করিত। কিন্তু কেহ য়িহুদী পরিবার-ভুক্ত হইলে সে জিহোবার উপাসনায় অধিকার পাইত। এব্রাহেম্ দত্ত পৈতৃক সম্পত্তি এই ধর্ম্ম, ইহাতে অন্য জাতি আসিতে পাইবে না এই বিশ্বাস ছিল। অনন্তর ইজরা ও নিহিমায়ার পরে পৌরো-

হিত্য ভাবের উন্নতি হয় এবং তাহা পুনরায় এই ধর্ম্মকে দৃঢ় ও যৌক্তিক্‌রূপে সংগটন করে। এইরূপে যখন ইহা উন্নত এবং বিশুদ্ধ আকার ধারণ করিল, তখন বহু লোক যাহাতে ইহার অন্তর্গত হয় তদ্বিষয়ে কর্ত্তব্য বোধ জন্মিল। মহর্ষি জন্‌ কি ঈশা কি পলের ন্যায় অবশ্য উদার ভাব তখন দেখা যায় নাই, বরং বিজাতির প্রতি বিদ্বেষ এমন ছিল যে, য়িহুদীরা যাহাদিগকে স্বধর্ম্মে আনয়ন করিত তাহাদিগকেও ঘৃণার চক্ষে দেখিত। এই জন্য ঈশা ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন, লোক অনিবার জন্য ইহাদের কত আগ্রহ, কিন্তু পরে তাহাদের পানে একবার ফিরিয়াও চাহে না। কিন্তু এই সময় হইতে মহোচ্চ ধর্ম্মের গুণে য়িহুদীরা কিছু উদারচিত্ত হয়। পৌত্তলিক ব্যক্তি কৃপার পাত্র ললিয়া গণ্য হইত। ক্রমে কুসংস্কার কল্পনা দ্বারা ধর্ম্মবিশ্বাসকে উহারা এমনি করিয়া তুলিল যে বিধিবদ্ধধর্ম্মনিয়মসর্ব্বস্ব হইয়া দাঁড়াইল, ভিতরকার ভাবের প্রতি আর কাহারো দৃষ্টি রহিল না। এই ধর্ম্মবিশ্বাস পরিশেষে অন্ধতা ও উন্মত্ততায় পরিণত হয়। সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পরে দুর্ব্বৃত্ত সম্রাট্‌ নিরো যেরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছিল, য়িহুদীদিগের ধর্ম্মের আচরণ তদনুরূপ হইয়া উঠে। ক্রোধাভিমান এবং নিরাশা উহাদিগকে একেবারে স্বপ্ন কল্পনার রাজ্যে লইয়া গিয়াছিল।

তদনন্তর ডানিয়েল্‌ নামক নবির ভবিষ্যদ্বাক্য প্রচারিত হয় এবং তাহা পূর্ব্বপোষিত ধর্ম্ম মতকে পুনর্জ্জীবিত করে। ঈশ্বরপ্রেরিত স্বর্গদূত ধরাতলে অবতীর্ণ হইবেন তৎসম্বন্ধে ইনি শেষ কথা বলেন। ইহাঁর মতে সেই প্রত্যাশিত মসি প্রাচীন ধর্ম্মরাজ সলিমান্‌ বা দাউদের মত নহেন, তিনি মনুষ্যপুত্র, [স্বর্গবাসী অমরগণের সমষ্টি আত্মা,] তিনি মানবাকার অলৌকিক জীব, মেঘের উপর আরোহণ করিয়া সমস্ত জগৎ শাসন করিতে আসিবেন, এবং সত্য যুগের প্রভু হইবেন।

খ্রীষ্টীয়ান জগতে ধর্ম্মমতসম্বন্ধে যেমন আঁটা আঁটি য়িহুদী সমাজে তাদৃশ মতনিষ্ঠা ছিল না। ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব, স্বর্গদূত, মানবজীবনের উদ্দেশ্য বিষয়ক মত কেহ পরিষ্কাররূপে বুঝিত না, সুতরাং সে সম্বন্ধে কেহ কাহাকে নিপীড়তও করিত না। কিন্তু মুসার বিধিপালনবিষয়ে ভয়ানক শাসন ছিল। অনেকানেক মতবিবাদ ইহাদের সমাজে সময়ে সময়ে উপ-

স্থিত হইত বটে, কিন্তু তাহা ধর্ম্মমত বা তত্ত্ব জ্ঞানসম্বন্ধে নহে ; এই জন্য তাহা বিভিন্ন প্রকারে মীমাংসা হইয়া যাইত। প্রচলিত নিয়ম ও বিধি শাস্ত্রে পারদর্শী যে কোন ব্যক্তি সিনেগগে [ধর্ম্মমন্দিরে] আচার্য্য উপদেষ্টা হইতে পারিত। কিছু দিন পরে হেরোদের শেষরাজত্বকালে মহা আন্দোলন উঠে, এবং তাহা হইতে অনেক গুলি ধর্ম্মসম্প্রদায় জন্ম গ্রহণ করে। বাহ্য ক্ষমতা যে পরিমাণে ধর্ম্মনিরপেক্ষ হইয়া অবিশ্বাসীদিগের হস্তগত হইতে লাগিল, সেই পরিমাণে য়িহুদীরা পার্থিব প্রভুত্বের আশা পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে আপনাদিগের আন্তরিক কল্পনাতরঙ্গে এবং দুরাশার সাগরে ডুবিয়া গেল। এই সময়ে রাজ্যমধ্যে অপেক্ষাকৃত শান্তি সংস্থাপিত হয় এবং সাময়িক ধর্ম্মনেতৃগণ কিছু কবিত্বকল্পনাপ্রিয় হন। এই কারণে লোকসকল বিপুল আশাতে পূর্ণ হইয়া উঠে। এই ভাবী আশা জুড়িয়া-বাসিদিগের অন্তরে যখন শেষ সীমা প্রাপ্ত হইল, প্রাচীন মহন্ত সাইমিয়ন্ ও ফ্যানিউয়েলের পবিত্র কন্যা য়্যানা প্রভৃতি ধর্ম্মাত্মারা যখন উক্ত আশা সফলের জন্য দেবমন্দিরে উপবাস এবং প্রার্থনাদি করিতে লাগিলেন, তখন ভবিষ্যৎ নবি আগতপ্রায় ইহা সকলের মনে হইতে লাগিল। এইরূপ আশা এবং ভগ্নোৎসাহ, মতবিবাদ ও কোলাহলের মধ্যে মহাতেজা পরম ভাগবত যিশুখ্রীষ্ট অবতীর্ণ হইয়া পিতৃকুলের চিরপোষিত মহৎ অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। নবদ্বীপে চৈতন্যের জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বে অদ্বৈতাদি ভক্ত বৈষ্ণবগণ হরিভক্তি ও হরির অবতরণের জন্য অবিকল এইরূপে উপবাস ও পূজা প্রার্থনাদি করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে শাক্ত হিন্দুসমাজ যেরূপ ভক্তিহীন দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল তদপেক্ষা শত গুণে অধিক দুর্নীতি এবং দুরাচারে য়িহুদিসমাজ অধোগতি প্রাপ্ত হয়। এ সময়ে ইহারা পাপ দুষ্কর্ম্মের শেষ সীমায় যে উঠিয়াছিল যিশুর জীবনচরিত্রের প্রত্যেক ঘটনায় তাহা সপ্রমাণিত হইবে। ঘোরতর কলুষান্ধকার মধ্যে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় মহাভাগ যিশু সমুদিত হন, এবং দৈববলে সমস্ত মানবজাতির মুক্তির দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেন। ইহাঁর আগমনে য়িহুদিকুল ধন্য হইয়াছে, পাপী জগৎ নবজীবন লাভ করিয়াছে।

জন্মবিবরণ।

যিশুর আদ্যোপান্ত জীবন একটী ঘোরতর প্রহেলিকা। জন্ম হইতে স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত এমন সকল ঘটনার উল্লেখ আছে যাহার তাৎপর্য্য বুঝিয়া উঠা যায় না। কিন্তু বোধসুলভ না হইলেও ইহার অদ্ভুত প্রভাব কেহ অতিক্রম করিতে পারিবেন না। মহাপুরুষের আগমনে পৃথিবীতে যুগান্তর উপস্থিত হয়, এ কথার যদি কোন অর্থ থাকে তবে তাহা এস্থলে সুস্পষ্ট অভিলক্ষিত হইয়াছে। সচরাচর জীবনচরিত লিখিতে গেলে, অমুক শকে অমুক দিবসে তিনি জন্মিয়াছিলেন এইরূপ লিখিতে হয়, কিন্তু ইহাঁর সম্বন্ধে তাহা খাটেনা। ইনি যুগপ্রলয়ের বীজ হস্তে লইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, এবং যে খ্রীষ্টীয় শক দ্বারা সভ্যতম দেশ মহাদেশ সকল অধিকৃত হইয়া রহিয়াছে তাহাকে জন্ম দান করেন। যিশুর উদয়ে ভূমণ্ডলে যে জ্ঞান সভ্যতা ধর্ম্মনীতি বিষয়ে এক অভিনব যুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ভারতের বর্ত্তমান সৌভাগ্যই তাহার প্রমাণ স্থল। বাস্তবিক তিনি যেন একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়া তন্মধ্যে বিরাজ করিতেছেন।

এই জন্মবৃত্তান্তসম্বন্ধে ভূরি ভূরি অলৌকিক ঘটনা বর্ণিত আছে। বিশ্বাসী দল ইহাকে অসাধারণরূপে প্রচার করিবার জন্য কত অদ্ভুত অনৈসর্গিক কথারই অবতারণা করিয়াছেন! পক্ষান্তরে অবিশ্বাসী ভক্তিবিরোধীরা আবার বিপরীত পথে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার অযৌক্তিতা দেখাইয়া দিয়াছে। উভয় পক্ষের আন্দোলনের মধ্যে পড়িয়া কেহ কেহ যিশুর অস্তিত্বে পর্য্যন্ত সংশয় প্রকাশ করেন। এক্ষণেও সে বিদ্যালয়ের ছাত্র বিরল নহেন যাঁহারা অম্লান বদনে বলেন, যিশুখ্রীষ্ট বলিয়া কেহ ছিল না, এ সমস্তই কল্পনা। এ প্রকার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সহজ সন্দেহ নহে। এখনও কেহ কেহ বলেন, আমাদের নন্দতনয় গোকুলবিহারী শ্রীকৃষ্ণকেই পাদরী সাহেবেরা খ্রীষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। উভয়ের জন্মকালীন কতিপয়

ঘটনার সাদৃশ্য ইহার প্রবল যুক্তি। এ বিষয়ের দীর্ঘ সমালোচনায় আমাদিগের প্রবৃত্তি হয় না এবং ধৈর্য্যও থাকে না। প্রাচীন ইতিহাসে যাহা বর্ণিত আছে এক্ষণে তাহারই অনুসরণ করা যাউক।

মথিলিখিত গ্রন্থের রচনানুসারে য়িহুদীদিগের প্রধানতম পূর্ব্বপুরুষ এব্রাহেমের সঙ্গে যিশুর বিয়াল্লিশ পুরুষ দূরবর্ত্তী সম্বন্ধ। বর্ত্তমান প্রচলিত খ্রীষ্টাব্দের পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা জোসেফের সহিত যৎকালে জননী মেরীর পরিণয়সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয়, তখন উভয়ে একত্র ঘর কন্না করিবার পূর্ব্বেই প্রচারিত হইল যে কুমারী মেরী পবিত্রাত্মা কর্ত্তৃক গর্ভবতী হইয়াছেন। সুবিবেকী জোসেফ মনে করিলেন, এ প্রকার কুমারীর পাণিগ্রহণ করিলে জনসমাজে কুদৃষ্টান্ত দেখান হইবে। এই ভাবিয়া তিনি মেরীকে গোপনে পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এমন সময় স্বপ্নযোগে স্বর্গদূত আদেশ করিলেন, যে "হে দাউদের পুত্র! তুমি মেরীকে বিবাহিত পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে ভীত হইও না; কারণ তাঁহার গর্ভে যিনি আছেন তিনি পবিত্রাত্মা। তোমার পত্নী যে সন্তান প্রসব করিবেন তাঁহাকে তুমি যিশু [পবিত্রাত্মা] বলিয়া ডাকিবে। তিনি মনুষ্যদিগকে পরিত্রাণ দিবেন।" ইহা দ্বারা প্রাচীন গ্রন্থের লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে। স্বপ্নাদেশানুসারে জোসেফ সমস্ত কার্য্য করিলেন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত মেরী পুত্ররত্ন প্রসব না করিয়াছিলেন তত দিন তিনি স্বীয় ভার্য্যাকে বুঝিতে পারেন নাই।

জুডিয়া দেশে জেরুশালমের সন্নিহিত বেথল্‌হ্যাম নগরে মহাত্মা যিশু জন্ম গ্রহণ করেন। হেরোদ এ সময়ে ঐ দেশের রাজা ছিল। হঠাৎ একদা পূর্ব্বাঞ্চলের কতিপয় জ্ঞানী লোক তাঁহাকে আসিয়া বলিল, "য়িহুদীদিগের রাজা কোথায় জন্মিয়াছেন? পূর্ব্ব দিকে তাঁহার নক্ষত্র দেখিয়া আমরা তাঁহাকে পূজা করিতে আসিয়াছি।" এই বাক্য শ্রবণে হেরোদ ভটস্থ হইল এবং রাজ্যের পণ্ডিত অধ্যাপকদিগকে ডাকিয়া কহিল, "কোথায় খ্রীষ্টের জন্মিবার কথা আছে বল?" তাহারা বলিল, "ভবিষ্যদ্বক্তা শাস্ত্রে এই রূপ লিখিয়া গিয়াছেন;"—'হে জুডিয়াদেশস্থ বেথল্‌হ্যাম্! জুডিয়ার রাজপুত্রদিগের মধ্যে তুমি সামান্য নহ। কেন না তোমার ভিতর হইতে

একজন শাসন কর্ত্তা জন্ম গ্রহণ করিয়া আমার লোকদিগকে [ইস্রায়েল্ বংশকে] শাসন করিবে।" ইহা শ্রবণে রাজা পূর্ব্বদেশের জ্ঞানীদিগকে গোপনে ডাকিল এবং কোন্ সময় এই নক্ষত্র আকাশে দৃষ্টিগোচর হইয়াছে তদ্বিষয়ে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। অনন্তর তাঁহাদিগকে বেথল্হ্যামে পাঠাইয়া বলিয়া দিল যে, "তোমরা যাও এবং সেই যিশুকে ভালরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখ। যখন তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবে তখন আসিয়া সংবাদ দিবে, যেন আমিও গিয়া তাঁহার পূজা করিতে পারি।" পরে তাঁহারা প্রস্থান করিলেন এবং উক্ত নক্ষত্রের পশ্চাতে২ চলিতে লাগিলেন। যে স্থানে যিশু প্রসূত হন তথায় আসিয়া নক্ষত্রের গতি স্থগিত হয়। নক্ষত্রের সঙ্গে জ্ঞানিগণ মহানন্দে গম্য স্থানে উপনীত হইলেন এবং মেরীর ক্রোড়স্থ শিশু যিশুকে দেখিয়া রজত কাঞ্চন ও গন্ধ দ্রব্য দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। পরে ঈশ্বর তাঁহাদিগের প্রতি এইরূপ স্বপ্নাদেশ করেন যে, তাঁহারা পুনরায় হেরোদের নিকট না গিয়া যেন অন্য পথে স্বদেশে ফিরিয়া যান। উহাঁরা চলিয়া গেলে স্বর্গদূত স্বপ্নযোগে জোসেফকে বলিলেন, "উঠ! এবং স্ত্রী পুত্র লইয়া ইজিপ্ট দেশে পলায়ন কর। যে পর্য্যন্ত আমি সংবাদ না দিব তত দিন সেখানে বাস করিতে থাক; যেহেতু হেরোদ এই শিশুর প্রাণবধার্থ অনুসন্ধান করিবে।" রজনীযোগে উঠিয়া জোসেফ আদেশ মত কার্য্য করিলেন। ইহা দ্বারা "আমি ইজিপ্ট হইতে আমার সন্তানকে ডাকিয়া আনিয়াছি" এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল।

হেরোদ যখন দেখিল যে পূর্ব্বদেশীয় জ্ঞানীরা তাহাকে উপহাস করি.. চলিয়া গেল, তখন সে মহা ক্রোধান্বিত হইয়া অনুচরদিগকে আদেশ করিল, "বেথল্হ্যাম নগর এবং তাহার সীমার মধ্যে দুই বৎসর বয়সের যত শিশু আছে সকলের শিরশ্ছেদন কর।" এ বিষয়েও শাস্ত্রে ভবিষ্যদ্বাক্য লিখিত ছিল।

অতঃপর হেরোদের মৃত্যু হইলে স্বর্গদূত পুনর্ব্বার স্বপ্নযোগে জোসেফকে বলিলেন, "উঠ! এক্ষণে স্ত্রীপুত্র লইয়া ইস্রায়েল্ দেশে প্রত্যাগমন কর। যাহারা শিশুর প্রাণবধ করিতে চাহিয়াছিল তাহাদিগের মৃত্যু হইয়াছে।" তখন জোসেফ্ স্বদেশে চলিয়া আসিলেন। কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন,

হেরোদের পুত্র আর্কেলাস্ পিতৃসিংহাসনে বসিয়া জুডিয়া দেশ শাসন করিতেছে, তখন তাঁহার মনে ভয় হইল। শেষ স্বপ্নাদেশ অবহেলা করিয়া গালিল দেশস্থ নাশরথ নগরে গিয়া তিনি বাস করিতে লাগিলেন। শাস্ত্রে লেখা ছিল, তাঁহাকে সকলে নেজারিন্ বলিয়া ডাকিবে, তাহাও মিলিয়া গেল। এইরূপ মথিলিখিত গ্রন্থে জন্মবিবরণের তাবৎ ঘটনা প্রাচীন শাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণীর সহিত ঐক্য দেখা যায়।

সাধু মার্ক এ সম্বন্ধে কিছুই লেখেন নাই। তিনি নিজ গ্রন্থে একবারে জলসংস্কারক জনের প্রচারসময়ের ঘটনা আরম্ভ করিয়াছেন। নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, যাঁহার রচনা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য, তিনি ঈশার প্রথম জীবনের কোন কথাই লিখিয়া যান নাই। অনেক সম্ভব যে, যিশু নাকি অজ্ঞাতকুলশীল সামান্য শ্রমজীবীর গৃহে জন্মিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার প্রথম জীবনের অনুপূর্ব্বিক ঘটনা কেহ জানিতে পারে নাই, পরে বহু অনুসন্ধানে কিছু কিছু বাহির হইয়াছে, তৎসঙ্গে অনেক কাল্পনিক বিবরণও মিশিয়া গিয়াছে।

লিউক লিখিত সুসমাচারে এ বিষয়ে বাহুল্য বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি যিশুকে কেবল পবিত্রাত্মজাত সন্তান বলেন নাই, তদীয় অগ্রবর্ত্তী দেবর্ষি জন্‌কেও সেইরূপ বলিয়া গিয়াছেন। জনের বৃদ্ধা মাতা পবিত্রাত্মার যোগে যখন ছয় মাস অন্তঃসত্ত্বা, তখন স্বর্গদূত জেব্রিল্ কুমারী মেরীকে বলিলেন, "হে ঈশ্বরানুগ্রহীতা! নারীকুলের মধ্যে তুমি ধন্যা! পরমেশ্বর তোমার সঙ্গে আছেন।" মেরী তচ্ছ্রবণে বিস্মিত হইলেন, এবং কি কথা বলিয়া জেব্রিলকে সম্মান করিবেন তদ্বিষয়ে ভাবিতে লাগিলেন। তখন পুনরায় জেব্রিল বলিলেন, "ভয় করিও না, তোমার প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইয়াছে। যিশু নাম্নে তুমি এক সন্তান লাভ করিবে। তিনি অতি মহৎ হইয়া দাউদের রাজসিংহাসনে বসিবেন এবং চিরকাল জ্যাকোবের বংশে রাজত্ব করিবেন। তাঁহার রাজ্য অসীম হইবে।" মেরী উত্তর করিলেন, "আমি কুমারী, তাহা কিরূপে ঘটিবে?" জেব্রিল্ কহিলেন, "তোমার উপরে পবিত্রাত্মা অবতীর্ণ হইবেন, এবং পরমা শক্তি তোমাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবেন। অতএব যে পবিত্র বস্তু তোমাতে জন্মিবে তিনি

ঈশ্বরপুত্র নামে উক্ত হইবেন। দেখ, তোমার বন্ধ্যা ভগিনী এলিজাফেথ্ বৃদ্ধ বয়সেও অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছেন, ঈশ্বরের নিকট কিছুই অসম্ভব নহে।” তখন মেরী আপনাকে ধন্য মানিয়া বলিয়া উঠিলেন, “দেখ, আমি কেমন ঈশ্বরের দাসী! আপনি যাহা বলিলেন তাহাই আমাতে সম্পন্ন হউক!”

স্বর্গদূত স্বস্থানে গমন করিলে, মেরী তদ্দণ্ডে জুডানগরে জ্যাকেরিয়ার ভবনে প্রবেশানন্তর ভগ্নী এলিজাফেথকে অভিবাদন করিলেন। মেরীর দর্শন পাইয়া জনের মাতা অতিমাত্র আনন্দিতা হইলেন এবং তাঁহার গর্ভস্থ সন্তানও আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল। অনন্তর পবিত্রাত্মার প্রভাবে এলিজা-ফেথ্ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, “কি! আমার প্রভুর জননী এখানে আসিয়াছেন! নারীকুলে তুমি ধন্যা! এবং তোমার গর্ভজাত ফল ধন্য!” মেরী বলিলেন, “আমার আত্মা ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করিল। পরিত্রাতা পরমেশ্বরেতে আমি আনন্দিত হইয়াছি। তিনি এই স্নদীনা দাসীকে গৌরবান্বিত করিলেন। তাঁহার নাম পবিত্র হউক! যাহারা বংশ পরম্পরায় তাঁহাকে ভয় করে, তাহাদের মস্তকে তাঁহার করুণা বর্ষিত হউক! তিনি বলপ্রকাশ করেন এবং পর্ব্বতকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন। তিনি বড়কে ছোট করেন, এবং ছোটকে উচ্চ পদে তুলিয়া দেন। ক্ষুধার্ত্তকে উৎকৃষ্ট ভোজ্য দানে পরিতৃপ্ত করিয়া ধনীকে শূন্য উদরে বিদায় করেন।” এইরূপে আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া তথায় তিন দিবস কাল তিনি অবস্থিতি করিলেন। পরে নিজালয়ে ফিরিয়া যান। অনন্তর যথাকালে উভয়ের গর্ভে জন্ এবং যিশু নামে দুই দিব্য সুকুমার সন্তান প্রসূত হইল। রোমীয় সম্রাট্ সিজার আগষ্টাসের রাজত্বকালে এক বার দেশের সমস্ত প্রজাবর্গের উপর অতিরিক্ত করভার অর্পিত হয়। সেই জন্য লোকসংখ্যাগণনার আবশ্যক হইয়াছিল। প্রত্যেক প্রজা আপনাপন নগরে উপস্থিত থাকিবে এই আদেশানুসারে জোসেফ সস্ত্রীক আপনাদের পৈতৃক বাসস্থানে গমন করেন। য়িহুদীদিগের প্রতি বিশেষ সম্মানের জন্যই হউক, কিংবা প্রাচীন রীতি বলিয়াই হউক, তাঁহাদিগকে স্বজাতির সঙ্গে দাউদের রাজধানী পুরাতন বেথলহ্যাম নগরে এই কারণে যাইতে হইয়াছিল। তৎকালে মেরী পূর্ণগর্ভা। বেথলহ্যামে এক পান্থশালায় গিয়া তাঁহার প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল। লোকের

জনতা হেতু তাঁহারা ঘরের মধ্যে স্থান পাইলেন না, এক অশ্বশালায় আশ্রয় লইলেন। সেই স্থানে রজনীকালে ভুবনবিখ্যাত পবিত্র যিশুর জন্ম হইল। সন্তান প্রসব হইবা মাত্র প্রান্তরস্থিত পশুপালক রাখালদিগকে স্বর্গদূত এই সংবাদ গোচর করিলেন যে অদ্য এই নগরে পরিত্রাতা যিশু জন্মিয়াছেন। পরে ঐস্থানে অকস্মাৎ আকাশের তারকাগণ নামিয়া আসিল, এবং সকলে মিলিয়া "স্বর্গধামে ঈশ্বরের মহিমা মহীয়ান্ হউক! পৃথিবীতে শান্তি এবং মানবগণের মধ্যে মঙ্গল ইচ্ছার জয় হউক!" এই বলিয়া ঈশ্বরের জয়গীত গাইতে লাগিল। রাখালেরাও তথায় আসিয়া সদ্যোজাত যিশুকে দেখিল এবং সেই কথা নগরের যথা তথা প্রচার করিয়া দিল। তদনন্তর অষ্টম দিবসে ত্বক্‌চ্ছেদ এবং নামকরণ হয়। পরে যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে মুসার বিধি অনুসারে মেরী জেরুশালমে দেবমন্দিরে পূজা উপহার প্রদান করেন। মন্দিরবাসী পুণ্যাত্মা সাইমিয়ন্ ও য়্যানা এই সন্তানকে ঈশ্বরপ্রেরিত লোক-পরিত্রাতা বলিয়া তৎকালেই চিনিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা ঈশ্বরকে এবং নবশিশুর পিতা মাতাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "ইস্রায়েলদিগের ভাবী কল্যাণ যাঁহা দ্বারা হইবে তাঁহাকে দেখিলাম। এক্ষণে ঈশ্বর আমাদিগকে পৃথিবী হইতে বিদায় দিন।" অতঃপর জোসেফ ও মেরী নাশরথ নগরে ফিরিয়া আসিলেন, তথায় ঈশ্বরপ্রসাদে নব শিশু দিন দিন জ্ঞান শক্তিতে বীর্য্যশালী হইয়া উঠিল।

সেণ্ট জনের পুস্তকে জন্মবিষয়ে কোন কথার উল্লেখ নাই। তিনি শব্দব্রহ্মের ব্যাখ্যা দ্বারা গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন। যিশু সৃষ্টির পূর্ব্বে অনন্ত কাল ঈশ্বরেতে অপ্রকটভাবে ছিলেন, পরে জীবের উদ্ধারের জন্য দেহ ধারণ করিলেন, এই মাত্র ইহাতে পাওয়া যায়।

ক্যাননু ফেরার জন্মবিষয়ক কোন কোন অলৌকিক ঘটনার যৌক্তিক অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া তাহার সম্ভবনীয়তা দেখাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলা যায় না। যিশুর জন্মসূচক নক্ষত্রদর্শন তাঁহার মতে বিজ্ঞানবিরোধী নহে। কারণ পূর্ব্বদেশের লোকেরা প্রেরিত মহাপুরুষের আগমন প্রত্যাশায় তৎকালে নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া উঠে, এবং জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত কেপলার পরে গণিয়া দেখিয়াছেন, তৎকালে আকাশে

কোন জ্যোতিষ্কেরও বিশেষ আবির্ভাব ঐ অঞ্চলে হইয়াছিল। অতএব উহা যুক্তিযুক্ত ঘটনা। পণ্ডিতেরা বিদ্যার বলে কুসংস্কার ভ্রান্তিকে কেমন সত্যরূপে প্রতিপন্ন করিতে পারেন, ইহা একটি তাহারি দৃষ্টান্ত। কিন্তু ইনি পবিত্রাত্মা কর্ত্তৃক গর্ভাধান কিংবা অন্যান্য অনৈসর্গিক ঘটনাসম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। রেনানের মতে নাশরথেই যিশুর জন্ম হয়। সস্ত্রীক জোসেফের বেথল্‌হ্যাম যাওয়া, লোকসংখ্যাগণনার জন্য রাজবিধি বাহির হওয়া এবং জন্মের দিবস সম্বন্ধে তিনি সন্দেহ করেন এবং সে বিষয়ে যুক্তি ও প্রমাণও দিয়াছেন। কিন্তু ইহা স্বীকার করিয়াছেন, রোমীয় শকের ৭৫০ বর্ষে যিশুর জন্ম হয়। ঠিক সময় জানিবার কোন উপায় আমরাও দেখিতে পাই না। জন্মবিষয়ক ঘটনার সহিত শাস্ত্রীয় ভবিষ্য দ্বাক্যের অধিকতর একতাই অনেকের পক্ষে সন্দেহের কারণ হইয়াছে, নতুবা সকল ঘটনাই কিছু অসম্ভব নহে।

যিনি যাহা বলুন, যিশু যে পৃথিবীতে এক দিন জন্মিয়াছিলেন তাহাতে আর কোন সংশয় নাই। অবশ্য যখন তিনি মনুষ্যদেহধারী, তখন নিশ্চয়ই বিধাতা প্রতিষ্ঠিত স্বাভাবিক নিয়মের অনুগামী হইয়া তাঁহাকে শরীর পরিগ্রহ করিতে হইয়াছে, প্রাকৃতিক সাধারণ নিয়মের অধীন হওয়াতে তাঁহার যে কিছু অগৌরব হইয়াছে ইহাত মনে হয় না, বরং তাহা ঈশ্বরের বাধ্য সন্তানের উপযুক্ত কার্য্যই হইয়াছে বলিতে হইবে। ইহাতে কিছুমাত্র অবমাননাও নাই। ট্যাক্স দিবার উপলক্ষে বেথল্‌হ্যামে যাওয়া, অশ্বশালায় যিশুর প্রসব হওয়া, হেরোদের ভয়ে ইজিপ্ট দেশে পলায়ন করা, শিশু সন্তানগণের প্রাণ দণ্ড, এসকল কিছুই অসঙ্গত কিংবা অসম্ভব নহে। বাস্তবিকই দুঃখের সন্তান যিশুর জীবন মৃত্যু কেবল দুঃখ শোকেই পরিপূর্ণ। যিনি এক দিন রাজ-রাজেশ্বর মহাগুরু হইয়া নরজাতির হৃদয়সিংহাসনে বসিবেন, বিদেশে অসহায় অবস্থায় এক সামান্য অশ্বশালায় তিনি ভূমিষ্ঠ হইলেন, নৃশংস হেরোদের ভয়ে দূর দেশে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন, জোসেফ এবং মেরী তৎসম্বন্ধে দৈব-বাণী শুনিলেন, ইহাতে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশিত হইল। তিনি যে দীনহীন সূত্রধর তনয়কে লোকপাবন নরোত্তম করিলেন, ইহার ভিতরেই তাঁহার অদ্ভুত অলৌকিক শক্তির পরিচয় আমরা পাইতেছি। কিন্তু যিশুর মত

মহাপুরুষও যে অনায়াসে প্রাকৃতিক নিয়মে জন্মিতে পারেন তাহার অনেক প্রমাণ আছে। কল্পনাপ্রধান ভারতের আর্য্যকুলে আমাদের জন্ম, অলৌকিক ঘটনা বিশ্বাসের বিদ্যালয়ে আমরা শিক্ষিত এবং প্রতিপালিত, সুতরাং মহৎ লোকদিগের জীবন ও জন্মাদি সম্বন্ধে কেন যে এ প্রকার অত্যুক্তি প্রচারিত হয় তাহা আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারি। এ দেশের সাধু মহাপুরুষদিগের সম্বন্ধে অবিকল ঐরূপ—উহা হইতে অধিকতর আশ্চর্য্য ঘটনার উল্লেখ আছে। চেষ্টা করিলে বিজ্ঞান যুক্তির সঙ্গে তাহার দুই একটার সামঞ্জস্যও দেখান যাইতে পারে। কিন্তু ইহার উপর সাধুর মহত্ত্ব অতি অল্পই নির্ভর করে। রেনান্ যে বলেন, যিশুর জন্ম বৎসরে লোকসংখ্যাগণনার রাজবিধি ঘোষিত হয় নাই, যদি তাহা নাই হইয়া থাকে, তাহাতে আমাদের বিশেষ কিছু ক্ষতি দেখিতেছি না। দিব্যলাবণ্য সুকুমার শিশু যিশুকে পাইয়াই আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। অলৌকিককর্ম্মা ভগবান্ ইহাঁকে দরিদ্রের গৃহে নিতান্ত হীনাবস্থায় প্রেরণ করিয়া পরে যে অত্যাশ্চর্য্য কীর্ত্তি দেখাইলেন, এবং তাহাতে তাঁহার যে অত্যদ্ভুত অনির্ব্বচনীয় মহিমা প্রকাশ পাইয়াছে, আকাশের তারা, স্বর্গের দূত, কি রাখালগণের স্বপ্নাদেশ প্রভৃতি ঘটনাপুঞ্জ তাহার কণামাত্র বৃদ্ধি করিতেও পারে না, তৎসমুদায়ের অভাবে সে স্বর্গীয় গৌরবের কিছুমাত্র হ্রাসও হয় না। প্রাকৃতিক সাধারণ এবং পুরাতন নিয়মের মধ্য দিয়াই ঈশ্বর মহৎ কার্য্য সকল সম্পন্ন করেন, তজ্জন্য অনৈসর্গিক ক্রিয়ার কোন প্রয়োজন হয় নাই। যিনি বলিতেন, আমি প্রাচীন ব্যবস্থা বিনাশ করিতে আসি নাই, পূর্ণ করিতে আসিয়াছি, তাঁহার জীবনে যে বিধাতার চিরপ্রতিষ্ঠিত মঙ্গলময়ী ইচ্ছা অব্যাহতরূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে ইহা অপেক্ষা অলৌকিক ক্রিয়া আর কি হইতে পারে আমরা জানি না। শূন্য হইতে যিনি বিচিত্র জগৎ বাহির করেন, ঘোরান্ধকার মধ্যে যাঁহার ইচ্ছামাত্র চন্দ্র সূর্য্য উদিত হয়, তিনি যে বিনা আড়ম্বরে তাঁহার প্রিয় পুত্রকে পাঠাইয়া জগতের মঙ্গল সাধন করিবেন, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয়ই বা কি আছে? অতএব যিশুর দেহধারণসম্বন্ধে কোন নূতন নিয়ম কিংবা আশ্চর্য্য প্রণালী বিধাতা প্রবর্ত্তিত করেন নাই। কিন্তু তাঁহার অভ্যুদয় বাস্তবিক অসাধারণ।

প্রকৃত ঈশ্বর পুত্রের জন্ম যে পবিত্রাত্মা কর্ত্তৃক হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। স্বয়ং ভগবতী ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। যিশু মাংস অস্থি শোণিত মজ্জার সমষ্টি নহেন, তিনি পরমাত্মজাত চিদাত্মা।

বাল্যকাল।

আসিয়া মহাদেশের পশ্চিম প্রান্তে প্যালেষ্টাইন নামে এক দেশ আছে। সেই দেশের অন্তর্গত গালিল্ প্রদেশস্থ নাশরথ্ নগরে যিশুর বাল্য ও যৌবনকাল অতিবাহিত হয়। গালিল্ দেশকে য়িহুদীরা ঘৃণার চক্ষে দেখিত। এই দেশ বিংশতি নগরে বিভক্ত ছিল। গালিল্ অর্থে গোলাকার বৃত্ত বুঝায়। রাজা সলিমান যখন জিহোবার বিখ্যাত মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তৎকালে হিরাম নামে কোন ব্যক্তি শালকাষ্ঠ দ্বারা এ কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করে, তাহার পুরস্কারের স্বরূপ রাজা তাহাকে উপরিউক্ত ভূভাগ প্রদান করেন। হিরাম ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া ঐ ঘৃণাসূচক নামে উহাকে অভিহিত করিয়াছিল। সেই হইতে য়িহুদীরা গালিল্ প্রদেশকে ঘৃণা করিত। এ স্থানে তখন ফনিসিয়ান্, আরব এবং গ্রীক্ প্রভৃতি নানা জাতির বাস ছিল, এই জন্য তৎপ্রতি য়িহুদীদিগের ঘৃণার ভাব আরো বর্দ্ধিত হয়। যিশুর জন্মের অল্পকাল পরে দুর্ব্বৃত্ত নরপতি হেরোদ পরলোক গমন করে, তাহার এক পুত্র আণ্টিপাস গালিল বিভাগের এবং আর্কেলাস নামক আর এক পুত্র জুডিয়ার শাসনকর্ত্তা হয়। দুই জনেই অত্যন্ত পশুপ্রকৃতি দুরাচারী রাজা ছিল। কথিত আছে, আর্কেলাস্ পিতৃসিংহাসনে বসিয়াই দেবমন্দিরে তিন সহস্র স্বদেশবাসীর মস্তক ছেদনে অনুমতি দেয়। সম্রাট্ সিজার আগষ্টাসের নিয়োজিত পাষণ্ড আণ্টিপাসের শাসনাধীনে যিশুকে অনেক দিন থাকিতে হইয়াছিল।

নাশরথনগর একটি অতীব রমণীয় স্থান। ইহা পর্ব্বতোপত্যকায় স্থাপিত এবং ক্ষুদ্রগিরিমালায় পরিবেষ্টিত। ইদানীন্তন যে সকল ভ্রমণকারী উহা পরিদর্শন করিয়াছেন তাঁহারাও বলেন, তথাকার প্রাকৃতিক শোভা নন্দনকাননের সদৃশ। এই স্থানের চতুষ্পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতশ্রেণী, নদী এবং সাগর, উপসাগর, হ্রদ দৃষ্টিগোচর হয়। উত্তরে তরুলতাসমাকীর্ণ মনোহর

গিরিশৃঙ্গ, পূর্ব্বভাগে নির্ম্মলসলিল সুন্দর হ্রদ, পশ্চিমে সমুন্নত পর্ব্বতমালা ও লোহিতসাগর, দক্ষিণে জুডিয়ার বনরাজী এবং তৃণপত্রবিহীন শৈলশ্রেণী। উচ্চ গিরিশিখরে দণ্ডায়মান হইয়া চতুর্দ্দিগের এই শোভা সন্দর্শন করিলে পথিকের মনে এক অপূর্ব্ব ভাবরসের আবির্ভাব হয়। যে দিকে নেত্রপাত কর, সেই দিকে দাড়িম্ব ও ডম্বুর বৃক্ষরাজী এবং হরিদ্বর্ণ দ্রাক্ষাক্ষেত্র সকল ফলফুলে সজ্জিত রহিয়াছে দেখিতে পাইবে। বসন্তসমাগমে যখন সমস্ত তরু-কুঞ্জ সুকোমল নবীন পল্লবে এবং বিচিত্র কুসুমস্তবকে সুশোভিত হয়, অমল শ্বেত বর্ণের কপোত ও অন্যান্য বিহঙ্গকুল দলে দলে তন্মধ্যে বিচরণ করে, সুবিমল স্নিগ্ধ সমীরণ বহিতে থাকে, তখন ঐ সকল স্থান অমর উদ্যানের তুল্য শ্রী ধারণ করে। গিরিপার্শ্বে কোথাও প্রস্রবণবারি বহিতেছে, কোথাও নাশিরথীয় রমণীগণ কূপতটে দণ্ডায়মান হইয়া জল সংগ্রহ করিতেছে, কোথাও বা প্রিয়দর্শন বালকবৃন্দ ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে। এস্থানের জল বায়ু অতীব স্বাস্থ্যপ্রদ এবং স্ত্রীপুরুষ বালক বালিকাগণের দেহকান্তি ও মুখলাবণ্য সমধিক নয়নানন্দকর। প্রকৃতিদেবীর এই সুরম্য কাম্যবনে প্রেমিকবর মহাত্মা যিশু বাল্যসহচরগণ সঙ্গে লীলা বিহার করিতেন। তিনি স্বভাবের সন্তান, স্বভাবের ছাত্র, এবং স্বভাবের শিষ্য ছিলেন।

গিরিবক্ষে বিরাজিত এই সুন্দর ক্ষুদ্র নগর এক্ষণে যে ভাবে প্রকাশ পাইতেছে, যথেষ্ট সম্ভব যে উহা পূর্ব্বকালেও তদ্রূপ ছিল। নগরটি অতি ক্ষুদ্র, অনুমান পাঁচ সহস্র প্রজা তথায় বসতি করিত। লোকদিগের বাস-ভবন তাদৃশ শ্রীসম্পন্ন নহে, অধিকাংশ ব্যক্তিই সামান্য অবস্থার মধ্যবিধ শ্রেণীর গৃহস্থ। সূত্রধরব্যবসায়ী জোসেফ্‌ও এক জন সামান্য গৃহস্থ ছিলেন। যে ঘরে তিনি থাকিতেন, সেইখানেই স্বীয় জাতীয় ব্যবসায় নির্ব্বাহ করিতেন। মহামতি যিশু বাল্য ও যৌবনকালে পৈতৃক ব্যবসায়ে পিতার সহকারী এবং বাধ্য অনুচর ছিলেন। যে স্থানে এখন বালকগণ ক্রীড়া করে, নারীগণ জল আনিতে যায়, সেই সেই স্থানের মৃত্তিকা ও উপলখণ্ড যে যিশু এবং মেরী দেবীর চরণ চুম্বন করিয়াছে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

গালিল্ দেশ দুর্নামগ্রস্ত, সুতরাং তদন্তর্গত নাশরথও য়িহুদীদিগের

অশ্রদ্ধের স্থান ছিল। এই কারণে তখন ঐ নগরে অন্যান্য নগরের ন্যায় বিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই। কিন্তু য়িহুদী পরীবারের স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা সকলে আপনাদের ধর্ম্মবিধি অধ্যয়ন করিয়া তাহা কণ্ঠস্থ রাখিত। জ্ঞানধর্ম্মসম্বন্ধে ঈদৃশ অবস্থার বালক যাহা শিখিতে পারে, যিশু পিতা মাতার নিকট তাহা শিখিয়াছিলেন। জাতীয় ধর্ম্মের শাস্ত্রবাক্য অনেক তাঁহার মুখস্থ ছিল। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে যে দিব্যজ্ঞানের অমৃততরু উৎপন্ন হইয়া জগতে মোক্ষফল বিতরণ করিয়াছে, তাহা স্বয়ং ভগবান্ কর্ত্তৃক রোপিত এবং পরিবর্দ্ধিত হয়।

জনশ্রুতি প্রবাদবচনে এবং কোন কোন গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে যিশু বাল্যকালে বড় দুরন্ত ছিলেন; কাহারো কথা শুনিতেন না, মৃতদেহের উপর আঘাত করিয়া তাহাকে অভিশাপ দিতেন, দোষের প্রতিশোধ লইতেন, বয়স্য বালকদিগকে অজাশাবক সাজাইয়া খেলা করিতেন, পিতা জোসেফ্‌কে ধমক্ দিতেন। এই সমস্ত দৌরাত্ম্যের জন্য প্রতিবাসীরা শেষ এত দূর বিরক্ত হইয়াছিল যে মেরী তন্নিমিত্ত স্বীয় সন্তানকে গৃহে বদ্ধ করিয়া রাখিতে বাধ্য হন। আমাদের নদীয়ার চাঁদ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গও বাল্যকালে এইরূপ দুরন্ত ছিলেন। মুসলমানদিগের কোরাণে এবং অন্যান্য পুস্তকে বলে, যিশু শৈশব কালে অনেক অদ্ভুত কর্ম্ম করিতে পারিতেন। তিনি মাটির চটক পক্ষী নির্ম্মাণ করিয়া হাতে তালি দিতেন, আর তাহারা আকাশে উড়িয়া যাইত। ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ডকে টানিয়া দীর্ঘ করিতেন, রংওয়ালার দোকানে এক গামলার মধ্যে কাপড় ডুবাইয়া যে কোন বর্ণে তাহা ছোবাইয়া লইতেন। এবংবিধ বহুতর আশ্চর্য্য গল্প লোকবিশেষের মধ্যে প্রচলিত আছে। একদা তিনি বয়স্য বালকগণকে চারিদিকে সাজাইয়া তন্মধ্যে আপনি রাজবেশে উপবিষ্ট হন। তাহারা নিজ নিজ গাত্রাবরণ ভূমিতে বিছাইয়া তদুপরি যিশুকে বসাইল, তাঁহার মস্তকে ফুলের মুকুট পরাইল, এবং আপনারা রাজানুচরের ন্যায় দক্ষিণে বামে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। নিকট দিয়া যাহারা যায় তাহাদিগকে ডাকিয়া এবং বলপূর্ব্বক ধরিয়া বলে, তোমরা এই দিকে আইস, এবং রাজাকে সম্মান কর, তাহার পর চলিয়া যাও। রাজলক্ষণ বাস্তবিকই তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু পার্থিব রাজ্যসম্পদ

তাঁহার চক্ষে এইরূপ বাল্যক্রীড়ার ন্যায় চির দিন প্রতীত হইত। যিশুর শৈশব কিংবা বাল্য যৌবনের ইতিহাস জানিবার কোন সুবিধা নাই। কিন্তু তিনি নির্দ্দোষচরিত্র বালক, পিতা মাতার অনুগত ছিলেন, ত্রিশবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত জাতীয় ব্যবসায় দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন, এ বিশ্বাস অনেকেরই আছে। জোসেফের সাংসারিক অবস্থা স্বচ্ছল না থাকিলেও তিনি এক জন সুখী গৃহস্থ ছিলেন। নাশরথীয় লোকেরা সামান্যতঃ কেহই ধনী ছিল না, অথচ প্রায় সকলেই মনের সুখে কালযাপন করিত। তাহাদের অভাবের উপযোগী আয় ছিল। তদবস্থায় প্রতিপালিত হইয়া যিশু বাল্যকালে সাধারণ বালকবৃন্দের মত নাশরথের পথে এবং পর্ব্বতগাত্রে খেলা করিয়া বেড়াইতেন, যৌবনে পিতা মাতার অধীনে গৃহকার্য্যে সাহায্য করিতেন। তৎকালে তাঁহার সেই গুপ্ত জীবনের মধ্যে অদ্ভুতকর্ম্মা ভগবান্ কি স্বর্গীয় অগ্নি প্রধূমিত করিতেছিলেন তাহা আমরা শীঘ্রই দেখিতে পাইব।

কৈশোর ও গুপ্ত যৌবন।

যে সকল ইতিবৃত্তলেখক যিশুর জন্মবিবরণকে এত বাহুল্যরূপে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা এই মহাপুরুষের কৈশোর ও যৌবনকালের কোন বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হন নাই ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়। সকলেই প্রায় এবিষয়ে নির্ব্বাক্, কেবল সেন্ট লিউকের গ্রন্থে একটী মাত্র ঘটনার উল্লেখ আছে। বাস্তবিক ইহাও এক ঘোর রহস্য যে এত বড় প্রেরিত মহাজনের ত্রিশ বৎসর কাল একবারে অন্ধকারাচ্ছন্ন। যা হউক, কোন কল্পনাপ্রিয় কবি এই সুদূর প্রসারিত শূন্য স্থান যে কল্পিত উপন্যাসের দ্বারা পূর্ণ করেন নাই ইহা সৌভাগ্যের বিষয়। হইতে পারে যে জ্ঞাতব্য কোন ঘটনা এ কাল মধ্যে সংঘটিত হয় নাই। কিন্তু লিউক লিখিত দ্বাদশ বর্ষ বয়সের বিবরণটি পড়িলে একথা আর বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। যিনি দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে এমন আশ্চর্য্য ধর্ম্মকথা বলিলেন, তিনি তাহার পর অষ্টাদশ বর্ষকাল যে সাধারণের ন্যায় উপেক্ষিত ছিলেন, ইহাত মনে লাগে না। আহা! আমরা যদি তাঁহার গুপ্ত যৌবনের ইতিহাস জানিতে পারিতাম তাহা হইলে কতই সুখী হইতাম। অথবা যাঁহার তিন বৎসরের ব্রহ্মতেজ পৃথিবী সহ্য করিতে পারে না, তাঁহার তেত্রিশ বৎসরের কিরূপে সহ্য করিবে। বোধ হয় তিন বৎসরব্যাপী ব্রহ্মতেজ ঐ সময়ের মধ্যে ঘনীভূত হইতেছিল। বিধাতা তাহা ক্রমে ক্রমে না দেখাইয়া সহসা একবারে জগৎকে চমৎকৃত করিলেন। যে কারণেই হউক, খ্রীষ্টান জগৎ এবিষয়ে নিতান্ত নিরুপায়। ইয়োরোপের তত্ত্বানুসন্ধায়ী কত শত পণ্ডিত প্যালেষ্টাইনের অন্তর বাহির তন্ন বিতন্ন করিলেন, জেরুশালমের ভূগর্ভ খনন করিয়া কত করিয়া কত লোক এখনো পর্য্যন্ত প্রাচীন কীর্ত্তি সকল আবিষ্কার করিতেছেন, কিন্তু যাঁহার অনুরোধে জ্ঞানীদিগের এ বিষয়ে এত আগ্রহ,

তাঁহার ত্রিশ বৎসরের প্রচ্ছন্ন জীবনগর্ভে কেহই প্রবেশ করিতে পারিলেন না।

যিশুর কৈশোর জীবনের এই একটী মাত্র ঘটনা পাওয়া যায় যে তিনি সময়ে সময়ে পিতা মাতার সঙ্গে জাতীয় পর্ব্বোপলক্ষে জেরুশালম তীর্থে যাইতেন। উক্ত নগর নাশরথের দক্ষিণ চল্লিশ ক্রোশ অন্তরে সংস্থাপিত। যে পথ দিয়া তথায় যাইতে হয়, তাহা সুরম্য কানন উপবন গিরি নদী নির্ঝরে অলঙ্কৃত। বসন্তকালে নিস্তারপর্ব্বের সময় ঐ সকল বনরাজী ফল পুষ্পে অতীব শোভনীয় হইত। প্রেমিক ঈশা এই স্থানের ভিতর দিয়া তীর্থে গমন করিতেন। প্রকৃতির মনোহারিণী শোভা অবলোকন করত তাঁহার চিত্তসরোবরে কত ভাবের তরঙ্গ উঠিত তাহা কে বলিতে পারে?

"যিশু যখন দ্বাদশ বর্ষীয় বালক, একদা তৎকালে তিনি জোসেফ্ এবং মেরীর সঙ্গে জেরুশালমে গমন করেন। পর্ব্ব দেখিয়া দেশে ফিরিয়া আসিবার সময় পিতা মাতা হঠাৎ দেখিলেন যে পুত্র সঙ্গে নাই। পথে দলে দলে স্ত্রীপুরুষ বালক বালিকা চলিতেছে, কোন ছেলের দলে তিনি পশ্চাতে আছেন কিংবা অগ্রসর হইয়াছেন এই মনে করিয়া তাঁহারা সে দিন আর বিশেষ ভাবিত হইলেন না। অনন্তর দিবসাবসানে যখন দেখিলেন পুত্র কোন দলের সঙ্গেই নাই, তখন দুই জনকে পুনরায় নগরাভিমুখে ফিরিয়া আসিতে হইল। দ্বিতীয় দিবসেও কোন অনুসন্ধান পাওয়া গেল না, তজ্জন্য পিতা মাতার হৃদয় শোকে নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিল। বহু অনুসন্ধানের পর তৃতীয় দিবসে তাঁহারা দেখিলেন, এক ধর্ম্মমন্দিরে পণ্ডিত-মণ্ডলী মধ্যে পুত্র বসিয়া ধর্ম্মালাপ করিতেছে। যিশু যে সকল বিষয়ে প্রশ্ন উত্তর করিতেছিলেন তচ্ছ্রবণে মন্দিরাধ্যক্ষ পণ্ডিতগণ অতিশয় চমৎকৃত হন। দ্বাদশ বর্ষীয় য়িহুদী বালক দেশীয় প্রথানুসারে যদিও কতকটা সাবালগের ন্যায় গণ্য, কিন্তু এত অল্প বয়সে এরূপ সারগর্ভ ধর্ম্মপ্রসঙ্গ তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইবে ইহা কেহ প্রত্যাশা করিতে পারে না। মাতা মেরী সহসা ঈদৃশ অভাবনীয় দৃশ্য দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। যে সকল সুবিজ্ঞ শুভ্রশ্মশ্রুধারী প্রাচীন অধ্যাপকগণের নিকটে দাঁড়াইতে তাঁহারা শঙ্কিত হন, তাঁহাদিগের মধ্যস্থলে বসিয়া বালক যিশু নির্ভয়ে ধর্ম্মালাপ করিতেছে!

তখন মেরী বলিলেন "হে পুত্র! আমাদের সঙ্গে কি তোমার এইরূপ ব্যবহার করা উচিত? তোমার অনুসন্ধানে দেখ আজ আমরা তিন দিন হইতে নানা স্থান ভ্রমণ করিতেছি।" জননীর স্নেহের অনুযোগ শুনিয়া পুত্রবর যিশু বলিয়া উঠিলেন, "কেন তোমরা আমাকে অনুসন্ধান করিতেছিলে? আমার পিতার গৃহে আমি অবশ্য থাকিব ইহা কি তোমরা জানিতে না?" এইরূপ উত্তর পাইয়া পিতা জোসেফ্ বুঝিলেন যে আমি ব্যতীত ইহার আর এক জন পিতা আছে। কিন্তু সে কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইল না। উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলীও তাহা কত দূর বুঝিয়াছিলেন বলা যায় না। তদনন্তর পিতা মাতার অনুগত হইয়া যিশু স্বদেশে প্রতিগমন করেন।

কোন কোন শাস্ত্রকার বলেন, যিশুর আপনার সহোদর সহোদরা ব্যতীত আর কয়েকটি বৈমাত্রেয় ভাই ভগিনী ছিল, বিবাহের পর তাহারা স্বতন্ত্র অবস্থান করিত। তিনি যখন উনিশ বৎসরের যুবা তখন জোসেফ্ পরলোক গমন করেন। জনকের লোকান্তর হইলে তাঁহার মস্তকে সংসারের সমস্ত ভার নিপতিত হয়। কোন কোন শুষ্কহৃদয় একেশ্বরবাদী যিশুর প্রতি এই জন্য বিরক্ত যে তিনি বিবাহ করেন নাই, পারিবারিক কর্ত্তব্য, সন্তান-পালন, লৌকিক ধর্ম্ম ইত্যাদি বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। যদিও তিনি এ সকল কার্য্য তোমার আমার মত না করুন, কিন্তু ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সংসারেই ছিলেন, জাতীয় ব্যবসায় দ্বারা আত্মীয় স্বজনকে প্রতিপালন করিয়াছেন। কাহার কাহার মতে যিশুর আপনার ভাই ভগিনী কেহ ছিল না। যে সকল ভ্রাতৃগণ প্রথম শতাব্দীতে খ্রীষ্টীয়ানমণ্ডলীর উচ্চপদে অভিষিক্ত হন তাঁহারা সহোদর নহেন, মাসীর পুত্র। মেরী নামে তাঁহার এক মাতৃষসা ছিলেন, তাঁহার কয়েকটি পুত্র ছিল, তাহারাই পরে যিশুর শিষ্য হয়। এ সম্বন্ধে নানা প্রকার মতভেদ আছে, প্রকৃত তত্ত্বনির্দ্ধারণের কোন উপায় নাই। এইমাত্র সিদ্ধান্ত হয় যে, যিশুর আত্মীয় কুটুম্ব অনেক ছিল, তাহারা প্রাচীন প্রথার পক্ষপাতী থাকিয়া প্রথমে আপনাদের কুলপাবন ভ্রাতাকে উপেক্ষা করিত।

বাল্য কিংবা পৌগণ্ড অবস্থায় আমাদের প্রিয় যিশু রীতিমত শিক্ষা লাভ করেন নাই। পিতা মাতা প্রতিবাসীর মুখে পৈতৃক ধর্ম্মের উপদেশাদি যাহা

শুনিতেন তাহাই মুখস্থ করিতেন। স্থানীয় ধর্ম্মমন্দিরে গিয়া সময়ে সময়ে শাস্ত্রীয় বচন শুনিয়া আসিতেন। তিনি যে যথারীতি বিদ্যাভ্যাস করেন নাই তাহার এক প্রধান প্রমাণ এই, যখন তিনি জলাভিষিক্ত হইয়া ধর্ম্ম-প্রচারে ব্রতী হন, তখন পরিচিত প্রতিবাসীরা বলিয়াছিল, এ ব্যক্তি লেখা পড়া না শিখিয়া কিরূপে এমন শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেছে? আরো প্রমাণ এই, তিনি যে সকল জ্বলন্ত গভীর সত্য প্রচার করিতেন তাহা তৎকালপ্রসিদ্ধ শাস্ত্রের সঙ্গে ঐক্য হয় না। নৈতিক উপদেশাবলীর সহিত অবশ্য য়িহুদী-দিগের প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থের অনেক একতা আছে, কিন্তু যিশু তৎসমুদায়কে নবজীবনের নব ভাব এবং নবীন অর্থের দ্বারা প্রাণ দান করেন। তাঁহার পবিত্র শোণিতে অনুরঞ্জিত হইয়া অনেক পুরাতন কথাও সম্পূর্ণরূপে নূতন হইয়া উঠিয়াছিল। আলেক্‌জাণ্ড্রিয়া দেশে বিখ্যাত ফাইলো তৎকালে জীবিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার বৈজ্ঞানিক মত যিশুর স্বর্গীয় জ্ঞানের নিকট পৌঁছিতে পারে নাই। য়িহুদী সমাজের ফিরুশী সদ্দূসী বা স্ক্রাইবদিগের আচার ব্যবহার ধর্ম্মনীতি তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। তিনি সাময়িক জ্ঞান ধর্ম্মের অতীত এক অভূতপূর্ব্ব ধর্ম্মবিধান পৃথিবীতে আনিয়াছিলেন। এ পরা বিদ্যা তিনি কোন্ দেশে কাহার নিকটে শিখিলেন? এ পৃথিবীতে নহে; সেই বিজ্ঞানঘন সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর নিজেই তাঁহার শিক্ষক, হৃদয়মন্দির তাঁহার বিদ্যামন্দির, বিবেক তাঁহার ভাষা এবং ব্যাকরণ, ব্রহ্মকৃপা অভিধান। বাহিরে স্বভাবের প্রকাণ্ড গ্রন্থ, অন্তরে আত্মার সুগভীর শাস্ত্র তাঁহার প্রথম এবং শেষ পাঠ্য ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী ভবিষ্যদ্বক্তা মহাজনেরা তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন।

সরলস্বভাব নির্দ্দোষপ্রকৃতি সূত্রধরতনয় গৃহে বসিয়া কৃষিযন্ত্র প্রস্তুত করিতেছে, দীনাবস্থায় স্বোপার্জ্জিত অর্থে আত্মীয় স্বজনের সেবা করিতেছে, দুঃখের অন্ন সুখে ভোজন করিয়া কঠিন শয্যায় অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে, তাহার ভিতর বিলাস, সভ্যতা, বিদ্যা সম্ভ্রমের বিকৃত উষ্ণতাও নাই, অথচ দারিদ্র্যের তীক্ষ্ণ শলাকা প্রাণকে বিদ্ধও করে না, এইরূপ রমণীয় অবস্থার মধ্যে ভাবী বংশের ধর্ম্মাচার্য্য শিক্ষিত হন। এক দিকে মাতৃভূমির নৈসর্গিক শোভা, অপর দিকে আন্তরিক প্রেমোচ্ছ্বাস, উভয়ের মধ্যে বিধাতার প্রত্যক্ষ হস্ত কার্য্য

করিতেছে ইহা তিনি স্পষ্ট দেখিতেন, আর অন্তরের অন্তরতম স্থানে মানবজাতির উপভোগ্য প্রেম পুণ্য ভক্তি বিশ্বাস সঞ্চয় করিতেন। ব্রহ্মাণ্ডপতির প্রত্যেক রচনা তাঁহাকে গোপনে গোপনে সৎশিক্ষা প্রদান করিত। এইরূপ নিগূঢ় প্রণালীতে শিক্ষা লাভ করিয়া গুণধাম যিশু পিতা মাতার অধীনে কৈশোর কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি দেশীয় প্রাকৃতিক ভাষা এবং সভ্যতম গ্রীক্ ভাষাও বোধ হয় কিছু কিছু জানিতেন। জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার এক প্রকার সংস্কার বোধ ছিল। কিন্তু তাহা তিনি পুরাতন ভাবে বাহ্য দৃষ্টিতে দেখিতেন না, তন্মধ্যে আপনার মুখচ্ছবি অবলোকন করিতেন। সহজজ্ঞান, প্রতিভাশক্তি অতিশয় উজ্জ্বল ছিল, সুতরাং যাহা কিছু দেখিতেন তাহার আভ্যন্তরিক সারবত্তা হৃদয়ে একেবারে অঙ্কিত হইয়া যাইত। তাঁহার নিকট পরিদৃশ্যমান জগতের বাহ্য দৃশ্য কেবল ভগবানের অভিনয়গৃহের স্বচ্ছ যবনিকা মাত্র ছিল। তোমার আমার চক্ষে তাহা ভৌতিক পদার্থ ও প্রাকৃতিক নিয়মের স্থূল আবরণে আবৃত, কিন্তু তাঁহার অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে উহা অতীব স্বচ্ছরূপে প্রতীয়মান হইত। এই কারণে তিনি সর্ব্বদা চক্ষের সম্মুখে কেবল স্বর্গরাজ্যের ছবিই দেখিতে পাইতেন। মানবদেহ, জড় ব্রহ্মাণ্ড, সর্ব্বগত চিৎশক্তির প্রকাশ এবং সমস্ত বিশ্ব চিন্ময় ব্রহ্মের গাত্রাবরণস্বরূপ এই তিনি জানিতেন।

কৈশোর হইতে ত্রিশ বৎসর কাল এই ভাবে গত হয়। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার শরীরও দিব্য লাবণ্যে, পবিত্র শৌর্য্য বীর্য্যে দীর্ঘ এবং বলিষ্ঠ হইল, আত্মাও প্রভাবশালী তেজস্বান্ হইয়া উঠিল। এই গুপ্ত যৌবনের গভীর রহস্য কেবল বিশ্বাসী সাধুরাই উদ্ঘাটন করিতে পারেন, অন্যের সাধ্য নহে। এত দিন তিনি কি ভাবে কোথায় জীবন কাটাইলেন, মনে মনে কি ভাবিতেন, তাহা জানিবার জন্য আমাদের অন্তরে কতই কৌতূহল হয়! কতবিধ কল্পনাতরঙ্গ আসিয়া হৃদয়কে আঘাত করে! রণকুশল সেনাপতি যেমন অরাতিপক্ষের বিনাশসাধনের জন্য বহু দিবস হইতে সংগোপনে দুর্গমধ্যে সাংঘাতিক আগ্নেয় অস্ত্রসকল সঞ্চয় করিয়া রাখে, ভূভারহারী ভগবান্ পাষণ্ডদলনের জন্য তেমনি এই মহাবীরের প্রাণদুর্গে অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র সমুদয় ত্রিশ বৎসর কাল ক্রমাগত সংগ্রহ করিতেছিলেন। তিনি

বৎসর অবিশ্রান্ত সংগ্রাম হইল, কিন্তু তাহার আয়োজন করিতে ত্রিশ বৎসর লাগিয়াছিল। শিশু সন্তান না ঘুমাইলে বাড়ে না, ঈশ্বরপুত্র, যিশু ঠিক যেন সিংহশাবকের ন্যায় তেমনি এই দীর্ঘকাল গিরিকন্দরে ঘুমাইয়াছিলেন। আমাদের গ্রন্থপূরণের জন্য কোন প্রকাশ্য ঘটনা উহাতে নাই সে জন্য আর দুঃখই বা কি! ঈশ্বরের অব্যক্ত এবং ব্যক্ত উভয় কার্য্যই আমাদের অধ্যয়ন এবং চিন্তার বিষয়। প্রভু গোপনে নীরবে একাকী বসিয়া জীবের ভাবী কল্যাণের জন্য যে সমস্ত আয়োজন উদ্যোগ করেন তাহার ভিতরে তাঁহার বিধাতৃত্ব মঙ্গলশক্তি দর্শন করিয়া আমরা কৃতার্থ হই। তাঁহার লীলাসম্বন্ধে অনেক বিষয় আমরা যে জানিতে পারি না ইহাতেও যথেষ্ট আমোদ বোধ হয়।

সাময়িক ধর্ম্ম ও জ্ঞানের প্রভাব।

মনুষ্য মাত্রেই ভূতের সন্তান, ভবিষ্যতের পিতা; মহৎ লোকদিগের সম্বন্ধে এ সত্য আরো উজ্জ্বল। ভাবীকালেই ইঁহারা বাস করেন এবং তদুপযোগী কথা বলেন। মনুষ্য যাহা হইয়াছে তাহার প্রতি না চাহিয়া যাহা সে হইবে তাহাই কেবল ইঁহারা দেখেন। কিন্তু যদিও এই সকল অসাধারণ প্রকৃতির লোকেরা ভাবী কালের বহুদূরস্থিত জ্ঞান ধর্ম্ম লইয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হন, তথাপি ভূতকাল তাঁহাদের প্রসূতি ও ধাত্রী, সাময়িক অবস্থার গর্ভ তাঁহাদের জন্মস্থান, সুতরাং তাহার প্রচলিত শুভাশুভ ঘটনাশৃঙ্খলকে তাঁহারা কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারেন না। ভৌতিক দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেরূপ স্থানীয় জল বায়ুর সহিত উপযোগিতা রক্ষা করে, আধ্যাত্মিক প্রকৃতিও সেইরূপ সাময়িক ধর্ম্মনীতির ক্রোড়ে প্রতিপালিত এবং বর্দ্ধিত হয়। ঈশার ন্যায় পুরুষোত্তমের জীবন একটী অভিনব সৃষ্টি সন্দেহ নাই, কার্য্যকারণের সাধারণ সম্বন্ধ এখানে অতি অল্পই দেখা যায়; কিন্তু তাহা যে সাময়িক অবস্থার পঙ্কিল জলমধ্যে জন্মিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী কারণসমূহের অবিশুদ্ধ প্রভাবের প্রতিকূলে সুকোমল পদ্মের ন্যায় ক্রমে ক্রমে বিকসিত হইয়াছে তাহা কে অস্বীকার করিবে? যাদৃশ ধর্ম্মমতের আশ্রয়ে যিশুচরিত পরিপুষ্ট হয়, য়িহুদী জাতির প্রাচীন ইতিহাস তাহা সহজে বুঝাইয়া দিবে। তাঁহার সময়ে কত প্রকার সম্প্রদায় ছিল, রাজনীতিসম্বন্ধে লোকে কিরূপ সংস্কার পোষণ করিত, বৈদেশিক জ্ঞান সভ্যতা বিষয়ে তাহাদিগের কি প্রকার রুচি ছিল, ধর্ম্মনীতির স্রোত কোন্ প্রণালীর ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইত এবং যিশু তন্মধ্যে কি ভাবে বিচরণ করিতেন, এ সকল তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য মনে স্বভাবতই কৌতূহল জন্মে। তদানীন্তন গ্রীক্ ও য়িহুদী জাতির জ্ঞান ধর্ম্মের অবস্থা এবং রোমীয় সাম্রাজ্যের প্রভাব আলোচনা করিলে আমরা সে কৌতূহল কিয়ৎ পরিমাণে চরিতার্থ করিতে পারি।

গ্রীশীয় তত্বশাস্ত্রসম্বন্ধে যিশুর জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা অতি অল্পই ছিল। কারণ য়িহুদী পণ্ডিতগণ তৎপ্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া বলিতেন, "সন্তানকে গ্রীশীয় দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া আর শূকর পালন করা একই কথা। ইহা বিপজ্জনক নীচতম শিক্ষা, কেবল স্ত্রীজাতির পক্ষে ইহা উপযোগী।" তাঁহাদের পক্ষে ব্যবস্থাশাস্ত্রই এক মাত্র অধ্যয়নের বিষয় ছিল। কোন য়িহুদী অধ্যাপককে এক জন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "কোন্ সময় বালককে গ্রীক্ বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া উচিত?" তাহাতে তিনি এই উত্তর দেন যে "দিবসেও নয়, রজনীতেও নয়; কারণ শাস্ত্রে বিধি আছে তুমি দিবা নিশি ব্যবস্থা শাস্ত্র পাঠ করিবে।" যে জ্ঞানালোক দ্বারা মন পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারে স্ফীত ও বিকৃত হয় যিশু তাহা হইতে একেবারে বিমুক্ত ছিলেন। জাতীয় ধর্ম্মজ্ঞানের মধ্যেই তাঁহার সমস্ত শিক্ষা বদ্ধ ছিল। এসেনীদিগের বৈরাগ্য ধর্ম্ম কিংবা আলেক্জাণ্ড্রিয়বাসী ফাইলোর ধর্ম্মমত যদিও তাঁহার সমকালবর্ত্তী, কিন্তু তিনি তদ্বিষয়ে কোন সংবাদ রাখিতেন না। ফলতঃ তাঁহার অযত্নসম্ভূত স্বর্গীয় প্রতিভাশক্তিকে কোন অসার বিদ্যাভিমানে কলঙ্কিত বা হীনপ্রভ করিতে পারে নাই। ঈশ্বরপ্রেম, দয়া, ঈশ্বরনির্ভর প্রভৃতি কতিপয় বিষয়ে ফাইলোর সঙ্গে তাঁহার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহা দুই স্থানে এক অবস্থায় স্থাপিত দুই জনের ভিতর হইতে স্বাধীনভাবে উৎপন্ন হইয়াছিল, কেহ কাহারো নিকট হইতে গ্রহণ করেন নাই। তৎকালে জেরুশালমে পণ্ডিতমণ্ডলীতে যে তত্ত্ববিদ্যার আলোচনা হইত তাহাও যিশুকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। বরং তিনি সে অসার জ্ঞানাভিমান দর্শনে অতিশয় ঘৃণা প্রকাশ করিতেন। কিন্তু অধ্যাপক হিলেল্ প্রবর্ত্তিত কোন কোন মতের সহিত তাঁহার ঐকমত্য দৃষ্ট হয়। হিলেল্ বিনয় বৈরাগ্য সারল্য প্রভৃতি সাধুগুণে যিশুর সমভাবী ছিলেন। যথেষ্ট সম্ভব যে তাঁহার শিক্ষা এবং সাধুতা মেরীতনয়ের পোষকতা করিয়াছিল। পুরাতন বাইবেলের অন্তর্গত "প্যাণ্টাটিউক্" এবং "প্রফেট্" এই দুই গ্রন্থোল্লিখিত আশাবাক্য এ সময় সাধারণ্যে একটি প্রধান জল্পনার বিষয় ছিল। দাউদের গীত এই ভাবী আশা এবং সুখকল্পনায় পরিপূর্ণ। প্রেরিত মহাজন শীঘ্র অবতীর্ণ হইয়া ইস্রায়েল বংশকে উদ্ধার করিবেন এই আশায় লোকে নিতান্ত অধীর হইয়া দিন গণনা

করিত। মহাত্মা যিশু পুরাতন বাইবেলের এই সমস্ত কবিত্ব কল্পনারস পান করিয়া তন্মধ্যে আধ্যাত্মিক স্বর্গরাজ্যের শোভা সন্দর্শন করিতেন। কিন্তু নীরস বৈধী ধর্ম্মের অনুষ্ঠান তাঁহার মধুর কোমল স্বভাবকে কোন দিন আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয় নাই। দাউদপ্রণীত সঙ্গীতের ভাবলহরী এবং আইজেয়া প্রভৃতি ভবিষ্যদ্বক্তার প্রহেলিকাবৎ আদেশ বাণী তাঁহার হৃদয়তন্ত্রীতে প্রতি-ধ্বনিত হইত। প্রাচীন ধর্ম্মপুস্তক ব্যতীত আধুনিক কোন কোন গ্রন্থ, বিশেষতঃ ডানিয়েলের গ্রন্থ তাঁহার পাঠ্য ছিল। য়িহুদীরা যে সকল ভাবী সুখের কল্পনায় প্রমত্ত হইয়া প্রত্যাশিত মহাজনের আগমন প্রতীক্ষা করিত, সে আশা এবং সে কল্পনা যে যিশুর হৃদয়ে স্থান পায় নাই তাহা নহে; কিন্তু তাঁহার সুখ সৌভাগ্যের আদর্শ অন্য প্রকার ছিল। অলৌকিক ঘটনা এবং দৈবক্রিয়া তাঁহার নিকট অতি সহজ এবং স্বাভাবিক কার্য্য বলিয়া মনে হইত।

যিশুর যে স্থানে বাস, যেরূপ শিক্ষা তাহাতে ইহা কখন সম্ভব নহে যে তিনি তাৎকালিক পৃথিবীর এবং অপর সভ্যতম দেশের অবস্থা অবগত ছিলেন। তিনি নিজেই এক প্রকাণ্ড জগৎ, বাহিরের রাজ্যের তত্ত্ব লইবার অবসর কোথায়? সামান্য এক ক্ষুদ্র নগরবাসী সূত্রধরতনয় রোমীয় সাম্রাজ্যের রীতি ব্যবহার, ঐশ্বর্য্য বীর্য্য পরাক্রমই বা কিরূপে জানিবে? সিজার নামে এক জন নরপতি আছে, তাহার দরবারের লোকেরা উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করে, এইমাত্র তাঁহার জানা ছিল। গ্যালিল্ দেশে তিনি যে সকল রাজকীর্ত্তি দেখিতেন, তাহাতে তাঁহার মনে কিছুমাত্র আহ্লাদ হইত না। মাতৃভূমির গ্রাম্য শোভা, বৃক্ষশাখায় এবং শৈলগাত্রে পক্ষীদিগের বাসা, বন উপবন, কূপ, সমাধিমন্দির এই সমস্ত তাঁহার প্রীতিকর ছিল। তাঁহার সময়ে গ্রীশদেশে বিজ্ঞান দর্শনের ভূরি আলোচনা হয়। বিশ্বরাজ্য অপরি-বর্ত্তনীয় নিয়মে চালিত হইতেছে, তজ্জন্য ব্যক্তিবিশেষের হস্তক্ষেপ নিষ্প্র-য়োজন, অস্বাভাবিক বা অলৌকিক কার্য্য ইহাতে কিছুই নাই, এই বিশ্বাস বহু দূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। বেবিলন্ ও পারস্য দেশীয় লোকেরা পর্য্যন্ত এ তত্ত্ব অবগত ছিল। কিন্তু য়িহুদীরা তাহার কোন সংবাদ রাখিত না। তাহারা অনৈসর্গিক, অলৌকিক বিষয়ে সর্ব্বদা ডুবিয়া থাকিত। জাতি-

সাধারণ কুসংস্কার অজ্ঞানতা সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে অল্পাধিক পরিমাণে আশ্রয় করে, যিশুর সম্বন্ধেও সে নিয়মের কোন ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল এমন বোধ হয় না। কিন্তু দার্শনিকের চক্ষে আপাততঃ ইহা যেরূপ মহা ভ্রান্তি এবং অনিষ্টকর, যিশুর সম্বন্ধে তদ্রূপ সিদ্ধান্তের কোন কারণ নাই। তাঁহার সারগ্রাহী নির্ম্মল আত্মা প্রচলিত ভ্রান্ত সংস্কারের মধ্যে কেবল ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের নিকট সম্বন্ধ অনুভব করিত। মানবীয় বুদ্ধি কল্পনা, পার্থিব সুখ বাসনার অতীত স্থানে তিনি সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেন। বিজ্ঞান দর্শন বা গণিতশাস্ত্র শিক্ষা দিতে তিনি আসেন নাই, সে বিষয়ে যদি কোন ভ্রম কল্পনা এখন বাহির হয়, তাহা ধরিয়া বিচার চলিতে পারে না। যে জ্ঞান পুস্তকে পড়িতে বা বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতের মুখে সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায় না সেই জ্ঞান শিক্ষা দিবার তাঁহার ভার ছিল।

পৃথিবী সঙ্গঠিত হইবার প্রাক্কালে ভূগর্ভনিহিত অনলরাশি যেরূপ মহাবেগে আন্দোলিত হয়, মহাবীর যিশুর হৃদিস্থিত ব্রহ্মাগ্নি তেমনি স্বর্গরাজ্য নির্ম্মাণের জন্য ভীষণ প্রতাপে আলোড়িত হইতেছিল। দুঃখ বিরক্তি কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস এবং আশা নৈরাশ্যে য়িহুদীসমাজের আভ্যন্তরীন অবস্থাও তখন অগ্নিময় প্রতীত হইত। পৃথিবীর ইতিহাসে এইরূপ অসাধারণ পরিবর্ত্তনের কাল একটি মহা প্রলয়ের কাল। এ সময় একদিকে যেমন মানবপ্রকৃতিজাত সদ্গুণরাশি স্পষ্টীকৃত এবং সমুজ্জ্বলিত হয়, পক্ষান্তরে তেমনি লোকের অসদভিসন্ধি, কুটিল ব্যাবহারও বিকটমূর্ত্তি দানবের ন্যায় মস্তক উত্তোলন করে। কিন্তু নূতন সমাজ সঙ্গঠনের জন্য এই উভয়েরই প্রয়োজন। কেন না উভয়বিধ মানবচরিত্র জাতীয় ইতিহাসপটে অঙ্কিত হইবার ইহা একটি উত্তম সুযোগ। রাম রাবণের যুদ্ধ না হইলে সীতার উদ্ধার হয় না। খ্রীষ্টীয়ান রাজ্য স্থাপনের অব্যবহিত পূর্ব্বে ঈদৃশ অবস্থা ঘটিয়াছিল।

পূর্ব্ব আসিয়ানিবাসী আর্য্যধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ যেমন গভীর চিন্তা এবং তত্ত্বজ্ঞানের পক্ষপাতী, পশ্চিম প্রদেশস্থ মহাত্মাগণ তেমন নহেন; তাঁহাদের জীবনে কার্য্যপ্রধান ধর্ম্মের কিছু প্রাবল্য দেখা যায়। মুসা কি মোহম্মদ ইহাঁরা কার্য্যানুষ্ঠানে বিশেষ তৎপর ছিলেন এবং তদ্দ্বারা লোকচরিত্র শাসন

করিয়া গিয়াছেন। যিশুও সেই প্রকৃতির মনুষ্য। তিনি বৈজ্ঞানিক বা ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত হইয়া মানবজাতিকে কোন প্রকার বিধিবদ্ধ প্রণালীগত ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে আসেন নাই। এই এই মত স্বীকার কর, এই এই মত পরিত্যাগ কর, এরূপ তাঁহার ধর্ম্ম নহে; ঐকান্তিক প্রেমেতে তাঁহার আনুগত্যস্বীকার স্বর্গপ্রবেশের দ্বার ছিল। তিনি ঈশ্বর, পরকাল, অনুতাপ, প্রার্থনা কি পাপ পুণ্যের বিজ্ঞান লইয়া তর্ক করিতেন না, এ সকল বিষয়কে প্রত্যক্ষ হস্তামলকবৎ জানিতেন। ষোল আনা সত্য পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত পালন কর, এই তাঁহার ধর্ম্ম, এবং ইহাই তাঁহার উপদেশ। যে শক্তি দ্বারা অদ্যাপি সভ্যসমাজ নিয়মিত হইতেছে, সেই জীবন্ত দৈবশক্তি তিনি সংক্রামিত করিয়া গিয়াছেন। কার্য্যদক্ষতাসম্বন্ধে তাঁহার পিতৃবংশও সবিশেষ উৎসাহী ছিল, মতামত লইয়া তাহারা অধিক তর্ক বিবাদ করিত না; কিন্তু মুসার বিধি অকপটে পালন করিবার জন্য তাহারা ইদানীং একবারে উন্মাদবৎ হইয়াছিল। মানবজাতি এক অখণ্ড পদার্থ, তন্মধ্যে স্বতন্ত্রতা নাই, কালে সকল একাকার হইয়া যাইবে এইরূপ তাহারা বিশ্বাস করিত। গ্রীশীয়ানেরা যদিও সভ্য, কিন্তু এ প্রকার উদার প্রশস্ত মত তাহাদের ছিল না। পারস্য হইতে এই মতের আভাস প্রথমে প্রচারিত হয়। তাহার অধিবাসীরা বলিত, পৃথিবীতে বহু বার যুগপ্রলয় হইবে এবং প্রত্যেক যুগে এক এক জন অবতার রাজত্ব করিবেন। পরিশেষে স্বর্গরাজ্য আসিবে। তখন এক ভাষায় সকলে কথা কহিবে, এক শাসনে শাসিত হইবে, এবং সমস্ত জগৎ এক অখণ্ড ভাব ধারণ করিবে। য়িহুদীদিগের মধ্যে অল্প লোকেই মানবজাতির অভেদত্ব মত মানিত, কিন্তু সেই অল্পসংখ্যক লোক দ্বারা জগতে এক মহৎ সত্য প্রচারিত হইয়াছে। পৃথিবীতে সময়ে সময়ে যে সকল শুভকর পরিবর্ত্তন এবং অভিনব বিধানের আবির্ভাব হয়, তাহা প্রথমে অতি অল্প লোকেই মানে, পরে তাহারা সে জন্য প্রাণ দিলে তবে জাতিসাধারণে তাহা গ্রহণ করে। ইহা প্রমাণের জন্য এথেন্সবাসীরা সক্রেটিস্‌কে বিষপ্রয়োগ করিল, য়িহুদীরা ধর্ম্মমন্দির হইতে স্পাইনোজাকে বিদায় করিয়া দিল, এবং ঈশাকে মারিয়া ফেলিল। য়িহুদীরা যদিও আত্মাভিমানী নিষ্ঠুর কুটিল

অন্ধবিশ্বাসী, কিন্তু উহাদিগের দ্বারা মানবসাধারণের অনেক মঙ্গল হইয়াছে।

এক মহা প্রকাণ্ড স্বপ্ন এবং দুরাশার ধর্ম্ম এই জাতির মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী নব নব স্ফূর্ত্তি লাভ করে। কার্য্যতঃ যে পরিমাণে তাহা নিষ্ফল হইয়াছে, ভাবেতে আশাতে লোকে সেই পরিমাণে অত্যোৎসাহী হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের মধ্যে মানবের অমরত্বে প্রথমতঃ কেহ বিশ্বাস করিত না। পরলোকে বিশ্বাস ইহাদের কোন একটি গুরুতর ধর্ম্ম বলিয়া বোধ ছিল না। প্রত্যেক ব্যক্তি পরলোকে গিয়া কর্ম্মফল ভোগ করিবে গ্রীকেরা এ মত প্রচার করে। য়িহুদীরা স্বজাতির একত্ব ভিন্ন ব্যক্তিত্বের উপর কোন মতামত স্থাপন করিত না। শরীর হইতে আত্মা পৃথক্ পদার্থ, দেহের অন্তে তাহা জীবিত থাকিয়া ফলাফল ভোগ করে এ সম্বন্ধে য়িহুদী ধর্ম্মশাস্ত্রে কিছু মাত্র উল্লেখ নাই। যেখানে জাতিসমষ্টির উপর ধর্ম্মমত স্থাপিত, সেখানে ব্যষ্টি-গত ব্যক্তিত্বের মত স্থান পায় না; কাজেই ঈদৃশ মতাবলম্বী সাধু যখন পাপ-প্রবণ সময়ে সমাজমধ্যে স্থিতি করেন তখন তাঁহাকে জনসাধারণের পাপভার মস্তকে বহন করিতে হয়। ইহা পুরাকালের প্রধানতন্ত্রপ্রণালীর মত, কালে মলিন হইয়াছিল। কিন্তু কতকগুলি লোক মনে করিত, "কি! যে সকল ব্যক্তি ধর্ম্মের জন্য বিনা দোষে নিহত হইয়াছে তাহাদিগকে জিহোবা কি একবারে বিস্মৃত হইবেন? তাহারা কি সমাধিগর্ভে মৃত্তিকাসাৎ হইয়া যাইবে?" সদুকী সম্প্রদায় এ বিষয়ে উদাসীন ছিল। উন্নতমনা সাধুরাও পরলোকে কোন পুরস্কারের প্রত্যাশা না রাখিয়া স্বকার্য্য সাধন করিতেন। কিন্তু জনসাধারণতো তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না; তাহারা পরকাল ও দণ্ডপুরস্কারসম্বন্ধে নানাপ্রকার মত পোষণ করিতে লাগিল। ফিরুশী সম্প্রদায় সশরীরে পুনরুত্থানের মত মানিত। সদুকিরা কিছুই মানিত না। ফলতঃ পরকালসম্বন্ধে য়িহুদী সমাজে কোন কঠোর শাসন ছিল না, নানা জনে নানারূপ বিশ্বাস করিত। এইরূপ আরো অনেক বিষয়ের ভিন্ন মতের আঘাত প্রতিঘাতে তখন য়িহুদী সমাজ আন্দোলিত ছিল। ইহার দূষিত এবং বিশুদ্ধ বায়ু যিশুর অঙ্গে লাগিত। তিনি ইহারই ভিতরে আপনার নূতনবিধ চরিত্র সঙ্গঠন করিয়া লইতেন। বিশ্বাসপ্রধান যুগের লোকেরা

সন্দেহ তর্ক করিতে ভাল বাসে না, সর্ব্বত্র ঐশী শক্তির আবির্ভাব দেখিয়া তাহারা কেবল বিশ্বাস করিয়া চলিয়া যায়। তাহার ভিতর ভ্রম কল্পনা, সত্য সারবত্তা উভয়ই বর্ত্তমান থাকে; কিন্তু অবিশ্বাসীর নীচ স্বার্থপরতা তন্মধ্যে স্থান পায় না। আত্মত্যাগী যিশু যৌবনের প্রারম্ভে ফলাফলচিন্তাবিহীন হইয়া "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক" কেবল ইহাই বলিতেন। প্যালেষ্টাইনের নির্ম্মল আকাশ, নাশরথের উপত্যকাভূমি, গালিলের স্থির হ্রদ, তাঁহাকে ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা সম্পন্ন করিবার জন্য সদা সর্ব্বদা প্রমত্ত করিয়া তুলিত। বাহিরের সীমাবদ্ধ দৃশ্য, সাম্প্রদায়িক মানবচরিত্র কখন তাঁহাকে সাধারণ নরজাতি হইতে একটি বিচ্ছিন্ন পদার্থ বলিয়া বুঝিতে দেয় নাই। "আমি পিতাতে, পিতা আমাতে, এবং সমস্ত বিশ্ব তাঁহার ভিতরে" এই বিশ্বাস তাঁহার স্বাভাবিক ছিল।

সাময়িক রাজকার্য্যবিষয়ে তিনি নিরপেক্ষ থাকিতেন, তৎসংক্রান্ত সংবাদ বড় রাখিতেন না। দেশের রাজা ও রাজকর্ম্মচারিগণ এমন এক প্রকৃতির লোক ছিল যে তাঁহার সঙ্গে তাহাদিগের কোন প্রকার সংশ্রব না থাকিবারই কথা। যিশুর জন্মবৎসরে হেরোদের মৃত্যু হয়। তাহার তিন পুত্র ছিল, তাহারা রোমীয় সম্রাটের অধীনে ভারতের স্বাধীন রাজাদিগের ন্যায় রাজ-প্রতিনিধির কার্য্য করিত। আণ্টিপাসের হস্তে গালিল্ প্রভৃতি দেশের শাসনভার অর্পিত হয়, যিশু তাহারি প্রজা ছিলেন। ফিলিফ নামে তদীয় অপর এক ভ্রাতা আর এক বিভাগের শাসনকর্ত্তা ছিল, তাহার অধিকার মধ্যেও যিশু সময়ে সময়ে প্রচার করিতে যাইতেন। জুডিয়া বিভাগেয় রাজপ্রতিনিধি আর্কেলাস্ যখন মরে, যিশুর তখন বয়ঃক্রম দশ বৎসর। ইহার মৃত্যুর পর উক্ত ভূভাগে স্বাধীন রাজা আর কেহ হয় নাই। সম্রাট্ আগষ্টাস্ উহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া জুডিয়া দেশকে সামেরিয়া প্রভৃতি দেশের সহিত সাইরিয়া রাজ্যের অধীনে আপনার নিয়োজিত রাজ-পুরুষ দ্বারা শাসন করিতেন। যিশুর বয়স যখন ছাব্বিশ বৎসর তখন ঐ কার্য্যে পন্তিয়াস্ পাইলেট্ নিযুক্ত হয়। একেশ্বরবাদী তেজস্বিস্বভাব য়িহুদীগণ পৌত্তলিক সম্রাটের অধীন হইয়া অবধি এক দিনের জন্যও সুখী হইতে পারে নাই। রাজবিদ্রোহানল তাহাদিগের অন্তরে সর্ব্বদা প্রজ্বলিত

থাকিত। জেরুশালম নগর তৎসংক্রান্ত আন্দোলনের প্রধান স্থান ছিল। কত শত ব্যক্তি পতঙ্গের ন্যায় এই রাজবিদ্রোহানলে পুড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছে। রোমীয় জয়পতাকা, হেরোদপ্রতিষ্ঠিত কীর্ত্তিস্তম্ভ দর্শনে য়িহুদীরা জ্বলিয়া উঠিত। ঐ সমস্ত পৌত্তলিক চিহ্ন বিদ্রোহানলের ইন্ধনস্বরূপ ছিল। পৌত্তলিক রাজাগণের পৌত্তলিক চিহ্ন বিলোপ করিবার জন্য তাহারা এইরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিল যে সে জন্য প্রাণ দিতেও কেহ কুণ্ঠিত হইত না। জুডাস্ এবং ম্যাথিয়াস্ নামে দুই ব্যবস্থাপক পণ্ডিত বিদ্রোহী দলের প্রধান নায়ক ছিল। এই সময়ে জাতীয় ধর্ম্মবিধির শাসন প্রভাবও সাধারণের উপর অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। এমন কি ইহার বিরোধাচারীদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত কয়েক জন ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তি হন্তার পদে অভিষিক্ত হয়।

কিছু দিন পরে "জুডাস্ দি গলোনাইট্" নামা জনৈক মহাপ্রতাপশালী রাজদ্রোহী মস্তক উত্তোলন করে। তাহার রাজনৈতিক আন্দোলন যিশু বোধ হয় জানিতেন। তৎকালে রাজবিধির মধ্যে প্রজাগণনার বিধিকে য়িহুদীরা বড় ঘৃণা করিত। যে ট্যাক্সের পীড়নে এক্ষণে ভারতবর্ষ অস্থির, প্রজাগণনা তাহারই পূর্ব্বক্রিয়া, এই জন্য উহার বিধি এত অপ্রিয় ছিল। এদেশের প্রজাকুল ট্যাক্সের প্রতি এই জন্য বিরক্ত যে তদ্দ্বারা হৃদয়শোণিত অর্থ শোষিত হয়, কিন্তু য়িহুদীরা সে জন্য ইহাকে ঘৃণা করিত না। তাহাদের বিশ্বাস ছিল, ঈশ্বরই এক মাত্র রাজা এবং প্রভু, মনুষ্যকে রাজস্ব দেওয়া আর তাহাকে প্রভুত্বপদে বরণ করা সমান কথা। ঈশ্বর ব্যতীত কেহ প্রভু নাই, স্বাধীনতা জীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু, এই মতে দীক্ষিত হইয়া উহারা করবৃদ্ধির বিরুদ্ধে মহা সংগ্রাম করিত। য়িহুদী সমাজে ধর্ম্মনীতিসম্বন্ধে ফিরুশী, সদূকী এবং এসেনী নামে যেমন তিনটি দল ছিল, গ্যামেলা নগরবাসী জুডা তেমনি রাজদ্রোহীদিগের নেতা হইয়া একটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে। এই সকল উষ্ণমস্তিষ্ক বিদ্রোহীদিগের দুর্দ্দশা অপমান দেখিয়া বোধ হয় যিশু এ সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকিবেন। তিনি অমর স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, সুতরাং এ প্রকার লোকের সঙ্গে তাঁহার সহানুভূতি হইবার সম্ভাবনা কোথায়? তিনি

করিতেন "যাহা রাজার তাহা রাজাকে দেও, যাহা ঈশ্বরের তাহা ঈশ্বরকে দেও।"

উপরে যেরূপ আলোচিত হইল ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে গালিল দেশও তৎকালে রাজবিদ্রোহানলের চুল্লীস্বরূপ ছিল। কিন্তু মহাবল পরাক্রান্ত অজেয় রোমীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কেহ কিছু করিয়া উঠিতে পারিত না। তাহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া বিদ্রোহী দল কেবল আপনাদিগকে বিনাশ করিয়া ফেলিত। এইরূপ অবিশ্রান্ত আন্দোলনের জন্যই হউক, কিংবা অন্য কোন কারণে হউক, রাজপুরুষেরা য়িহুদী প্রজার উপর তত হস্তক্ষেপ করিতেন না, যত দূর সম্ভব তাহাদিগকে স্বাধীনতা দিতেন। এই জন্য ধর্ম্মসম্বন্ধে উহাদের কিছু অধিক স্বাধীনতা ছিল। এই কারণ বশতঃ ঈশা স্বীয় সঙ্কল্পসাধনে রাজকর্ম্মচারী কর্ত্তৃক কখন কোথাও বাধা পান নাই। গালিল দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যেমন মনোহর এবং রসপ্রদ, লোকের স্বভাব প্রকৃতিও তেমনি কবিত্বপ্রধান ছিল। সে দেশের জল বায়ু মৃত্তিকা তরু লতা পশু পক্ষী, পর্ব্বত নদ নদী হ্রদ প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থ প্রেমিকবর যিশুর চরিত্রসঙ্গঠনের পক্ষে বিধাতা অনুকূল করিয়া দিয়াছিলেন। জুডিয়া রাজ্যের বাহ্য দৃশ্য শোভা ঠিক ইহার বিপরীত। তথাকার লোকদিগের স্বভাবও তদনুরূপ নীরস এবং কবিত্ববিহীন। কিন্তু এই দুই বিভিন্ন প্রকৃতির সংঘাতে গালিল ও জুডিয়াবাসী য়িহুদিগণ উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়াছে।

এইরূপ অবস্থার মধ্যে যিশুর যৌবনকাল অতিবাহিত হয়। সময়ে সময়ে তীর্থযাত্রা উপলক্ষে তিনি বিচিত্র প্রকৃতির লোক সহবাসে অনেক বিষয় শিক্ষা করিতেন। কিন্তু এ সকল বাহিরের অসার জ্ঞানে তাঁহার স্বর্গীয় জীবন গঠিত হয় নাই। তিনি ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া ডাকিতে শিখিয়াছিলেন, এই শিক্ষাই তাঁহার সকল মহত্ত্বের মূল। সন্তান যেমন অকপটে পিতার সঙ্গে ব্যবহার করে, সেই ভাবে তিনি স্বর্গীয় পিতার অনুগত হইয়া চলিতেন। যাহা কিছু দেখিতেন তাহার ভিতরেই সেই সর্ব্বব্যাপী পরম পুরুষের আবির্ভাব উপলব্ধি হইত। পরকাল তাঁহার পিতৃভবন এবং ইহকাল স্বর্গধামের বহিঃপ্রাঙ্গণ স্বরূপ ছিল। ঈশ্বরবিশ্বাস যে পরিমাণে

জীবন্ত বিশুদ্ধ এবং উন্নত হয় সেই পরিমাণে মানবচরিত্র মহৎ হইয়া উঠে। যিশু ঈশ্বরকে প্রাণ মন জ্ঞান বুদ্ধি বল যথাসর্ব্বস্ব বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। এমনি জীবন্ত বিশ্বাস যে তাহার ভিতরে পিতা পুত্রের প্রভেদ বিলয় হইয়া ছিল। সেই বিশ্বাসেই তাঁহার জন্ম, উন্নতি, মৃত্যু; তাহাতেই তাঁহার জ্ঞান ধর্ম্ম শিক্ষা সমুদায়ই অনুস্যূত ছিল। লোকাতীত লোক তিনি, তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীও লোকচক্ষুর অগোচর, বুদ্ধি বিচারের অগম্য।

জলসংস্কার।

এক্ষণে আমরা জর্দ্দন নদীর তটে এক বার যাই এবং তথাকার অরণ্যমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক নরাবতার যিশুর জলাভিষেক ক্রিয়া দর্শন করি। মেরীনন্দন গুপ্ত জীবনের দুর্ভেদ্য অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া মেঘোন্মুক্ত নিদাঘ তপনের ন্যায় দেবর্ষি জনের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। জননী সহোদর আত্মীয় বান্ধব সংসারক্ষেত্র পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, চিরকৌমারব্রতধারী মনুষ্যপুত্র সন্ন্যাসধর্ম্মের আশ্রয় লইতে চলিলেন। যিনি জন্মসন্ন্যাসী, নিত্যসিদ্ধ মহাযোগী লোকশিক্ষার নিমিত্ত তাঁহাকেও গুরুকরণ করিতে হয়, চিরবৈরাগ্যের গৈরিক বসন পরিতে হয়।

যে কালে মহামতি জন্ জলাভিষেক কার্য্যে ব্রতী হন, তাহা য়িহুদী সমাজের একটি মহাযুগপ্রলয়ের কাল। তখন দুরাচারী টাইবেরিয়াস্ রাজ্যের অধিপতি, ব্যভিচারী আন্টিপাস্ গালিলের রাজপ্রতিনিধি, পন্তিয়াস্ পাইলেট্ জুডিয়ার শাসনকর্ত্তা, এনাস্ এবং কায়ফাস্ মহাযাজক। ইহাদের নৃশংস আচরণে এবং অসদ্দৃষ্টান্তে লোকেরা উন্মাদ প্রায় হইয়া উঠে। নানা দুর্ঘটনায় যখন জাতীয় আশা ভরসা একবারে নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়াছে, ধর্ম্মান্ধ য়িহুদিগণ প্রতি ঘটনায়, প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যাশিত মহাপুরুষের জন্য অধৈর্য্য হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে, পুরাতন বিধানের শেষ পরিচ্ছেদের শেষ পংক্তি সকলে পড়িতেছে, সেই সঙ্কটের কালে জন্ অভ্যুদিত হইলেন। প্রাচীন ধর্ম্মভাবের শিথিলতা প্রযুক্ত লোক সকল তখন ঘোরতর নাস্তিকের ন্যায় হইয়াছিল। পাপের অত্যাচার সহিতে না পারিয়া এসেনী নামক এক দল লোক সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক গিরিগুহায় গিয়া বাস করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকের অবস্থা এমনি হইয়া দাঁড়াইল যে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ না হইলে আর কিছুতেই চলে না। দুঃসহ গ্রীষ্মতাপে সন্তপ্ত হইয়া প্রজাকুল যেমন বিষম ঝটিকা বা বৃষ্টির জন্য প্রতীক্ষা করে, তেমনি এক ঘোর বিপ্লব আগত-

প্রায় এইরূপ সকলে মনে করিতেছিল। পুরাতন বিধানের শেষ আচার্য্য এবং নববিধানের প্রথম সংবাদদাতা মহর্ষি জন্ এই পরিবর্ত্তনের কারণ। তিনি গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া মরুভূমিস্থিত এক দুর্গম কানন মধ্যে তপস্যার্থ চলিয়া গেলেন, এবং সেখানে গিয়া কিছু কাল কঠোর তপস্যা করিলেন। সেই তপোবন তাঁহার বিদ্যালয় ও ধর্ম্মমন্দির ছিল। গিরিকন্দরের অনাহত ভেরী, নির্ঝর স্রোতের কলধ্বনি, তরুপল্লবের স্বন স্বন রব, পশু পক্ষীদিগের ক্রীড়া কুর্দ্দন এবং আনন্দনিনাদ তাঁহাকে উপদেশ দিত। তিনি প্রচলিত মৃতধর্ম্মশাস্ত্র না শিখিয়া ভগবানের মুখবিনিঃসৃত দৈববাণী শ্রবণ করিতেন। এইরূপে শিক্ষিত হইয়া এবং সাধনে সিদ্ধি লাভ করিয়া স্বদেশস্থ লোকদিগকে জলাভিষিক্ত করণার্থ তিনি প্রত্যাদিষ্ট হন এবং তদনুসারে কার্য্য আরম্ভ করেন। জন্ বাল্যকাল হইতে কঠোর বৈরাগী ছিলেন। আর্য্য ঋষিদিগের ন্যায় তাঁহার আচরণ ছিল। এসেনী নামক যে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহারা জনের জন্মস্থানের পার্শ্বে বাস করিত। রেনান্ অনুমান করেন, ইহাদিগের এবং জনের ঋষিভাব অস্মদ্দেশীয় মুনি ঋষিদিগের অনুকরণের ফল। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা বাবিলন্ সাইরিয়া পর্য্যন্ত ধর্ম্মপ্রচারার্থ গিয়াছিলেন। জলসংস্কারক জন এই ঋষিভাবের সন্তান। তাঁহার আলুলায়িত সুদীর্ঘ কেশজাল, বিলম্বিত শ্মশ্রু, উষ্ট্র লোমের অঙ্গাবরণ এবং কটিতটসম্বদ্ধ চর্ম্মপটুকা ভেদ করিয়া বৈরাগ্যের তীব্র জ্যোতি বিনির্গত হইত। বন্য মধু, নির্ঝরবারি, এবং পঙ্গপাল তাঁহার ভোজ্য ও পানীয় ছিল। কিন্তু তিনি এসেনী সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় স্বার্থপর ঋষি ছিলেন না। জীবগণের হিতের জন্য নির্জ্জন বনে তপস্যা করিতেন। বনচারী সন্ন্যাসী না হইলে ধর্ম্মপ্রচার করা যায় না, এই সংস্কার তৎকালে য়িহুদী জাতির মধ্যেও প্রবল ছিল। প্রসিদ্ধ ভবিষ্যদ্বক্তাগণ সকলেই প্রথমে কিছু দিন পর্ব্বতগহ্বরে বাস করিতেন।

জন্ বন হইতে বাহির হইয়া প্রথমতঃ জর্দ্দনের তীরে বেথাবারা নামক স্থানে প্রচার আরম্ভ করিলেন। এই স্থানে লোক সকল নদী পার হইত। বহুদিন পরে আবার জিহোবার প্রিয় উপাসকগণের জন্য বনমধ্যে এই মহাবাক্য উচ্চারিত হইল যে, "স্বর্গরাজ্য নিকটবর্ত্তী, তোমরা অনুতাপ কর।"

দাবাগ্নির ন্যায় অল্পকাল মধ্যে এই শব্দ প্যালেষ্টাইনের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। জুডিয়া ও গালিল্ দেশের অধিবাসিগণ দলে দলে তথায় উপনীত হইয়া অভিষেক গ্রহণ করিতে লাগিল। তদীয় জীবন্ত উপদেশ-বাণী শ্রবণে এবং তেজঃপুঞ্জ গম্ভীর মূর্ত্তি দর্শনে লোকে বলিত, "জুডিয়ার বনমধ্যে এক জন সাধু আসিয়াছে তাহার উপদেশ জ্বলন্ত আগুনের মত। তাহার কথা শুনিলে এবং জীবন দেখিলে মনে হয় যেন প্রেরিত আইজেয়া কিংবা এলিজা পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে।" ভবিষ্যদ্বক্তা এলিয়াসের পুনরুত্থানে অনেকের বিশ্বাস ছিল। কিন্তু ফিরুশীরা ইহা না মানিয়া জন্‌কে অগ্রাহ্য করিত। তিনি পুরোহিত সম্প্রদায়ের নিয়োজিত নহেন, অথচ ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন এই জন্য উঁহাদের বিদ্বেষ ছিল। আপনাপন পাপ স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার নিকট লোকে অভিষিক্ত হইতে আসিত। তিনি নির্ভয়ে মহা উৎসাহের সহিত ইহা সম্পাদন করিতে লাগি-লেন। বজ্রাগ্নির ন্যায় তাঁহার বাক্য ছিল। ধনী জ্ঞানী রাজা কাহাকেও তিনি ভয় করিতেন না, মুখের সম্মুখে যাহার যে দোষ সব বলিয়া দিতেন। কপটাচারী ফিরুশীদিগের বংশাভিমান ধর্ম্মভ্রষ্টতা দর্শনে উত্তেজিত হইয়া বলিতেন, "তোমরা এব্রাহেমের বংশ মনে করিয়া অভিমানী হইও না। যে ঈশ্বর মৃত্তিকা হইতে আদমকে উৎপন্ন করিয়াছেন তিনি এই নদী-তীরস্থ প্রস্তর খণ্ডকে এব্রাহিমরূপে পরিণত করিতে পারেন।" তাদৃশ মর্ম্মভেদী স্পষ্টবাক্য শ্রবণে গর্ব্বিত ব্যক্তিরা ভীত এবং সঙ্কুচিত হইত। জনের বাসস্থান যেমন পাষাণময় নীরস মরুভূমি, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আহার পান যেমন কঠিন, উপদেশও তেমনি অন্তর্ভেদী ছিল। কিন্তু সে সমুদায় যে সময়োপযোগী তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? পাষাণহৃদয় য়িহুদী-দিগের পক্ষে তখন ঐরূপ বজ্রবাণী উপদেষ্টার নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল।

ফিরুশী ও সদ্দুকী সম্প্রদায়ের লোকদিগকে তিনি বলিতে লাগিলেন যে, "হে কালসর্পের বংশগণ! ঈশ্বরের ক্রোধ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কে তোমাদিগকে সতর্ক করিল? আইস, এখন অনুতাপের উপযুক্ত ফল লইয়া আইস! বৃক্ষের মূলদেশে কুঠারাঘাত হইয়াছে, যে বৃক্ষ উত্তম ফল প্রসব করে না তাহা ভূতলশায়ী এবং অগ্নিসাৎ হইবে। অনুতাপের

জন্য আমি তোমাদিগকে জলাভিষিক্ত করিতেছি, কিন্তু আমার পরে যিনি আসিতেছেন তিনি আমা অপেক্ষা মহা ক্ষমতাশালী, তাঁহার পাদুকাবন্ধন খুলিবার যোগ্যও আমি নহি; তিনি তোমাদিগকে পবিত্রাত্মা এবং অগ্নি দ্বারা অভিষিক্ত করিবেন। তাঁহার হস্তে যে বিজনী আছে তাহার ব্যজনে শস্যকণিকা শস্যাগারে সংগৃহীত হইবে এবং তুষরাশি প্রজ্বলিত হুতাশনে দগ্ধ হইয়া যাইবে।

ঈলায়াস নামক প্রাচীন ভবিষ্যদ্বক্তা জনের সম্বন্ধে ধর্ম্মপুস্তকে এইরূপ লিখিয়া যান; —"বনমধ্যে এক জনের শব্দ ঈশ্বরের পথ প্রস্তুত এবং সোজা করিবে। তখন গিরিগহ্বর পূর্ণ হইবে, এবং পর্ব্বত সকল গহ্বরে পরিণত হইবে। বন্ধুর ও বক্র পথ সরল এবং সমতল লইবে। প্রত্যেক দেহধারী জীব ঈশ্বরপ্রদর্শিত মোক্ষপথ দেখিবে।" মসি আসিবার পূর্ব্বে এলিয়াস্ স্বর্গ হইতে নামিয়া তাঁহার জন্য পথ পরিষ্কার করিবেন যিহুদীদিগের এই বিশ্বাস ছিল। এই জন্য ঈশাকে তাহারা মসি বলিয়া স্বীকার করে নাই, কারণ এলিয়াস আসেন নাই। পরিশেষে ঈশার শিষ্যগণ জনকেই এলিয়াসের অবতার বলিয়া উক্ত সংস্কার খণ্ডন করেন।

জন্ জলাভিষেক ও প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইলে জেরুশালমের ধর্ম্মাধ্যক্ষগণ কয়েক জন পুরোহিতকে প্রতিনিধিস্বরূপ করিয়া তাঁহার সমীপে প্রেরণ করিল। তাহারা আসিয়া জন্কে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে? ঈশা না এলিয়াস্, না অন্য কেহ?" তিনি বলিলেন, "আমি তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই নহি। আমি ঈশ্বরের পথ পরিষ্কারের জন্য কেবল এক শব্দ মাত্র।" অনন্তর তাঁহার সুতীব্র কঠোর উক্তি শ্রবণ করিয়া শ্রোতাগণ বলিতে লাগিল, "তবে আমরা এখন কি করিব?" জনের ধর্ম্মমত অনেক বিষয়ে ঈশার অনুরূপ উদার ছিল। দুঃখী ঘৃণিত পরিত্যক্ত ব্যক্তিদিগকে তিনি বড় দয়া করিতেন, এবং ছোট বড় এক সমান করিতে চাহিতেন। প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন, "যাহার দুইটি অঙ্গাবরণ আছে, যাহার কিছু নাই তাহাকে সে একটি দান করুক। যাহার অতিরিক্ত ভোজ্য বস্তু আছে সে তাহা অনাহারীকে দিবে।" শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অনেক করসংগ্রাহক এবং পান্থশালারক্ষক অভিষিক্ত হইতে আসিয়াছিল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "আমরা কি

করিব ?" জন্ বলিলেন, "তোমরা অন্যাষ্য কর বা মূল্য সংগ্রহ করিও না।" রোমীয় সৈনিক পুরুষদিগকে বলিলেন, "তোমরা কোন লোকের উপর অত্যাচার করিও না, এবং কাহারো নামে মিথ্যা অভিযোগ আনিও না। আপনার প্রাপ্য বেতনে সন্তুষ্ট থাকিবে।" জনের উপদেশ শুনিবার জন্য ক্রমে বহুলোকের সমাগম হইতে লাগিল।

এইরূপে জন্ যখন নূতনবিধ উপদেশ দ্বারা জুডিয়া এবং গালিল্ দেশকে জাগ্রৎ করিয়া তুলিলেন, দলে দলে চারি দিক হইতে লোক আসিয়া তাঁহার নিকট অভিষেক গ্রহণ করিতে লাগিল, সেই সময় এক দিন মহাত্মা যিশু তাহার মধ্যে এক জন সামান্য লোকের ন্যায় উপস্থিত হইলেন। আগ্নেয় গিরি যেমন সময়ে সময়ে প্রচ্ছন্ন অগ্নিরাশি গর্ভে লইয়া শান্ত ভাবে অবস্থিতি করে, ব্রহ্মপুত্র যিশুর অবস্থা এক্ষণে সেইরূপ। শত শত ধীবর চণ্ডাল দীন দুঃখী সেখানে গিয়াছে, তন্মধ্যে তিনিও এক জন অজ্ঞাত অপরিচিত শ্রমজীবি মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া দাঁড়াইলেন। যদিও তিনি স্বয়ং বেদ-বিধির অতীত, কিন্তু জাতীয় কোন কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানে তাঁহার আস্থা ছিল। উন্নত আত্মা ধর্ম্মসংস্কারকেরা মহাজনপ্রতিষ্ঠিত কোন প্রাচীন সুনিয়ম বা সদাচার ধ্বংস করেন না, বরং তাহার দোষ সংশোধন এবং অভাব পূর্ণ করিয়া দেন। কেন না জাতীয় সংস্কারের জন্য যেমন নূতনবিধ সদনুষ্ঠান এবং অভূতপূর্ব্ব শাস্ত্রের প্রয়োজন তেমনি দেশের প্রচলিত কার্য্য প্রণালী ও পৌরাণিক ধর্ম্মেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। নূতন এবং পুরাতন উভয় বিধ উপাদানের সমবায়ে মানবজাতির ভাবী ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মিত হয়। এই জন্য নবধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরা অভিনব মত ও অনুষ্ঠানেরও সৃষ্টি করেন, আবার তৎসঙ্গে প্রাচীন পদ্ধতির জীর্ণ অস্থিতে নবজীবন আনিয়া দেন। উভয়ের সম্মিলনে এক নূতন রাজ্য উৎপন্ন হয়। কেশব ভারতী যেমন সন্ন্যাস গ্রহণার্থী শ্রীগৌরাঙ্গের অনুপম রূপলাবণ্য, প্রেমোন্মত্ততায় মোহিত হইয়াছিলেন, মহর্ষি জন্ তেমনি যিশুর প্রস্ফুটোন্মুখ জীবনপ্রভা দর্শনে সহসা বলিয়া উঠেন যে, "ঐ দেখ! স্বর্গীয় মেষশিশু আসিতেছেন?"

জলসংস্কার প্রথা য়িহুদীধর্ম্মের একটি প্রাচীন রীতি বটে, কিন্তু জলে অবগাহন করিলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় এ প্রকার কোন বিধি পূর্ব্বে চলিত

ছিল না, জন্ ইহা প্রবর্ত্তিত করেন। এসেনী সম্প্রদায়ও এ প্রথার অনুসরণ করিত। জনের আচার ব্যবহার এবং দুশ্চর বৈরাগ্যব্রতের কথা শুনিলে মনে হয় যেন তিনি জটাজুটধারী এক জন বৃদ্ধ মহর্ষি। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, তিনি ঈশার সমবয়স্ক যুবা পুরুষ ছিলেন। ধর্ম্মভাব, প্রচারপ্রণালী, তপোনিষ্ঠা এবং বৈরাগ্যবিষয়ে উভয়ের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। জনের কতিপয় শিষ্যও উপাসনাদি কঠোর ব্রতাচারে গুরুর সমভাবী ছিল, তাহারা বনে তপস্যা করিত। প্রত্যাশিত প্রেরিত পুরুষ শীঘ্র আসিতেছেন এই বিশ্বাসানুসারে জন্ জলসংস্কারে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি স্বাধীন ভাবে এই কার্য্য করিতেন তজ্জন্য ফিরুশী ও পুরোহিত সম্প্রদায় তাঁহার শত্রু হইয়া উঠে। কিন্তু সাধারণ শ্রেণীর বহু লোক তাঁহার পক্ষে ছিল বলিয়া তাহারা কিছু করিতে পারে নাই। গ্রামে নগরে যেথানে সেথানে জনের মহিমার কথা শুনিয়া এবং তাঁহার বাক্য ও ব্যবহারে আপনার প্রতিচ্ছায়া দেখিয়া যিশু জর্দ্দনের তীরে উপনীত হন।

দেবাত্মজ যিশু অভিষেক গ্রহণার্থী হইলে জন্ প্রথমতঃ তাহাতে অসম্মত হইয়া বলিলেন, "আমি কোথা তোমা দ্বারা অভিষিক্ত হইব, না তুমি আসিয়াছ আমার নিকট অভিষিক্ত হইতে!" যিশু তাহার এই উত্তর করিলেন যে, "এখন এইরূপ হইতে দাও, কারণ আমাদের উচিত যে আমরা সমস্ত ধর্ম্মনিয়ম পালন করি।" অনন্তর জনের সম্মতিক্রমে তিনি নদীগর্ভে অবতরণ করিলেন। অবগাহনান্তে যখন সেই অমিততেজা মহাপুরুষ উঠিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার মুখমণ্ডল অনির্ব্বচনীয় পুণ্যকিরণে প্রদীপ্ত হইল। বৈরাগ্যের নবীন সৌন্দর্য্যে ভূষিত হইয়া তিনি যেন চারিদিকে পবিত্র জ্যোতি বিভাসিত করিতে লাগিলেন। একে যৌবনের বিমল প্রতিভা তাহাতে ধর্ম্মের নব উদ্যম, বোধ হইতে লাগিল যেন ভগবান্ স্বয়ং পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার সেই সলিলসিক্ত বিশালবক্ষস্থল সমুন্নত দিব্যতনু এবং শিরোদেশে লম্বিত সুদীর্ঘ কেশজাল দর্শকবৃন্দের চিত্তকে বিমোহিত করিতেছিল। কিন্তু তখন কে জানিত যে এই প্রেমিক সন্ন্যাসীর সুকোমল দৃষ্টি ভগ্ন হৃদয় পাপাত্মাদিগের মৃত প্রাণে অমৃত সঞ্চার করিবে? তাঁহার নবজীবনের সেই প্রচণ্ড প্রভাব এক দিন

জগতের কলুষরাশিকে দগ্ধ করিবে তাহাই বা কে ভাবিয়াছিল ? আর আর সকলে গিয়াছে অভিষিক্ত হইয়া, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আপনাপন ঘরে ফিরিয়া আসিবে, পূর্ব্বে যেমন ছিল আবার তেমনি ভাবে কাল কর্ত্তন করিবে, কিন্তু যিশুর অভিপ্রায় অন্য প্রকার। প্রতিবাসী সঙ্গীরা যদি জানিত যে এ যুবা চিরজীবনের মত সংসার ছাড়িল, আপনাকে ধর্ম্মার্থ বলি দিবার জন্য অবগাহন করিল, তাহা হইলে হয়তো সকলে কাঁদিয়া উঠিত। অথবা যাঁহার আসন্ন মৃত্যুতেও কেহ কাঁদিবার ছিল না, তাঁহার সন্ন্যাস দর্শনে আর কে কাঁদিবে ? এ সকল অপূর্ব্ব ঘটনা স্মরণ করিয়া ভবিষ্যদ্বংশ অশ্রুপাত করিয়াছে এবং করিবে। যাহউক, এক্ষণে নরকুলের কলঙ্করাশি ধৌত করিবার জন্য যিনি শোণিত দান করিবেন সেই পবিত্র মেষশিশু স্নান করিয়া উঠিলেন। দুঃখের সন্তান, পাপীর বন্ধু যিশুর জলাভিষেক হইল, স্বর্গদ্বার খুলিয়া গেল, পবিত্রাত্মা শুভ্রকান্তি কপোতের ন্যায় তাঁহার উপরে আসিয়া বসিলেন। তখন অন্তরীক্ষে এই দৈববাণী হইল, "ইনি আমার প্রিয় পুত্র, ইহাঁতে আমার পরম সন্তোষ।" *

---

* সেন্ট জনের গ্রন্থানুসারে যিশু জলসংস্কারক জনের নিকট তিনবার যান। প্রথম দিনে তাঁহাকে দেখিবামাত্র জন্ বলিলেন, "ঐ দেখ! ঈশ্বরের মেষশিশু পৃথিবীর পাপহরণ জন্য আসিতেছেন। ইনি সেই যাঁর কথা আমি ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।" ঠিক তাহার পর দিনে আণ্ড্রু এবং সেন্ট জন্ ঐ স্থানে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। অনন্তর জন্ যৎকালে জুডিয়ার মধ্যে এনন্ নামক স্থানে অভিষেক কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকেন, তখন যিশুও উহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে শিষ্যসহ ঐকার্য্যে নিযুক্ত হন। অন্য তিন গ্রন্থে আছে জন্ কারারুদ্ধ হইলে যিশু প্রচার কার্য্যে ব্রতী হন। কিন্তু সেন্ট জনের লেখায় প্রকাশ যে প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইয়া উভয়ে পরস্পর আর একবার দেখা করেন। শেষোক্ত স্থানে যিশুর নিকট বহুলোকে অভিষিক্ত হইতে লাগিল দেখিয়া জনের শিষ্যগণ ঈর্ষাবশতঃ স্বীয় আচার্য্যকে একদা জিজ্ঞাসা করে যে, "পণ্ডিত মহাশয়! আপনার সঙ্গে যিনি জর্দ্দনে সাক্ষাৎ

বনপ্রস্থান এবং প্রলোভন জয়।

অভিষেকের পর যোগিবর যিশু এক বিষম পরীক্ষার মধ্যে নিপতিত হন। জর্দ্দনের তীরে তিনি যেরূপ লোকসমারোহ দেখিলেন, তাহাতে মনে হইল পৃথিবী যেন পাপভারে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার সমীপে কাতর স্বরে রোদন করিতেছে। অভিষেক গ্রহণার্থী মানবগণের জনতা এবং আগ্রহ ব্যাকুলতা

করেন, এবং আপনি যাঁহার বিষয়ে সাক্ষ্য দেন, তিনি জলাভিষেক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, বহুলোক তাঁহার কাছে যাইতেছে।" জন্ বলিলেন, "স্বর্গ হইতে না আসিলে কোন মনুষ্য কিছু পাইতে পারে না। আমি খ্রীষ্ট নহি তাহাত তোমরা জান? তাঁহার উন্নতি হইবে আমার হ্রাস হইবে। ** যিনি উপর হইতে আসিয়াছেন তিনি সর্ব্বোপরি। যে পৃথিবীর সে পার্থিব এবং সে পৃথিবীর কথা বলে। তিনি যাহা দর্শন এবং শ্রবণ করিয়াছেন তাহারি প্রমাণ দিতেছেন। ** পিতা পুত্রকে ভাল বাসেন এবং তাঁহার হস্তে সকল ভার অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহাকে বিশ্বাস করিলে অনন্তজীবন লাভ হয়।" যদিও জন্ পুরাতন বিধানের লোক, কিন্তু তিনি যিশুর স্বর্গীয় মহত্ব বুঝিয়া তাঁহার প্রতি আবনত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। ফলতঃ মতভেদ ও কার্য্যের তারতম্য সত্ত্বেও ইহাঁরা দুই জন দুই জনকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। পরবর্ত্তী ধর্ম্মনেতার সম্বন্ধে অগ্রবর্ত্তীর এরূপ উদার সদ্ভাব বিরল দৃশ্য সন্দেহ নাই। উভয়ে এক সময়ে জীবিত থাকিলে প্রায় দেখা যায়, নববিধানপ্রবর্ত্তক যেমন পুরাতন বিধানপ্রবর্ত্তককে প্রীতি ভক্তি করেন শেষোক্ত প্রথমোক্তকে সেরূপ করেন না, কিন্তু জনের সে ভাব ছিল না। যিশু বলিতেন বটে যে, "স্বর্গরাজ্যের সামান্য ব্যক্তিরাও জনের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ" কিন্তু তিনি প্রাচীন মহাজনদিগের মধ্যে জন্‌কে সর্ব্বোচ্চ আসন দিয়াছিলেন।

দর্শনে তাঁহার হৃদয়সিন্ধু একবারে উথলিয়া উঠিয়াছিল। জলাভিষেক গ্রহণ তাঁহার পক্ষে একটি সামান্য নিয়ম পালন নহে, উহা নবজীবনের প্রারম্ভ। এক দিকে জীবনের মহৎ কার্য্যভার, স্বর্গের আদেশবাণী, অপর দিকে আন্তরিক গতির বিভিন্ন প্রকার উচ্ছ্বাস ও বাহিরের প্রতিবন্ধক রাশি ইহারি সন্ধিস্থলে তিনি দণ্ডায়মান হইলেন। ভবিষ্যতে কি প্রণালীতে কার্য্য করিবেন, হৃদিস্থিত মহোচ্চ আদর্শ কিরূপে কার্য্যে পরিণত হইবে, দেশপ্রচলিত জাতিসাধারণের প্রাচীন নীতিপদ্ধতি কত দূর রক্ষা করা উচিত, এবং অভিনব মত অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করিবার পক্ষে কি কি উপায় অবলম্বনীয় এক্ষণে সেই সমস্ত বিষয় মীমাংসার সময়। মহাপুরুষেরা ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের জন্য যখন প্রকাশ্যরূপে সাধারণসমক্ষে দণ্ডায়মান হন তৎকালে তাঁহাদিগের মনের মধ্যে এক ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। এক দিকে বলিতে গেলে সমস্ত পৃথিবী, অপর দিকে এক জন বিশ্বাসী বীরপুরুষ। এ সময় যে কেবল বাহিরের অবস্থাই প্রতিকূলতা করে তাহা নহে, অন্তরের রিপু ও বাসনা সকলও নিজ নিজ স্বত্ব রক্ষার্থ শেষসংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। কেননা যে স্বর্গরাজ্য বাহিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহার বিজয়পতাকা অগ্রে আপনার হৃদয়রাজ্যে উড্ডীন্ হওয়া চাই, ভবিষ্যজ্জীবনের নিয়তি স্থিরীকৃত হওয়া চাই। এই আন্তরিক সংগ্রাম অতি ভয়ঙ্কর পরীক্ষার ব্যাপার। মহাবীর শাক্যসিংহ ইহার হস্তে পতিত হইয়াছিলেন। শত্রুপক্ষ যখন জয়লাভে হতাশ্বাস হইয়া প্রাণপণে সংগ্রাম করে, তখন অপর পক্ষের যেরূপ বীরত্বের প্রয়োজন, পাপবিজয়ী দেবাত্মারা সেইরূপ অসাধারণ পরাক্রমের সহিত ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকে যে লিখিত আছে স্বর্গ খুলিয়া গেল, পবিত্রাত্মা কপোতের বেশে অবতীর্ণ হইলেন, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যিশু আপনার ভিতরে ব্রহ্মযোগের মহাশক্তি এবং জীবন্ত জ্যোতি অনুভব করিলেন; এবং সেই ভাবে নীত হইয়া তিনি একাকী এক দুর্গম মরুভূমিপরিবেষ্টিত পার্ব্বত্য প্রদেশে চলিয়া গেলেন। কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে কয়েক দিন অবিশ্রান্ত প্রার্থনা এবং নির্জ্জন সাধনে নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল।

এই মানসিক সংগ্রামকে খ্রীষ্টবাদিগণ একটি বাহ্যিক আকার প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সৃষ্টির প্রথমে পাপপুরুষ সয়তান্ যেমন আদমকে

প্রলোভনে ফেলিয়া স্বর্গচ্যুত করিয়াছিল, তেমনি সে ঈশাকেও বিপথগামী করিতে চেষ্টা করে; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। প্রথম আদম সয়তান্ কর্তৃক পরাভূত হইয়া মনুষ্য বংশের মধ্যে পাপস্রোত প্রবাহিত করিল, দ্বিতীয় আদম সয়তানকে দূর করিয়া দিয়া জীবের সহিত ব্রহ্মের পুনর্ম্মিলন স্থাপন করিলেন। ঈশাকে দ্বিতীয় আদম বলে, কারণ তাঁহার আগমনে মনুষ্যত্বের গৌরব রক্ষিত হইয়াছে। মানসিক অদৃশ্য ভাবনিচয় লিপিবদ্ধ হইবার কালে দৃশ্যমান আকার ধারণ করে ইহা কিছু নূতন নহে। বিশেষতঃ পুরাকালের লোকেরা সর্ব্বত্রই কবিত্বপ্রধান এবং রূপক বর্ণনার পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু ইহার অন্তর্ভূত প্রকৃত পদার্থ তদ্দ্বারা বিলুপ্ত হয় না, বরং আরো স্পর্শনীয় হয়। কোন কবিত্বই শূন্যগর্ভ নহে। তাহার মধ্যে যেমন অত্যুক্তি অবাস্তবিকতা থাকে, তেমনি প্রকৃত সত্যও আবার অনেক পাওয়া যায়। কল্পনার বিচিত্র বর্ণে সত্যের ছবি চিত্রিত করাই প্রকৃত কবিত্বের উদ্দেশ্য। ঈশার যে তিনটি প্রলোভনের কথা উল্লেখ আছে তাহা মানসিক সংগ্রামের প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। য়িহুদীধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের স্বভাব ও লক্ষণ, তাঁহাদের গৌরব ও বিপদের কথা যাহা সাধারণ্যে তখন প্রচলিত ছিল তাহার সহিত উক্ত প্রলোভনত্রয়ের বিলক্ষণ উপযোগিতা দৃষ্ট হয়।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনেরা যেরূপ পর্ব্বতে অরণ্যে কিছু দিন তপস্যা করিয়া স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইতেন, যিশুও সেই প্রথার অনুসরণ করিলেন। কথিত আছে তিনি চল্লিশ দিবস অনাহারে হিংস্র জন্তুগণের সহবাসে অবস্থিতি করেন। বস্তুতঃ অভিষেকান্তে তিনি যে দুর্গম প্রদেশে চলিয়া যান তৎকালে তাহা ভূত প্রেতের আবাস স্থান বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল। একবারে নিরম্বু উপবাস করুন বা না করুন,—তাহা করিবার প্রয়োজনই বা কি?—কিন্তু ঐ সময়ে যে তিনি অবিশ্রান্ত প্রার্থনা সাধনায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহা স্বাভাবিক এবং ঐতিহাসিক। ঘোরতর পরীক্ষার মধ্যে পড়িয়া তাঁহার চিত্ত আন্দোলিত হইয়াছিল। ইহাকেই দেবাসুরের সংগ্রাম বলা যায়। মানবের স্বর্গমুখগতি এবং পার্থিব প্রকৃতি পরস্পরের অধিকার স্থাপনের জন্য এই সময় মহা বিবাদ করে। পাপপুরুষ বলিল,

তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে এমন অনুজ্ঞা কর যাহাতে এই সকল প্রস্তর খণ্ড রুটী হইয়া যায়।" যিশুর দেবস্বভাব তাহার এই উত্তর করিল, "লিখিত আছে, মনুষ্য কেবল রোটিকা দ্বারা জীবন ধারণ করে না, কিন্তু ব্রহ্মমুখবিনিঃসৃত প্রত্যেক শব্দ দ্বারা সে জীবিত থাকে।" নিয়মিত পান ভোজন পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রমান্বয়ে পাঁচ ছয় সপ্তাহ কাল যখন তিনি একাকী বনমধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, তখন দৈহিক প্রকৃতি আপনার ক্ষতি পূরণের জন্য উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। সুতরাং শরীর দুর্ব্বল হইল, জঠরাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। ধর্ম্মাত্মাদিগের যত প্রকার পরীক্ষা আছে তন্মধ্যে শারীরিক রোগযন্ত্রণা একটি অতিশয় গুরুতর। যত ক্ষণ পর্য্যন্ত উৎসাহ ব্যাকুলতায় চিত্ত উত্তেজিত থাকে, তত ক্ষণ দৈহিক অভাবে কিছু বড় করিতে পারে না; কিন্তু মত্ততার অবসানে উহা চতুর্গুণ বলের সহিত স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে। যিশু অবিকল এইরূপ অবস্থায় পড়িয়াছিলেন। কিন্তু ক্ষুধারূপধারী পাপপুরুষ তাঁহাকে বিচলস্পন্ন করিতে পারিল না। ক্ষুধায় সচরাচর শরীর দুর্ব্বল হয় বলিয়া যে ঈশার সম্বন্ধে ইহা একটি পরীক্ষার বিষয় হইয়াছিল তাহা নহে, ইহার ভিতর আরো কিছু তাৎপর্য্য আছে। য়িহুদীকুলসম্ভূত পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মারা অনেক অলৌকিক নিয়মে প্রাণ ধারণ করিতেন। সাধারণের ন্যায় তাঁহাদের আহার পানের ব্যবস্থা ছিল না। মুসার জন্য স্বর্গ হইতে অন্ন বর্ষিত হইত, তাঁহার হস্তস্থিত লৌহদণ্ডের আঘাতে শৈলবক্ষ হইতে জল বাহির হইয়া ইস্রায়েলদিগের পিপাসা নিবারণ করিত, প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের এ সকল কথা ঈশা অবশ্য পড়িয়াছিলেন। তিনি নিজেও এক জন সেই শ্রেণীর প্রেরিত মহাজন, সুতরাং এ প্রকার ভাব তাঁহার মনে উদয় হওয়া অসম্ভব নহে যে তাঁহার পান ভোজনের ব্যবস্থা পূর্ব্বোক্ত নিয়মে সাধিত হইবে। যাহা হউক, শেষ ক্ষুধারূপী সয়তান ঈশ্বরপুত্রের নিকট পরাভূত হইল।

প্রথম সমরে পরাজিত হইয়া সেই পাপপুরুষ অন্য আর এক রূপ ধারণপূর্ব্বক যিশুকে প্রলোভন দেখাইতে লাগিল। পার্থিব সুখ কল্পনার মহোচ্চ আকাশে তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া পরে জেরুশালমের মন্দিরের শিখরদেশে স্থাপন করত বলিতে লাগিল, "যদি তুমি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে আপ-

নাকে ধরানিপাতিত কর। কেন না, এইরূপ লিখিত আছে যে, তিনি তাঁহার দূতগণের হস্তে তোমার ভার অর্পণ করিবেন। পাছে প্রস্তরাঘাতে তোমার পদ ভগ্ন হইয়া যায় এই জন্য তাহারা তোমাকে শূন্যে শূন্যে অমনি ধরিয়া ফেলিবে।" যিশু উত্তর করিলেন, "ইহাও লিখিত আছে যে তুমি তোমার প্রভু পরমেশ্বরকে পরীক্ষা করিও না।" য়িহুদী জাতির মধ্যে নৈসর্গিক নিয়মবিরুদ্ধ অলৌকিক ক্রিয়ার যেরূপ অন্ধবিশ্বাস প্রচলিত ছিল তাহা আমরা বারবার উল্লেখ করিয়াছি। এই অলৌকিক দৈবক্রিয়ার অপব্যবহার যিশুর পক্ষে একটী মহা পরীক্ষার বিষয় হইয়া উঠে। কিন্তু যিনি ঈশ্বরের বাধ্যপুত্র তিনি কেন চিরপ্রতিষ্ঠিত নৈসর্গিক নিয়মের বিরুদ্ধে পিতৃস্নেহ অন্বেষণ করিতে যাইবেন? সর্ব্বদাই তিনি নিজ জীবনে, ভাবের রাজ্যে, আত্মার জগতে অলৌকিক ক্রিয়া দেখিতেন এবং আপাত-দৃশ্য ক্ষণধ্বংসী ঘটনার ভিতরেও ঐশিক ইচ্ছার পূর্ণতা দর্শন করিতেন। যাহা প্রত্যক্ষরূপে বাহ্যচক্ষুর সম্মুখে ঘটিতেছে সে দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না, ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে তৎপ্রতি তিনি বিশ্বাস রাখিয়া কথা বলিতেন। অল্পদর্শী সাধারণের নিকট অবশ্য তাহা উম্মাদের প্রলাপবাক্য, স্থূলবুদ্ধি বিজ্ঞানী পণ্ডিতের মতে তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ, কিন্তু ভবিষ্যতে যখন তাহার অর্থ প্রকাশ হয়; তখন মহত্বের দুরবগাহ্য মহত্ত্ব সকলে বুঝিতে পারে। যিশু সতত সেই ভাবরাজ্যের উচ্চ আকাশে বিচরণ করিতেন। ঈশ্বর অদ্ভুত-কর্ম্মা ইহা বলিয়া যে তিনি আপনাকে আপনি প্রতিবাদ করিবেন এবং সেই প্রতিবাদক্রিয়া সাধুর মহত্ত্বের প্রমাণস্বরূপ হইবে, এ কথা অল্পবিশ্বাসী মনে করিতে পারে, কিন্তু যিশুর পবিত্র আত্মা তাহা পারে না। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহার যাহা ইচ্ছা তিনি তাহাই করিতে সক্ষম, এই মনে করিয়া কি বিশ্বাসী ভক্ত তাঁহাকে বলিবে আমার সম্বন্ধে তোমার মঙ্গলময় অভ্রান্ত নিয়মের ব্যভিচার হউক? তিনি জানেন এবং দেখেন, বিধাতার অখণ্ড ব্যবস্থার মধ্যদিয়াই অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন হয়। সুতরাং অবিদ্যা-নন্দন এবিষয়েও ব্রহ্মতনয়ের নিকট বিফলযত্ন হইল।

যিশু এক্ষণে যে উন্নত পদবীতে আরোহণ করিলেন, তাহার পার্থিব প্রলোভনও যথেষ্ট। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সময়ে তাঁহার মত উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা

প্রজাপুঞ্জের মনে রাজবিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিয়া কিংবা সাধারণ জনসমাজকে আত্মবশে রাখিয়া ধনৈশ্বর্য্য পদগৌরব, খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভের জন্য যেরূপ ব্যাকুল ছিল তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই সময়ে যে প্রেরিত মহাপুরুষের অবতীর্ণ হইবার কথা ছিল, তিনি আসিয়া ইস্রায়েল বংশকে উদ্ধার করিবেন, এবং তাঁহার আগমনে পৃথিবীর রাজাদিগের অত্যাচার দূর হইবে, স্বর্গরাজ্য আসিবে, এইরূপ সকলে আশা করিত। যিশুর সম্বন্ধে এ সমস্তই সংলগ্ন হয়; কারণ যিনি ভবিষ্যদ্বক্তা মহাজন, তিনিই রাজা এবং প্রজাকুলের পরিচালক, এ বিশ্বাস য়িহুদীদিগের শোণিতের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। ধর্ম্মবীর যিশু যেরূপ মহচ্চরিত্রের অসাধারণ লোক তাহাতে তিনি ইচ্ছা করিলে অতি সহজে স্বজাতির নেতা হইয়া রাজকীয় ক্ষমতা এবং প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারিতেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার জীবন, সাময়িক অবস্থা, প্রাচীন ধর্ম্মপুস্তকের উক্তি, জাতীয় বিশ্বাস ও আশা সংস্কার, সমুদায় গুলিই অনুকূল ছিল। এই কারণে ইহা একটী পরীক্ষার মধ্যে গণ্য হইয়াছে। তৃতীয় বার সেই পাপপুরুষ তাঁহাকে এক উচ্চ পর্ব্বতের উপর স্থাপন করিয়া বলিতে লাগিল, "চতুর্দ্দিকে এই সমস্ত রাজ্য ঐশ্বর্য্য যাহা দেখিতেছ, যদি ভূমিষ্ঠ হইয়া তুমি আমাকে উপাসনা কর তাহা হইলে ইহা আমি তোমাকে দিব।" তখন যিশু এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিলেন, "দূর হও সয়তান! ইহা লিখিত আছে যে তুমি তোমার প্রভু পরমেশ্বরকে উপাসনা করিবে, এবং কেবল তাঁহারি সেবায় নিযুক্ত থাকিবে।" এই অগ্নিময় বীরবাক্য শ্রবণ করিয়া পাপপুরুষ তাঁহাকে কিছু কালের জন্য ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কু আশা এবং নীচকামনার সঙ্গে আর তর্ক না করিয়া তিনি একেবারে হুঙ্কার করিয়া বলিলেন, "দূর হও সয়তান! আমার পশ্চাতে চলিয়া যাও।" পাপ প্রলোভন জয় করিবার এই এক অব্যর্থ মহামন্ত্র, তিনি পৃথিবীকে দিয়া গিয়াছেন। ঈশার পবিত্র জীবন স্মরণপূর্ব্বক এখনও কেহ যদি এই সিদ্ধমন্ত্র উচ্চারণ করে, পাপপুরুষের প্ররোচন বাক্যের আর কোন উত্তর না দেয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ পাপপিশাচ তাহার নিকট হইতে চলিয়া যায়। য়িহুদী ধর্ম্মের শাস্ত্রীয়বচন যেমন এক দিকে তাঁহাকে

প্রলোভনে ফেলিয়াছিল, তেমনি তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার উপায়ও সে বলিয়া দিয়াছিল। এখানে আমরা এই আশ্চর্য্য দেখি যে, সয়তানও শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা মনুষ্যকে নরকগামী করিতে চেষ্টা করে। তাহার নানাপ্রকার রূপ এবং বিবিধ পরিচ্ছদ আছে; ধর্ম্মও তাহার এক সম্মোহিনী মূর্ত্তি। যিশু প্রাচীন শাস্ত্রের যে কয়টি বচন শুনাইয়া সয়তানকে পরাস্ত করিলেন তাহা অতীব সারগর্ভ এবং জীবন্ত। তাঁহার অন্তঃকরণে যেমন রণে মত্ত পরস্পর দুইটি বিরোধী সৈন্যদল ছিল, বাহিরে তেমনি উভয়ের উপযোগী যুদ্ধাস্ত্রও প্রস্তুত ছিল। কিন্তু দেবতার পক্ষে ভগবান্ চিরদিনই সহায়। সুতরাং তিনি যে পক্ষের সহায় তাহার আর বিনাশের সম্ভাবনা কোথা? প্রভু আপনার ভক্তের অঙ্গে বর্ম্মস্বরূপ হইয়া রহিলেন, সকল বিপদ বিঘ্ন কাটিয়া গেল, জগতে হরিলীলার তরঙ্গ উঠিল। ভক্তরাজ যিশু ধর্ম্ম-সংগ্রামে জয়ী হইয়া প্রচণ্ড তপনের ন্যায় সংসার-অন্ধকার-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পাপপুরুষ সদলে প্রস্থান করিল, স্বর্গে দেবলোকে দুন্দুভিধ্বনি হইল, ব্রহ্মদূতগণ তাঁহাকে দেবভোগ্য ভোজ্য ও পানীয় দ্বারা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। অনন্তর ধর্ম্মরাজ বিশ্বপতির উত্তরাধিকারী পুত্র যুবরাজ যিশু রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া দিব্য রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলেন।

প্রচার আরম্ভ।

ত্রিশ বর্ষ বয়ঃক্রমে যিশু স্বর্গের শুভ বিধান ঘোষণায় প্রবৃত্ত হন। তিনি জুডিয়ার অরণ্যভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক দাবানলের ন্যায় গালিল্ দেশের জনপদে প্রবেশ করিলেন; নবভাবে, নবোৎসাহে অশ্রুতপূর্ব্ব নববিধান লইয়া পাপে হত মানবগণের সেবার্থ নিযুক্ত হইলেন। তখন মহর্ষি জন্ হেরোদ আন্টিপাস্ কর্ত্তৃক কারাবদ্ধ হইয়াছেন। য়িহুদী ধর্ম্মসংস্কারকগণের পরিণাম যেরূপ শোকাবহ, জনের ভাগ্যেও তাহা ঘটিয়াছিল। বহুলোক তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়াছে দেখিয়া দেশাধিপতি হেরোদ সন্দেহ করিতে লাগিল,—জন্ একজন রাজদ্রোহী সমাজবিপ্লাবক। এই সন্দেহে সে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখে। জন্ বন্দীভূত হইলেন, তৎসঙ্গে প্রাচীন বিধানের কার্য্য নিঃশেষিত হইয়া গেল। তিনি জাতীয় ধর্ম্মের শেষ সংস্কারক হইয়া আসিয়াছিলেন, স্বকার্য্য সাধন করিয়া রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিলেন। তদনন্তর নূতন যুগধর্ম্মের মঙ্গল বাদ্য বাজিল, নব বেশ পরিধান করিয়া নবীন সন্ন্যাসী যিশু নাট্য-মন্দিরে দর্শন দিলেন।

প্রথমে তিনি ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে স্বর্গরাজ্য স্থাপনার্থ কৃতসংকল্প হন। সামান্য এক ক্ষুদ্র বীজে কত বড় বৃহৎ বৃক্ষ সমুৎপন্ন হয় তাহা আমরা এই স্থানে দেখিতে পাইব। যে খ্রিষ্টীয়ান পরিবারে এখন কোটী কোটী সভ্য অসভ্য মানবাত্মা বাস করিতেছে তাহা সর্ব্বাগ্রে কেবল চারি পাঁচটি ব্যক্তির জীবনে অঙ্কুরিত হয়। যিশু প্রচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াই একটি ভক্তদল সঙ্গঠনের জন্য ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এক্ষণে তাঁহার সমভাবী সরল প্রকৃতির এমন কয়েকটি লোকের প্রয়োজন যাহারা তাঁহার সহকারী এবং সহযোগী হইয়া সহজে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবে এবং যাহাদিগের উপর তিনিও নিঃসন্দেহ চিত্তে নির্ভর করিতে পারিবেন। ভগবান্ তাহাই মিলাইয়া দিলেন। তাঁহার লীলাবিহার ঠিক যেন ষড়্‌যন্ত্রের মত প্রকাশ পায়। কিন্তু

ঐ সকল সহচর তিনি কোথায় পাইলেন? পণ্ডিত অধ্যাপক উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে? না, সামান্য অবস্থাপন্ন ধীবর চণ্ডাল নিরক্ষর সরলমতি কৃষকশ্রেণীর মধ্যে তাহাদিগকে পাইলেন। আপনি যেমন দুঃখী শ্রমজীবী ঘরের সন্তান, সহকারিগণও তদনুরূপ ছিল। এরূপ সামান্য অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোক দ্বারা এ প্রকার অদ্ভুত ধর্ম্মসংস্কার পৃথিবীতে কখন কোথাও দেখা যায় নাই। উনবিংশ শকের জ্ঞান সভ্যতার উন্নত মস্তকও অশিক্ষিত ধীবর সূত্রধরের পদে অবলুণ্ঠিত হইল!

গালিল্ দেশের জেনিসারেৎ নামক হ্রদের উপকূলে ঐ সকল লোকের বাস ছিল। এস্থানের প্রাকৃতিক শোভা অতিশয় রমণীয়। যে দেশের বাহ্য শোভা সৌন্দর্য্য মনুষ্যকে স্বভাবতঃ চিন্তাশীল ও ভাবুক করে, যাহার অধিবাসীদিগের অভাব অল্প অথচ ভাবনা কম, লোকের প্রকৃতি কবিত্ব-রসসিক্ত বালকবৎ কোমল এবং সুপ্রসন্ন সেই স্থানে যিশু আপনাকে রোপণ করিলেন এবং অচিরে ফলবান্ বৃক্ষরূপে পরিণত হইলেন। এই উর্ব্বরা ভূখণ্ড তাঁহার স্বর্গীয় ধর্ম্মভাব অঙ্কুরিত এবং বর্দ্ধিত হইবার পক্ষে বিশেষ উপ-যোগী ছিল।

যিশুর প্রচারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াই আমরা ঐতিহাসিক বিভিন্ন রচনার এক কুটিল বর্ত্মে পতিত হইলাম। এখন আমরা সেণ্ট জনের পথে চলিব, কি মথি মার্ক লিউকের পথে চলিব তাহা স্থির করিতে হইবে। অভিষেকের পর যিশু কি কি করিলেন, কোথায় কখন গেলেন, এ সমস্ত বিবরণ যাহার পর যেটি লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত তাহা হয় নাই। অনেক সুবিজ্ঞ লেখক এই ঘটনাশৃঙ্খলের আদি অন্ত আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সকলকেই অনুমান যুক্তি সম্ভবনীয়তার উপর বহু পরিমাণে নির্ভর করিতে হইয়াছে। সুতরাং আমাদিকেও সেই পথানুবর্ত্তী হইতে হইল। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা এক কালে নিরাশ হইতেছি না। সেণ্ট জনের গ্রন্থ ব্যতীত অপর তিন গ্রন্থে ঘটনাসমূহের পরস্পর স্বাভাবিক সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। যিশু ত্রিশ বৎসর বয়সে জনের নিকট অভিষিক্ত হইলেন ইহা প্রথম তিন গ্রন্থে বিবৃত আছে। কিন্তু জন্ জলসংস্কার এবং প্রলোভনে পতিত হওয়ার কথা একবারে পরিহার করিয়া গিয়াছেন।

মার্ক সংক্ষেপে এই মাত্র বলেন, মেরীতনয় অভিষেকের অব্যবহিত পরে পবিত্রাত্মা কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া বনমধ্যে চলিয়া গেলন, তথায় চল্লিশ দিন অনাহারে হিংস্র জন্তুর সঙ্গে বাস করিলেন, সয়তান কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইলেন, পরিশেষে স্বর্গদূত আসিয়া তাঁহার সেবা করিল। তদনন্তর তিনি গালিলে আসিয়া যখন ধর্ম্ম প্রচার এবং শিষ্য সংগ্রহ করেন, তখন জলসংস্কারক জন্ কারারুদ্ধ হইয়াছেন। এ সংবাদ অবশ্য তিনি স্বীয় আচার্য্য পিটারের মুখে শুনিয়া থাকিবেন।

কিন্তু সেণ্ট জনের গ্রন্থে অন্য প্রকারে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, জলসংস্কারক জন্ যিশুকে প্রথম দিনে দেখিবা মাত্র মসি বলিয়া চিনিতে পারিলেন। পর দিবসে আবার তাঁহার সঙ্গে যিশুর সাক্ষাৎ হইল এবং জনের দুই জন শিষ্য জোসেফতনয়ের গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। এই দুই জনের মধ্যে এক জনের নাম আণ্ড্রু এবং অপরের নাম সেণ্ট জন্। ইহাঁরাও যিশুকে হঠাৎ একবারে ত্রাণকর্ত্তা এবং প্রেরিত ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। অনন্তর আণ্ড্রু সে কথা স্বীয় ভ্রাতা পিটারকে বলেন।, পিটারকে দেখিবা মাত্র যিশু সহসা বলিয়া উঠিলেন, "তুমি জনার পুত্র সাইমন্।" পর দিনে তিনি গালিল্ দেশে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে ফিলিপকে পাইয়া বলিলেন, "আমার পশ্চাদ্গামী হও।" ফিলিপ আপনার বন্ধু ন্যাথেনেল্কে বলিলেন, "যাঁহার আসিবার কথা ছিল সেই নবি আসিয়াছেন। তাঁহার নিবাস নাশরথে, তিনি জোসেফের পুত্র।" ন্যাথেনেল্ তাহাতে বিস্মিত হইয়া বলিল, "কি! নাশরথ হইতে কোন ভাল বিষয় আসিতে পারে?" ফিলিপ উত্তর করিল, "আসিয়া দেখ সত্য কি না।" ন্যাথেনেল্কে যিশু চিনিতে পারিলেন। সে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি আমায় চিনিলেন কি রূপে?" তিনি বলিলেন, "যখন তুমি ডুম্বরবৃক্ষতলে বসিয়াছিলে তখন আমি তোমায় দেখিয়াছি।" তদনন্তর তিনি সশিষ্যে ক্যানা নগরে কোন কুটুম্বভবনে বিবাহসভায় উপস্থিত হন। তথায় জননী মেরীদেবীও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এই স্থানে জননীর অনুরোধে যিশু জলকে মদরিকারূপে পরিণত করেন এবং তদ্দ্বারা আপনার অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দেন।

মাতা, সহোদর ও শিষ্যগণের সহিত এখানে কয়েক দিবস অবস্থিতি হইয়াছিল। পরে নিস্তার পর্ব্বোপলক্ষে তাঁহার জেরুশালমে যাওয়ার কথা উল্লেখ আছে। তথায় গিয়া ধর্ম্মমন্দির হইতে ক্রেতা বিক্রেতাগণকে তিনি তাড়না ও কশাঘাতপূর্ব্বক বিদায় করিয়া দিয়া বলেন যে, "এই মন্দিরকে চূর্ণ করিয়া ইহাকে আমি তিন দিনের মধ্যে পুনর্গঠন করিতে পারি।" এইরূপ ব্যবহার ও বাক্যে বিপক্ষতার অগ্নি জ্বলিয়া উঠে। তাহার পর নিকোডিমাসের সহিত দ্বিজাত্মা বিষয়ে কথোপকথন হয়। তদনন্তর মহর্ষি জন্ পরে যে স্থানে জলসংস্কারকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, সশিষ্য যিশু তৎসন্নিহিত প্রদেশে গিয়া জলাভিষেক করেন, তথা হইতে সামেরিয়া প্রদেশ হইয়া স্বদেশে আসেন *।

জেনিসারেৎ হ্রদের পশ্চিম তীরবর্ত্তী কেপারনিয়াম নগর এবং তৎপার্শ্বস্থ চারি পাঁচটি নগরে যিশু রীতিপূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করেন। সেন্ট লিউকের গ্রন্থে লিখিত আছে প্রলোভন জয় করিয়া তিনি একবারে জন্মভূমি

---

* কোন কোন পণ্ডিতের মত এই যে, ঈশার জীবনের যে যে ঘটনা প্রথম তিন গ্রন্থে লিখিত হয় নাই, সেন্ট জন্ শেষে তাহা পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। উপরিউক্ত অংশটি তাহারই মধ্যগত। প্রলোভন জয় করিয়া যিশু যদি প্রথমেই আবার জলসংস্কারক জনের নিকট আসিয়া থাকেন এবং তথায় আণ্ড্রু প্রভৃতি তাঁহার শিষ্য হয়, তাহাতে কোন আপত্তি উঠিতে পারে না। কিন্তু অন্য কোন গ্রন্থে ইহার নিদর্শন নাই। যদি শূন্য স্থান পূর্ণ করাই জনের গ্রন্থের উদ্দেশ্য হইত, তবে অপর গ্রন্থের লিখিত ঘটনা উহাতে পুনর্ব্বার কেন সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, এই কথা বলিয়া কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করেন। এ বিষয়ের সত্যাসত্য বিচার করিবার ক্ষমতা অন্যের যেমন আছে আমাদেরও তেমনি। আধুনিক গ্রন্থকারগণ এ সম্বন্ধে প্রথম তিন খণ্ড পুস্তককে আশ্রয় করিয়া যিশুচরিত লিখিয়া গিয়াছেন। আত্মপক্ষসমর্থনের জন্য যুক্তি প্রমাণ প্রদর্শন করিতে কেহ ত্রুটি করেন নাই। সে সমুদায়ের পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। আমরা কেবল জনের লিখিত প্রথম অংশটি সংক্ষেপে পাঠকগণকে অবগত করিলাম।

নাশরথে গিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং তথাকার ধর্ম্মমন্দিরে এমন সকল উপদেশ দিলেন যে তাহা শ্রবণে নগরবাসীরা ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। এমন কি পর্ব্বতের উপর হইতে তাঁহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিতে তাহারা চেষ্টা করে। যিশু সে বিপদ হইতে দৈববলে নিষ্কৃতি পান। জন্মস্থানে গিয়া তিনি বার বার উৎপীড়িত হইয়াছিলেন ইহা অসম্ভব নহে। তথায় প্রচারকার্য্যের নানা প্রকার প্রতিবন্ধক দেখিয়া শেষ কেপারনিয়াম্‌কেই প্রধান কার্য্যক্ষেত্র করিলেন। প্রথমে অতি অল্প-সংখ্যক লোক উপদেশ শুনিতে আসিত। তদনন্তর ক্রমে ধর্ম্মপিপাসু সরলহৃদয় দুই পাঁচ জনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইল। মৎস্যজীবী কয়েক জনের সহিত আন্তরিক একটু সহানুভূতিও জন্মিল। একাকী উদাসীন বেশে উক্ত হ্রদের কূলে কূলে যখন তিনি ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেন তখন দৈবনিয়তিক্রমে কতিপয় ধীবর যুবকের শুভ দৃষ্টিতে নিপতিত হন। আণ্ড্রু এবং সাইমন্, জন্ এবং জেম্‌স এই চারি জন তাঁহার প্রথম বন্ধু এবং প্রথম শিষ্য। যিশুর নূতনবিধ শিক্ষাপ্রণালী এবং জীবন্ত উপদেশাবলী ইত-পূর্ব্বেই যে উহাদিগের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল তাহা আর বলিবার প্রয়োজন রাখে না। তাঁহার ব্যবহার আচরণ এবং মুখশ্রীতে এমন এক মনোহারিণী শক্তি ছিল যদ্দ্বারা সহজেই লোকে বিমুগ্ধ হইয়া পড়িত। তিনি যাহা ভাবিতেন, কি যাহা করিতেন তাহার গূঢ় অভিপ্রায় সামান্য লোকে সহসা কিরূপেই বা বুঝিবে; কিন্তু না বুঝিয়াও তাহারা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতে লাগিল এবং বিষয় কর্ম্মে এক প্রকার উদাসীন হইল; প্রিয়দর্শন যিশুর শ্রীমুখ বিনিঃসৃত অমৃত বাক্য শ্রবণে তাহারা একবারে মোহিত হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, "তোমরা এক্ষণে মৎস্যজীবী আছ, আমি তোমাদিগকে মনুষ্যজীবী করিব।" তাহা শুনিয়া সকলের হৃদয়নিহিত ভস্মাচ্ছাদিত ব্রহ্মাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সেই অশিক্ষিত দীনাত্মা ধীবরসন্তানদিগের রৌদ্রবাতনিপীড়িত মুখমণ্ডলে তিনি কি মহৎ লক্ষণ দেখিয়াছিলেন তাহা তুমি আমি কি বুঝিব? তাহাদিগের অভদ্র বেশ ভূষায়, অসংস্কৃত এবং অনুৎকর্ষিত দেহ মনে কি মহামন্ত্র লিখিত ছিল তাহা কেবল তিনিই পড়িতে পারিতেন। কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! কোথায় মৎস্যজীবী ধীবরগণ মৎস্য ধরিতেছিল, কেহ বা

ছিন্ন জাল সংস্কার করিতেছিল, না কোথায় একবারে দেবদূত হইয়া তাহারা স্বর্গরাজ্য স্থাপনের জন্য ব্যাকুল হইল; নৌকা, জাল, আত্মীয় বান্ধব, জাতীয় ব্যবসায় ছাড়িয়া চিরবৈরাগ্যের পথে প্রবেশ করিল!

যিশু প্রথমে তাহাদিগের নিকট কেবল বাধ্যতা চাহিলেন। কিন্তু সে বাধ্যতা দাসের বা জড়ের বাধ্যতা নহে; স্বাধীন প্রেমের বাধ্যতা। তিনি যাদুকর বা কুটিলবুদ্ধি চক্রীর ন্যায় কোন কৌশল দ্বারা শিষ্যসংগ্রহ করেন নাই; তাঁহার কোমল নয়নের প্রেমদৃষ্টি এবং সুধাস্রাবী সত্য বচনই এ পক্ষে যথেষ্ট কার্য্যকারী ছিল। সরলচিত্ত ধীবরগণের অন্তরস্থ ব্রহ্মাগ্নি কেবল তিনি স্পর্শ করিলেন, অমনি তাহাদের মন ফিরিয়া গেল। এত দূর পর্য্যন্ত উৎসাহী এবং আসক্ত হইয়া পড়িল যে তাঁহার ইঙ্গিত মাত্র তাহারা সর্ব্বস্ব ছাড়িতে প্রস্তুত। দৈবনিয়োজিত প্রীতির আকর্ষণে এ প্রকার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সম্ভব হয় তাহা বুঝিতে না পারিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী খ্রীষ্টিয়ান লেখকগণ উক্ত ঘটনার মধ্যে প্রকৃতিবিরুদ্ধ একটী দৈবক্রিয়া সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। "যিশুর অনুমতিক্রমে পিটার জাল ফেলিলেন, তাহাতে বহুসংখ্যক মৎস্য ধরা পড়িল, কাজেই ক্ষুদ্রপ্রাণ ধীবরের মন ফিরিয়া গেল।" এ কথা বলিলে যিশুর এবং তাঁহার শিষ্যবৃন্দের মহত্ত্ব কিছুমাত্র বৃদ্ধি হয় না, বরং কমিয়া যায়। ভগবদ্ভক্তের দৈবপ্রভা, প্রেমাকর্ষণ যে মৎস্যের লোভ অপেক্ষা অধিকতর প্রভাবশালী তাহা সহজেই প্রতীত হয়। আশ্চর্য্যক্রিয়া কিংবা অদ্ভুত ভোজবাজী দেখাইয়া এক জন সামান্য ঐন্দ্রজালিকও লোকমান্য হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে কি কাহারো হৃদয় মন প্রাণ আসক্ত হয়? যিশু লোকচরিত্রজ্ঞ ছিলেন, কাহার দ্বারা ভগবানের কোন্ কার্য্য সাধিত হইবে তাহা তিনি সহজ জ্ঞানে বুঝিতে পারিতেন। তাঁহার পথের পথিক, ভাবের ভাবুক যেখানে যে ছিল তাহাদিগকে হরি আপনি মিলাইয়া দিলেন। ইহা অলৌকিক ক্রিয়া বটে, কিন্তু যাদুকরের বাজী নহে, প্রেততত্ত্ববাদের ভ্রান্তিবিলাসও নহে। স্বর্গরাজ্যস্থাপনের প্রথম আয়োজন এবং উপাদান যদিও দেখিতে আপাতত যৎসামান্য, কিন্তু উহা কেমন পবিত্র! ইহার ভিতর দৈবশক্তির প্রভাব কেমন উজ্জ্বল! এই আড়ম্বরহীন পবিত্র মধুর ভাবই ভবিষ্যৎ উন্নতির প্রকৃষ্ট উপায়।

নূতন বিধান-প্রবর্ত্তক ঈশা প্রথমে যে যে সত্য প্রচারে ব্রতী হইলেন তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে তিনি একটী নূতন সৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। জনের প্রচারিত ধর্ম্ম এবং আচরিত অনুষ্ঠানের সহিত যিশুর অনেক প্রভেদ লক্ষিত হয়। জনের ধর্ম্ম প্রাচীন ধর্ম্মবিধিকে জলাভিষেক দ্বারা জাগ্রৎ করা মাত্র। উপবাস, কঠোর তপস্যা, এবং পুরাতন রীতি অনুসরণের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার ঈশ্বর বিচার-পতি এবং নিয়ন্তা। জাতিসাধারণের বাহ্য ব্যবহার সংশোধনের জন্য তিনি এই মন্ত্র পড়িতেন;—"আমি তোমার মস্তকে নির্ম্মল জল সিঞ্চন করিব, তুমি শুদ্ধ হইবে।" আপনাপন পাপ স্বীকারপূর্ব্বক অনুতপ্ত হইয়া এই ভাবে তাঁহার নিকট লোকে অভিষিক্ত হইত। এই কার্য্য সমাধা করিয়া তিনি প্রাচীন যুগধর্ম্মব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন কিংবা কিছু অবশিষ্ট আছে, এমন সময় যিশু আসিয়া নূতন বিধানের জয়ভেরী বাজাইলেন। তিনি প্রথমে এই চারিটি সুসংবাদ ঘোষণা করিলেন। (১) সময় পূর্ণ হইয়াছে। (২) স্বর্গরাজ্য নিকটবর্ত্তী, অনুতাপ কর। (৩) বিধানকে বিশ্বাস কর। (৪) মনকে পরিবর্ত্তিত কর। প্রাচীন ধর্ম্মে এরূপ শব্দ প্রচলিত ছিল, কিন্তু তাহার অর্থ অন্য প্রকার। যিশুপ্রচারিত স্বর্গরাজ্য সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক, এবং ইহা স্বাধীন প্রেমোপাদানে রচিত। ভগবানের নিশ্বাসবায়ু হৃদয়ে বহিতেছে, তিনি নবভাবের স্রোত খুলিয়া দিয়া মানবসন্তানের সঙ্গে প্রত্যক্ষরূপে লীলা বিহার করিতেছেন এই প্রকার অনুভূতিকে তিনি বিশ্বাস বলিতেন; এবং এইরূপ জীবন্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করা তাঁহার প্রধান সঙ্কল্প ছিল। বাহ্যানুষ্ঠান কি নৈতিক ব্যবহারবিশেষের শাখা ছেদন তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, যাহাতে পুরাতন মনুষ্য রূপান্তরিত হইয়া নবজীবন লাভ করে, ঈশ্বরের জীবন্ত বিধানক্রিয়া স্বচক্ষে দেখিতে পায় এই জন্য তিনি আত্মার মূলদেশে অস্ত্রাঘাত করিলেন। য়িহুদীরা চির দিন ঈরশ্বকে কেবল রাজা, শাসনকর্ত্তা বলিয়াই জানিত, তাঁহাকে কখনো পিতা বলিয়া ডাকে নাই। কিন্তু যিশুর ঈশ্বর সাক্ষাৎ বর্ত্তমান পিতা, তিনি পুত্রনির্ব্বিশেষে সকলকে পালন করেন। তিনি বর্ত্তমানে বিধান প্রেরণ করিয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধে জগৎ পালন করিতেছেন এই কথা যিশু প্রচার করিতে

লাগিলেন। তাঁহার মুখ হইতে অনর্গল ব্রহ্মবাণী বাহির হইতে লাগিল। এক একটি মহাবাক্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। উহা শাস্ত্রের বচনও নহে, মুখের কথা মাত্রও নহে; বাক্যের সহিত বক্তার দেবচরিত্রের দুর্জ্জয় শক্তি অনুস্যূত ছিল। কাহার সাধ্য যে সে বাক্যের প্রতিরোধ করে? জলদগ্নিশিখা শুষ্কদারুনিহিত প্রচ্ছন্ন অগ্নিকে যেমন প্রজ্বলিত করিয়া তোলে, যিশুর সত্য বচন তেমনি মানবস্বভাবের মর্ম্মস্থানে গিয়া পৌঁছিল। তাহা শ্রবণে জগৎ কাঁপিল, নিদ্রিত প্রাণিপুঞ্জ জাগিয়া উঠিল, এবং ধর্ম্মাভিমানী ফিরুশীদল হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। শব্দব্রহ্মের কি অদ্ভুত মহিমা তাহার পরিচয় আমরা এখানে পাইলাম। বাস্তবিকই যিশুর বাক্য সকল জলন্ত আয়ুধের ন্যায় ভীম নাদে অবিশ্বাসের দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

চারি জন মাত্র শিষ্য সঙ্গে লইয়া এক জন সামান্য ধর্ম্মাচার্য্যের ন্যায় তিনি প্রকাশ্যরূপে কার্য্য আরম্ভ করেন। তৎকালে ধর্ম্মজ্ঞান প্রচার এবং উপাসনার জন্য য়িহুদী সমাজে দুই প্রকার স্থান ছিল। “সিনেগগ্” নামে যে ধর্ম্মশালার কথা শুনিতে পাওয়া যায়, সেই স্থানে যিশু ধর্ম্মপ্রচার করিতেন। ভজনালয়ে জাতীয় ধর্ম্মবিশ্বাস ভিন্ন অন্য কথা বলিবার কাহারো অধিকার ছিল না; কিন্তু সিনেগগে প্রধান অধ্যেতা ব্যতীত শ্রোতৃ-মণ্ডলীর যে কোন উপযুক্ত ব্যক্তি সময়ে সময়ে প্রাচীন শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে পারিত। বর্ত্তমান খ্রীষ্টিয়ান চার্চ্চ এই সিনেগগের অনুকরণে রচিত হইয়াছে। একদা বিশ্রাম দিবসে গুণধাম যিশু কেপারনিয়ামের এক ধর্ম্মশালায় ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মুখে অশ্রুতপূর্ব্ব সুমিষ্ট ব্যাখ্যা শ্রবণে শ্রোতৃবর্গ চমৎকৃত হইয়া বলিতে লাগিল, “ইহাঁর বাক্যত অন্যের মত নহে; ইহাতে যে দৈবশক্তির আবির্ভাব দেখিতেছি!” তথায় এক জন বায়ুগ্রস্ত যুবা বসিয়াছিল। সে যিশুর পরম সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া এবং তাঁহার প্রাণভেদী উপদেশ শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, “আমাদিগকে একলা থাকিতে দাও! হে নাশ-রথীয় যিশু, তোমাকে লইয়া আমরা কি করিব? তুমি কি আমাদিগকে বিনাশ করিতে আসিয়াছ? তুমি কে তাহা আমি জানি; তুমি ঈশ্বরের

পবিত্র সন্তান।” যিশু গম্ভীর রবে তাহাকে এক ধমক দিলেন, তাহাতে তাহার বিকৃত মস্তিষ্ক শীতল হইল, এবং সে তদ্দণ্ডে রোগমুক্ত হইয়া গৃহে চলিয়া গেল। অনন্তর তিনি পিটারের শ্বশুরালয়ে গিয়া দেখিলেন তাঁহার শাশুড়ী জ্বররোগে কাতর হইয়া মৃতবৎ পড়িয়া আছে। যিশু জ্বরকে এক ধমক্ দিলেন, অমনি জ্বর ছাড়িয়া গেল, এবং তখনি সে নারী তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল।

যিশু এক্ষণে যে মহৎ ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিলেন তাহার প্রতিবন্ধক যে কত তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। বর্ত্তমান সময়ে লোকসমাজের যে সকল মহাবুদ্ধিশালী রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত রাজনীতি কিংবা সমাজ-সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হন তাঁহারা কতই ভাবেন, আর কতই বা মন্ত্রণা করেন; কিন্তু তাঁহাদের বুদ্ধি এবং ফলাফল গণনাই একমাত্র বল ভরসা; প্রচুর পশুবল এবং যুদ্ধাস্ত্র না থাকিলে তাঁহাদিগকে আঁধার দেখিতে হয়। কুটিল কৌশল ও প্রতারণার সাহায্য না পাইলে তাঁহারা একবারে হতাশ হইয়া পড়েন। বিশ্বাসহীন দেশহিতৈষী সর্ব্বাগ্রে নিজ পরিবারের অন্ন বস্ত্র সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য লোকানুরাগ এবং বেতনের অন্বেষণ করিবেন; তাহার পরে কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন। যাহাতে ভৃতি বন্ধ না হয়, কেহ নিন্দা না করে, পুত্র কন্যার বিবাহের কোন ব্যাঘাত না ঘটে এ বিষয়ে তাঁহার সর্ব্বদাই দৃষ্টি। তিনি কাজ করিবেন ঈশ্বরের, কিন্তু সয়তানের বল কৌশল লইয়া। “অগ্রে অর্থ অন্বেষণ কর, তদনন্তর যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা পাইবে” এই মন্ত্রে তিনি দীক্ষিত। রাজনীতি-সংস্কারকের স্বার্থ প্রবঞ্চনা ধন জন পশুবল আগে, তাহার পর ন্যায় সত্য সাধুতা। একটি সামান্য দেশ শাসন বা সংস্কারজন্য এখনো এই উনবিংশ শতাব্দীতে এত আয়োজন উদ্যোগ আবশ্যক হয়। ধনজনবলবুদ্ধিবিহীন যিশুকে পৃথিবী সংস্কার করিতে হইবে, মনুষ্যসমাজের বদ্ধমূল প্রাচীন কুসংস্কার এবং দুর্নীতির উচ্ছেদ সাধন করিয়া তাহার স্থানে বিশুদ্ধ নীতি এবং স্বর্গীয় ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে; কিন্তু তিনি কি সাহসে এ কার্য্যে ব্রতী হইলেন? বিনয় আর বিশ্বাস অস্ত্র কেবল তাঁহার সহায় ছিল। মরিয়া জীবন সঞ্চার করিব, হারিয়া জয়ী হইব, নির্ব্বাক্ থাকিয়া বিজয় ডঙ্কা বাজাইব এই তাঁহার

প্রতিজ্ঞা। "অগ্রে স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, পরে যাহা কিছু প্রয়োজন সব পাইবে।" এই মূল মন্ত্র। এ প্রকার সুবুদ্ধি সুকৌশল কি কাহারো মনে উদয় হয়? পৃথিবীর জ্ঞান বুদ্ধি কি এ পথে কখন পদার্পণ করে? কল্পনাতেও কেহ ইহা ভাবে না। এইরূপ অদ্ভুত লোকাতীত উপায় অবলম্বন করিয়া তিনি ঈশ্বরের হস্তে সকল ভার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন যেমন অসাধারণ, কার্য্যপ্রণালীও তেমনি অলৌকিক। সম্মুখে পর্ব্বত সমান বিঘ্ন বাধা, দিন নির্ব্বাহের জন্য এক মুষ্টি উদরান্নেরও সংস্থান নাই, বিদ্যা বুদ্ধি উপাধি বংশমর্য্যাদাত কিছুই ছিল না, অথচ কেবল ব্রহ্মবলে বলীয়ান্ হইয়া তিনি ব্রহ্মাণ্ডকে কম্পিত করিয়া তুলিলেন। এখন খ্রীষ্টধর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বর কত! রাশি রাশি ধর্ম্মগ্রন্থ, সহস্র সহস্র বিদ্বান্ সুপণ্ডিত ধর্ম্মযাজক, বিপুল অর্থাগম, কোন কিছুরই অভাব দেখা যায় না। কিন্তু কয় জন লোক এখন সাত্ত্বিকভাবে এ ধর্ম্মের জন্য লালায়িত হয়? দৈবশক্তি এমনি সামগ্রী! ইহার নিকট মানবীয় ক্ষমতা অসারের অসার। পাপ অধর্ম্মের প্রতিকূলে যিশু কিছু মাত্র পার্থিব বল প্রয়োগ করিলেন না, বরং তাহাদের যত দূর সাধ্য তাহা করিতে দিলেন; পরিশেষে ধর্ম্মের জয় হইল। ঈশ্বরের ইচ্ছা পরিণামে এইরূপে জয়ী হইয়া সাধুহন্তা মহা পাষণ্ডকেও পদানত করিয়া ফেলে। অথবা এ কথাই বা আমরা কেন বলি? ঐশী পরাক্রমের সুখ্যাতি করাও অল্পবিশ্বাসের পরিচায়ক মনে হয়। যাঁহার পদতলে কোটী কোটী সৌরব্রহ্মাণ্ড বিলুণ্ঠিত হইতেছে, যাঁহার ইঙ্গিত মাত্র অযুত অগণ্য বিশ্ব সৃষ্ট এবং ধ্বংস হইতে পারে, তাঁহার শক্তির সাহায্যে যে যিশু জয়ী হইবেন তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

লোকসমারোহ এবং আশ্চর্য্যক্রিয়া।

অদ্ভুতকর্ম্মা যিশু যখন জীবন্ত ধর্ম্মবিশ্বাস, উদার ভ্রাতৃপ্রেম এবং স্বর্গরাজ্যের সুসমাচার ঘোষণা আরম্ভ করেন তখন তাঁহার মনে এ বিশ্বাসও ছিল যে তিনি স্বয়ং ঈশ্বরকর্ত্তৃক তৎকার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছেন। য়িহুদীরা যে ভাবে প্রেরিত পুরুষ এবং স্বর্গরাজ্য সমাগমের প্রত্যাশা করিত তাহার সহিত উক্ত বিশ্বাসের সহানুভূতি ছিল না। কিন্তু তাহা না থাকিলে কি হয়, সর্ব্ব সাধারণ লোকের যখন অন্যবিধ সংস্কার তখন তাঁহার আধ্যাত্মিক উচ্চ অভিপ্রায় কে বুঝিবে? তাহারা স্পষ্ট দেখিল যিশুর বাক্যপ্রভাবে বায়ুগ্রস্ত রোগী আরাম লাভ করিল, যে নারী জ্বরে শয্যাগত ছিল সেও উঠিয়া কার্য্য করিতে লাগিল। একে তাঁহার উপদেশ জলন্ত তাহাতে আবার পীড়া আরোগ্যের এইরূপ অসাধারণ ক্ষমতা, কাজেই চারি দিক্ হইতে দলে দলে লোক আসিয়া উপস্থিত হইল।

এইস্থলে আমাদিগকে আর একটি কঠিন প্রহেলিকার মীমাংসা করিতে হইবে। ঈশার জীবনরাজ্যে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রতিপদে রাশি রাশি প্রাকৃতিক নিয়মবিরুদ্ধ অলৌকিক ক্রিয়া আসিয়া আমাদিগের গতি-রোধ করে। ইহা এমনি গুরুতর বিষয় যে প্রকৃত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে ইহাকে কিছুতেই অতিক্রম করা যায় না। আশ্চর্য্য ক্রিয়ার যথার্থ তাৎপর্য্য কি, তিনি ইহা কি ভাবে করিতেন, যদিও সে সমস্ত হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন, তথাপি এবিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। তৎকালে য়িহুদীরাজ্যে চিকিৎসা বিদ্যার কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই। রোগ যেমন পাপের ফল, চিকিৎসাও সুতরাং তেমনি ধর্ম্মাত্মাদিগের একটি কার্য্য এইরূপ বিশ্বাস ছিল। বিশ্বাসের বলে দৈবশক্তিতে রোগ সারে, ঔষধ বা চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না, এই সংস্কার বশতঃ লোকে সাধুর অঙ্গস্পর্শ বা মন্ত্রবল অধিকতর কার্য্যকারী মনে করিত। বস্তুতঃ যিশুর আশাপূর্ণ মিষ্ট বচন একটি পরমৌষধ

ছিল। মানসিক এমন অনেক ব্যাধি আছে যাহা উন্নত আত্মা মহাপুরুষদিগের প্রেম এবং সহানুভূতিতে বিমুক্ত হয়। অনেকে ঈশ্বরবিশ্বাস এবং নির্ভরের গুণে কত সময় দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে রক্ষা পায়। বিশেষতঃ রোগী যখন স্বাস্থ্যের পথে প্রত্যাবর্ত্তন করে, রোগের প্রকোপ হ্রাস হইয়া আসে, তখন উচ্চমনা গভীরাত্মা সাধুর আশাবাক্য কিংবা অঙ্গস্পর্শ সুস্থতা লাভের সহকারী হয়। মনের স্ফূর্ত্তি উৎপাদন করিতে পারিলে অনেক স্থলে রোগীকে সুস্থ করা যায় ইহা কিছু নূতন কথা নহে। কিন্তু ইহাতে পরস্পরের মানসিক অবস্থার উপযোগিতা থাকা আবশ্যক। সাধুর পবিত্র প্রভাব ধারণ করিতে না পারিলে ইহা ফলপ্রদ হয় না। যিশু যে সকল রোগীকে ভাল করিতেন তন্মধ্যে অধিকাংশই বায়ুগ্রস্ত ব্যক্তি। তৎকালে য়িহুদী সমাজ যেরূপ মানসিক অশান্তি এবং উৎকণ্ঠার আবর্ত্তে পড়িয়াছিল তাহা উন্মাদরোগের এক প্রধান কারণ। সমাজতত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা বলেন সমাজবিপ্লবের কালে বহুলোক এইরূপে বায়ুরোগাক্রান্ত হয়। ধর্ম্মশালায় যিশু যে যুবাকে ভাল করেন সে মানসিক রোগাক্রান্ত ছিল। পিটারের শাশুড়ী বোধ হয় আরোগ্যের অবস্থায় উপনীত হইয়া থাকিবেন, পরে যিশুর পবিত্র করস্পর্শে উঠিয়া বসেন। যত রোগী তাঁহার নিকট আসিত সকলেই যে ভাল হইত তাহা নহে, অনেক মতিচ্ছন্ন ব্যক্তি মানসিক বিকার হইতে রক্ষা পাইয়াছিল এই মাত্র। ক্রমে এই ঘটনাকে অত্যুক্তি বর্ণনায় অনুরঞ্জিত করিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী গ্রন্থকারগণ কল্পনাপ্রিয় লোকসমাজের চিত্ত বিনোদন করিয়াছেন। যেখানে "অনেক" ছিল, সেখানে "সমস্ত" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অন্তর রাজ্যের এমন সকল নিগূঢ় নিয়ম আছে যদ্দারা বহুবিধ আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পাদিত হয়। কিন্তু তাহাকে প্রচলিত বিজ্ঞান বুদ্ধির সহিত সহসা মিলাইতে পারা যায় না বলিয়া অবিশ্বাস করা যুক্তিসিদ্ধ নহে; যেহেতু অব্যক্ত কার্য্য কারণেও তাহা ঘটিতে পারে। মনোজগতের সূক্ষ্ম কার্য্যপ্রণালী এবং তাহার ফল কে অবধারণ করিতে সক্ষম? শাস্ত্রজ্ঞানের অতীত স্থানে বিশ্বাস এবং যোগবলে কত সময় কত অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতেছে কে তাহার সমাচার লয়? যিশু ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া এরূপ কার্য্য করিতেন না। তাঁহার অসাধারণ দয়া প্রেম সহানুভূতি

দুঃস্থ দীন জনের অন্তর ভেদ করিত। এমন কি, তাঁহার স্নেহপূর্ণ কৃপা-কটাক্ষে কত রোগী সুস্থ হইয়া উঠিত। পবিত্রচরিত্র প্রেমিক সাধুদিগের জীবন যে দৈহিক ও মানসিক উভয় রোগের পরমৌষধ তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? কিন্তু তিনি যে ভাবেই রোগ আরোগ্য করুন, সাধারণ লোকে প্রাচীন সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া মনে করিতে লাগিল যে ইনি অদ্ভুত ক্ষমতাশালী যাদুকরবিশেষ। য়িহুদীরা রোগমাত্রকে পাপের ফল, এবং মানসিক রোগাক্রান্তকে ভূতগ্রস্ত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে; সুতরাং যিশু যখন অধ্যাত্ম যোগবলে তাহাদের বিকৃত মস্তক প্রকৃতিস্থ করিতে লাগিলেন তখন সকলে ভূতনাথ বলিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিল।

কিন্তু অজ্ঞ মানবদিগকে আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখাইয়া তিনি সর্ব্বত্র মান্য গণ্য হইবেন এই কি উদ্দেশ্য ছিল? ব্যাধি আরোগ্য করা কি তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের একটি কৌশল? হীনমতি লোকেরা এইরূপ মনে করে বটে, কিন্তু যিশুর পক্ষে তাহা অসম্ভব। এভাবে তাঁহাকে লোকে গ্রহণ করিলে যে তাঁহার মুখ্য অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না তাহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতেন। পরবর্ত্তী ঘটনায় ইহা প্রমাণিত হইবে। যে দিনে তিনি ধর্ম্মমন্দিরে এবং পিটারের গৃহে দুই ব্যক্তিকে আরোগ্য করিলেন সেই দিন অপরাহ্ণে শত শত রোগী চারিদিক্ হইতে আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিল। এ প্রকার সংবাদ শ্রবণে লোকের কিরূপ জনতা হয় কলিকাতা নগরে মৌলবি সাহেব তাহার আভাস সে দিনও দেখাইয়াছেন। জ্ঞান সভ্যতার উন্নতির সময়ে যদি এই, ঈশার সময়ে তাহা হইলে কত অধিক হওয়া উচিত! অল্প ক্ষণের মধ্যে পিটারের শ্বশুরালয় এক প্রকাণ্ড চিকিৎসালয় হইয়া উঠিল। অনেক বায়ুগ্রস্ত রোগীকে যিশু সে দিন সুস্থ করেন। বস্তুতঃ পীড়িতের রোগশয্যা তাঁহার এক প্রধান গম্য স্থান ছিল। দীন দুঃখী কাঙ্গালকে কিরূপে ভাল বাসিতে হয় দয়াল যিশু তাহা জানিতেন।

যিনি মানবাত্মার পাপরূপ মহাব্যাধি দূর করিয়া পৃথিবীতে স্বর্গ আনিবেন তাঁহার পক্ষে ইহা একটী কি বিষম পরীক্ষা! অথচ জগতের অধিকাংশ লোক শারীরিক রোগমুক্ত হইবার জন্য যেমন ব্যাকুল আত্মার জন্য তেমন নহে। শত শত অন্ধ খঞ্জ জরা জীর্ণ দুঃখী জীবের দুর্দ্দশা দেখিয়া যিশুর দয়ার্দ্র কোমল

হৃদয় বিগলিত হইল বটে, কিন্তু তাঁহাকে অন্য ভাবে এক জন বৈদ্যের ন্যায় জানিয়া লোকে প্রশংসা করিতেছে ইহা দেখিয়া তিনি ভাবিত হইলেন। অন্তরের উদ্বেগ বশতঃ সে রাত্রিতে তাঁহার সুনিদ্রা হইল না। রোগীদের শরীর সুস্থ হইলে আত্মা ধর্ম্মপথে আসিবে এই আশায় এবং দয়াপরবশতায় যদিও তিনি অনেকের শুশ্রূষা করিলেন, কিন্তু তাহাতে চিত্তের সন্তোষ জন্মিল না। অনন্তর রজনী প্রভাত হইতে না হইতে একাকী এক নির্জ্জন প্রদেশে চলিয়া গেলেন; এবং তথায় ধ্যান চিন্তা প্রার্থনায় নিমগ্ন রহিলেন। অসার জনকোলাহল তাঁহার সব সময় ভাল লাগিত না। এইজন্য কর্ম্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া প্রায় মধ্যে মধ্যে গিরিকাননে গিয়া একাকী বসিয়া থাকিতেন।

এ দিকে শিষ্য চারি জন তাঁহাকে না দেখিয়া মহা ব্যস্ত হইয়া পড়িল। দেশে নগরে চারি দিকে নাম সম্ভ্রম বাহির হইয়াছে, দলে দলে লোক আসিতেছে, এত যশঃ মান গৌরব উপেক্ষা করিয়া প্রভু এ সময় কোথায় লুকাইয়া রহিলেন? অল্পবুদ্ধি শিষ্যের পক্ষে বাস্তবিকই ইহা বিস্ময়ের বিষয়। অধিকন্তু পর দিন প্রাতে আবার নূতন নূতন আরো অনেক রোগী তথায় আসিয়াছিল। তাঁহারা নিতান্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া গুরুদেবের অন্বেষণে বাহির হইলেন। পুনরায় তাঁহাকে কেপারনিয়ামে ফিরাইয়া আনিবেন এই অভিপ্রায়, কিন্তু তাহা হইল না। ঈদৃশ লোকসমারোহ ধর্ম্মসংস্কারকের পক্ষে একটি সামান্য প্রলোভন নহে। কিন্তু বিনয় যাঁহার অঙ্গের ভূষণ, পিতৃসেবাই যাঁহার একমাত্র ব্রত, অসার জনকোলাহলে তাঁহার মন মোহিত হয় না। স্বর্গরাজ্য স্থাপনের জন্য তাঁহার আগমন ইহা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করিয়া শিষ্যদিগকে বলিলেন, "চল আমরা পার্শ্ববর্ত্তী নগরসমূহে গিয়া ঐরূপে প্রচার করি; কারণ তজ্জন্যই আমার পৃথিবীতে আসা।"

এই কথা বলিয়া তিনি অন্যান্য নগরে প্রচারার্থ গমন করিলেন। যেখানে যান সেইখানেই লোকের মহাজনতা উপস্থিত হয়। সমস্ত সাইরিয়া প্রদেশে তাঁহার মহিমার কথা বিস্তার হইয়া পড়িল। জুডিয়া জেরুশালম ডেকাপলিস্ এবং অন্যান্য দেশ ও নগর হইতে বহু প্রকারের রোগী আসিতে লাগিল। অনেক রোগীকে আরোগ্য করিয়া এবং শ্রোতৃমণ্ডলীকে সদুপদেশ দিয়া তিনি বহুলোকসঙ্গে এক পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিলেন।

পর্ব্বতোপরি উপদেশ।

অনন্তর দেবাত্মা যিশু গিরিশৃঙ্গে দণ্ডায়মান হইয়া বিশাল ভুজদণ্ড প্রসারণ-পূর্ব্বক নিম্ন লিখিত উপদেশ দ্বারা শত শত লোকের চিত্ত বিমোহিত করেন।

"দীনাত্মারা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই। শোকার্ত্তেরা ধন্য, কারণ তাহারা সান্ত্বনা পাইবে। সুশীলেরা ধন্য, কারণ তাহারা পৃথিবীর অধিকারী হইবে। ধর্ম্মের জন্য ক্ষুধিত এবং তৃষিত ব্যক্তিরা ধন্য, কারণ তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে। দয়াবানেরা ধন্য, কারণ তাহারা দয়া পাইবে। নির্ম্মলচিত্তেরা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে। শান্তিসংস্থাপকেরা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া বিখ্যাত হইবে। ধর্ম্মের জন্য নিপীড়িত ব্যক্তিরা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই। আমার জন্য লোকেরা যখন প্রতারণাপূর্ব্বক তোমাদিগকে নিন্দা ও নির্য্যাতন করিবে, এবং সকল প্রকার মন্দ কথা বলিবে তখন তোমরা ধন্য হইবে। অতএব আনন্দিত এবং আহ্লাদিত হও, কেন না স্বর্গধামে তোমাদিগের নিমিত্ত যথেষ্ট পুরস্কার সঞ্চিত আছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সময়ে ভবিষ্যদ্বক্তাগণও এইরূপে নিপীড়িত হইয়াছিলেন।

"ধিক্ হে ধনবন্ত ব্যক্তি! যেহেতু তুমি সান্ত্বনা পাইয়াছ। যাহারা এখন পরিতৃপ্ত হইয়াছে তাহারা ক্ষুধার্ত্ত হইবে। যে হাসিতেছে পরে সে শোক করিবে এবং কাঁদিবে। যাহাদিগকে সকলে ভাল বলে তাহাদিগকে ধিক্, কারণ তাহাদিগের পিতা পিতামহগণ ঐরূপে মিথ্যা ভবিষ্যদ্বক্তাদিগের প্রশংসা করিত।

"পিতা যেমন দয়ালু তদ্রূপ দয়ালু হও। অন্যকে দোষী করিও না, তাহা হইলে নিজে দোষী হইবে, ক্ষমা করিলে ক্ষমা পাইবে।

"মনে করিও না যে আমি বিধি এবং ভবিষ্যদ্বক্তাদিগকে ধ্বংস করিতে আসিয়াছি। আমি বিনাশ করিতে আসি নাই, কিন্তু অভাব পূর্ণ করিতে

আসিয়াছি। সত্যই আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যে পর্য্যন্ত সমস্ত বিধি পূর্ণ না হয় তাবৎ উহার কণামাত্রও বিচ্যুত হইবে না। অতএব যে কেহ এই সমস্ত আদেশের সামান্য একটি আদেশও লঙ্ঘন করিবে, কিংবা অন্যকে করিতে শিক্ষা দিবে. তাহারা স্বর্গরাজ্যের মধ্যে হেয়। কিন্তু যে কেহ উহা পালন করিবে এবং অন্যকে করিতে শিক্ষা দিবে তাহারা শ্রেষ্ঠ হইবে। আমি বলিতেছি, তোমাদের সাধুতা যদি ফিরুশী ও স্ক্রাইবদিগের অপেক্ষা অধিক না হয়, তবে কোন ক্রমেই তোমরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

"প্রাচীন শাস্ত্রে কথিত আছে যে তোমরা নরহত্যা করিও না, কেন না যে কেহ নরহত্যা করিবে সে বিচার কালে সঙ্কটাপন্ন হইবে। কিন্তু আমি বলিতেছি, যে কেহ বিনা কারণে ভ্রাতার প্রতি ক্রোধ করিবে, কিংবা যে ব্যক্তি আপনার ভাইকে অপদার্থ বলিবে তাহারও সেই দশা ঘটিবে। যে আপনার ভাইকে নির্ব্বোধ বলিবে সে নরকাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবে। অতএব পূজাবেদীর নিকট উপহার অর্পণ করিবার সময় যদি স্মরণ হয় যে কোন ভ্রাতার নিকট তুমি অপরাধী আছ, তাহা হইলে অগ্রে গিয়া তাহার সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন কর, পরে বেদীর নিকট উপহার লইয়া আসিও।

"তোমরা শুনিয়াছ, কথিত আছে যে তোমরা ব্যভিচার করিবে না। কিন্তু আমি বলিতেছি, যে ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোকের প্রতি মন্দ ভাবে দৃষ্টি-পাত করে সে ইতঃপূর্ব্বেই আপনার মনে সেই পাপে অপরাধী হইয়াছে। যদি তোমার দক্ষিণ চক্ষু পাপ করে তবে তাহাকে উৎপাটন করিয়া ফেল। কেন না সমস্ত শরীর নরকমগ্ন হওয়া অপেক্ষা একটি ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হওয়া লাভের বিষয়। দক্ষিণ হস্ত যদি কলঙ্কিত হয় তবে তাহাকেও কাটিয়া ফেলিবে।

"তোমরা শুনিয়াছ ইহা কথিত আছে, যে চক্ষুর পরিবর্ত্তে চক্ষু এবং দন্তের পরিবর্ত্তে দন্ত; কিন্তু আমি বলিতেছি, তোমরা অত্যাচারের প্রতিরোধ করিও না, বরং যে তোমাদের দক্ষিণ গণ্ডে আঘাত করিবে তাহাকে বাম গণ্ড ফিরাইয়া দিবে। যদি কেহ তোমার নামে অভিযোগ করে এবং অঙ্গা-বরণ কাড়িয়া লয়, তাহাকে তোমার উত্তরীয় বসনও দান কর। যদি কেহ

অৰ্দ্ধ ক্রোশ পথ তোমাকে লইয়া যাইতে চাহে, তবে তাহার সঙ্গে এক ক্রোশ গমন কর। যে যাচ্ঞা করে তাহাকে দাও। যে ঋণপ্রার্থী তাহাকে ফিরাইও না। প্রতিবাসীকে ভালবাস এবং শত্রুকে ঘৃণা কর, এই উপদেশ তোমরা শুনিয়াছ। কিন্তু আমি বলিতেছি, তোমরা শত্রুদিগকেও ভালবাস, যাহারা অভিশাপ দেয় তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর, যাহারা ঘৃণা করে তাহাদের হিতসাধন কর, এবং যাহারা বিদ্বেষ ও নিপীড়ন করে তাহাদের জন্য প্রার্থনা কর। ইহা হইলে তোমরা স্বর্গস্থ পিতার উপযুক্ত সন্তান হইবে। যেহেতু, তিনি স্বীয় সূর্য্যকে সাধু এবং অসাধু সকলের উপর উদিত করেন, এবং ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক সকলের উপরেই বারি বর্ষণ করেন। কারণ যে ব্যক্তি ভালবাসে তাহাকে যদি তুমি ভালবাস তাহাতে আর কি পুরস্কার পাইবে? চণ্ডালেরাও কি তাহা করে না? যদি কেবল আপনার ভাইকে তুমি নমস্কার কর, তাহা অন্য অপেক্ষা আর অধিক কি হইল? চণ্ডালেরাও কি সেরূপ করে না? অতএব তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন পূর্ণ তোমরাও তেমনি পূর্ণ হও।

"লোকদিগকে দেখাইয়া যে দান তৎসম্বন্ধে তোমরা সতর্ক থাক। নতুবা তদ্বিনিময়ে স্বর্গস্থ পিতার নিকট কোন পুরস্কার পাইবে না। কপটেরা যেমন প্রশংসা পাইবার জন্য রাজপথে এবং ধর্ম্মমন্দিরে দান করে, দানের সময় সেরূপ আপনার অগ্রে ভেরী বাজাইও না। আমি সত্য বলিতেছি, তাহারা এই খানেই পুরস্কার পাইল। কিন্তু যখন তুমি দান করিবে তখন তোমার দক্ষিণ হস্ত যাহা করিতেছে তাহা যেন তোমার বাম হস্ত জানিতে না পায়। গোপনে দান করিবে; তোমার পিতা যিনি গোপনে দেখেন তিনি প্রকাশ্যে পুরস্কার দিবেন।

"কপটাচারী লোকেরা উপবাস করিয়া সকলের নিকট বিকৃত শুষ্ক মুখ প্রদর্শন করে। কিন্তু তোমরা যখন উপবাস করিবে তখন মস্তকে তৈল মাখিবে এবং হস্ত ধৌত করিবে। উপবাসের ক্লেশ কেবল ঈশ্বর দেখুন, তিনি গোপনে দেখিয়া প্রকাশ্যে পুরস্কার দিবেন।

"পৃথিবীতে ধন সঞ্চয় করিও না; তাহা হইলে উহা কীট ও মলিনতা দ্বারা বিনষ্ট হইবে, চোরে চুরি করিবে। যেখানে এ সকল দৌরাত্ম্য নাই

সেই স্বর্গলোকে উহা সঞ্চয় কর। কারণ যেখানে তোমার ধন যেখানে সেইখানে তোমার প্রাণও থাকিবে।

"অন্যের বিচার করিও না; তাহা হইলে তোমাকেও বিচারিত হইতে হইবে; কেন না যে বিচার দ্বারা তুমি বিচার করিবে তাহা দ্বারাই তোমাকে বিচারিত হইতে হইবে; এবং যে তুলাযন্ত্রে অন্যকে পরিমাপ করিবে, তদ্দ্বারা তুমিও তুলিত হইবে। ভ্রাতার চক্ষে তৃণখণ্ড দেখিয়া কেন এত ভাবিতেছ? আপনার চক্ষে বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড রহিয়াছে তদ্বিষয়ে কেন চিন্তা কর না? নিজ চক্ষে বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড থাকিতে কেমন করিয়া অন্যকে বলিবে, হে ভ্রাতঃ। আইস তোমার চক্ষু হইতে তৃণখণ্ড তুলিয়া দিই? হে কপটী! অগ্রে নিজের চক্ষুকে পরিষ্কার কর, তাহা হইলে ভ্রাতার চক্ষু পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইবে। অতএব অন্যের নিকট তুমি যাদৃশ ব্যবহার প্রত্যাশা কর, তাহাদিগের প্রতি তুমি তাদৃশ ব্যবহার কর।

"পবিত্র বস্তু কুক্কুরকে দান করিও না। শূকরের নিকট মুক্তা ছড়াইও না; কি জানি পাছে তাহারা উহা পদ দ্বারা দলন করত শেষ তোমাকেও আঘাত করে।

"সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া প্রবেশ কর,কেন না যে পথ প্রশস্ত এবং যে দ্বার বিস্তৃত তাহা বিনাশের দিকে লইয়া যায়, এবং সেই পথেই অনেক লোক; আর যে পথ অপ্রশস্ত এবং যে দ্বার সঙ্কীর্ণ তাহা জীবনপথে পরিচালিত করে, এই জন্য তাহাতে অল্প লোক।

"আমাকে যাহারা প্রভু প্রভু বলে তাহারা স্বর্গধামে প্রবেশাধিকার পাইবে না, কিন্তু যে আমার পিতার ইচ্ছা পালন করিবে সেই কেবল তথায় যাইতে পারিবে। অনেকে সে দিনে আমাকে বলিবে, প্রভু, আমরা কি তোমার নামে ভবিষ্যদ্বাক্য বলি নাই? ভূত ছাড়াই নাই? আশ্চর্য্য কার্য্য করি নাই? তখন আমি বলিব, আমি তোমাদিগকে চিনি না। রে পাপ! আমার নিকট হইতে দূর হও! অতএব যাহারা আমার এ সকল বাক্য শুনিয়া পালন করে তাহাদিগকে আমি সেইরূপ জ্ঞানী মনে করিব যে ব্যক্তি প্রস্তরের উপর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। যাহারা শুনিয়া পালন করে না তাহাদের ঘর বালুরাশির উপর স্থাপিত। যখন প্রবল ঝঞ্ঝা

বায়ু বহিবে, বারি বর্ষিত হইবে, জলপ্লাবন আসিবে তখন উহা পড়িয়া যাইবে।”

এই সমস্ত মহাবাক্য শ্রবণে শ্রোতৃবর্গ চমৎকৃত হইল এবং বলিতে লাগিল, ইহা অধ্যাপকদিগের মত নহে, ইহাতে মহাশক্তি আছে। উল্লিখিত উপদেশের গভীর মর্ম্ম অধ্যয়ন ও ধারণ করিতে অনেক সময়ের প্রয়োজন। ঈশা এক সঙ্গে এতাধিক গুরুতর তত্ত্বকথা যে শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় না। কোন্ অবস্থায় কোন্ স্থানে তিনি কি ভাবের উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা নিরূপণ করা সুসাধ্য নহে। মথি সমুদায় গুলিকে একত্র বদ্ধ করিয়া “পর্ব্বতোপরি উপদেশ” এই নাম দিয়াছেন। ইহার কোন কোন উপদেশ আমরা অবস্থোপযোগী স্থানে সন্নিবিষ্ট করিলাম। মহাত্মা যিশুর অন্তরস্থ আদর্শ ক্রমশঃ যেমন যেমন বিকসিত হইয়াছে, তদনুসারে তিনি তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কোন উপদেশই আংশিক ভাবে প্রচারিত হয় নাই, যাহা যখন বলিতেন তাহাতে পূর্ণভাব প্রকাশ পাইত। ইহার ভিতর যুক্তি তর্ক নাই, প্রত্যেক কথা যেমন তীক্ষ্ণ বাণের ন্যায় সরল।

প্রথম প্রতিঘাত।

উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় তিনি গালিল্ দেশের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যেখানে সেখানে লোকের সমারোহ; কেহ দেখিয়া ফিরিয়া যাইতেছে, কেহ বা সঙ্গ লইতেছে, কেহ দূর হইতে দেখিয়া চলিয়া যাইতেছে। জনৈক কুষ্ঠরোগাক্রান্ত মনুষ্য আসিয়া বলিল, "প্রভু, যদি ইচ্ছা হয় তবে আমাকে সুস্থ করুন।" যিশু তাহার দুরবস্থা দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাহাকে স্পর্শ করিলেন। স্পর্শমাত্র সে আরোগ্য হইয়া উঠিল। যিশু বলিয়া দিলেন, "এ কথা তুমি আর কাহাকেও বলিবে না, কেবল পুরোহিতদিগকে সংবাদ দাও এবং মুসার বিধি অনুসারে ধর্ম্মমন্দিরে পূজা উপহার অর্পণ কর।" এখনো পর্য্যন্ত তিনি প্রাচীন ধর্ম্মনিয়মের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে দণ্ডায়মান হন নাই এবং ধর্ম্মযাজকদিগের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করেন নাই। ব্যাধিনির্ম্মুক্ত ব্যক্তি আহ্লাদে মত্ত হইয়া যেখানে সেখানে সে কথা ঘোষণা করিল। কোথায় তিনি এ সমস্ত ব্যাপার গোপন রাখিয়া যাহাতে লোকের পরিত্রাণ হয় তজ্জন্য চেষ্টা করিতেছেন, না লোকে তাহার বিপরীত আচরণে প্রবৃত্ত হইল। এখন আর কি আত্মগোপন চলে? যতই নিজগৌরব ঢাকিবার চেষ্টা করিবেন ততই লোকের বিশ্বাস ভক্তি বৃদ্ধি হইবে। বাস্তবিক শেষ এত দূর হইয়া দাঁড়াইল যে তিনি লোকের ভয়ে প্রকাশ্যরূপে নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে কুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন।

গলিত কুষ্ঠরোগী যিশুর অঙ্গস্পর্শ মাত্র সুস্থ হইল ইহার তাৎপর্য্য কি? সম্ভব যে ইত্যগ্রে সে ব্যক্তি আরোগ্যোন্মুখ হইয়াছিল, নতুবা লোকালয়ে তাহার সঙ্গে যিশুর কিরূপে দেখা হইবে? শাসনবিধি অনুসারে তখন কুষ্ঠরোগীরা নগরপ্রান্তে স্বতন্ত্র স্থানে বাস করিত, আরাম লাভ করিলে পরে জনসমাজে প্রবেশাধিকার পাইত। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, অবশ্য

সে শারীরিক নিয়মে কতক পরিমাণে ভাল হইয়া তাহার পর যিশুর অঙ্গ-স্পর্শে নবজীবন লাভ করিয়া থাকিবে। এ সম্বন্ধে আমরা আর অধিক আলোচনা করিব না। ইহার পর যেখানে রোগ আরোগ্যের কথা উল্লেখ হইবে, সেখানে বুঝিতে হইবে হয় ঐরূপ কোন অবস্থার যোগাযোগ ছিল, না হয় তাহার ভিতর স্বাস্থ্যজনক কোন আধ্যাত্মিক কারণ ছিল। এ সকল কারণের অভাব স্থলে পশ্চাদ্বর্ত্তী লেখকগণের অত্যুক্তি বর্ণনা আছে মানিতে হইবে।

অন্যান্য নানা স্থান পরিভ্রমণের পর যিশু পুনরায় কেপারনিয়ামে প্রত্যাগমন করিলেন। লোকেরা তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল, যাই শুনিল যে তিনি আসিয়াছেন, অমনি পূর্ব্ববৎ দলে দলে আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিল। যত প্রকারের রোগী ছিল সমস্ত আসিল। এ যাত্রায় তিনি কেবল এক জন মাত্র পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীকে আরোগ্য করেন। কথিত আছে লোকের মহা জনতা বশতঃ ঘর দ্বার একবারে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। এই জন্য চারি জন বাহক ঐ রোগীকে ছাদের উপর দিয়া ঘরের ভিতর লইয়া যায়। তদ্দর্শনে যিশু বলিলেন, "তোমার পাপ ক্ষমা হইল।" য়িহুদীধর্ম্মাবলম্বী স্ক্রাইব্ সম্প্রদায়ের কয়েক জন ছলদর্শী লোক তথায় ছিল। তাহারা এই কথা শুনিয়া মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিল, কেন এ ব্যক্তি ঈশ্বরাবমাননা করিতেছে? ঈশ্বর ভিন্ন কি কেহ পাপ ক্ষমা করিতে পারে? তাহাদিগের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া যিশু বলিলেন, "তোমার পাপ ক্ষমা হইল এ কথা বলা সহজ, না তুমি উঠ, আপনার শয্যা লও এবং চলিয়া যাও, ইহা বলা সহজ?" অনন্তর তিনি রোগীর প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "তোমরা অবগত হও যে মনুষ্য-পুত্রের এ পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করিবার শক্তি আছে।" পরে সে রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া গৃহে চলিয়া গেল।

যিশু যখন দেখিলেন অনেক রোগী সুস্থ হইয়াও স্বর্গরাজ্য বিষয়ে উদাসীন রহিল, পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য কেহ আগ্রহ প্রকাশ করে না, তখন তিনি দুঃখিত হইতে লাগিলেন। লোকের জনতা আর তখন তাঁহাকে সুখী করিতে পারিল না। তিনি জানিতেন পাপের অপেক্ষা আর রোগ

কিছু নাই, এই কারণে উক্ত পক্ষাঘাতগ্রস্তকে, "তোমার পাপ ক্ষমা হইল," এইরূপ বলিলেন। তাহার অন্তরে অবশ্য তিনি ধর্ম্মসম্বন্ধে কিছু ব্যাকুলতার আভাস পাইয়া থাকিবেন। অনেক রোগ অমিতাচারে উৎপন্ন হয়; এ ব্যক্তি পাপমূলক রোগ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য অগ্রে ঈশ্বরকৃপা লাভ করিয়াছিল, পরে যিশু কর্ত্তৃক তাহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। য়িহুদী সমাজে রোগ আর পাপ এক বলিয়া বিবেচিত হইত, তজ্জন্য যিশু রোগীকে "তোমার পাপ ক্ষমা হইল" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন্। কিন্তু বিশ্বাসী ভিন্ন কাহাকেও তিনি ভাল করেন নাই। "তোমার বিশ্বাস তোমাকে আরোগ্য করিল" এ কথাও তিনি বলিতেন। এই ঘটনা উপলক্ষে যিশু আপনার মহোচ্চ অধিকার প্রকাশ্যরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

অনন্তর সমুদ্রতটে ভ্রমণ করিতে করিতে মথি নামক জনৈক করসংগ্রাহককে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "আমার পশ্চাৎ অনুসরণ কর।" তৎক্ষণাৎ সে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া পশ্চাদ্গামী হইল। যিশুর গুণের কথা অবশ্য সে পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল। তিনি যে এক জন অসাধারণ ব্যক্তি, ঘৃণিত চণ্ডালকেও গ্রহণ করেন এ কথা তখন অনেকের কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে। পাপসংগ্রামে প্রবৃত্ত মহাবীর যিশুর যুদ্ধাস্ত্র যেমন বিনয় ও বিশ্বাস, তেমনি সৈন্যদলও অতি সামান্য শ্রেণীর অজ্ঞাত কুলশীল অজ্ঞ লোক। উন্নত পদস্থ জ্ঞানী ও ধনীদিগের চিত্ত অভিমান ও বিলাসবিষে জর্জ্জরিত, তাহাতে সরলতার মাধুর্য্য অতি অল্পই দেখা যায়, সুতরাং যিশুকে তাহাদের আশা ছাড়িয়া অবিকৃতমনা কৃষক ও শ্রমজীবীদিগের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইয়াছিল। দীন দুঃখী ব্যক্তিরা সাধু, দারিদ্র্য কষ্ট ধর্ম্মের অনুকূল অবস্থা ইহা য়িহুদী সমাজের প্রাচীন সংস্কার। ধনীরা মহাপাপী, ঈশ্বর দুঃখীদিগের সহায় বন্ধু এ বিশ্বাস এক সময় অত্যন্ত প্রবল ছিল, কিন্তু ধর্ম্মাভিমানী ফিরুশীদিগের কর্ত্তৃক ইদানীং সে বিশ্বাস বিলুপ্ত হইয়া যায়। এ সময় করসংগ্রাহক ব্যক্তিদিগকে উহারা এতদূর ঘৃণা করিত যে তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে চাহিত না;—চোর দস্যু নরঘাতক ব্যভিচারীর মধ্যে গণ্য করিত। ট্যাক্স আদায়ের বিল্‌সরকার বা পদাতিক সর্ব্বত্রই কৃতান্তের অনুচর বলিয়া প্রসিদ্ধ। য়িহুদীরা তাহাদের নামে জ্বলিয়া উঠিত, কাজেই যিশুর আচরণে

তাহারা আরো মর্ম্মাঘাত পাইল। মথি যে দিন শিষ্যপদে অভিষিক্ত হই লেন সেই দিন যিশু আপনার আশ্রমে এক ভোজের আয়োজন করেন, তাহাতে যত রাজ্যের হাড়ি ডোম চণ্ডাল নিমন্ত্রিত হয়। দীনের বন্ধু, পাপীর সহায় যিশু তাহাদের সঙ্গে মহানন্দে পান ভোজন করিলেন, অথচ তিনি এক জন প্রেরিত ধর্ম্মাচার্য্য এ কথা নিজমুখে প্রচার করিয়াছেন। এই বিপরীত ভাব দর্শনে য়িহূদীধর্ম্মযাজকগণ মহা ক্রোধান্বিত হইল। জাতিভেদসম্বন্ধে ইহারা ব্রাহ্মণের মত অভিমানী এবং কুসংস্কারাপন্ন ছিল। যিশুর উদার ধর্ম্মক্ষেত্রে এরূপ সঙ্কীর্ণতা স্থান পাইত না। যে ব্যক্তি পুণ্যের অবতার, তাহার নিকট কি সামান্য নীতির অহঙ্কার অগ্রসর হইতে পারে? তাঁহার পুণ্যপ্রভাবে পতিতা নারী বারাঙ্গনারা পর্য্যন্ত পাপবিমুক্ত হইত। কৃষ্ণকায় শূদ্রমণ্ডলীর মধ্যে দ্বিজরাজ পবিত্র ঈশা, ইহা কি মনোহর দৃশ্য! যেন ঘনাবলীর মধ্যে শারদীয় পূর্ণ শশধর বিরাজ করিতেছে। কিন্তু এ স্বর্গীয় দৃশ্য আত্মগৌরবে স্ফীত ফিরুশীদিগের পক্ষে অসহ্য। যাহাদিগকে তাহারা পদতলে দলিত করিতে চায় তাহারা ধার্ম্মিকের পদে বসিবে?

যিশুকে তদবস্থায় দর্শন করিয়া বিপক্ষেরা শিষ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের আচার্য্য কিরূপে এই সকল পাপী চণ্ডালের সহিত পান ভোজন করিতেছেন?" যিশু বলিলেন, রোগীর জন্য চিকিৎসকের প্রয়োজন সুস্থের জন্য নহে, আমি ধার্ম্মিকদিগকে আহ্বান করিতে আসি নাই, পাপীরা যাহাতে অনুতাপ করে তাহার জন্য আসিয়াছি।" জনের কয়েক জন শিষ্যও ঐ দলে ছিল। উভয়ে মিলিত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "জন্ এবং ফিরুশীদিগের শিষ্যেরা ধর্ম্মার্থ উপবাস করে, তোমার শিষ্যেরা তাহা কেন করে না?" যিশু বলিলেন, "বরের সঙ্গীরা কি কখন উপবাস করিয়া থাকে? বর যত ক্ষণ তাহাদের সঙ্গে আছে তত ক্ষণ তাহারা উপবাস করিবে না; কিন্তু সময় আসিবে যখন বরকে স্থানান্তরিত হইতে হইবে, সেই সময় তাহারা উপবাস করিবে। কোন মনুষ্য নূতন বস্ত্রখণ্ড দ্বারা পুরাতন পরিচ্ছদের জীর্ণসংস্কার করে না। কারণ নূতন বস্ত্রখণ্ড বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে ছিন্ন স্থান আরো জীর্ণ হইয়া যায়। আরো বলি, কোন মনুষ্য পুরাতন মদ্যপাত্রে নূতন সুরা রাখে না। কেন না তাহাতে সে

পাত্র কাটিয়া সুরা বাহির হইয়া পড়ে। অতএব নূতন সুরাকে নিশ্চয় নূতন পাত্রে রাখিতে হইবে। যে পুরাতন সুরা পান করিয়া মত্ত হইয়াছে সে কি কখন নূতন সুরা পান করিতে চায়?" জনের প্রচারিত ধর্ম্মের সহিত ইহাঁর নবধর্ম্মের পার্থক্য এ স্থলে পরিব্যক্ত হইল। উভয়ের একত্র সমাবেশ হইতে পারে না, ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি বুঝাইয়া দিলেন। ফলতঃ যিশুর ধর্ম্ম পূর্ব্বপ্রচলিত ধর্ম্মের ন্যায় উপবাস এবং কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের ধর্ম্ম নহে, প্রেমের ধর্ম্ম।

একদা বিশ্রাম দিবসে যিশু শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে এক শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন। ক্ষুধার্ত্ত শিষ্যগণ শস্যমঞ্জরী তুলিয়া হস্তে দলন-পূর্ব্বক তাহা আহার করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ফিরুশীরা বলিল, "দেখ তোমার শিষ্যেরা বিশ্রাম দিনে কেন এমন অবৈধ কর্ম্ম করিতেছে?" যিশু বলিলেন, "তোমরা কি পড় নাই, দাউদ এবং তাঁহার লোকেরা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া কি করিয়াছিলেন? পুরোহিতের প্রাপ্য বেদীর উপরকার প্রসাদী রুটী তাঁহারা বিশ্রামবারে খাইয়াছিলেন। মনুষ্যের জন্যই বিশ্রাম বার, বিশ্রামবারের জন্য কখন মনুষ্য হয় নাই। অতএব জানিবে, মনুষ্য-পুত্র বিশ্রামদিনেরও কর্ত্তা।"

হেরোদ আন্টিপাস্ এবং য়িহুদী ধর্ম্মযাজকদিগের ষড়্‌যন্ত্র ক্রমে যিশুর পশ্চাতে শত্রুদল এই সময় হইতেই ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করে। তিনি প্রাচীন ধর্ম্মবিধি এবং রাজবিধির বিরুদ্ধে কিরূপ আচরণ করেন তাহার দোষ ধরিবার জন্য ইহারা সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত এবং কোন একটি নূতন ব্যবহার দেখিলেই তর্ক উত্থাপন করিত।

কোন প্রকার ছল কৌশলে তাঁহাকে বিপাকে ফেলিয়া কারারুদ্ধ বা হত্যা করিতে পারে কি না এই তাহাদের অভিপ্রায় ছিল। এই সময় জাতীয় ধর্ম্মের প্রাণহীন অসার কর্ম্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে যিশু প্রকাশ্য সংগ্রামে দণ্ডায়-মান হন। সদা সর্ব্বদা বহুলোকের সঙ্গে থাকিতেন বলিয়া কেহ কিছু করিতে পারিত না। কিন্তু তাঁহার নূতনবিধ উপদেশ এবং লোকাচার-বিরুদ্ধ আচরণে ক্রমে ক্রমে চারিদিকে বিদ্বেষাগ্নি জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। নীচ শ্রেণীর লোকের সহিত পান ভোজন, সহবাস, প্রচলিত ধর্ম্মের

প্রতিকূলাচরণ, অন্তর্ভেদী অকাট্য ধর্ম্মোপদেশ, সাধারণ লোকের উপর অসাধারণ আধিপত্য, এ সমস্ত দেখিয়া আর কে নিদ্রা যাইতে পারে? সুতরাং প্রাচীনতার প্রতিনিধি ফিরুশী ও অধ্যাপকগণ সর্ব্বক্ষণ কুপরামর্শ এবং ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত রহিল।

আর এক বিশ্রামবারে তিনি কোন এক রোগীকে আরোগ্য করেন। ইহা দেখিয়া বিরোধীরা বলিল, "বিশ্রামদিবসে এরূপ কার্য্য কি অবৈধ নয়?" যিশু উত্তর করিলেন, "বিশ্রামদিনে হিতকর অনুষ্ঠান করা উচিত, না অহিতকর কার্য্য করা উচিত? কোন ব্যক্তির একটি মেষ যদি বিশ্রামদিবসে গহ্বর মধ্যে পতিত হয়, তাহা হইলে সে কি তাহাকে উদ্ধার করে না? তাহা যদি হইল, তবে মনে কর, মেষ অপেক্ষা মনুষ্য কত শ্রেষ্ঠ। বলিদান চাহি না, আমি দয়া করিতে চাহি, এই কথার অর্থ যদি তোমরা জানিতে, তাহা হইলে আর নির্দ্দোষীকে দোষ দিতে না।" এই বাক্য শুনিয়া ফিরুশীরা যিশুর বিনাশসাধনের জন্য তৎক্ষণাৎ কতিপয় রাজপুরুষের সঙ্গে মন্ত্রণা করিতে লাগিল।

যিশু বিশ্রামবারে রোগীকে সুস্থ করিলেন এবং তাহাকে বলিলেন, পুনরায় আর পাপ করিও না, তাহা হইলে আরও বিপদে পড়িবে। শত্রুদল ইহার প্রতিবাদ করায় তিনি বলিলেন, "আমার পিতা যেমন সর্ব্বদা কার্য্য করিতেছেন আমিও তেমনি করিতেছি।" ঈশ্বরকে পিতা বলিলেন এবং তাঁহার সহিত আপনার অভেদত্ব ব্যক্ত করিলেন তাহাতে উহারা আরো রোষ প্রকাশ করিল এবং তাঁহাকে বধ করিবার চেষ্টায় রহিল।

অনন্তর যিশু তাহাদিগকে এইরূপ বলিলেন, "পুত্র পিতাকে যেমন করিতে দেখেন তদ্রূপ তিনি করেন, তিনি আপনা হইতে কিছুই করেন না। কেন না পিতা পুত্রকে ভালবাসেন, এবং তিনি যাহা কিছু করেন সমস্ত আপনার সন্তানকে দেখাইয়া দেন। আরো মহৎ কার্য্য তিনি তাঁহাকে দেখাইবেন যাহা দর্শন করিলে তোমরা চমৎকৃত হইবে। পিতা যেমন মৃতকে প্রাণ দেন, পুত্রও তেমনি করেন। পিতা স্বয়ং বিচার করেন না, তিনি পুত্রের উপর সে ভার অর্পণ করিয়াছেন। অতএব পিতাকে সকলে যেমন সম্মান করে, তেমনি পুত্রকেও করুক। যে পুত্রকে

মানে না, সে পিতাকেও মানে না। সত্য সত্যই আমি বলিতেছি, আমার কথা যে শুনে এবং আমার প্রেরয়িতাকে যে বিশ্বাস করে সে নিন্দিত হইবে না, কিন্তু মৃত্যু হইতে অমৃতেতে যাইবে। সময় আসিতেছে এবং আসিয়াছে যখন মৃতেরা মনুষ্যপুত্রের কণ্ঠরব শ্রবণে সঞ্জীবিত হইবে। পিতার অধিকার এবং জীবন্ত শক্তি পুত্র লাভ করিয়াছেন, তিনি সকলের বিচার করিবেন। এ কথা শুনিয়া বিস্মিত হইও না, কারণ সময় আসিতেছে যখন সমাধিস্থিত মৃতেরা তাঁহার বাক্য শুনিবে, এবং সৎকর্ম্মশীল লোকেরা পুনর্জ্জীবিত হইবে; কিন্তু কুকর্ম্মীরা নরকে প্রবেশ করিবে। আমি আপনা হইতে কিছু করি না, যেমন শুনি তেমনি বিচার করি। আমার বিচার ন্যায়সিদ্ধ, কারণ আমিতো নিজের ইচ্ছায় চলি না, কেবল পিতার ইচ্ছা অন্বেষণ করি। আমি নিজে যদি আমার পক্ষে সাক্ষ্য দান করি তাহা সত্য হইবে না, আর এক জন আমার সাক্ষী আছেন, তাঁহার সাক্ষ্যই যথার্থ। জন্ আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন বটে, কিন্তু তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর প্রমাণ আমার আছে। পিতা আমাকে যে কার্য্যভার দিয়াছেন, এবং যে কার্য্য আমি সম্পন্ন করিতেছি, তদ্দারাই প্রমাণিত হইবে যে পিতা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। তোমরা তাঁহার রূপও কখন দেখ নাই, তাঁহার বাক্যও কখন শ্রবণ কর নাই, কিন্তু তিনি স্বয়ং আমার সাক্ষী। তাঁহার বাণী তোমাদের জীবনে স্থান পাইতেছে না, কেন না তোমরা তাঁহার প্রেরিত সন্তানকে বিশ্বাস কর না। তোমরা ধর্ম্মপুস্তকে অনন্ত জীবন অন্বেষণ করিতেছ এবং তাহা দ্বারা আমাকে বুঝিতে চাও; কিন্তু আমার নিকট আসিলে জীবন রক্ষা করিতে পারিতে, তাহা করিলে না। আমি মনুষ্যের নিকট মান সম্ভ্রম গ্রহণ করি না, কারণ আমি জানি তোমাদের ভিতর ঈশ্বরপ্রেম নাই। আমি আমার পিতার নামে অবতীর্ণ হইলাম তোমরা আমাকে গ্রহণ করিলে না; কিন্তু যদি কেহ নিজের নামে আসে তাহাকে তোমরা গ্রহণ করিবে। যে ঈশ্বরপ্রদত্ত গৌরব অন্বেষণ না করিয়া লোকের নিকট গৌরব লয় তাহাকে তোমরা কেমন করিয়া বিশ্বাস কর?"

বিশ্রামবারে কোন কার্য্য করিবে না, দুই সহস্র গজের অধিক পথ চলিবে না,

য়িহুদীদিগের এই সাধারণ নিয়ম; কিন্তু যিশু তাহা গ্রাহ্য করিতেন না। এই জন্য গালিল্ ও জুডিয়া দেশের নানাস্থানে নানা সময়ে তাঁহাকে ফিরুশীদিগের কোপে পড়িতে হইত। য়িহুদী সমাজে তৎকালে অনেক প্রকার অসঙ্গত আচার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। বিশ্রামবারে উনন্ জ্বালিবে না, কিন্তু তিন বার ভোজন করিবে। বাড়ী হইতে একটু বাহিরে গেলেই পদ-ধৌত করিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে হইবে। যদি জল না পায় তাহার জন্য দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত হাঁটিবে। ভোজ্যপাত্র এবং অঙ্গ মার্জ্জনা, আহার কালীন হস্ত পদাদি ধৌত ইত্যাদি আচার নিয়ম হিন্দুদিগের ন্যায় অত্যন্ত দুর্লঙ্ঘ্য ছিল। ফিরুশীরা অনেক ধর্ম্মাড়ম্বর করিত। পাছে স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টি পড়ে এই জন্য চক্ষু মুদিত করিয়া পথে চলিত। সেই অবস্থায় পথে যাইতে যাইতে কখন কখন প্রাচীর কিংবা গৃহভিত্তিতে আঘাত লাগিয়া ললাট শোণিতাক্ত হইত। এ সম্বন্ধে ইহারা লোকের নিকট উপ-হাসাস্পদ ছিল।

দুষ্টলোকদিগের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া যিশু গালিলের সমুদ্র তটে চলিয়া গেলেন। জুডিয়া, জেরুশালম, সিডন্, টাইরি প্রভৃতি দেশের বিস্তর লোক সঙ্গে সঙ্গে তথায় গিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার দেহ এবং বস্ত্রাঞ্চল স্পর্শে রোগ ভাল হয় এই বিশ্বাসে তাঁহার গায়ের উপর লোকেরা ঝুঁকিয়া পড়িল। জনতার পেষণে পাছে পড়িয়া যান এই জন্য কোন ব্যক্তিকে এক খানি অর্ণবযান আনিতে আদেশ করিলেন। তাহার উপর আরোহণ করিয়া সকলকে সে দিন উপদেশ দিয়াছিলেন।

অনন্তর কেপারনিয়ামে যখন তিনি ধর্ম্মপ্রচার এবং লোকহিতসাধনে নিযুক্ত আছেন সেই সময় এক জন রোমীয় সৈনিক কর্ম্মচারী আসিয়া বলিল, "প্রভু, আমার ভৃত্য পীড়িত হইয়াছে কিন্তু আমার বাড়ী আপনার পদার্পণের যোগ্য নহে; কিন্তু আপনি যদি একটী কথা বলেন তাহা হইলে সে বাঁচিয়া যাইবে।" তাহার দৃঢ় বিশ্বাস দেখিয়া যিশু বলিলেন, "এমন বিশ্বাসী আমি ইস্রায়েল্‌দিগের মধ্যেও দেখি নাই। পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশের বহুশত লোক এব্রাহেম্ ও আইজেক্ প্রভৃতির সঙ্গে স্বর্গরাজ্যে বাস করিবে, কিন্তু এ রাজ্যের লোকেরা বাহিরে অন্ধকারে পড়িয়া কাঁদিবে। অতঃপর তিনি সেই

রোমীয় সেনানায়ককে আশাবাক্য প্রদান করিলেন। তাঁহার বাক্যপ্রভাবে তাহার ভৃত্য আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। ইস্রায়েল ব্যতীত অন্য জাতীয় লোকদিগের প্রতিও যে তাঁহার ভালবাসা ছিল এই ঘটনা দ্বারা তাহা প্রথমে প্রকাশিত হয়।

কোন ছদ্মবেশী শত্রু বলিল, "মহাশয়, আপনি যেখানে যাইবেন আমিও আপানার সঙ্গী হইব।" যিশু বলিলেন, "শৃগালদিগের গর্ত্ত আছে, পক্ষীদিগের বাসা আছে, কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মস্তক রাখিবার স্থান নাই।" বাস্তবিক পরম বৈরাগী যিশুর এ পৃথিবীতে আশ্রয় স্থান ছিল না, চির দিন তিনি পথের ভিখারী।

জনৈক শিষ্য অনুমতি চাহিল "প্রভু, আমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, অগ্রে আমি তাঁহাকে মৃত্তিকাসাৎ করিয়া আসি।" তিনি বলিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে আইস, অগ্রে স্বর্গরাজ্যের সংবাদ ঘোষণা কর, মৃতেরা মৃতকে মৃত্তিকা নিহিত করিবে।" পৃথিবীর অসার কার্য্য মৃত ব্যক্তিরা করিবে, জীবিতদিগকে সে জন্য ভাবিত হইতে হইবে না এই তাঁহার মত ছিল।

আর এক জন আসিয়া কহিল, "প্রভু, আমি তোমার সঙ্গী হইব, কিন্তু এক বার বাড়ী গিয়া পরিবারদের নিকট বিদায় লইয়া আসি," যিশু বলিলেন, "যে ব্যক্তি হলের উপর হস্ত স্থাপনপূর্ব্বক ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে করিতে পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিপাত করে সে স্বর্গরাজ্যের উপযুক্ত নহে।" কেহ যে বিষয় বুদ্ধি বা পাপের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া পুণ্যাত্মা হইবেন তাহার সুযোগ এখানে ছিল না। যিশুর ধর্ম্ম সমগ্র, এবং অবিভক্ত।

অনন্তর তিনি সমুদ্রতটে গিয়া এক অর্ণবপোতে আরোহণপূর্ব্বক ঘুমাইতে লাগিলেন। অরণ্যে পর্ব্বতে, নগরের পথে পথে নিয়ত ভ্রমণ, সময়ে আহার নিদ্রা নাই, তাহার উপর আবার লোকের বিষম জনতা; এমন সময় ছিল না যে নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যান।* কত কত রজনী প্রান্তরে পর্ব্বতে বৃক্ষতলে অতিবাহিত হইত। বাহিরে লোকসমারোহ, বিপক্ষের অত্যাচার এবং আন্দোলন, অন্তরে জলন্ত ধর্ম্মোৎসাহ এবং নব নব ভাবের আবির্ভাব এ অবস্থায় সমস্ত দিন থাকিলে কি মানুষ সুখে নিদ্রা যাইতে পারে? না তাহার যথা সময়ে পান ভোজনের ব্যবস্থা হয়? নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া যিশু

ঘুমাইয়া রহিলেন, এ দিকে সমুদ্রে মহা তুফান আরম্ভ হইল। ভীষণ তরঙ্গে জলরাশি উন্মত্ত হইয়া প্রতি ক্ষণে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে,অথচ যিশুর নিদ্রার ব্যাঘাত নাই। অভয়ার সন্তান জননীর নিরাপদ ক্রোড়ে নিদ্রিত আছেন কে তাঁহাকে ভীত করিতে পারে? কিন্তু শিষ্যেরা সশঙ্কিত হইয়া বলিতে লাগিল, "প্রভু, রক্ষা কর, নতুবা আমরা মারা যাই।" যিশু তাহাদিগকে ধমক্ দিয়া বলিলেন, "রে অল্পবিশ্বাসী, কেন তোমরা এত ভীত হইতেছ?" ধর্ম্মগ্রন্থে উক্ত আছে যে তাঁহার তাড়নায় ঝটিকা এবং তরঙ্গ প্রশমিত হইল, তাহা দেখিয়া শিষ্যেরা অবাক্ হইয়া রহিল। কিন্তু আমরা এখানে এই জন্য বিস্ময়াপন্ন হই যে যিশু তাদৃশ তুফানের মধ্যেও নির্ভয়ে নিদ্রিত ছিলেন। যাঁহার জীবন মরণ ঈশ্বরের হাতে সে কি কখন ভৌতিক দুর্ঘটনায় চিন্তিত হয়?

অনন্তর যিশু জেনিসারেৎ হ্রদের পরপারে পৌত্তলিক দেশের গ্রামে গ্রামে প্রচার করিতে গেলেন। বহুলোকসমারোহ এবং অদ্ভুত কার্য্য দর্শনে ভয় পাইয়া গ্যাডারিন্ নগরের লোকেরা তাঁহাকে তথা হইতে প্রস্থান করিতে বলিল। এইরূপে নানা স্থানে পথে ঘাটে প্রান্তরে ধর্ম্মমন্দিরে প্রচার করিতে করিতে চলিলেন। লোকের অত্যন্ত জনতা ব্যাকুলতা ও ক্লেশস্বীকার দেখিয়া প্রেমিকচূড়ামণি যিশুর হৃদয় ভাবরসে মত্ত হইয়া উঠিত। চারিদিকের অবস্থা দর্শনে তাঁহার মনে হইতে লাগিল যেন মেষপালক অভাবে মেষযুথ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। শিষ্যদিগকে বলিলেন, "দেখ, শস্য বাস্তবিকই প্রচুর; কিন্তু কৃষক অতি অল্প; অতএব তোমরা শস্যপ্রদাতা প্রভুর নিকট প্রার্থনা কর যেন তিনি শস্যক্ষেত্রে কৃষকদিগকে প্রেরণ করেন।" ক্রমে প্রচারক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল, যিশু একাকী আর পারিয়া উঠিলেন না, আরো প্রচারকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন।

শিষ্যনির্ব্বাচন।

গালিলের নানা স্থান পরিভ্রমণান্তর মহর্ষি যিশু একদা এক পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিলেন এবং তথায় ধ্যান ও প্রার্থনায় সমস্ত যামিনী অতিবাহিত হইল। একাকী নির্জ্জন গিরিশিখরে যখন তিনি প্রার্থনা ধ্যান ধারণায় নিশা যাপন করিতেন, তৎকালকার অবস্থা স্মরণ করিলেও অন্তরে প্রত্যাদেশের সঞ্চার হয়। অনন্তের বিশাল বক্ষে জীবন্ত নিশ্বাসবায়ু বহিতেছে, তাহার সুধাময় হিল্লোলে ব্রহ্মতনয় ক্রীড়া করিতেছেন, প্রতিক্ষণে প্রত্যাদেশ সমীরণ তাঁহার হৃদয়সিন্ধুকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিতেছে, এই মহাযোগের মহাভাব আমরা ধারণ করিতে পারি না। পর দিন প্রাতে সাধারণ শ্রোতৃবর্গের মধ্য হইতে দ্বাদশ ব্যক্তিকে শিষ্যপদে বরণ করত তাহাদিগকে দেশে দেশে পাঠাইয়া দিলেন। দ্বাদশ শিষ্যের নাম যথা,—সাইমন্, অর্থাৎ পিটার, তস্য ভ্রাতা আণ্ড্রু, জেমস্, তস্য ভ্রাতা জন্, ফিলিপ, বার্থলোমিও, টমাস্, মথি, আল্‌ফিয়াসের পুত্র জেমস্, লেবিয়াস্ বা থাডিয়াস্, ক্যানেনাইট্ সাইমন্, জুডাস্‌স্কেরিয়ৎ। ইহাঁরা সকলেই প্রায় য়িহুদীকুলসম্ভূত, কেবল জুডাস্ অন্যদেশীয়। তাহার জন্মস্থান জুডিয়া দেশের দক্ষিণ প্রান্তে। *মথি কেবল লেখা পড়া জানিতেন। বোধ হয় অনেকেরই স্ত্রী পরিবার ছিল। যিশু এই দ্বাদশ জনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ, তোমরা সামেরিটান্ এবং জেণ্টাইল্‌দিগের নিকট না গিয়া বরং ইস্রায়েলবংশীয় পতিত সন্তানদিগের নিকট গমন কর। এই কথা গিয়া সকলকে বলিবে যে স্বর্গরাজ্য নিকটবর্ত্তী। আর রোগীকে সুস্থ এবং মৃতকে জীবন দান করিবে। যেমন মুক্তভাবে গ্রহণ করিয়াছ, তেমনি মুক্তভাবে দান করিতে থাক্। স্বর্ণ রৌপ্য পিত্তল ইত্যাদি কোন পদার্থ সঙ্গে লইবে না। পথভ্রমণের নিমিত্ত ব্যাগ্ কি চর্ম্মপাদুকা, কি একাধিক অঙ্গাবরণ সঙ্গে রাখিবে না। কেবল খড়ম পায়ে দিবে এবং এক

গাছি করিয়া যষ্টি লইবে। যে কেহ কাজ করে সে আহার পাইবার উপ-যুক্ত। যে নগরে বা উপনগরে যাইবে তথায় গিয়া প্রথমে অনুসন্ধান করিবে যোগ্য ব্যক্তি কে আছে। যে পর্য্যন্ত অন্যত্র না যাও তাবৎকাল তথায় অবস্থিতি করিবে। গৃহস্বামী ভোজনার্থ যাহা কিছু দিবে তাহা আহার করিবে, তজ্জন্য বাড়ী বাড়ী ফিরিবে না। গৃহে প্রবেশ করিয়াই প্রণাম করিবে। যদি সে গৃহ উপযুক্ত হয় তবে তথায় শান্তি বিস্তার করিবে, নতুবা উহা প্রত্যাহরণ করিয়া লইবে। যে নগর কিংবা যে সকল ব্যক্তি তোমাদিগকে গ্রহণ করিবে না এবং তোমাদের কথা শুনিবে না, প্রত্যাগমন কালে সেই সেই স্থানে তোমাদিগের পায়ের ধূলা ঝাড়িয়া দিয়া আসিবে। কিন্তু এ কথা বলিয়া আসিবে যে স্বর্গরাজ্য নিশ্চয় তোমাদিগের নিকট আসিতেছে। সত্য বলিতেছি, বিচারের দিনে আমি সডম্ ও গোমরা নগর অপেক্ষা সেই সকল নগরের বিপক্ষে অসহিষ্ণু হইব। দেখ! আমি তোমাদিগকে মেষের ন্যায় জানিয়া ব্যাঘ্রদলের মধ্যে পাঠাইতেছি; তোমরা ভুজঙ্গের ন্যায় বুদ্ধিমান্ এবং কপোতের ন্যায় নিরীহ হইবে। মনুষ্যগণ হইতে সাবধান! কারণ তাহারা তোমাদিগকে বিচারপতিগণের নিকট সমর্পণ করিবে, এবং তাহারা তোমাদিগকে ধর্ম্মমন্দিরে কশাঘাত করিবে। কিন্তু যখন তোমরা বিচারালয়ে সমর্পিত হইবে তখন কি বলিবে তদ্বিষয়ে ভাবিও না; কারণ যাহা কিছু বলিবার আবশ্যক তাহা তখন বলিয়া দেওয়া হইবে। তোমাদের কিছু বলিতে হইবে না, পিতা তোমাদের ভিতরে থাকিয়া কথা কহিবেন। ভ্রাতা ভ্রাতাকে, পিতা পুত্রকে, এবং পুত্র পিতা মাতাকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিবে। তোমরা আমার জন্য সকলের দ্বারা ঘৃণিত হইবে। কিন্তু যে শেষ পর্য্যন্ত সহ্য করিয়া থাকিবে সে রক্ষা পাইবে। যখন কোন নগরে তোমরা নিপীড়িত হইবে তখন অন্য নগরে পলায়ন করিও। গুরু অপেক্ষা শিষ্য এবং প্রভু অপেক্ষা ভৃত্য কখন বড় হইতে পারে না। শিষ্য যদি গুরুর মত, ভৃত্য যদি প্রভুর মত হয় তাহা হইলেই যথেষ্ট। মনুষ্যদিগকে ভয় করিও না, কারণ তোমাদিগের নিকট কিছুই অপ্রচ্ছন্ন থাকিবে না। আমি অন্ধকারে যাহা বলিতেছি তাহা তোমরা আলোকের মধ্যে ঘোষণা কর, এবং যাহা কর্ণে শুনিলে তাহা ছাদের উপর দাঁড়াইয়া

পৃথিবীকে বল। পর্ব্বতের উপর যে নগর স্থাপিত তাহা কখন অদৃশ্য হয় না। দীপ জ্বালিয়া কেহ করণ্ডিকাতলে রাখে না, কিন্তু দীপাধারের উপরেই রাখে, তাহাতে গৃহের সকলেই আলোক প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যদিগের সমক্ষে তোমাদের আলোক উজ্জ্বল হউক, যেন তাহারা তোমাদের সাধুকার্য্য দেখিয়া তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার মহিমা কীর্ত্তন করে। যে তোমাদের কথা শুনিবে সে আমার কথা শুনিবে ; যে তোমাদিগকে ঘৃণা করিবে সে আমাকে এবং আমার প্রেরয়িতাকে ঘৃণা করিবে। যাহারা শরীরকে হত করে, কিন্তু আত্মাকে হত করিতে পারে না, তাহাদের জন্য কোন ভয় নাই ; কিন্তু যাহারা দেহ আত্মা উভয়কে নরকগামী করে তাহাদিগকে ভয় কর। অর্দ্ধ পয়সা মূল্যে কি দুইটি চটক পক্ষী বিক্রীত হয় না ? কিন্তু জানিও, তাহাদের একটিও তোমাদের পিতার অগোচরে ভূপতিত হয় না। তিনি তোমাদের প্রত্যেক কেশ গণনা করেন। অতএব ভীত হইও না, তোমরা বহু বহু চটক অপেক্ষা মূল্যবান্। যাহারা মনুষ্যের নিকট আমাকে স্বীকার করিবে তাহাদিগকে আমি আমার স্বর্গবাসী পিতার নিকট স্বীকার করিব। কিন্তু আমাকে অস্বীকার করিলে আমিও অস্বীকার করিব। এমন মনে করিও না যে আমি পৃথিবীতে শান্তি বিস্তার করিতে আসিয়াছি ; শান্তি নহে, খড়্গ দিতে আসিয়াছি। কেন না পিতার বিপক্ষে পুত্র, মাতার বিপক্ষে কন্যা, এবং শাশুড়ীর বিপক্ষে পুত্রবধূকে দণ্ডায়মান করিবার জন্য আমার আগমন। আপনার পরিবারস্থ লোকেরাই আপনার শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে। যে আপনার পিতা-মাতা পুত্র কন্যাকে আমা অপেক্ষা ভাল বাসে সে আমার পথের উপযুক্ত লোক নহে। যে ক্রুশ স্কন্ধে না লইয়া আমার পশ্চাতে আইসে সেও আমার উপযুক্ত নহে। যে ব্যক্তি জীবন অন্বেষণ করে সে তাহা হারাইবে। আমার অনুরোধে যে জীবন বিনাশ করিবে সে তাহা পাইবে। যে তোমাদিগকে গ্রহণ করে সে আমাকেও গ্রহণ করে ; যে আমাকে গ্রহণ করে সে আমার প্রেরণকর্ত্তাকেও গ্রহণ করে। একটি শিষ্যের অনুরোধে যে এই সকলের কোন এক জনকে একটু শীতল জল পান করাইবে সে কখন অপুরস্কৃত থাকিবে না।"

অনন্তর গুরুআজ্ঞা শিরোধারণপূর্ব্বক শিষ্যগণ দেশ দেশান্তরে চলিয়া

গেলেন। বিপুল বিঘ্ন বাধার মধ্যে সকলে প্রবেশ করিলেন। দুই দুই জন শিষ্য এক সঙ্গে এক এক দিকে গিয়া প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন। ইহাতে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাব বৃদ্ধি হইবে এবং বিপদ প্রলোভনে এক জন অপ-রকে সহায়তাও করিতে পারিবেন এই উদ্দেশ্য ছিল। প্রেরিত আচার্য্যগণ যখন নানা স্থানে প্রচার করিয়া লোকদিগকে স্বমতে আনিতে লাগিলেন তখন সর্ব্বত্র এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। হেরোদ আণ্টিপাসের কর্ণে এ সংবাদ প্রবিষ্ট হয়। সে যিশুর গৌরব ও মহিমার কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু তিনি কি করিতে আসিয়াছেন তাহা জানিত না।

যোগিবর যিশু ইতঃপূর্ব্বে পর্ব্বতের উপর যে উপদেশ দিয়াছেন এবং এক্ষণে যাহা দিলেন তদ্দ্বারা য়িহুদী ধর্ম্মের মূলদেশে কুঠারাঘাত করা হইল। য়িহুদীরা যে স্বর্গরাজ্য ও প্রেরিত পুরুষের আগমন প্রত্যাশা করিত যিশুর ধর্ম্ম তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। তাহাদিগের আশা ভরসা অভিলাষ সমস্ত পার্থিব সুখ সম্পদে নিবদ্ধ, যিশুর আশাবাক্য অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক স্বর্গসুখে পরিপূর্ণ। কিন্তু তাঁহার প্রদর্শিত পথে পদার্পণ করিতে গেলে যে সকল বিপদ পরীক্ষা ক্লেশ নির্য্যাতন বহন করিতে হইবে তাহা তিনি শিষ্যদিগের নিকট কিছুই গোপন রাখিলেন না। তাঁহার ব্যবহার আচরণ, কথা বার্ত্তায় কোন প্রকার চাতুরী কৌশল ছিল না, একবারে স্পষ্ট কথা বলিয়া দিতেন। বিষয়ী জীবের কর্ণে অবশ্য এ সমুদায় স্বর্গীয় বাণী বিষবৎ প্রতীয়মান হইত, কিন্তু তাঁহার শ্রীমুখের গুণে তাহা অন্যের নিকট ভাল লাগিত। যে কয় জন শিষ্যের নাম উল্লিখিত হইয়াছে তাহার মধ্যে পিটার এবং জন্ অপেক্ষাকৃত উৎসাহী এবং বুদ্ধিমান্ ছিলেন। ইতিহাসে এই দুই জনই প্রধান; এবং জেম্স যিনি পরে বিষপের পদে অভিষিক্ত হন তাঁহার নাম এবং বিশ্বাস-ঘাতক জুডার নামও সাধারণ্যে পরিচিত; তদ্ভিন্ন অবশিষ্ট কয়েক জনের নাম এবং কার্য্য বিখ্যাত নহে। প্রথমাবস্থায় প্রায় ইঁহারা কেহই প্রেরিত পদের উপযুক্ত ধর্ম্মভাব দেখাইতে পারেন নাই, বরং তাহার বিপরীত ভাবের নিদর্শনই প্রদর্শন করিয়াছেন। নিঃস্বার্থ বৈরাগ্য কি আধ্যাত্মিক গভীর প্রেম ভক্তি বিশ্বাস এ সকল কিছুই ছিল না বলিলে হয়, কেবল যিশুকে সকলে

ভাল বাসিতেন। এখন পর্য্যন্ত ইহাঁরা জাতীয় ব্যবসায় করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে প্রচারে ব্রতী থাকিতেন। পার্থিব সুখাভিলায এবং স্বার্থপরতা এক এক জনের মনে এত বেশী ছিল যে তাঁহারা যিশুর রাজসিংহাসনের পার্শ্বে স্থান পাইবার জন্য ব্যাকুল হইতেন। পিটার যে রক্ষণশীল দুর্ব্বলমনা তাহা পদে পদে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু তিনি উৎসাহী এবং উন্নতমনা ছিলেন। জনের নাম "বজ্রের সন্তান।" ফলে তিনিও বেশ তেজস্বিতা প্রকাশ করিতেন। কিন্তু তাহার গতি স্বর্গাভিমুখী ছিল না। জুডা যে প্রকৃতির লোক তাহা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু তাহারও শিষ্যপদে অভিষিক্ত হইবার কোন কোন উপযুক্ততা ছিল। শিষ্যেরা গৃহ সম্পত্তি পরিবার আত্মীয় এবং জাতীয় ব্যবসায়ের বৈধ সম্ভোগ সম্পূর্ণরূপে এ সময় পরিত্যাগ করেন নাই, কিন্তু তজ্জন্য উন্মুখ ছিলেন। যিশু নূতন অর্থে স্বর্গরাজ্যের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেন, আপনাকেও নূতন ভাবে প্রেরিত পুরুষ বলিয়া বুঝিতেন, তথাপি শিষ্যগণ ও অপর লোকেরা পূর্ব্বসংস্কারানুসারে ইহার মর্ম্ম গ্রহণ করিত। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, উক্ত দ্বাদশ জন সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া গুরুদেবের পশ্চাদ্গামী হইয়াছিল। ইহাদিগকে পুরস্কারের আশা যিশু কি দিতেন? কেবল কি ত্যাগস্বীকারের লোভে তাহারা প্রমুগ্ধ হইয়াছিল? স্বর্গে প্রচুর পুরস্কার আছে এ কথাও যিশু বলিতেন। এই আশা সকলের জীবনসম্বল ছিল; তাহার আকর্ষণে উহারা নানা কষ্ট বহন করিত।

ইস্রায়েল জাতি যেমন দ্বাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত, শিষ্য সংখ্যাও তদনুরূপ নিয়োজিত হয়। প্রথমে স্বজাতির উদ্ধারের জন্য যিশু বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অন্যদেশীয় বা অপর জাতির প্রতিও তাঁহার যে স্নেহ মমতা ছিল পরে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি সমস্ত মানবজাতিকে ঈশ্বরের এক পরিবারভুক্ত বলিয়া জানিতেন, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ ভাব এখানে তিষ্ঠিতে পারে নাই। এমন কি শিক্ষিত জ্ঞানাভিমানী য়িহুদিদিগের অপেক্ষা জেণ্টাইল্ ও সামেরিটান্ প্রভৃতি পৌত্তলিকদিগের উপর তিনি অধিক আশা করিতেন; কারণ তাহাদের হৃদয় কোমল ও সরল ছিল *।

---

* কেহ কেহ বলেন যিশু শিষ্যগণকে প্রচারার্থ দেশ দেশান্তরে

প্রচারকার্য্যের বিস্তৃতি।

শিষ্যগণের জুড়িয়া দেশের নানা স্থানে ভ্রমণ কালে কারারুদ্ধ জন্ যিশুর গৌরবের কথা লোকমুখে শুনিতে পাইলেন। বৃদ্ধ মহর্ষি হাতে গলে শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়াও জাতীয় উন্নতির আশাপথ চাহিয়া থাকিতেন। যিশু প্রত্যাশিত মসি কি না তদ্বিষয়ে বোধ হয় তিনি শেষে কিছু সন্দেহ করিতেন, এই নিমিত্ত তাঁহার নিকটে আপনার কয়েক জন শিষ্যকে পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা যিশুকে জিজ্ঞাসা করিল, "যাঁহার আসিবার কথা ছিল তিনিই কি আপনি? না আমরা অপর কোন ব্যক্তির আগমন প্রত্যাশা করিব?" যিশু বলিলেন, "যাহা তোমরা দেখিলে এবং শুনিলে তাহাই গিয়া বল। অন্ধ চক্ষু পাইতেছে, মৃত জীবিত হইতেছে, খঞ্জ হাঁটিতেছে, বধির শুনিতেছে, কুষ্ঠরোগী ভাল হইতেছে, এবং দুঃখীদিগের নিকট স্বর্গের নূতন বিধান প্রচারিত হইতেছে, এই কথা জনকে গিয়া সংবাদ দাও। ধন্য তাহারা যাহারা আমার জন্য কোন মনঃক্ষোভ না পায়"!

অনন্তর জনের শিষ্যগণ স্বস্থানে চলিয়া গেলে তিনি পুনরায় বলিতে

পাঠাইয়া আপনি কিছু দিন একাকী ছিলেন। এই অবসরে জেরুশালমে যান এবং বেথানি প্রভৃতি স্থানে বাস করেন। প্রচারকার্য্যে ব্রতী হওয়ার পর তিনি প্রায় মধ্যে মধ্যে জেরুশালমে বিশেষ বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে যাইতেন এবং তথায় বিপক্ষদলের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্বমত প্রচার করিতেন। কিন্তু এ কথা সেণ্ট জনের গ্রন্থ ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থে প্রকাশ নাই। তিনি যিশুর প্রথম উদ্যমেই তত্রত্য মন্দির আক্রমণের বৃত্তান্ত যাহা সংযোগ করিয়াছেন তাহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। তবে গুপ্তভাবে জেরুশালমে যিশুর পুনঃ পুনঃ যাতায়াত অসম্ভব নহে।

লাগিলেন, "তোমরা ইতঃপূর্ব্বে অরণ্যমধ্যে কাহাকে দেখিতে গিয়াছিলে? কোমলবসনপরিধায়ী কোন রাজপুরুষকে? না কোন ভবিষ্যদ্বক্তাকে? নিশ্চয় তোমরা ভবিষ্যদ্বক্তা অপেক্ষা এক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে দেখিতে গিয়াছিলে। জনের তুল্য ব্যক্তি নারীগর্ভে আর কখন জন্মে নাই; তথাপি স্বর্গরাজ্যের যে সামান্য ব্যক্তি সেও জন্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

পরে বলিলেন, "জনের সময় হইতে এক্ষণ পর্য্যন্ত স্বর্গরাজ্য অনেক পীড়ন সহ্য করিয়াছে। হায়! বর্ত্তমান বংশীয় লোকদিগকে আমি কাহার সঙ্গে তুলনা করিব? বালকেরা বাজারের মধ্যে বসিয়া আপনার সহচরদিগকে যেমন বলে, আমি বাঁশী বাজাইলাম তোমরা নাচিলে না; আমি তোমাদের কাছে শোক করিলাম তোমরা তজ্জন্য খিদ্যমান হইলে না; উহারা তাহাদিগের মত। জন্ ভোজন করিতেও আসেন নাই, পান করিতেও আসেন নাই, তথাপি উহারা বলিল তাঁহার সঙ্গে ভূত আছে। মনুষ্যপুত্র পান এবং ভোজন করিলেন তাহাতে সকলে বলিল যে এ ব্যক্তি উদরম্ভরী, মদ্যপায়ী, পাপী এবং অস্পৃশ্য চণ্ডালদিগের সহিত ইহার বন্ধুতা।"

তদনন্তর যে যে স্থানে বিবিধ আশ্চর্য্য ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছিল অথচ তত্রত্য অধিবাসীদিগের মন পরিবর্ত্তিত হয় নাই, দুঃখ বিষাদের সহিত সেই সেই নগরকে যিশু ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন।

কুটিলবুদ্ধি ফিরুশীরা আত্মীয়তা দেখাইয়া কোন কৌশলে তাঁহার মনের কথা বাহির করিয়া লইবে এবং দোষ পাইলে তাহা লইয়া কুতর্ক করিবে এই অভিপ্রায়ে সময়ে সময়ে আপনাদের বাড়ীতে যিশুকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইত। শিশুস্বভাব যিশুর কাহাকেও ভয় নাই; যে হাত পাতে তাহারি কোলে উঠেন। ডাইন রাক্ষসীর ক্রোড়েও তিনি খেলা করিতেন। এক দিন কোন এক ফিরুশীর গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি ভোজনে বসিয়াছেন, এমন সময় সেই নগরবাসিনী এক পতিতা নারী আসিয়া তাঁহার পদতলে উপবেশন পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল, এবং নয়নজলে তাঁহার পদযুগল ধৌত করত মস্তকের কেশ দ্বারা তাহা মুছাইয়া চুম্বন করিতে লাগিল, এবং উহাতে সুগন্ধি তৈল মর্দ্দন করিতে লাগিল। কোন বিপথগামিনী নারী যদি পূর্ব্ব কুঅভ্যাস পরিত্যাগ করে তাহা হইলেও

কেহ তাহার সহায় হয় না; কিন্তু যিশু এ প্রকার পতিত আত্মাকে আশ্রয় দিয়া ভাল করিতেন। তাঁহার পবিত্র সহবাসে মহাপাপী শুদ্ধ হইয়া যাইত। দুশ্চরিত্রদিগকে তিনি প্রশ্রয় দিতেন না, কিন্তু মুক্ত করিতেন। ধর্ম্মাভিমানী ফিরুশীরা ইহা দেখিয়া বলিতে লাগিল, "এ ব্যক্তি যদি ভবিষ্যদ্বক্তা হইত, তাহা হইলে কি বুঝিতে পারিত না কিরূপ চরিত্রের স্ত্রীলোক উহাকে স্পর্শ করিতেছে?" যিশু তখন সাইমন্ নামা ঐ গৃহস্বামীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তোমাকে একটী কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। কোন এক উত্তমার্ণের দুই জন অধমার্ণ ছিল। তাহারা এক জন পাঁচ শত এবং আর এক জন পঞ্চাশ মুদ্রা উহার নিকট ঋণ করে। উত্তমার্ণ যখন শুনিলেন, উহাদের ঋণ শোধ করিবার ক্ষমতা নাই তখন তিনি সরলান্তঃকরণে উভয়কে ক্ষমা করিলেন। এক্ষণে বল দেখি, দুই জনের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি ঐ উত্তমার্ণকে অধিক ভাল বাসিবে?" সাইমন্ বলিল, "আমার বোধ হয়, যে ব্যক্তির অধিক ঋণ ছিল সেই তাঁহাকে অধিক ভাল বাসিবে।" যিশু পুনরায় কহিলেন, "তুমি যথার্থ কথা বলিয়াছ।" অনন্তর স্ত্রীলোকটির পানে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "এই নারীকে তুমি দেখিতেছ কি? আমি তোমার বাড়ীতে আসিলাম, তুমি পদধৌতের জন্য একটু জলও দিলে না; কিন্তু এ আমার পদধৌত করিয়া চুল দিয়া তাহা মুছাইয়া দিল। তুমি চুম্বন দিলে না, কিন্তু এই নারী আমি আসিয়াছি অবধি ক্রমাগত আমার পদচুম্বন করিতেছে। তুমি আমার মস্তকে একটু তৈল দিলে না, কিন্তু এ সুগন্ধি তৈল দ্বারা আমার পদসেবা করিল। অতএব যদিও ইহার পাপ অনেক, কিন্তু সে সমস্তই বিদূরিত হইল। কারণ এ নারী যথেষ্ট প্রীতি প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু যাহার অল্প পাপ ক্ষমা করা হইয়াছে সে অল্প প্রেম করিল।"

পরে যখন তিনি ঐ নারীকে বলিলেন, "তোমার অপরাধ মার্জ্জনা হইল," তখন বিরোধীরা বলিয়া উঠিল, "কে এ ব্যক্তি যে পাপকেও ক্ষমা করিতে পারে?" যিশু বলিলেন, "হে নারী, তোমার বিশ্বাস তোমাকে পরিত্রাণ করিল, এক্ষণে তুমি কুশলে প্রস্থান কর।" যে অনুতপ্ত এবং বিশ্বাসী হইয়া তাঁহার চরণ ধরিয়া কাঁদিত তাহাকেই তিনি এইরূপ আশাবাক্য

শুনাইতেন ; কিন্তু অপরিবর্ত্তিত দুশ্চারিণীকে তিনি সমাজে তুলিয়া সমাজ-সংস্কারকের প্রশংসা গ্রহণ করিতেন না।

উপরিউক্ত স্ত্রীলোকটির নাম মেরী ম্যাগ্‌ডালিনী। ইহার স্কন্ধে আগে সাতটি ভূত ছিল, যিশু তাহাদিগকে বিদূরিত করেন। ম্যাগ্‌ডালিনী পরমা-সুন্দরী বলিয়া বিখ্যাত। পরে ইনি যিশুর দাসী হইয়া শেষ জীবন অতি পবিত্র ভাবে কর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। গুরুদেবের মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। নিজের যে কিছু অর্থ বিত্ত ছিল তাহাও সাধুসেবায় উৎসর্গ করেন। হেরোদের পরিচারকের স্ত্রী জনা, এবং সুসনা নাম্নী আর একটী মহিলা এই তিন জন ভক্তি শ্রদ্ধা বিশ্বাস এবং সঞ্চিত অর্থ দ্বারা স্বর্গরাজ্য বিস্তারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। যিশুর পবিত্রপ্রভাবে যেমন শত শত পশু নরাধম উদ্ধার হয়, তেমনি কত শত দুশ্চরিত্রা নারীও জীবন্মুক্তি লাভ করে।

বিধাতার সাক্ষাৎ বিশেষ কৃপায় অবিশ্বাসী দেখিয়া যিশু আপনার স্বজাতীয় লোকদিগকে ভৎ'সনা করিলেন। তিনি উন্মাদ, ভূতগ্রস্ত, প্রবঞ্চক ইত্যাদি নানা মিথ্যা কথা বলিয়া বিপক্ষেরা তাঁহার মনঃপীড়ার কারণ হইয়াছিল। তাহারা নানা স্থানে বলিয়া বেড়াইত যে যিশু কতকগুলি ভূত পুষিয়াছেন এবং ভূতপতি বেল্‌জিবাব্‌ তাঁহার সহায় ; তাহার সাহায্যে তিনি অদ্ভুত কার্য্য করেন। ফলতঃ তাহারা যিশুর সাধু সঙ্কল্প একবারে নিষ্ফল করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল। হতভাগ্যেরা আপনারাও তাঁহাকে বিশ্বাস করিত না এবং যাহাতে দেশের কোন লোক তাঁহাকে বিশ্বাস না করে, সকলে পাগল বলিয়া উড়াইয়া দেয় এই অভিপ্রায়ে দুর্ণাম করিয়া বেড়াইত। সংবাদপত্র তখন ছিল না বলিয়া রক্ষা, নতুবা তাঁহাকে আরো কষ্ট পাইতে হইত। কিন্তু দুর্ণাম আপমানে তাঁহার ভয় ছিল না, কেবল সরলমতি নির্দ্দোষ মানবকুল দুরাচারীদিগের কুমন্ত্রণায় পড়িয়া পরমার্থ ধনে বঞ্চিত হইতেছে ইহারই জন্য তিনি দুঃখিত হইতেন।

ফিরুশীদিগের মিথ্যা প্রবঞ্চনা ও অন্যায় আচরণের প্রতিকূলে যিশু এ সময় প্রকাশ্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "ভূতেরা যদি ঘরে ঘরে বিবাদ করে, তাহা হইলে তাহাদের রাজ্য কি বিভক্ত হইয়া

পড়ে না? সয়তান যদি সয়তানকে দূর করিতে চেষ্টা পায়, তাহাতে যে উহাদের ঘর ভাঙ্গিয়া যায়? আমি যদি ঐশী শক্তি দ্বারা ভূতকে বিদায় করি, তবেই তোমাদের মধ্যে স্বর্গরাজ্য সমাগত হইবে। বলিষ্ঠ গৃহস্বামীকে অগ্রে বন্দীভূত না করিয়া কি কেহ তাহার গৃহপ্রবেশপূর্ব্বক দ্রব্যাদি বিনষ্ট করিতে পারে? যে আমার সঙ্গী নহে, সে আমার বিরোধী। আমার সঙ্গে যে সংগ্রহ করে না, সে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। অতএব আমি বলিতেছি, মনুষ্যের সকল প্রকার পাপ এবং ঈশ্বরাবমাননার ক্ষমা আছে, মনুষ্যপুত্রের বিরুদ্ধে যে কেহ কিছু বলিবে তাহারাও ক্ষমার যোগ্য, কিন্তু কি ইহকালে কি পরকালে, পবিত্রাত্মার বিরুদ্ধে যে পাপ তাহার ক্ষমা নাই। হা কালসর্পের বংশগণ! তোমরা অধম হইয়া উত্তম কথা কিরূপে বলিবে? যাহা হৃদয়ে প্রচুর-রূপে সঞ্চিত থাকে তাহাই মুখ দিয়া বাহির হয়। উত্তম ব্যক্তি আপনার হৃদয় হইতে উৎকৃষ্ট বস্তু বাহির করে, এবং অধমেরা আপনার অধম ভাণ্ডার হইতে অধম বস্তু বাহির করে। কিন্তু আমি বলিতেছি, বিচার দিবসে প্রত্যেক বৃথা বচনের জন্য হিসাব দিতে হইবে; কারণ বাক্য দ্বারাই তোমরা দোষী এবং নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হইবে।"

অনন্তর আহ্লাদ সহকারে বলিলেন, "হে পিতঃ! হে স্বর্গ এবং পৃথিবীর অধিস্বামী! তোমাকে ধন্যবাদ, যে তুমি এ সকল বিষয় চতুরবুদ্ধি জ্ঞানী-দিগের নিকট প্রচ্ছন্ন রাখিয়া দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগের নিকট ব্যক্ত করিয়াছ! কেন না ইহাই তোমার দৃষ্টিতে ভাল বোধ হইয়াছে। আমার পিতার সমুদয় সম্পত্তি আমার হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। পিতাকে অতিক্রম করিয়া কেহ পুত্রকে জানিতে পারে না, এবং পুত্রকে ছাড়িয়াও কেহ পিতাকে জানিতে পারে না। হে পরিশ্রান্ত এবং ভারাক্রান্ত ব্যক্তিসকল! আমার নিকট আইস, আমি তোমাদিগকে শান্তি প্রদান করিব। আমার প্রদত্ত ভার তোমরা লও; এবং অবগত হও যে আমি বিনম্র এবং সুশীল; তাহা হইলে তোমাদের আত্মা শান্তি পাইবে। আমার প্রদত্ত ভার লঘু এবং সহজ।"

যিশুর এই সরল মধুর প্রতিবাদ শ্রবণে শত্রুকুল নিতান্ত অপ্রতিভ হইল এবং অপদস্থ হইয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। যে অভিসন্ধিতে তাহারা যিশুর

পশ্চাতে ফিরিতেছিল তাহা সফল হইল না। তাঁহাকে কোন প্রকার ছল কৌশলে জনসমাজে অপদস্থ এবং রাজদ্বারে দণ্ডার্হ করিবার জন্য উহারা সদা সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত।

যাহারা সাধারণ ঈশ্বরের সাধারণ সম্বন্ধজ্ঞান মাত্র লাভ করিয়া কোন বিষয়ে অপরাধী হয় তাহাদের সে দোষ ক্ষমার যোগ্য। কিন্তু বিধাতার বিশেষ করুণা যখন পবিত্রাত্মার আকারে জাতিসাধারণের নিকট স্বর্গীয় নববিধান প্রচার করে, এবং পাপীদিগকে নরক হইতে তুলিয়া দেবতার আসনে বসায় তখন যদি কেহ তাহাতে অবিশ্বাস সংশয় প্রকাশ করে, তবে তাহার সে পাপের ক্ষমা নাই। এই জন্য যিশু পবিত্রাত্মার বিরুদ্ধে পাপাচারীকে এত ভৎর্সনা করিতেন। য়িহুদীরা বিধাতার বিধানে এইরূপে বার বার অবহেলা করিয়া শেষে কি দুর্গতিই না ভোগ করিয়াছে!

পুনরায় একস্থানে এক দল ফিরুশী অধ্যাপক আসিয়া বলিল, "মহাশয়! আমরা তোমার নিকট কোন অলৌকিক চিহ্ন দেখিতে ইচ্ছা করি।" যিশু বলিলেন, "ব্যভিচারী নীচ লোকেরাই অলৌকিক চিহ্ন অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, কিন্তু তাহাদিগকে তাহা দেখান হইবে না।" এইরূপে যখন তিনি জনকোলাহলের মধ্যে দাঁড়াইয়া নানা কথার ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, সেই সময় এক ব্যক্তি আসিয়া সংবাদ দিল যে "তোমার মাতা ও ভ্রাতৃগণ তোমাকে দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন।" যিশু বলিলেন, "কে আমার মাতা, কেইবা আমার ভ্রাতা ?" অনন্তর শিষ্যদিগের প্রতি হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক বলিলেন, "ঐ দেখ! আমার মাতা এবং ভ্রাতৃগণ। যে কেহ আমার স্বর্গবাসী পিতার ইচ্ছা পালন করে সেই আমার মাতা এবং সেই আমার ভ্রাতা ভগ্নী।" যিশু পাগল হইয়াছেন এবং সর্ব্বদা ভূত প্রেতের সঙ্গে বাস করেন এই মিথ্যাপবাদ শ্রবণে তদীয় মাতা ও ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে ধরিয়া লইতে আসিয়াছিল। বিপক্ষগণ উহাদিগকে আনাইয়া আপনাদের দুরভিসন্ধি সাধনের চেষ্টা করে, কিন্তু চিরকৌমার ব্রতধারী ঈশ্বরসন্তানের নিকট আত্মীয় কুটুম্বের অসার মায়া মমতা অগ্রসর হইতেও পারিল না। যাহারা সমবিশ্বাসী, পথের পথিক তাহারা ভিন্ন যিশুর অপর কুটুম্ব কেহ ছিল না। তিনি পার্থিব রক্ত মাংসের সম্বন্ধ একবারে উড়াইয়া দিলেন, সুতরাং বিপক্ষেরা হতবুদ্ধি হইল

অমরপুরবাসী দ্বিজাত্মারা কি সংসারমায়াতে কখন মুগ্ধ হন? সাধু মহাপুরুষদিগের উন্মাদ অপবাদও এ নূতন নহে। নানক চৈতন্য শাক্য পল্ সকলেই এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। বিধানপ্রবর্ত্তক বিধাতা স্বয়ং উন্মাদ, কাজেই তাঁহার অনুচর ভৃত্যগণও সেই রোগে আক্রান্ত। কোন ব্যক্তি যদি বিষয় কার্য্যের অবসানে কোন নির্জ্জন প্রদেশে গিয়া দুই এক ঘণ্টার জন্য ধ্যান চিন্তায় মগ্ন থাকে তাহাকেই লোকে পাগল মনে করে, সাধু মহাত্মাদিগেরত কথাই নাই। কিন্তু বিষয়মদে মত্ত সংসারী জীব পাগল, কি সাধু ভক্তেরা পাগল এ প্রশ্নের মীমাংসা অদ্যাপি হইল না।

প্রেরিত দ্বাদশ জন শিষ্য নানা স্থানে সুসমাচার প্রচার এবং বহুবিধ আশ্চর্য্য ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া ফিরিয়া আসিলে যিশু তাঁহাদিগকে লইয়া এক নির্জ্জন পার্ব্বত্য প্রদেশে চলিয়া যান, এবং তাঁহারা কোথায় কি. দেখিলেন, কি করিলেন তাহা শুনিবার জন্য কয়েক দিনের নিমিত্ত লোকসঙ্গ পরিত্যাগ করেন। লোকের গণ্ডগোলে সময়ে সময়ে এমন হইত যে আহার নিদ্রা এবং বিশ্রামসুখ সম্ভোগের সমূহ ব্যাঘাত ঘটিত। শিষ্যেরা আহ্লাদিত হইয়া বলিতে লাগিল, "প্রভো! আপনার নামের গুণে ভূতেরা পর্য্যন্ত আমাদের বাধ্যতা স্বীকার করিয়াছে!" যিশু বলিলেন, 'তোমরা সে জন্য আহ্লাদিত না হইয়া বরং এই জন্য আনন্দিত হও যে তোমাদের নাম স্বর্গধামে লিখিত আছে।"

কয়েক দিন তাঁহাকে না দেখিতে পাইয়া লোকেরা নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়ে। পুনরায় সকলে তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া বাহির করিল, এবং স্বর্গের সুসংবাদ শুনিয়া পরিতৃপ্ত হইল। কথিত আছে এই সময় যিশু পাঁচ খণ্ড রুটিতে পাঁচ সহস্র ব্যক্তির ক্ষুধা নিবৃত্ত করেন। অনেক দিন পরে তাঁহার মুখের মিষ্ট বচন শুনিয়া পিপাসু শ্রোতাগণ তৃপ্তি লাভ করিল, তদনন্তর সকলে একত্র উপবেশনপূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়া আহার করিল ইহাই প্রকৃত ঘটনা। যে ভোজনের মধ্যে যিশু বর্ত্তমান, সেখানে আর আশ্চর্য্য রসের অভাব কি? তিনি আধ্যাত্মিক সত্যান্ন বিতরণে ক্ষুধার্ত্তদিগকে সুখী করিলেন, তাহার পরে প্রার্থনা করিয়া সকলকে ভোজনে বসাইলেন, এরূপ স্থলে জড়বুদ্ধি সহজবিশ্বাসী লোকে মনের আনন্দ আর অন্য কিরূপে প্রকাশ করিবে?

সেই জন্য লিখিত আছে, পাঁচ রুটিতে পাঁচ সহস্রের ভোজন। কিন্তু পাঁচ রুটিতে পাঁচ সহস্রের ভোজন কি যিশুর পক্ষে একটি আশ্চর্য্য কার্য্য? পাঁচ রুটীত দূরের কথা, বিনা রুটিতে তিনি লক্ষ লোকের ভোজন দিতে পারেন! তাঁহার অমৃত বচনে যখন লক্ষ পাপী নরাধমের মন পরিবর্ত্তিত হয়,—কৃপা-কটাক্ষে শত শত নারকী স্বর্গে গমন করে, তখন এ আর একটা কোন্ সামান্য কথা! যাহারা পাঁচ রুটিতে পাঁচ সহস্রের ভোজন বিশ্বাস করিয়া সন্তুষ্ট থাকে তাহারা নিশ্চয় অল্পবিশ্বাসী। যাঁহার অঙ্গাচ্ছাদন সংস্পর্শে এবং সদ্দৃষ্টান্তে কঠিন হৃদয় দয়া হিতৈষণায় বিগলিত হইয়া যায় এবং তাহা সর্ব্ব-প্রকার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্তির কারণ হয়, তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ অকিঞ্চিৎকর ঘটনা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক সন্দেহ নাই।

আখ্যায়িকার আকারে উপদেশ।

এক দিন যিশু সমুদ্রের উপকূলে গিয়া বসিলেন, সেখানেও বহুসংখ্যক লোক ক্রমে একত্রিত হইল। অনন্তর এক অর্ণবযানে আরোহণ করিয়া তিনি এই ভাবে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

"কোন কৃষক শস্য বপন করিবার জন্য ক্ষেত্রে গেল এবং বীজ ছড়াইল। তাহার কতক বীজ পথপার্শ্বে পড়িল এবং আকাশের বিহঙ্গমগণ আসিয়া তাহা খাইয়া ফেলিল। যে সকল বীজ প্রস্তরভূমিতে পড়িয়াছিল তাঁহারা অঙ্কুরিত হইল বটে, কিন্তু বদ্ধমূল হইতে না হইতে সূর্য্যতাপে অচিরে শুকাইয়া গেল। কতকগুলি কণ্টকবনে পতিত হইয়া বৃক্ষশাখায় আচ্ছাদিত হইল। কিন্তু যে গুলি উৎকৃষ্ট ভূমিতে পড়িয়াছিল তাহা হইতে শত গুণ ফল ফলিল। যাহার কর্ণ আছে সে শ্রবণ করুক।"

শিষ্যেরা জিজ্ঞাসা করিল, "আর্য্য! আপনি গল্পচ্ছলে কেন উপদেশ দিলেন?" যিশু বলিলেন, "স্বর্গরাজ্যের রহস্য তোমরা অবগত আছ, কিন্তু অন্য সকলের নিকট ইহা অপরিজ্ঞাত। ইহাদিগকে এই প্রণালীতে উপদেশ দিতেছি, তাহার কারণ এই যে, ইহারা দেখিয়াও দেখে না, শুনিয়াও শুনে না এবং বুঝিতেও পারে না। ইহাদের হৃদয় জড়বৎ কঠিন, কর্ণ অসাড়, চক্ষু আবৃত। কোন সময় যদি ইহাদের চৈতন্যোদয় হয় তবে বুঝিবে এবং তখন আমি ইহাদিগকে আরোগ্য করিব। কিন্তু তোমাদের চক্ষু ও কর্ণকে ধন্য! যেহেতু তাহারা দর্শন এবং শ্রবণ করে। আমি সত্যই বলিতেছি, তোমরা যে সকল বিষয় দেখিতেছ এবং শুনিতেছ তাহা দেখিবার এবং শুনিবার জন্য কত ভবিষ্যদ্বক্তা ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি লালায়িত, কিন্তু তাহাদের ভাগ্যে তাহা ঘটিল না। বীজবপনের আখ্যায়িকার অর্থ তবে বলি শ্রবণ কর।"

"যখন কেহ স্বর্গরাজ্যের কথা শুনিয়াও বুঝিতে পারে না তখন পাপরিপু

আসিয়া তাহার হৃদয়ক্ষেত্র হইতে বীজ তুলিয়া লইয়া যায়; পথপার্শ্বস্থ ভূমির ন্যায় তাহার জীবন। যে ব্যক্তি কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আহ্লাদের সহিত তাহা গ্রহণ করে, কিন্তু অধিক ক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারে না, সুতরাং বিপদ পরীক্ষা আসিলেই অমনি মন ভগ্ন হয়, তাহার জীবন প্রস্তরভূমির ন্যায় অগভীর। যে সাংসারিকতা, ধনস্পৃহা এবং কামাদি রিপু কর্ত্তৃক অধিকৃত তাহার জীবন কণ্টকভূমির ন্যায় নিষ্ফল। কিন্তু যে ব্যক্তি ধর্ম্মের কথা সরল হৃদয়ে শ্রবণ করে এবং তাহা বুঝিয়া পালন করে তাহার জীবন প্রচুর ফলপ্রসবিনী উর্ব্বরা ভূমির ন্যায় জানিবে।

"যে কৃষক উত্তম বীজ ক্ষেত্রে বপন করে স্বর্গরাজ্য তাহারি মত। বীজ বপন করিয়া যখন সে ব্যক্তি রজনীতে নিদ্রিত হইল তখন তাহার শত্রু আসিয়া গোপনে সেই ক্ষেত্রে গোধূম বীজের পার্শ্বে কণ্টকের বীজ বপন করিয়া চলিয়া গেল। কালক্রমে তাহাতে শস্য এবং কণ্টক বৃক্ষ উভয়ই বাড়িয়া উঠিল এবং তাহারা ফলবান্ হইল। কৃষকের ভৃত্য এতদ্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া মনিবকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, আপনি না ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট বীজ বপন করিয়াছিলেন? তবে কণ্টকবৃক্ষ কোথা হইতে আসিল?" কৃষক বলিল, "শত্রুতে ইহা করিয়াছে।" ভৃত্য বলিল, তবে আমরা উহাদিগকে উৎপাটন করিয়া ফেলি?" কৃষক কহিল, "না, তাহা করিও না; কারণ তাহা হইলে কি জানি পাছে কণ্টকের সঙ্গে শস্যবৃক্ষও উন্মূলিত হইয়া যায়। অতএব যে পর্য্যন্ত শস্য কর্ত্তনের সময় না আসে তাবৎকাল উভয়কেই বাড়িতে দাও। পরে আমি শস্য কর্ত্তনের সময় ভৃত্যকে বলিয়া দিব যে সে প্রথমে কণ্টকবৃক্ষ সকলকে তুলিয়া এক সঙ্গে বাঁধিবে, এবং বাঁধিয়া তাহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে; কিন্তু গোধূম রাশিকে আমার শস্যাগারে রাখিবে।"

"আরো বলি, স্বর্গরাজ্য একটি ক্ষুদ্র সর্ষপ বীজের ন্যায়। ইহা অবশ্য সকল বীজের মধ্যে অতিশয় ক্ষুদ্রতম। কিন্তু যখন ইহা রোপিত হইল তখন সর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়া উঠিল, এবং একটি বৃক্ষের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইল। পরিশেষে আকাশের পক্ষীরা আসিয়া ইহার শাখায় বাস করিতে লাগিল।

"স্বর্গরাজ্য খামিরার ন্যায়। কোন স্ত্রীলোক তাহা ময়দার উপর রাখিল, ক্রমে সমস্ত ময়দার তালের মধ্যে উহা বিস্তৃত হইয়া পড়িল।"

এইরূপে যিশু সে দিন দৃষ্টান্ত দ্বারা ক্রমাগত উপদেশ দিতে লাগিলেন। গল্পসকল যেমন সহজবোধ্য, তাঁহার ধর্ম্মভাব সেইরূপ পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল ছিল; সেই জন্য এত সহজ ভাষায় গল্পের আকারে তাহা তিনি প্রকাশ করিতে পারিতেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার যে অসাধারণ লোকাতীত ক্ষমতা ছিল তাহা পণ্ডিতবর রেনানও স্বীকার করিয়াছেন। বস্তুতঃ স্বর্গীয় কবিত্বরসে যাহার চিত্ত প্লাবিত হয় সে রূপক ভাষায় দৃষ্টান্ত দ্বারা আপনার হৃদ্‌গত ভাব ব্যক্ত করিতে বড় ভাল বাসে। অথবা জীবন্ত ধর্ম্মমাত্রেই ঐরূপ কবিত্বের আকার ধারণ করে। কিন্তু কঠোরমনা অরসিক লোকেরা ইহাতে বড় বিরক্ত হয়। তাহাদের রীতি এই যে তাহারা প্রথমে ভাষা ওজন করিবে, শব্দ অনুসন্ধান করিবে, ব্যাকরণ অভিধানের সহিত তাহা মিলাইবে, পরে যদি কিছু ভাব প্রকাশ করিবার থাকে তবে তাহাকে কঠিন শব্দনিগড়ে বাঁধিবে, তাহা যদি না থাকে তবে ভাষাচাতুর্য্যের দ্বারা কার্য্য সাধন করিয়া লইবে। কবিকুলচূড়ামণি যিশুর পথ অন্য প্রকার ছিল। তিনি সুকবি, এই জন্য তাঁহার মুখে আমরা অনেক সুমিষ্ট গল্প শুনিতে পাই।

অনন্তর লোকদিগকে বিদায় দিয়া সশিষ্য তিনি এক জনপদে প্রবেশ করিলেন। শিষ্যেরা গোপনে জিজ্ঞাসা করিল, "শস্যক্ষেত্রে কণ্টকবৃক্ষ উৎপন্ন হওয়ার অর্থ কি?" যিশু বলিলেন, "যে উৎকৃষ্ট বীজ বপন করিল সে মনুষ্যপুত্র, পৃথিবী শস্যক্ষেত্র, রাজ্যের সন্তানগণ বীজ, কণ্টকবৃক্ষ পাপের সন্তান, যে শত্রু তাহা বপন করিল সে সয়তান। জগতের অন্তিম কাল শস্য কর্ত্তনের সময়, স্বর্গদূতেরা শস্যকর্ত্তনকারী। যেমন কণ্টকবৃক্ষ অগ্নিদগ্ধ হইয়া থাকে, পৃথিবীর অন্তিমকালে তদ্রূপ অবস্থা ঘটিবে। মনুষ্যপুত্র স্বর্গদূতদিগকে পাঠাইবেন। তাহারা আসিয়া তাঁহার রাজ্য হইতে দুষ্ট এবং পাপীদিগকে একত্রিত করিয়া যেখানে দন্তঘর্ষণ এবং আর্ত্তনাদ হয় সেই অনলকুণ্ডে তাহাদিগকে ফেলিয়া দিবে। তখন পুণ্যাত্মারা পিতার রাজ্যমধ্যে সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতি বিকীর্ণ করিবে।

"স্বর্গরাজ্য এক খণ্ড রত্নগর্ভা ভূমির ন্যায়। কোন মনুষ্য যখম তাহার সন্ধান পাইল তখন সে সে কথা গোপন রাখিয়া মহা আহ্লাদের সহিত আর আর সমুদয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্যে উহা ক্রয় করিল।

"পুনরায় বলি, স্বর্গরাজ্য এক মুক্তাব্যবসায়ী বণিকের ন্যায়। যখন সে মহামূল্যবান্ কোন মুক্তার অনুসন্ধান প্রাপ্ত হয় তখন সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া তাহা ক্রয় করে।

"স্বর্গরাজ্য এক খানি জালের ন্যায়। যখন সে জাল সমুদ্রজলে নিক্ষিপ্ত হয় তখন তাহাতে নানাবিধ পদার্থ আবদ্ধ হইয়া পড়ে। জাল পরিপূর্ণ হইলে মনুষ্যেরা উহাকে কিনারায় আনে এবং তথায় বসিয়া ভাল ভাল সামগ্রী পাত্রে সঞ্চয় করে, মন্দগুলি দূরে ফেলিয়া দেয়। পৃথিবীর শেষ দিনে এইভাবে স্বর্গদূতেরা সৎলোকদিগের মধ্য হইতে অসৎদিগকে পৃথক্ করিয়া দিবে। এখন কি তোমরা সব বুঝিতে পারিলে?" শিষ্যেরা বলিল, "হাঁ প্রভু, আমরা বুঝিতে পারিলাম।"

গালিল্ দেশের শেষক্রিয়া।

অনন্তর মহাত্মা যিশু শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে স্বীয় জন্মভূমি নাশরথে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইলেন। স্বদেশের আত্মীয় বন্ধুরা তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিত বলিয়া সেখানে তিনি যাইতেন না। যখন দেশের নানা স্থানে তদীয় মহিমা গৌরব প্রচারিত এবং প্রতিষ্ঠিত হইল, শত শত লোক পশ্চাৎ অনুসরণ করিল, তখন তিনি জন্মস্থানের এক ধর্ম্মমন্দিরে প্রবেশ করত উপদেশ দিতে লাগিলেন। যিশুর অপূর্ব্ব উপদেশ বাক্য শ্রবণে বিস্মিত হইয়া নাশরথীয় অধিবাসিগণ বলিয়া উঠিল, "এ ব্যক্তি কোথা হইতে এ প্রকার জ্ঞান শক্তি লাভ করিয়াছে? এ কি সেই সূত্রধরের পুত্র নয়? ইহার জননীর নাম না মেরী? জেম্‌স, জোজেস্ সাইমন্ জুডাস্ প্রভৃতি কি ইহার ভাই নয়? ইহার ভগ্নীগণ না আমাদের সঙ্গে রহিয়াছে? তবে এমন সকল কথা এ কোথায় শিখিল?" তিনি পরমাত্মজাত ঈশ্বরপুত্র প্রেরিত ধর্ম্মাচার্য্য, ইহা না বুঝিয়া দুঃখী সূত্রধর জোসেফের পুত্র এই ভাবেই সকলে দেখিল, কাজেই মনোমধ্যে ঈর্ষানল জ্বলিয়া উঠিল। যাহা তিনি বলিলেন তাহা সকলের হৃদয়কে বিদ্ধ করিল, এবং তাহা যে স্বর্গের কথা সে বিষয়ে কাহারো সংশয় রহিল না; কিন্তু মেরীর ছেলের মুখে কেন এত বড় কথা! শ্রীগৌরাঙ্গকে নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা যেমন শচীপিসীর ছেলে বলিয়া তাচ্ছিল্য করিতেন, এখানে বাল্যসহচর ও আত্মীয় প্রতিবাসিগণের হস্তে যিশুর সেই দশা ঘটিয়াছিল। লোকপাবন যিশুর মহত্ত্ব সাধুতা তাহাদের সহ্য হইল না। হা পরশ্রীকাতর বিদ্বেষী জীব! মনুষ্যত্বের গৌরব দেখিয়া কেন তোমার মনে আহ্লাদ হয় না? দেশস্থ পরিচিত ব্যক্তিদিগকে ঈর্ষান্বিত এবং ক্ষুব্ধ হইতে দেখিয়া যিশু বলিলেন, "আপনার দেশ এবং পরিবার ভিন্ন ভবিষ্যদ্বক্তা কুত্রাপি অপমানিত হয়েন না।" স্বদেশীয় লোকের তাচ্ছিল্য এবং অবহেলা দেখিয়া তিনি শীঘ্রই

স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। বিশ্বাস ভক্তি না থাকিলে ঈদৃশ মহাত্মাগণের মাহাত্ম্য কে বুঝিতে পারে? অহঙ্কার এমনি সামগ্রী, যে তাঁহার আশ্চর্য্য গুণগৌরব দেখিয়াও প্রতিবাসীরা তাহা স্বীকার করিতে পারিল না।

জলসংস্কারক জন্ এই সময় হত হন। ঋষি কারাগারে বদ্ধ থাকিয়াও এক দিনের জন্য স্বীয় মহত্ত্ব এবং তেজস্বিতা বিসর্জ্জন দেন নাই। দুর্ম্মতি আন্টিপাস্ রোমীয় সম্রাটের এক জন চাটুকার ছিল। কার্য্যোপলক্ষে একদা সে রোমনগরে যায়, গিয়া স্বীয় ভ্রাতৃভবনে বাস করে। শেষ গৃহে প্রত্যাগমন কালে ভ্রাতৃপত্নীকে হরণ করিয়া লইয়া আইসে। জন্ সময়ে সময়ে যখন রাজসন্নিধানে আনীত হইতেন তখন এই পাপের জন্য নরাধম নৃপতিকে তিরস্কার করিতেন। ইহাতে তাহার মনে ক্লেশ হইত, কিন্তু ভয়ে কিছু করিতে পারিত না। কিন্তু সেই অপহৃতা পত্নীর পক্ষে জনের তীব্র ভর্ৎসনা নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠে। তাহার পূর্ব্ব স্বামিজাত এক যুবতী কন্যা ছিল। সে এক দিন সভাস্থলে নৃত্য করে তাহাতে রাজার মন বড় সন্তুষ্ট হয়, এবং সে কন্যাকে বলে যে তুমি যাহা চাহিবে তাহাই আমি তোমাকে দিব। রাজকুমারী মাতার কুমন্ত্রণানুসারে এই ইচ্ছা জানাইল যে আমি মহর্ষি জনের ছিন্ন মস্তক উপহার লইব। হতভাগ্য হেরোদ তখন মহাবিপদে পড়িল। জন্ এক জন মহা তেজস্বী সাধু পুরুষ বলিয়া তাহার মনে ভয় ছিল। কিন্তু স্ত্রীজিত কাপুরুষের মনে ধর্ম্মভয় কত ক্ষণ স্থান পায়? নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেষ অনুচর দ্বারা সে ঋষির শিরশ্ছেদন করে এবং তাহা এক থালের উপর রাখিয়া পাপীয়সী কন্যাকে উপহার দেয়। কিছু দিন পরে সেই ভীরু আন্টিপাস যিশুর মহিমার কথা শুনিয়া স্বীয় অমাত্যবর্গকে বলিয়াছিল, জন্ পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। কেন না জনকে হত্যা করিয়া অবধি সে সেই বিষয়ে মনে মনে অনেক আন্দোলন করিত।

জন্ নিহত হইলে তদীয় শিষ্যগণ গুরুদেবের ঔর্দ্ধ্বদৈহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া সেই কথা যিশুকে গিয়া জানাইল। এই শোকাবহ বার্ত্তা শ্রবণে তিনি কোন এক সুদূর মরুদেশে অর্ণবপোতযোগে চলিয়া গেলেন। অত্যাচারী নৃপতির আক্রমণ হইতে দূরে অবস্থিতি করাই তখন তাঁহার শ্রেয়

বোধ হইয়াছিল।* তিনি জলপথে যে দেশে গেলেন, বহুলোক ক্রমে ক্রমে পদব্রজে তথায় গিয়া উপস্থিত হইল। পরে জাহাজ হইতে নামিয়া তিনি সকলকে উপদেশ দানে কৃতার্থ করিলেন। শেষ লোক জন সমস্ত বিদায় হইয়া গেলে একাকী সন্ধ্যার সময় এক পর্ব্বতোপরি প্রার্থনা ও ধ্যানে মগ্ন হন।

পুনরায় জেনিসারেৎ ভূভাগে যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন আবার চারি দিক্ হইতে শত শত দর্শক তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। বহু-লোকের জনতার মধ্যে এক পীড়িতা নারী আরোগ্য কামনায় তাঁহার পশ্চাদ্ভাগের বস্ত্রাঞ্চল স্পর্শ করিয়াছিল। স্পর্শমাত্র যিশু বুঝিলেন, তাঁহার দেহ হইতে অপর দেহে দৈবশক্তি সংক্রামিত হইল। প্রেমিক হৃদয় সাধুর প্রাণ এমনি বোধশক্তিবিশিষ্ট যে অঙ্গুলি সংস্পর্শে তাহা উত্তেজিত হইয়া উঠে। তৎক্ষণাৎ অমনি পশ্চাতের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আমার গাত্রাবরণ স্পর্শ করিল?" শিষ্যেরা বলিল, "তোমার চারি দিকেই লোকের ভিড়, গাত্রস্পর্শের কথা আর কি জিজ্ঞাসা করিতেছ?" কিন্তু সে নারী যে বিশ্বাসহস্তে তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী স্পর্শ করিয়াছিল তাহা আর অন্যে কিরূপে বুঝিবে? তিনি তাহাকে বলিলেন, "কন্যা! তোমার বিশ্বাস তোমাকে আরোগ্য করিয়াছে।" তাঁহার আশীর্ব্বাদ এবং বস্ত্রাঞ্চল স্পর্শে সে নারী নির্ব্যাধি হইয়াছিল।

বহুসংখ্যক লোক তিন দিন তিন রাত্রি ক্রমাগত সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে, কেহ আর ছাড়িয়া ঘরে যহিতে চাহে না, ইহা দেখিয়া যিশুর মনে বড় দয়া হইল। অতঃপর তিনি সকলকে একত্র বসাইয়া নিজ শিষ্যগণ দ্বারা প্রচুররূপে ভোজন করাইলেন। যিশুর মত সংন্যাসী মহন্তদিগকে সাত খণ্ড রুটিতে সাত সহস্র ব্যক্তির উদর শীতল করিতে হয় না। ভোগ্য

---

* সেন্ট জন্ বলেন, যিশু এই সময় আর একবার জেরুশালমের দিকে পলাইয়া যান। যখন যখন অধিকতর বিপক্ষতা দেখিতেন তখন তিনি লুকাইতেন এবং স্থানান্তরিত হইতেন এরূপ আভাস স্থানে স্থানে পাওয়া যায়।

সামগ্রীর তাঁহাদের অভাব কি? লোকে সুখসেব্য বস্তুরাশি সাধুসেবায় অর্পণ করিতে পারিলে কৃতার্থ হয়। আমাদের মহাপ্রভু চৈতন্যের আশ্রমেও কত খাদ্য সামগ্রী সঞ্চিত থাকিত।

ভোজনে যেমন মনুষ্য সহজে সন্তুষ্ট হয় এমন আর কিছুতেই নহে। শিষ্য এবং শ্রোতাগণ মহানন্দে ভোজন শেষ করিয়া পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিল, "সত্যই ইনি ভবিষ্যদ্বক্তা।" এই বলিয়া শেষ বলপূর্ব্বক গুরুদেবকে রাজ্যপদে বরণ করিবার জন্য তাহারা ব্যস্ত হইল। যিশু তাহা বুঝিতে পারিয়া একাকী এক পর্ব্বতের উপর চলিয়া গেলেন। তিনি দুঃখী জীবদিগের শরীর আত্মা উভয়েরই সেবা করিতেন। কিন্তু তাঁহারা হস্তে যাহারা অনন্তজীবনপ্রদ সত্যান্ন ভোজন করিয়াছে তাহারা আর সে সুস্বাদ জন্মে ভুলিতে পারিবে না।

কয়েক দিনের বিচ্ছেদের পর কেপারনিয়ামে তাঁহাকে পাইয়া শিষ্যেরা বলিল, "পণ্ডিত মহাশয়! আপনি এখানে কখন আসিয়াছেন?" যিশু বলিলেন, "তোমরা যে আশ্চর্য্য ক্রিয়া দর্শনে মোহিত হইয়া আমাকে অন্বেষণ কর নাই, কেবল রোটিকা ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়াছ বলিয়া অনুসন্ধান করিতেছ তাহা বুঝিলাম। কিন্তু মরণশীল ভোজ্য বস্তুর জন্য পরিশ্রম করিও না, চিরজীবনের উপজীব্য যে খাদ্য তাহার জন্য পরিশ্রম কর। সে খাদ্য তোমরা মনুষ্যপুত্রের নিকট পাইবে, কারণ তিনি পিতার নিকটে তাহা পাইয়াছেন।" শিষ্যেরা কহিল, "কিরূপ কার্য্য করিলে আমরা ঈশ্বরের কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি তাহা বলিয়া দিন্।" যিশু বলিলেন, "যাঁহাকে তিনি পাঠাইয়াছেন তাঁহাকে বিশ্বাস কর, তাহা হইলেই ঈশ্বরের কার্য্য করা হইবে।" শিষ্যেরা আবার বলিল, "এমন কি নিদর্শন আপনি দেখাইয়াছেন যাহাতে আমরা আপনাকে বিশ্বাস করিতে পারি। শাস্ত্রে কথিত আছে, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা মরুভূমি মধ্যে থাকিয়া স্বর্গচ্যুত অন্ন আহার করিয়াছিলেন।" যিশু বলিলেন, "মুসা তোমাদিগকে সে অন্ন স্বর্গ হইতে আনিয়া দেন নাই, আমার পিতা তোমাদিগকে স্বর্গীয় সত্যান্ন প্রদান করিতেছেন। কারণ স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া যিনি পৃথিবীকে জীবন দেন তিনি ঈশ্বরপ্রদত্ত অন্ন।" শিষ্যেরা কহিল, "প্রভু,

চিরকালই কি আপনি আমাদিগকে এই অন্ন দিবেন?” যিশু বলিলেন, “আমিই জীবনের অন্ন। যে আমার নিকট আসিবে তাহার ক্ষুধা থাকিবে না, এবং যে আমাকে বিশ্বাস করিবে সে কখন পিপাসার্ত্ত হইবে না। তোমরা আমাকে দেখিলে, তথাপি বিশ্বাস করিলে না। পিতা যাহাকে আনিয়া দিবেন সে আমার নিকট আসিবে, আমি তাহাকে কোনমতে পরিত্যাগ করিব না। আমি আমার নিজের ইচ্ছাসাধনের জন্য আসি নাই, পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে আসিয়াছি। তিনি যাহা দিয়াছেন তাহা হারাইব না, শেষের দিনে তাহাকে পুনরায় সমুন্নত করিব।”

এ সমস্ত কথা শুনিয়া শত্রুপক্ষীয় য়িহুদীরা বলিতে লাগিল, “এ ব্যক্তি না সেই জোসেফ এবং মেরীর পুত্র যিশু? তবে স্বর্গ হইতে আসিয়াছি, এ কথা কেন মুখে আনিতেছে?” যিশু বলিলেন, “তোমরা কিছু মনে করিও না। পিতার আকর্ষণ ভিন্ন আমার নিকট কেহ আসিতে পারে না। শাস্ত্রে লিখিত আছে, সকলেই ঈশ্বরের দ্বারা শিক্ষিত হইবে; অতএব যে কেহ পিতার নিকট শুনিয়াছে এবং শিখিয়াছে সেই আমার নিকট আসিবে। ঈশ্বরের লোক ব্যতীত কেহ ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না। আমি জীবনের অন্ন। তোমাদের পিতৃপুরুষেরা বনের মধ্যে স্বর্গচ্যুত অন্ন ভোজন করিয়াও মরিয়া গিয়াছে, কিন্তু এই অন্ন ভোজন করিলে মনুষ্য মরিবে না। আমি স্বর্গ হইতে সমাগত জীবনপ্রদ অন্ন। আমার মাংসরূপ এই অন্ন ভোজন করিলে পৃথিবী জীবিত হইবে।” য়িহুদীরা বলিতে লাগিল, “নিজের মাংস খাইতে দিবে এ কথার অর্থ কি?” যিশু বলিলেন, “আমার মাংস ভোজন এবং শোণিত পান ব্যতীত তোমরা জীবন পাইবে না। যে আমার মাংস ভোজন এবং শোণিত পান করে সে আমাতে বাস করে, এবং আমিও তাহাতে বাস করি। আমি যেমন পিতাতে জীবিত, সেও তেমনি আমাতে জীবিত থাকিবে।”

এই রক্ত মাংস পান ভোজনের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক গূঢ় অর্থ আছে তাহা স্থূলবুদ্ধি জীবের সহজে বোধগম্য হয় না। যিশুর পবিত্র জীবনের সাধুতারূপ রক্ত মাংস পান ভোজন এখানে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ তাঁহার সদ্গুণ মহত্ত্ব অনুচরবর্গের এমনি প্রকৃতিগত স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইবে যেন তাহা দেহের রক্তমাংসস্বরূপ। যিশুর পবিত্র শোণিত অন্য চরিত্রে প্রবাহিত

হইয়া দুইটি আত্মা ভাবে ইচ্ছা রুচি এবং চরিত্রে একীভূত হইলে এই বাক্যের অর্থ বুঝা যায়। সাধুচরিত্রের অনুকরণপ্রয়াসী সাধক এ কথার মর্ম্ম অবগত আছেন। জড়মতি য়িহুদিগণ যিশুর আন্তরিক অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া যে তাঁহাকে পাগল মনে করিয়াছিল ইহা কিছু বিচিত্র নহে। অদ্যাপি এ কথা অনেকের নিকট প্রহেলিকাবৎ মনে হয়। অভেদবাদী আত্মারাম যিশুর মহাভাবময়ী উক্তি সকল শুনিতে গল্পের মত, উন্মাদের প্রহেলিকাবৎ প্রলাপ বাক্যের মত। অতি সহজে যেখানে সেখানে যার তার কাছে তিনি ইহা বলিতেন। এমনি ভাবে বলিতেন যেন সকলে জলের মত বুঝিয়া যাইতেছে। কিন্তু ইহার অশ্রুতপূর্ব্ব ভাবার্থ মহাস্বর্গের উপরে উড়িয়া বেড়াইত। অল্পমতি জীব ইহা শুনিয়া হাসে, উপহাস করে; ভাবুক গভীরাত্মা সাধকেরাও ইহা শুনিয়া হাসে, কিন্তু অন্য ভাবে।

এই সমস্ত দুরবগাহ তত্ত্বকথা শুনিয়া শিষ্যেরাও বলিয়া উঠিল, "এ অতি কঠিন কথা, কে ইহা শুনিতে পারে?" যিশু মৃদু বচনে বলিলেন, "তোমরা কি মনঃপীড়া পাইলে? আমি আধ্যাত্মিক জীবনের কথা বলিলাম, ইহাতে আত্মা সঞ্জীবিত হয়, মাংসেতে কিছু মাত্র লাভ নাই। আমিত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পিতা শক্তিসঞ্চার না করিলে কেহ আমার নিকট আসিতে পারে না।" ইহা শ্রবণ করিয়া অনেক গুলি শিষ্য প্রস্থান করিল, আর তাহারা ফিরিল না। তখন শিষ্যবৎসল যিশু অবশিষ্ট দ্বাদশ জনকে অতীব দুঃখের সহিত বলিলেন, "তোমরাও কি চলিয়া যাইবে?" হৃদয়বান্ প্রধান শিষ্য পিটার বলিলেন, "প্রভু, কাহার নিকট আর যাইব? আমরা নিশ্চয় বিশ্বাস করি তুমি জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র পরিত্রাতা যিশু, অনন্ত জীবনের সম্বল"।

উপরে আমরা ঈশার যে উপদেশ বিবৃত করিলাম তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অগ্রে ঈশ্বর কোন সদুপায় এবং সাধু গুরু না দেখাইয়া দিলে মনুষ্য তাহা পাইতে পারে না। অতএব পিতার ভিতর দিয়া পুত্রের নিকট উপস্থিত হওয়াই স্বাভাবিক। তিনি শুভ বুদ্ধি প্রেরণ না করিলে তাঁহার সাধু পুত্র যিশুকে কে চিনিতে পারে?

যিশু সময়ে সময়ে শত্রুর আক্রমণ হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিতেন ইহা অসম্ভব নহে। যাহার পদে পদে শত্রু সে কি কখন অসতর্ক থাকিতে

পারে ? একদা কোন পর্ব্ব উপলক্ষে তদীয় ভ্রাতৃগণ বলিল, "চল আমরা গালিল্ পরিত্যাগ করিয়া জুডিয়াতে গমন করি। তুমি যদি আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতে চাও তবে সকলের সম্মুখে তাহা দেখাও, গোপন রাখিলে চলিবে কেন ?" ইহাদের মনে তখনও সংশয় অবিশ্বাস ছিল। যিশু তাহা শুনিয়া বলিলেন,"আমার যাইবার সময় এখনো আসে নাই, তোমাদের সময় সর্ব্বদাই প্রস্তুত। পৃথিবী তোমাদিগকে ঘৃণা করিবে না, কিন্তু আমাকে ঘৃণা করিবে ; কারণ আমি তাহাদের দোষের কথা বলিয়া বেড়াই।" *

একদা কোন স্থানে শিষ্যদিগকে অধৌত হস্তে রুটী ভোজন করিতে দেখিয়া কুতার্কিক ফিরুশী ও অধ্যাপকদল বলিতে লাগিল, "কেন তোমার শিষ্যেরা প্রাচীন প্রথার অন্যথা আচরণ করিতেছে ? ভোজন পাত্র এবং হস্ত ধৌত না করিয়া কেন তাহারা ভোজন করে ?" অবোধ শিষ্যবৃন্দ বিপক্ষের কোন প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিত না। যিশু তাহাদের হইয়া বলিলেন, "তোমরা পিতা মাতাকে অবহেলা করিয়া কেন মুসার বিধি লঙ্ঘন কর ? এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা অমান্য করিয়া কেন নিজেদের মতে চল ? শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে, তোমরা পিতা মাতাকে শ্রদ্ধা করিবে ; কিন্তু তোমরা পিতৃমাতৃসেবার জন্য কিছু অর্থ দেবমন্দিরস্থ ধনাগারে গচ্ছিত রাখিয়া পুনরায় আর তাহাদের একবার সংবাদও লও না ; মনে কর তদ্দ্বারা পুত্রের কর্ত্তব্য শেষ হইল। এই প্রকার আরো অনেক কার্য্য তোমরা করিয়া থাক। রে কপটাচারী, তোরা আপনাদের কল্পিত ব্যবহার দ্বারা ঈশ্বরাজ্ঞা বিলোপ করিস্ কি জন্য ? তবে বলি শ্রবণ কর। বাহির হইতে যে

---

* সেণ্ট জন্ বলেন, এই কথার পর যিশু গোপনে জেরুশালমে আবার গিয়াছিলেন। এই তাঁহার শেষ বিদায়, ইহার পর আর দেশে ফিরিয়া আসেন নাই। জনের গ্রন্থে যিশুর উক্ত নগরে তিন বার যাওয়ার কথা আছে। যত বার তিনি তথায় যাইতেন তত বার ফিরুশী সদ্দূকী ও ধর্ম্মযাজকদিগকে কপট ধূর্ত্ত বলিয়া তিরস্কার করিতেন। এইজন্য উহারা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ বধ করিবার চেষ্টা করে এবং তিনিও সেই কারণে লুকাইয়া থাকেন।

বস্তু ভিতরে যায় তাহা দ্বারা মনুষ্য অশুচি হয় না ; কিন্তু যাহা ভিতর হইতে বাহিরে আইসে তাহাতেই তাহাকে কলুষিত করে।" শিষ্যেরা তাহার অর্থ বুঝিতে না পারায় যিশু বলিলেন, "তোমরাও কি অন্যের মত বুদ্ধিহীন ? বুঝিলে না, যাহা কিছু বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করে তাহাতে মনুষ্যকে অপবিত্র করিতে পারে না ; কারণ তাহা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয় না, উদরের মধ্য দিয়া বাহিরে চলিয়া যায়। কিন্তু যাহা মনুষ্যের হৃদয় হইতে আইসে তাহাতেই তাহাকে অপবিত্র করে ; কারণ সেই স্থান হইতে মন্দচিন্তা ব্যভিচার লোভ প্রতারণা কুটিলতা, ঈশ্বরনিন্দা নীচ বাসনা সমস্ত বহির্গত হয়।"

পরে এখান হইতে তিনি সাইডন্ ও টায়ার প্রভৃতি পৌত্তলিকদিগের দেশে চলিয়া গেলেন। কেনান্‌নিবাসিনী কোন নারী তাঁহার নিকটে কাঁদিয়া বলিল, "প্রভু, আমাকে দয়া কর। আমার দুহিতা বায়ুরোগে বড় কষ্ট পাইতেছে।" যিশু প্রথমতঃ সে বাক্যের কোন উত্তর দিলেন না দেখিয়া শিষ্যেরা বলিতে লাগিল, উহাকে বিদায় করিয়া দাও। অতঃপর তিনি বলিলেন, "আমি কেবল ইস্রায়েল বংশীয় পতিত সন্তানদিগের জন্যই প্রেরিত হইয়াছি, অন্যের জন্য নহে'। বালকদিগের খাদ্য কুক্কুরকে দেওয়া অবিধেয়।" নারী কহিল, "প্রভু, তাহা সত্য, কিন্তু প্রভুর পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট কণিকা কুকুরে খাইয়া থাকে।" তচ্ছ্রবণে যিশু বলিলেন, "হে নারী, যথেষ্ট তোমার বিশ্বাস। তোমার ইচ্ছা সফল হউক !"

উক্ত প্রদেশ হইতে ডিকাপলিসের ভিতর হইয়া পুনরায় তিনি গালিলের সমদ্রতটে উপনীত হইলেন, এবং বহু শত ক্ষুধিত আত্মাকে প্রেম অন্ন বিতরণে পরিতৃপ্ত করত সুখী করিলেন। দর্শক এবং শ্রোতৃবর্গ স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাগমন করিলে তিনি অর্ণবপোতারোহণে মাগ্‌ডালা নামক নগরে চলিয়া যান। তথায় ফিরুশী ও সদুকিগণ আসিয়া বলিল, "তুমি আকাশে কিছু আশ্চর্য্য চিহ্ন দেখাও।" যিশু তদুত্তরে কহিলেন, "সন্ধ্যাকালে আকাশ রক্তিম বর্ণ দেখিলে তোমরা বল, অদ্য বেশ পরিষ্কার দিন ; এবং প্রাতে যদি আকাশ আরক্তিম এবং নিম্নগামী হয় তদ্দর্শনে বল, যে অদ্য দুর্য্যোগ হইবে। হে কপটীসকল ! তোমরা আকাশের অবস্থা নির্দ্ধারণ করিতে পার, আর সময়ের চিহ্ন দেখিয়া তাহা বুঝিতে পার না ? দুরাত্মা ব্যভিচারীরা কেবল

আশ্চর্য্য চিহ্ন দেখিতে চায় ; কিন্তু তাহাদিগকে কোন চিহ্ন দেখান হইবে না।” এ স্থলে যিশু উহাদিগের নিকট পূর্ব্বোল্লিখিত কোন অদ্ভুত কার্য্যের কথা না বলিয়া সময়ের চিহ্ন দেখিতে বলিলেন কেন? স্বভাববিরুদ্ধ কোন অলৌকিক নিদর্শনের উপর তিনি কিছু মাত্র গুরুত্ব স্থাপন করিতেন না এইজন্য। সমুদ্রজলের উপর পদব্রজে গমন, বায়ুকে ধমক্ দেওয়া, পাঁচ খণ্ড রুটিতে পাঁচ সহস্রের ভোজন, উৎকট রোগ আরোগ্য করণ এ সকল অবশ্য অলৌকিক শক্তির প্রমাণ, কিন্তু শত্রুমণ্ডলীকে তিনি ইহার একটী কথাও বলিলেন না। উহাদের প্রশ্ন উত্থাপন কেবল তাঁহাকে বিপাকে ফেলিবার জন্য, কিন্তু তাহা বিফল হইয়া গেল। তখন উহারা অন্য প্রকার অসদুপায় অন্বেষণ করিতে লাগিল।

অনন্তর তথা হইতে তিনি সমুদ্রের অপর পারে চলিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে শিষ্যদিগকে বলিলেন, “তোমরা ফিরুশী ও সদ্দুকীদিগের খামিরার সম্বন্ধে সাবধান থাকিবে। ইহা শুনিয়া সকলে মনে করিল, সঙ্গে আহারোপযোগী রুটী আনা হয় নাই তাহাই বুঝি প্রভু বলিতেছেন! যিশু বলিলেন, “হে অল্পবিশ্বাসিগণ! রুটীর বিষয়ে কেন তোমরা আলোচনা করিতেছ?” তখন সকলে বুঝিল যে বিপক্ষদিগের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে সাবধান হইতে হইবে।

তদনন্তর তিনি সিজারিয়া ফিলিপি নামক স্থানে পৌঁছিয়া শিষ্যদিগকে বলিলেন, “লোকে আমার সম্বন্ধে কে কি বলে?” তাহারা উত্তর করিল, “কাহারো মতে তুমি জন্, কেহ মনে করে তুমি এলিয়াস্, কেহ জেরিমায়া, কেহবা অন্য কিছু।” যিশু কহিলেন, “তোমারা কি বল?” তাহাতে প্রধান শিষ্য পিটার বলিলেন, “তুমি জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র খ্রীষ্ট।” ইহা শুনিয়া যিশু পিটারকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, “ইহা অস্থি মাংসের দ্বারা তোমার নিকট প্রকাশিত হয় নাই, স্বর্গস্থ পিতা তোমাকে ইহা বলিয়া দিয়াছেন। এ কথা তোমরা অপর কোন লোকের নিকট ব্যক্ত করিও না।” পরে বলিতে লাগিলেন, “মনুষ্যপুত্রকে অনেক সহ্য করিতে হইবে। প্রধানেরা এবং ধর্ম্মযাজকেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে, তিনি হত হইবেন এবং তিন দিন পরে পুনরায়

উঠিবেন।" পিটার তাহা শুনিয়া তাঁহাকে ধম্‌কাইয়া বলিল, "সে কি কথা! ঈশ্বর করুন যেন তাহা না হয়!" এ প্রকার মমতার অনুযোগ যিশুর পক্ষে একটি প্রলোভন পরীক্ষা। তিনি পিটারকে ধমক্ দিয়া বলিলেন, "দূর হও সয়তান! আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও! ঈশ্বরের বিধান তোমার ভাল লাগে না, কেবল মনুষ্যের বিধান ভাল লাগে? আমার সঙ্গে যে আসিতে চায় সে আপনাকে অস্বীকার করুক এবং স্কন্ধে ক্রুশভার লউক! কারণ যে কেহ আপন জীবন রক্ষা করিবে সে তাহা হারাইবে; কিন্তু যে আমার এবং বিধানের অনুরোধে ইহা হারাইবে সে বাঁচিয়া যাইবে। আত্মার পরিবর্ত্তে যদি সমস্ত ভূমণ্ডল প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে লাভ কি? অতএব এই পাপী ব্যভিচারী বংশের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার এবং আমার মুখবিনিঃসৃত বচনের জন্য লজ্জিত হইবে, পিতার গৌরব এবং পবিত্র স্বর্গদূতগণে বেষ্টিত হইয়া মনুষ্যপুত্র যখন আসিবেন তখন তিনিও তাহাদিগের সম্বন্ধে লজ্জিত হইবেন। আমি যথার্থ বলিতেছি, তোমাদের ভিতর কয়েক জন স্বর্গরাজ্যের মহিমা না দেখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে না।" এখানে ভাবীমৃত্যুর কথা যিশু যাহা বলিলেন তাহা শিষ্যেরা ভাল বুঝিতে পারিল না। ভয়প্রযুক্ত সাহস করিয়া সে কথার অর্থ কেহ জানিতেও চাহিল না। পিটারের উত্তর শুনিয়া যিশু এইজন্য তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন যে তিনি স্বীয় আচার্য্য দেবের মহত্ত্ব কিছু বুঝিতে পারিয়াছিলেন। প্রচলিত সাধারণ সংস্কার-মতে তিনি রাজা, শাসনকর্ত্তা, স্বজাতির পার্থিব গৌরব স্থাপয়িতা। পিটার যদিও ইহার বিপরীত কথা বলিলেন, কিন্তু যিশুর মহিমা তিনিও সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহার যে মহৎ ব্রত তাহার শেষ পুরস্কার মৃত্যু, এবং সেই মৃত্যুই জয়ের কারণ, ইহা দিব্যজ্ঞানে তাঁহার বোধগম্য হইয়াছিল। চারিদিকের প্রতিকূল অশুভ চিহ্ন দর্শনে তিনি ভাবীবিপদের কথা বলেন, কিন্তু পিটার তাহা মানবীয় ভাবে গ্রহণ করত মায়ামুগ্ধ জীবের ন্যায় প্রভুকে অনুযোগ করিল এবং তজ্জন্য ধমক্ খাইল।

এই ঘটনার ছয় দিবস পরে যিশু পিটার জেম্‌স এবং জনকে সঙ্গে লইয়া যামিনীযোগে এক দূরস্থিত পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিলেন। এই তিন জন শিষ্য তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। গুপ্ত কথা ইহাদিগকেই বলিতেন। মুসা

এবং ইলায়াসের সহিত প্রেমযোগে মিলিত হইয়া যিশু এখানে এমন এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিলেন, বোধ হইল যেন তিনি রূপান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে শুভ্র সূর্য্যরশ্মি বিকীর্ণ হইয়া পড়িল, অঙ্গের বসন তুষার-মণ্ডিত ধবল অচলের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল, এবং অন্তরীক্ষে এই দৈববাণী হইল যে, "ইনি আমার প্রিয় পুত্র, ইহাঁতে আমি পরম সন্তুষ্ট। তোমরা ইহাঁর বাক্য শ্রবণ কর।" শিষ্য তিন জন প্রগাঢ় নিদ্রায় অচৈতন্য প্রায় ছিল, সহসা নিদ্রাভঙ্গে এই বিচিত্রমূর্ত্তি দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইল। তাহাদের বোধ হইল যেন মুসা এবং ইলায়াস্ যিশুর পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। বস্তুতঃ তথায় যিশু ভিন্ন আর কেহ ছিল না। পরলোকগামী অমর আত্মার সহিত ইহলোকবাসী ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের যে আধ্যাত্মিক মিলন তাহারি আভাস এই ঘটনায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। উন্নতমনা মহাপুরুষেরা যখন পৃথিবীতে আপনার ভাবের সমভাবী সহৃদয় বন্ধু না পাইয়া বিষাদিত হন, তখন স্বর্গের দেবতাগণ তাঁহাদের সাধু সঙ্কল্পের সহিত সহানুভূতি করেন। তৎকালে বিধানপ্রবর্ত্তক সাধুর অন্তরনিহিত স্বর্গীয় আদর্শ সমুজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। ইহা বাহ্যদর্শন নহে, আত্মার যোগ, ইচ্ছা ও ভাবের সম্মিলন। পরলোকগত ইলায়াসের সম্বন্ধে শিষ্যদিগের মনে যে মিথ্যা সংস্কার ছিল তাহা এই সময় কিয়ৎ পরিমাণে অপনীত হয়। সাধারণ বিশ্বাস এই, স্বর্গ হইতে যে প্রেরিত পুরুষ স্বজাতির উদ্ধারের জন্য আসিবেন তিনি পার্থিব ক্ষমতায় সর্ব্বোপরি। তিনি দাউদ নরপতির বংশে বেথালহেম নগরে জন্ম গ্রহণ করিবেন। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে ইলায়াস্ আসিয়া সকলকে সংবাদ দিবে। যিশু সেরূপ রাজক্ষমতাশালী মহাপুরুষও নহেন, ইলায়াসের সঙ্গে তাঁহার সে প্রকার সম্বন্ধও নহে। গৌরবের পরিবর্ত্তে অপমান ঘৃণা, ক্ষমতা এবং প্রভুত্বের পরিবর্ত্তে মৃত্যু তাঁহার অদৃষ্টে লেখা আছে ইহা বুঝিয়া তদনুসারে তিনি প্রস্তুত হইতে লাগিলেন এবং তাহা প্রকাশ করত সহচরগণের ভ্রান্তি দূর করিলেন।

পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসিলে বহুলোক সমবেত হইল। এক জন বলিল, "প্রভু, আমি আমার পীড়িত সন্তানকে তোমার শিষ্যদিগের নিকটে আনিয়াছিলাম, কিন্তু কেহ তাহাকে ভাল করিতে পারিল না।" তাহা

শুনিয়া যিশু বলিলেন, "হে বিশ্বাসহীন বিকৃতমনা লোকসকল! আমি আর কত দিন তোমাদের সঙ্গে থাকিব?" এই বলিয়া সেই রোগীকে রোগোন্মুক্ত করিলেন। শিষ্যেরা গোপনে জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভু, কেন আমরা ভাল করিতে পারিলাম না?" যিশু বলিলেন, "তোমাদের অবিশ্বাসের জন্য। যদি সর্ষপ কণার ন্যায় তোমাদের বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে এই পর্ব্বতকে বল যে স্থানান্তরিত হও, অমনি সে স্থানান্তরিত হইবে, এবং তোমাদের দ্বারা কিছুই আর অসম্ভব থাকিবে না।" ইহা কহিয়া পুনর্ব্বার ভবিষ্যৎ দুর্ঘটনার কথা ব্যক্ত করিলেন।

অতঃপর সকলে কেপারনিয়ামে ফিরিয়া আসিলে, কয়েক জন করসংগ্রাহক পিটারকে বলিল, "তোমাদের গুরু কি রাজস্ব দেন না?" সে কথা পিটার যিশুকে অবগত করিবা মাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজারা কাহার নিকট টোলট্যাক্স আদায় করে?" আপনার প্রজার নিকট, না বৈদেশিকের নিকট?" পিটার বলিলেন, "বৈদেশিকের নিকট।" যিশু বলিলেন, "তবে দেশীয় লোকেরা তাহা হইতে বিমুক্ত। তথাপি তুমি সমুদ্রে যাও, গিয়া একটি মৎস্য ধরিয়া আন এবং তাহা হইতে উহাদিগকে ট্যাক্স প্রদান কর।

এই সময় শিষ্যেরা জিজ্ঞাসা করিল, "স্বর্গরাজ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্ ব্যক্তি?" যিশু বলিলেন, "তোমাদের মধ্যে যে সকলের জ্যেষ্ঠ হইতে চায় সে কনিষ্ঠ হউক, এবং সকলের ভৃত্য হউক।" পরে তিনি এক শিশু সন্তানকে লইয়া সকলের মধ্যস্থলে বসাইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "তোমরা এই শিশুর মত না হইলে স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারিবে না। যে আমার নামে একটি শিশুকে সাদরে গ্রহণ করে সে আমাকে এবং আমার প্রেরণকর্ত্তাকে গ্রহণ করে। কিন্তু আমাতে বিশ্বাসী কোন শিশুকে যে ক্লেশ দেয় তাহার গলদেশে শিলাবন্ধন পূর্ব্বক জলমগ্ন হইলে ভাল হইত। ধিক্! পৃথিবীকে যে সে এইরূপে ক্লেশ দেয়। যদিও ইহা আবশ্যক, কিন্তু সে মনুষ্যকে ধিক্ যাহা দ্বারা ইহা অনুষ্ঠিত হয়। সাবধান! ঈদৃশ সন্তানের প্রতি যেন কেহ হিংসা না করে। তাহাদের স্বর্গদূত সর্ব্বদা স্বর্গধামে বসিয়া আমার পিতার মুখ দর্শন করিতেছে।"

যিশু যখন হইতে পিটারের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, তোমার হস্তে স্বর্গের চাবি থাকিবে, তুমি প্রস্তর স্বরূপ, তোমার উপর স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হইবে, তখন হইতেই বোধ হয় অন্যান্য শিষ্যের মনে কিছু মাৎসর্য্যের সঞ্চার হয়। এই নিমিত্ত উহারা পরস্পরে তর্ক বিতর্ক করিতেছিল যে, কে আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ? কিন্তু শ্রেষ্ঠ হওয়ার যে লক্ষণ যিশু বর্ণন করিলেন তাহাতে সকলের অস্থি চূর্ণ হইয়া গেল। বয়াধিক্য বা বিদ্যা সম্ভ্রম এ স্থলে উচ্চাসন পাইল না, বিনয় দীনতা শিশুর সারল্যের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল।

অনন্তর যিশু বলিলেন, "পতিতোদ্ধারের জন্যই মনুষ্যপুত্র অবতীর্ণ হইয়াছেন। যদি কোন ব্যক্তির এক শত মেষের মধ্যে একটি মেষ পথভ্রষ্ট হয় তবে কি সে আর সকলকে রাখিয়া সেই একটি মেষকে অন্বেষণ করে না? যখন অন্বেষণ করিয়া তাহাকে পায় তখন সে সর্ব্বাপেক্ষা তাহার জন্য অধিক আনন্দ প্রকাশ করে। তোমাদের পিতারও জানিবে তেমনি ইচ্ছা যে তাঁহার একটি ক্ষুদ্র শিশু বিনষ্ট না হয়।

"যদি তোমার ভ্রাতা কোন দোষ করে, তবে প্রথমে তোমরা উভয়ে সে বিষয় আলোচনা করিবে। যদি সে তোমার কথা রাখে তাহা হইলে তুমি একটি ভাইকে পাইলে। কিন্তু যদি সে তোমার কথা না শুনে, তবে আর দুই এক জনকে তাহা বল; কারণ দুই তিন জনের সাক্ষ্য দ্বারা প্রত্যেক কথা সাব্যস্ত হয়। তাহাতেও যদি সে অবহেলা করে, তবে সমাজকে বল। সমাজ যদি সে না মানে তবে ঘৃণ্য চণ্ডাল বলিয়া তাহাকে জানিবে। যাহা কিছু তোমরা পৃথিবীতে সঞ্চয় করিবে বা হারাইবে তদনুসারে স্বর্গলোকে ফল পাইবে। তোমরা দুই জনে এক মত হইয়া যাহা চাহিবে তাহা স্বর্গবাসী পিতা তোমাদিগকে দিবেন। কেন না যেখানে দুই কি তিন জন আমার নামে একত্রিত হয় তাহার মধ্যে আমি অবস্থিতি করি।"

পিটার জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, আমার ভ্রাতার অপরাধ আমি কত বার ক্ষমা করিব? সাত বার কি?" যিশু বলিলেন, "তুমি সপ্ততি গুণ সাত বার ক্ষমা করিবে!" পরে দৃষ্টান্ত দ্বারা বলিলেন, "স্বর্গরাজ্য এক জন

ভূপতির ন্যায়। একদা তিনি ভৃত্যদিগের নিকট হিসাব বুঝিয়া লইতে লাগিলেন। এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট দশ সহস্র মুদ্রার ঋণী ছিল, এক কপর্দ্দকও পরিশোধ করে নাই। রাজা আজ্ঞা দিলেন, "উহাকে এবং উহার স্ত্রী পুত্র এবং সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ লও।" ভৃত্য তাঁহার পদানত হইয়া বলিল, 'প্রভু, ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, আমি সমুদয় ঋণ পরিশোধ করিতেছি।' ইহা শুনিয়া রাজার মনে দয়ার সঞ্চার হইল, তিনি তাহাকে ঋণমুক্ত করিলেন। কিন্তু সে ভৃত্য যাহার নিকট শত মুদ্রা পাইত তাহাকে তৎক্ষণাৎ ধরিল এবং অত্যন্ত কষ্ট দিতে লাগিল। ঋণী ব্যক্তি অনেক কাকুতি মিনতি করিল তথাপি তাহা শুনিয়াও সে তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিল। এই কথা রাজা শ্রবণ মাত্র মহাক্রোধে উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, 'কি দুষ্ট! আমি তোর প্রতি দয়া করিয়া এত টাকা ছাড়িয়া দিলাম, আর তুই আপনার অধমর্ণের প্রতি দয়া করিতে পারিলি না?' এই বলিয়া তিনি তাহাকে ঋণের জন্য কারারুদ্ধ করিলেন।" যদি তোমরা তোমাদের প্রত্যেক অপরাধী ভ্রাতার দোষ ক্ষমা না কর, তাহা হইলে স্বর্গীয় পিতাও ঐরূপে তোমাদের সহিত ব্যবহার করিবেন।"

জন্ বলিলেন, "প্রভু, এক ব্যক্তি তোমার নামে রোগ ভাল করিতেছে, কিন্তু সে আমাদের সঙ্গে থাকে না।" যিশু তাহার উত্তর দিলেন, "যাহারা আমার বিরোধী নহে তাহারা আমার সপক্ষ। আমার নামে যদি কেহ এক পাত্র জল তোমাদিগকে পান করিতে দেয়, আমি সত্য বলিতেছি, সে পুরস্কার লাভে বঞ্চিত থাকিবে না।"

স্বদেশপরিত্যাগ।

মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে কেপারনিয়ামে বসিয়া আপনার শিষ্যদিগকে যিশু ঐ সকল উপদেশ দিয়াছিলেন। গালিল্ বিভাগের প্রচারকার্য্য এক্ষণে সমাপ্ত হইল। যদিও এ দেশের বহুলোক তাঁহার বাক্য শুনিতে আসিত এবং আনুগত্য প্রকাশ করিত, কিন্তু তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। সম্মুখে ভয়ঙ্কর পরীক্ষার কাল উপস্থিত, য়িহুদী ধর্ম্মযাজক ও প্রধানতম কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ক্রমাগত ছিদ্রান্বেষণ করিতেছে; অপর দিকে আপনার শিষ্যগণ কোথায় ভাবী বিপদের জন্য প্রস্তুত হইবে, না ভাবিতেছে, কেমন করিয়া তাহারা যিশুর রাজতক্তের পার্শ্বে বসিবে; কেহ বা মনে করিতেছে, এত ক্ষতি স্বীকার করিলাম অবশ্যই তদনুরূপ পুরস্কার পাইব; কিন্তু কিরূপে কঠোরহৃদয় ইস্রায়েল এবং পৌত্তলিকদিগের মধ্যে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে শত্রুকুল নূতনবিধানের আশ্রয়ে পরিত্রাণ পাইবে সে বিষয়ে কাহারো ভ্রূক্ষেপ নাই; এই উভয় বিধ অবস্থা আলোচনা করিয়া দেবরাজ যিশু নিতান্ত ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। কিন্তু এই গুরুতর দুশ্চিন্তার পেষণে তাঁহার অন্তরের বিশ্বাস অগ্নি আরো জ্বলিয়া উঠিল। যে অভ্রান্ত বিশ্ববিজয়ী বিধান তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয় তাহা আশুফল প্রত্যাশা করে না; পরিণামে দেশ কালের অতীত অবস্থায় ঈশ্বরেচ্ছার জয় হইবেই হইবে ইহাই কেবল সে বিশ্বাস চক্ষে দেখে। কত কত মনুষ্যবংশ ধ্বংস হইবে, কত রাজা ও রাজ্য কালস্রোতে লীন হইয়া যাইবে, রাশি রাশি বিঘ্ন বিপদ পাপজঞ্জাল আসিয়া সত্যের গতিরোধ করিবে, কিন্তু অনন্তকাল স্থায়ী অক্ষয় ধ্রুব সত্য কি তাহাতে বিনষ্ট হইতে পারে? যিশু স্বকর্ণে আপনার স্বর্গবাসী পিতার মুখে শুনিয়াছেন বিধানের জয় নিশ্চয়, সুতরাং কাল কিংবা ফলগণনা এখানে স্থান পায় না। তাঁহার কার্য্যপ্রণালী যেমন আত্মবলিদান, ফল প্রত্যাশা তেমনি ভগবানের অভ্রান্ত বাণী। এ বিষয়ে পৃথিবীকে তিনি এক

নূতন পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ ঘটনার মধ্যেও কি তিনি আশার সফলতা দেখেন নাই? অবশ্য দেখিয়াছিলেন। যৎকালে চিহ্নিত দ্বাদশ জন ব্যতীত আরো কতকগুলি শিষ্য নানা স্থানে সুসমাচার প্রচার করিয়া আসিয়া বলিল,"আমরা সর্ব্বত্র জয় লাভ করিয়াছি," তখন যিশু আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন; এবং বলিতে লাগিলেন, "আমি সয়তানকে বিদ্যুতাগ্নির ন্যায় স্বর্গভ্রষ্ট হইতে দেখিয়াছি।" আশানুরূপ ফল তখন পর্য্যন্ত ফলে নাই সত্য, কিন্তু দুঃখী ও মধ্যবিধ শ্রেণীর লোকসমাজে পরিত্রাণের বীজ রোপিত হইয়াছিল। ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ প্রমুক্ত হইয়াছে ইহা তিনি দিব্য জ্ঞানে দর্শন করিলেন। গালিল্ দেশে অন্ততঃ কয়েক ব্যক্তির জীবনে স্বর্গরাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইল ইহাই তাঁহার সন্তোষের কারণ।

প্রচারকার্য্যের প্রারম্ভে যিশু যেমন কেবল ইস্রায়েল জাতিকেই সুসমাচার শুনাইতেন, অন্য জাতির প্রতি চাহিতেন না, ইদানীং আর সে ভাব ছিল না। কিন্তু তিনি মাতৃভূমি ও স্বজাতিকে যে এত ভাল বাসিতেন দেশের হতভাগ্য লোকেরা তাহা বুঝিতে পারিত না; বরং তাঁহাকে মহা অনিষ্টকারী শত্রু মনে করিয়া ঘৃণা করিত। এই সকল দুরবস্থা স্মরণ করিয়া তিনি কেপারনিয়াম প্রভৃতি স্থানকে অভিশাপ দেন। যাহাদিগের জন্য এত করিলেন, অনাহার অনিদ্রায় পথে পথে নগরে নগরে ফিরিলেন তাহারা ভাল হইল না, স্বর্গের কথা শুনিল না, যিশুর কোমল হৃদয় কি ইহা সহ্য করিতে পারে? মনের গভীর দুঃখে এই জন্য স্বদেশকে তিরস্কার করিয়াছিলেন; কিন্তু সাইডন্ টায়ার প্রভৃতি পৌত্তলিক প্রধান স্থানে লোকের অবস্থা যেরূপ দেখিলেন তাহাতে আশা হইল যে য়িহুদী অপেক্ষা উহারা হৃদয়বান্। প্রচারকার্য্যে বহির্গত হইয়া তিনি বিচিত্রস্বভাব মানবগণের চরিত্র অনুধাবন করিতেন, এবং শিষ্যদিগকে বিভিন্ন প্রকার অবস্থার মধ্যে লইয়া গিয়া অনেক বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। ভবিষ্যতের জন্য তাহারা কিরূপে প্রস্তুত হইবে, শত্রুর নির্য্যাতন কেমন করিয়া সহ্য করিবে ইহা ভাবিয়া তাঁহার চিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। এত দিন অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অবস্থায় মাতৃভূমির শীতল ক্রোড়ে বিচরণ করিলেন, সুতরাং তাদৃশ ভয় ভাবনার কারণ উপস্থিত হয় নাই। এক্ষণে প্রাচীন ধর্ম্মসমাজের

অন্ধবিশ্বাসী নরঘাতক প্রধান মণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিবার কাল সম্মুখীন হইল। যে স্থান পাপ কুসংস্কারের প্রধান দুর্গ তাহাকে এখন আক্রমণ করিতে হইবে। এই জন্য তিনি আপনি যেমন প্রাণদানে প্রস্তুত হইলেন, তেমনি সহচরবৃন্দকে তৎসম্বন্ধে সতর্ক করিতে লাগিলেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে তখনও পর্য্যন্ত কেহ তাঁহার মহৎ অভিপ্রায় বুঝিতে সমর্থ হয় নাই। প্রেরিত মহাপুরুষ শত্রুহস্তে নিহত হইবেন ইহা সাধারণ সংস্কারের বিপরীত, সুতরাং কে তাহা প্রতিপন্ন করিতে পারে? যিশু সে বিষয়ে বারবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। শিষ্যেরা পার্থিব সুখলালসার বশবর্ত্তী হইয়া আপনাদের মণ্ডলীমধ্যেও অশান্তি দ্বেষ হিংসা আনিয়াছিলেন। নীচ স্বার্থপরতা কাহারো কাহারো মনে বিলক্ষণ আধিপত্য করিত।

ভগবানের কি অনির্ব্বচনীয় লীলা! যিশু বিদায়কালে দুঃখভগ্ন মনে যে সকল দেশকে অভিসম্পাত করিলেন, ত্রিশবৎসর গত হইতে না হইতে সেই সমস্ত ভূভাগ রোমীয় সাম্রাজ্যের ঘোর অত্যাচারে একবারে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গেল। যে হ্রদের নির্ম্মল বক্ষ সূর্য্যকিরণে ঝল মল করিত তাহা অধিবাসীদিগের অজস্র শোণিতধারায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। যে সকল স্থান ফল ফুল বৃক্ষ লতা তৃণ পত্রে অমরোদ্যানের ন্যায় শোভা পাইত তাহা প্রজাপুঞ্জের মৃতদেহনিঃসৃত পূতিগন্ধে ভীষণ শ্মশানের আকার ধারণ করে। গালিলের জনপদ সকল বিষম রাষ্ট্রবিপ্লবে তৎকালে এমন দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয় যে তাহা বর্ণনাতীত। কোন কোন পণ্ডিত বলেন তত্রত্য জলবায়ুর অবস্থা পর্য্যন্ত এখন পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

[পূর্ব্ববিভাগ সমাপ্ত।]

নমঃ সচ্চিদানন্দায় হরয়ে

ঈশাচরিতামৃত।

উত্তরবিভাগ।

"পিতর্য্যস্মি পিতাময়ি।
যূয়ংময্যস্মি যুষ্মাসু।"
[জন্, ১৪।২০]

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা কর্ত্তৃক
বিরচিত।

কলিকাতা।

বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮০৫। ৪ জ্যৈষ্ঠ।

মূল্য ৸০ বার আনা।

সূচীপত্র।

ঈশাচরিতামৃত।

জেরুশালমে যাত্রা।

(সামেরিটান্ নারী।)

যিশু গালিল্ পরিত্যাগ করিয়া জুডিয়ার অভিমুখে চলিলেন; জন্মের মত জন্মভূমির নিকট বিদায় লইলেন। আগে পাছে সহচর ও শিষ্যগণ, যেন মহাবীর সম্মুখসমরে বহির্গত হইল। পৌত্তলিকদিগের পরিত্রাণের জন্য তাঁহার হৃদয় ইতঃপূর্ব্বেই ব্যাকুল হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা চরিতার্থের এক উৎকৃষ্ট সুযোগ পাইলেন। গালিল্ হইতে জুডিয়া যাইবার পথে সামেরিয়া নামে এক ক্ষুদ্র দেশ আছে, উহা পৌত্তলিকদিগের আবাস স্থান। ধর্ম্মাভিমানী য়িহুদী জাতির সহিত ইহাদের আহার ব্যবহার ছিল না কেবল তাহা নহে, উভয়ে কেহ কাহার ছায়া স্পর্শ করিত না। কিন্তু সামেরিটান-বাসীরা বড় দয়ালুস্বভাব ছিল। মেরীতনয় অগ্রে কয়েক জন শিষ্যকে এই দেশে প্রেরণ করেন। তাহারা এক স্থানে পৌঁছিয়া গুরুদেবের অবস্থিতির জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু অধিবাসিগণ তাহাতে সম্মত হইল না। জেমস্ এবং জন্ এজন্য অপমানিত হইয়া যিশুকে বলিয়াছিলেন, "প্রভু, আপনি যদি আজ্ঞা করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যদ্বক্তা ইলায়াস্ যেমন করিয়াছিলেন তেমনি আমরা আদেশ করি, স্বর্গ হইতে অগ্নি বর্ষিত হইয়া উহাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলুক!" যিশু তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলেন, "তোমরা জান না তোমরা কি প্রকৃতির মনুষ্য। মনুষ্যপুত্র লোকের জীবন নাশ করিতে আসেন নাই, তাহা রক্ষা করিতে আসিয়াছেন।"

এই কথার পর যিশু উক্ত দেশের অন্তর্গত সাইচার নামক নগরে উপনীত হইলেন। মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত, ক্ষুধা তৃষ্ণা ও পথশ্রান্তিতে শরীর ক্লিষ্ট হইয়াছে, নিকটে এক কূপ দর্শন করিয়া তথায় বসিলেন। শিষ্যেরা ভক্ষ্য বস্তু আহরণার্থ নগরমধ্যে চলিয়া গেল। এই কূপতটে নারীগণ সচরাচর জল লইতে আসিত। একটি স্ত্রীলোক জল তুলিতে আসিয়াছে দেখিয়া যিশু তাহার নিকট পানার্থ জল প্রার্থনা করিলেন। বামা বলিল, "সে কি কথা! তুমি য়িহুদী হইয়া সামেরিটান্ নারীর হস্তে জল পান করিবে?" যিশু বলিলেন, "যিনি তোমার নিকট জল চাহিতেছেন, ঈশ্বরপ্রসাদে যদি তুমি তাঁহাকে চিনিতে পারিতে, তাহা হইলে তুমি তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে এবং তিনি তোমাকে জীবনপ্রদ সলিল প্রদান করিতেন।" স্ত্রীলোকটি বলিল, "মহাশয়! আপনার নিকট জল তুলিবারত কিছুই দেখিতেছি না, এবং এ কূপও অতিশয় গভীর, তবে আপনি জল কেমন করিয়া দান করিবেন? তবে কি আপনি এই কূপপ্রতিষ্ঠাতা জ্যাকোবের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লোক?" যিশু বলিলেন, "এ জল যে পান করে, সে আবার তৃষ্ণার্ত্ত হয়, কিন্তু আমার প্রদত্ত জল পান করিলে আর পিপাসা থাকিবে না। যে তাহা পান করিবে তাহার ভিতরে এক অনন্তজীবনের প্রস্রবণ উন্মুক্ত হইয়া যাইবে।" এমনি তাঁহার ভাবের উদ্দাম যে কে কোন্ কথা ধারণ করিতে পারিবে, না পারিবে তাহা ভাবিবার অবসর ছিল না; সর্ব্বদা তাঁহার চক্ষে যেন অনন্ত বিস্তৃত অধ্যাত্মরাজ্য বাহ্য বস্তুর ন্যায় ভাসমান থাকিত। দুঃখিনী সামান্যা নারী চিরকাল কূপের জলই পান করে, সে যিশুর কথার গভীর অর্থ কিরূপে বুঝিবে? সাধু মহাপুরুষেরা যেন আপনার ভাবে আপনি পাগল। নারী বলিল, "মহাশয়, তবে আমাকে সেই জল কিঞ্চিৎ দান করুন, যাহাতে আর আমার পিপাসা না হয় এবং এখানে আর আসিতেও না হয়।" একাকী নির্জ্জনে স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপ করা বিধেয় নহে এই ভাবিয়া বোধ হয় শেষ তিনি বলিলেন, "তোমার স্বামীকে ডাকিয়া আন।" তাহার বৈধ স্বামী কেহ ছিল না, যিশু তাহা পরে বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া স্ত্রীলোকও পরিশেষে বুঝিল যে ইনি সামান্য নর নহেন, এক জন প্রেরিত পুরুষ। তখন সে পুনর্ব্বার বলিল, "আমা-

দের পিতা পিতামহেরা এই পর্ব্বতে উপাসনা করিতেন, কিন্তু আপনারা বলেন জেরুশালমই উপাসনার স্থান"। যিশু বলিলেন, "হে নারী, আমার কথায় তুমি বিশ্বাস কর। সময় আসিতেছে যখন এ উভয়ের কোন স্থানেই তোমরা পিতার উপাসনা করিবে না। উপাসনা কাহাকে বলে তাহা তোমরা জান না, আমরা জানি। সময় আসিতেছে এবং আসিয়াছে যখন যথার্থ উপাসকেরা পিতা পরমেশ্বরকে আত্মাতে এবং সত্যেতে পূজা করিবে, কারণ তিনি এইরূপ ইচ্ছা করেন। ঈশ্বর চিৎস্বরূপ, অতএব যে তাঁহাকে উপাসনা করিতে চায় সে আত্মাতে এবং সত্যেতে উপাসনা করিবে।" প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা কোন স্থানবিশেষে বদ্ধ নহে, মানবাত্মাই তাহার মন্দির। বাহ্য পূজার প্রতিকূলে এই আধ্যাত্মিক উপাসনাতত্ত্ব এখানে ব্যাখ্যাত হইল। সংক্ষেপে এরূপ নিগূঢ় উপাসনাতত্ত্ব আর কেহ বলিতে পারে না। ধর্ম্মের মূল কথা, সার উপদেশ ইহার ভিতর নিহিত আছে।

এমন সময় শিষ্যেরা এই দৃশ্য দর্শন করত বিস্ময়াপন্ন হইল। কিন্তু তিনি কি জন্য স্ত্রীলোকের সহিত একা বাক্যালাপ করিতেছিলেন তাহা কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। স্ত্রীলোক স্বস্থানে চলিয়া গেলে শিষ্যেরা বলিল "প্রভু, ভোজন করুন।" যিশু ভাবে বিভোর হইয়া বলিলেন, "আমার এক খাদ্য সামগ্রী আছে তাহা তোমরা জান না।" সকলে মনে করিল, তবে কি কেহ কোন খাদ্য সামগ্রী দিয়া গিয়াছে? প্রভু পুনরায় বলিলেন, "আমার প্রেরয়িতার ইচ্ছা পালন এবং কার্য্য সম্পাদন করাই আমার খাদ্য। তোমরা না বলিয়া থাক, শস্য প্রস্তুত হইতে এখনও চারি মাস বাকী আছে? ক্ষেত্রের দিকে অবলোকন কর, উহা সুপক্ক শস্যমঞ্জরীতে কেমন শুভ্রবর্ণ হইয়াছে! যে উহা কর্ত্তন করিবে, সে বেতন পাইবে এবং অনন্তজীবন ফলসংগ্রহ করিবে। তখন বপনকারী ও কর্ত্তনকারী উভয়ে মিলিয়া আনন্দ সম্ভোগ করিবে। এক জন বপন করে, আর এক জন শস্য কর্ত্তন করে, সেই কথা এ স্থলে সত্য হইল। যেখানে তোমরা কোন পরিশ্রম কর নাই সেই খানে আমি তোমাদিগকে ফলসংগ্রহের জন্য পাঠাইতেছি। অন্যেরা পরিশ্রম করিয়া গিয়াছে, তোমরা এক্ষণে তাহার ফল ভোগ করিতে চলিলে।" পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণের পরিশ্রমজাত ফল পরবংশীয়গণ অনায়াসে

ভোগ করিতে পায়। যিশুর রোপিত বৃক্ষের ফল তদীয় শিষ্যশাখাগণ উপভোগ করিয়াছিল।

তদনন্তর সেই নারীর প্রমুখাৎ মনুষ্যপুত্রের অলৌকিক গুণগ্রামের কথা শুনিয়া নগরবাসীরা তৎসমীপে উপনীত হইল এবং স্বকর্ণে তাঁহার শ্রীমুখের বাণী শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিল, "ইনি বাস্তবিকই জগতের পরিত্রাতা যিশু।" এখানে অনেকে তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়াছিল। লোকদিগের অনুরোধে যিশু এই স্থানে দুই দিবস কাল অবস্থিতি করেন। তিনি যে প্রেরিত মহাপুরুষ, পরিত্রাণ বিলাইবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এ কথা নিজমুখে এ স্থলে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কারণ তখন সম্মুখসমরে প্রবেশ করিবার কাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল।

(বিবাহ ও স্ত্রীত্যাগ।)

ক্রমে জর্দ্দননদীর পরপারে জুডিয়ার সীমামধ্যে সকলে উপনীত হইলেন। সঙ্গে শত শত দীন দুঃখী নরনারী চলিতেছে। পথিমধ্যেও কত স্থানে কত লোক আসিয়া দলে মিশিতেছে। কেহ বা দেখিয়া শুনিয়া পুনরায় ঘরে ফিরিয়া যাইতেছে। যাহারা বেশী বুদ্ধিমান্ তাহারা বলিতেছে, চল ভাই আমরা যাই, পাগলের সঙ্গে মিশিয়া শেষ কি পাগল হইয়া যাইব? আমরা সংসারী গৃহস্থ লোক, যাহাতে দুই টাকা উপার্জ্জন হয়, পুত্র পরিবার সুখে থাকে তাহাই দেখিতে হইবে, ওদের কথা কি শুনিতে আছে? নানা মুনির নানা মত। মেষপালক যেমন আপনার মেষযূথের অগ্রে অগ্রে গমন করে, কাঙ্গালের সখা যিশু তেমনি শিষ্যদলের অগ্রে চলিতেছেন। যে ভূভাগে তাঁহার পদরজঃ পড়িতেছে তথাকার লোক সকল সচকিত নেত্রে জাগিয়া উঠিতেছে। কিন্তু শত্রুদল কিছুতেই সঙ্গ ছাড়িতেছে না। যেখানে সেখানে তাহারা সঙ্গে লাগিয়াই রহিয়াছে। এক বার কোন দোষ পাইলে হয়, অমনি ধরিয়া কারাবদ্ধ করিবে এই তাহাদের সঙ্কল্প।

কোন স্থানে এক জন ফিরুশী জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়! কোন কারণ বশতঃ কেহ যদি আপন স্ত্রীকে ত্যাগ করে তাহা কি বৈধ হয়?" যিশু বলিলেন, "সৃষ্টিকর্ত্তা প্রথমে মনুষ্যকে স্ত্রী পুরুষ করিয়া সৃজন করিয়াছেন।

এই কারণে পিতা মাতাকে ছাড়িয়া মনুষ্য আপনার স্ত্রীর সহিত একাঙ্গ হইয়া থাকিবে। অতএব তাহারা আর যুগল নহে, অভেদাঙ্গ; এ কথা কি তোমারা পাঠ কর নাই? ঈশ্বর যাহা সংযুক্ত করিয়াছেন, মনুষ্য যেন তাহা বিযুক্ত না করে।" ফিরুশীরা বলিল, "তবে মুসা কেন ত্যাগপত্র দ্বারা স্ত্রীত্যাগে অনুমতি দিলেন?" যিশু বলিলেন, "সে কেবল তোমাদের কঠিন হৃদয়তার জন্য, কিন্তু প্রথম হইতে এরূপ ছিল না। ব্যভিচার ব্যতীত অন্য কারণে যদি কেহ স্ত্রীত্যাগ করিয়া পুনরায় বিবাহ করে সে ব্যভিচারী হয়; এবং সেই ত্যক্তা স্ত্রীকে যে বিবাহ করে সেও ঐ দোষে দোষী হয়।" শিষ্যেরা জিজ্ঞাসা করিল, "স্ত্রীর সম্বন্ধে পুরুষের যদি এইরূপ ঘটে তাহা হইলে পুনরায় কি বিবাহ করা কর্ত্তব্য নহে?" যিশু বলিলেন, "স্ত্রী যদি স্বামী ত্যাগ করিয়া অন্যকে বিবাহ করে, তবে সেও ব্যভিচারিণীর মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু যাহাদিগকে এই উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহারা ব্যতীত ইহা সকলের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় না। কতকগুলি নপুংসক আছে যাহারা মাতৃগর্ভ হইতেই সেইরূপ। আর কতকগুলি আছে যাহারা মনুষ্য কর্ত্তৃক তদ্রূপ কৃত হয়। আর কতকগুলি আছে যাহারা স্বর্গরাজ্যের অনুরোধে আপনি আপনাকে ঐরূপ করিয়া থাকে। যে এই বৃহদ্ব্রত লইতে সমর্থ সে লউক!" আশ্চর্য্য যিশুর তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিভা! তাঁহার ধর্ম্মনীতি বিষয়ে মতগুলি একবারে অনন্ত কালের অপরিবর্ত্তনীয় সত্যের সহিত অনুস্যূত। আপাততঃ শুনিতে যেন পাগলের কথা মনে হয়, কিন্তু কবিত্বরসপূর্ণ সুমধুর দৃষ্টান্ত সকল কি মনোহর! ইহার অভ্যন্তরে যতই প্রবেশ করি ততই নব নব সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই। এমন সুরসিক উপদেষ্টা আর জন্মে না। কত সুন্দর হৃদয়গ্রাহী গল্পই তিনি জানিতেন। মানবজীবনের প্রত্যেক বিভাগের প্রত্যেক প্রশ্নের সার সিদ্ধান্ত যেন তাঁহার হৃদয়মধ্যে থরে থরে সাজান থাকিত; যেমন জিজ্ঞাসা অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাহার উত্তর। শেষোক্ত নপুংসকের কথা যাহা তিনি ব্যাখ্যা করিলেন, নিজেই তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। স্বর্গরাজ্যের অনুরোধে চিরকৌমারব্রতধারী ঊর্দ্ধরেতা সংন্যাসী তাঁহার মত আর আমরা কোথায় পাইব? শাক্য, পল্, শ্রীগৌরাঙ্গ এই জন্য সংন্যাসী হইয়াছিলেন।

(বালকের প্রতি প্রেম।)

যিশু বড় শিশু ভাল বাসিতেন। তাঁহার শ্রীকরকমল শিশুগণের মস্তকে স্থাপিত হয় ইহা অনেক পিতা মাতার মনে সাধ হইত। এক স্থানে তাঁহার আশীর্ব্বাদ পাইবার জন্য কয়েকটি বালক উপস্থিত হইল। শিষ্যেরা তাহাদিগকে ধমক দেওয়াতে তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "উহাদিগকে নিষেধ করিও না, আসিতে দাও, কারণ স্বর্গরাজ্য ইহাদিগের ন্যায়। সত্য সত্য আমি বলিতেছি, শিশুর মত না হইলে কেহ স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।" পরে তাহাদিগের মস্তকস্পর্শপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া যিশু তথা হইতে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। তিনি ক্ষুদ্র শিশু সন্তানদিগের যেরূপ প্রশংসা করিতেন তাহা দেখিলে আর মনে হয় না যে মনুষ্য জন্মপাপী। অন্ততঃ তিনি এ ভ্রান্ত মতে বিশ্বাস করিতেন না।

(অনন্তজীবন।)

পথিমধ্যে এক যুবা দৌড়িয়া আসিয়া অতীব বিনয়সহকারে বলিল, "হে সদ্গুরো! কি করিলে আমি অনন্ত জীবনের অধিকারী হইতে পারি তাহা বলিয়া দিন্?" যিশু বলিলেন, "তুমি আমাকে কেন সৎ বলিতেছ? ঈশ্বর ব্যতীত সৎ আর কেহ নাই। যদি তুমি অনন্ত জীবনে প্রবেশ করিতে সমুৎসুক হও তবে ঈশ্বরাজ্ঞা পালন কর।" যুবা বলিল, "কি সেই আজ্ঞা?" যিশু তাহাকে বলিলেন, "নরহত্যা ব্যভিচার এবং চুরি করিও না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, পিতা মাতাকে সম্মান কর এবং প্রতিবাসীকে আত্মবৎ প্রীতি কর।" সে কহিল, "এ সমস্তই আমি পালন করিয়া থাকি, আর কি অবশিষ্ট আছে তাহাই বলুন। প্রতিবাসীর অর্থ কি? কাহাকে আমি প্রতিবাসী বলিয়া বুঝিব?" যিশু তাহাকে প্রীতির সহিত বলিলেন," কোন ব্যক্তি জেরুশালম হইতে জেরিকো যাইবার কালে পথিমধ্যে দস্যুকর্ত্তৃক সর্ব্বস্বান্ত এবং আহত হইয়া মৃতবৎ পড়িয়া থাকে। অল্প ক্ষণ পরে জনৈক য়িহুদী পুরোহিত তথায় আসিলেন এবং উহাকে তদবস্থায় দেখিয়া অন্য পথে চলিয়া গেলেন। এক জন অধ্যাপকও তদ্রূপ আচরণ করিলেন। পরিশেষে এক সামেরিটান্ লোক সেখানে আসিয়া দয়ার সহিত উহার শুশ্রূষা করিল এবং পান্থশালায় লইয়া গিয়া উহাকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিল। পর

দিন প্রাতে পান্থশালার রক্ষককে বলিল যে এই মুদ্রা লও, ইহা দ্বারা এই রোগীকে ঔষধ পথ্য দিবে, আরো কিছু যদি আবশ্যক হয় আমি প্রত্যা-গমন কালে তোমাকে দিয়া যাইব। এই বলিয়া সে নিজকার্য্যে গম্যস্থানে চলিয়া গেল। বিপন্ন ব্যক্তির পক্ষে এই তিন জনের মধ্যে কে প্রতিবাসী?” যুবা বলিল, “শেষোক্ত ব্যক্তি।” তখন যিশু তাহাকে উপদেশ করিলেন যে, “যদি সিদ্ধ হইতে চাও তবে সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দুঃখী-দিগকে দান কর, তৎপরিবর্ত্তে স্বর্গে ধনরাশি প্রাপ্ত হইবে; এবং ক্রুশ স্কন্ধে লইয়া আমার পশ্চাদগামী হও।” এই নিদারুণ উপদেশ শ্রবণে নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনা হইয়া সে যুবা ঘরে চলিয়া গেল; কারণ সে প্রচুর সম্পত্তির অধি-স্বামী ছিল। তখন যিশু চারি দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, “ধনীর পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা বড়ই কঠিন; বরং ইহা অপেক্ষা সূচীর ছিদ্রের ভিতর দিয়া উষ্ট্রের গমন সহজ।” এ কথায় শিষ্যেরাও বিস্মিত হইয়া বলিল, “তবে আর কে পরিত্রাণ পাইবে?” যিশু বলিলেন, “হে বৎসসকল! মনুষ্যসম্বন্ধে ইহা অসম্ভব, কিন্তু ঈশ্বরের নামে সকলি সম্ভব হয়।”

যিশুর কথার তাৎপর্য্য ইহা নহে যে ধন ঐশ্বর্য্য থাকিলে মুক্তিলাভের আর কোন আশা নাই। ধনিসন্তানের বিলাসসম্ভোগের বস্তুও অনেক, তাহা লাভের উপায়ও আয়ত্তাধীন, প্রলোভন যথেষ্ট, সুতরাং ধন ও পার্থিব ক্ষমতার উপর তাঁহার সমস্ত নির্ভর, দৈবশক্তির মূল্য তিনি জানেন না; এই জন্য তাঁহার পক্ষে স্বর্গপ্রবেশ বড় কঠিন। ইহাতে ধনের দোষ কিছু নাই, তাঁহার মনের দোষ। ঈশ্বরচরণে ধন সম্পদ উৎসর্গ করিয়া স্বর্গরাজ্য বিস্তারের জন্য তাহা ব্যয় করিলে তদ্দ্বারা মুক্তির পথ পরিষ্কার হয়; সেরূপ ধনের সহিত বৈরাগ্যের কোন বিরোধ নাই; ইহার আভাস তাঁহার অন্য উপদেশে প্রকাশ আছে। অগ্রে স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ করিলে অন্যান্য প্রয়োজন সুসম্পন্ন হয়, এই বাক্যের মধ্যে উভয়ের সামঞ্জস্য অবস্থিতি করিতেছে।

যিশুর মনে যেমন বৈষয়িক লালসা ছিল না তেমনি তৎসংক্রান্ত কোন প্রকার প্রভুত্বের ভাবকেও তিনি অন্তরে স্থান দিতেন না। কোন মোহান্ধ ব্যক্তি আসিয়া অভিযোগ করিল যে, “প্রভু, আপনি আমার ভ্রাতাকে

বলিয়া দিন সে যেন আমার সঙ্গে পৈতৃক বিভব অংশ করিয়া লয়।” যিশু বলিলেন, “হে মানব! তোমাদের বিষয়বিভাগের কর্ত্তা এবং বিচারক আমাকে কে করিয়াছে? তোমরা ধনলোভের বিষয়ে সাবধান হইবে। ইহা জানিও যে মানবজীবন প্রচুর সম্পত্তিতে জীবিত থাকে না। একটি গল্প বলি শ্রবণ কর।

“কোন ধনীর ক্ষেত্রে একবার অতিরিক্ত শস্য জন্মে। তদ্দর্শনে আহ্লাদিত হইয়া সে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, এত সামগ্রী আমি কোথায় রাখিব? প্রশস্ত শস্যাগারত কৈ দেখিতেছি না? পরে সে স্থির করিল, আমি পুরাতন শস্যাগার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তৎস্থানে বৃহত্তর গৃহ নির্ম্মাণ করিব এবং তন্মধ্যে আমার সমস্ত শস্যরাশি সঞ্চয় করিয়া রাখিব; এবং তখন আপনাকে আপনি বলিব, হে আত্মন্! তোমার জন্য বহু বৎসরের ভোগ্য সামগ্রী সঞ্চিত রহিল, এক্ষণে তুমি সুখে পান ভোজন কর এবং আমোদিত হও। এই ভাবে যখন সে আপনাপনি আশার হিল্লোলে ভাসিতেছে এমন সময় ঈশ্বর আসিয়া বলিলেন, ‘রে মূর্খ, অদ্য রাত্রেই তোমার পরলোক গমনের প্রয়োজন। এখন তবে এই সকল সঞ্চিত সম্পত্তি তোমার কে ভোগ করিবে?’ অতএব যে আপনার জন্য ধন সংগ্রহ করে সে ঈশ্বরের নিকট ধনী নয়।” অনন্তর শিষ্যদিগকে স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া বলিলেন, “কেহই দুই প্রভুর সেবা করিতে পারে না। কারণ হয় সে এক জনকে ঘৃণা এবং অপরকে প্রীতি করিবে; নতুবা এক জনের প্রতি অনুরক্ত হইবে ও অপরকে তুচ্ছ করিবে। তোমরা ঈশ্বর ও সংসারের যুগপৎ সেবা করিতে পার না। অতএব আমি বলিতেছি, কি আহার করিব, কি পান করিব, ইহা বলিয়া আপনার জীবনের জন্য ভাবিত হইও না; এবং কি পরিধান করিব বলিয়া শরীরের জন্যও ভাবিত হইও না। অন্ন অপেক্ষা জীবন এবং বস্ত্র অপেক্ষা শরীর কি গুরুতর নহে? আকাশের পক্ষীদিগকে দেখ, তাহারা বপনও করে না, সংগ্রহও করে না, এবং শস্যাগারে সঞ্চয়ও করে না; তথাপি তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তাহাদিগকে আহার দেন। তোমরা কি তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহ? তোমাদের মধ্যে ভাবিত হইয়াই বা কে শরীরের দীর্ঘতা এক হস্ত বৃদ্ধি করিতে পারে? এবং বস্ত্রের জন্যই বা কেন ভাবিত

হও? স্থলপদ্মগুলির বিষয় ভাবিয়া দেখ। তাহারা কেমন বর্দ্ধিত হয়! তাহারা শ্রম করে না, বয়নও করে না; তথাপি আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, রাজা সলিমান তাঁহার যাবতীয় ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও ইহার একটিরও মত বিভূষিত হন নাই। অতএব পরমেশ্বর যদি ক্ষেত্রের তৃণ যাহা অদ্য আছে কল্য চুল্লিনিক্ষিপ্ত হইবে, তাহাকে এমন করিয়া সজ্জিত করেন, তবে হে অল্পবিশ্বাসী ব্যক্তিগণ! তিনি কি তোমাদিগকে তদপেক্ষা অধিক সজ্জিত করিবেন না? অতএব আমরা কি আহার করিব কি পান করিব, অথবা কি পরিধান করিব বলিয়া ভাবিত হইও না। কেন না, তোমাদের যে এই সকল অভাব আছে তাহা তোমাদের স্বর্গীয় পিতা জানেন। ঈশ্বরের রাজ্য এবং তাঁহার ধর্ম্ম সর্ব্বাগ্রে অন্বেষণ কর, তাহা হইলে এই সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে প্রদত্ত হইবে। কল্যকার নিমিত্ত ভাবিও না, কল্য আপনার বিষয় আপনি ভাবিবে। প্রত্যেক দিনের কষ্ট তৎপক্ষে যথেষ্ট।"

ঈশ্বরের প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য ধনের আবশ্যকতা আছে, তদ্ভিন্ন উহা কোন কার্য্যে আসে না এই কথার উপলক্ষে যিশু সহচর বৃন্দকে বৈরাগ্য শিক্ষা দিলেন। সম্মুখে যে ভয়ঙ্কর সময় আসিতেছে, এ সময় বিন্দুমাত্র আসক্তি থাকিলে মহা বিপদ ঘটিবে। এখন প্রেরিত সাধুগণের পক্ষে মহাবৈরাগ্য এবং আত্মত্যাগের প্রয়োজন, সংসার এবং ঈশ্বর সেবা একত্রে চলিবে না; এই নিমিত্ত শিষ্যদিগকে উহা বলিয়া দিতে হইল। এত দিন তাঁহারা স্বদেশে ছিলেন, সময়ে সময়ে গৃহকার্য্য করিতেন, সর্ব্বতোভাবে কাহাকেও বৈরাগী হইতে হয় নাই, কিন্তু সে ভাবে আর এখন কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। যিশুর কাল পূর্ণ হইয়াছে, এক্ষণে পবিত্রাত্মা দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া সকলকে স্বর্গরাজ্য বিস্তার করিতে হইবে, অতএব তিনি সে জন্য শিষ্যদিগকে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। শিষ্যদিগের হৃদয় হইতে এখনো পর্য্যন্ত ফলকামনার ধর্ম্ম উন্মূলিত হয় নাই।

(পশ্চাদ্গামী অগ্রবর্ত্তী।)

যিশুর এই সকল কথা শুনিয়া পিটার বলিলেন, "দেখ, আমরা সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তোমার শরণাগত হইয়াছি, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে কি

পাইব বল দেখি?” যিশু বলিলেন, “তোমরা যে যে আমার অনুবর্ত্তী হইয়াছ, নবজীবনে মনুষ্যপুত্র যখন গৌরবের সিংহাসনে বসিবেন, তখন তোমরাও দ্বাদশ জন দ্বাদশ সিংহাসনে বসিয়া ইস্রায়েলদিগের দ্বাদশ বংশের বিচার করিবে। আমার এবং বিধানের অনুরোধে যে কোন ব্যক্তি পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী স্ত্রীপুত্র গৃহ কিংবা ভূমি সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়াছে তাহারা নির্য্যাতনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার শত গুণ লাভ করিবে এবং অনন্তজীবনের অধিকারী হইবে। কিন্তু অনেক অগ্রগামী পশ্চাতে পড়িয়া রহিবে এবং পশ্চাদ্গামীরা অগ্রে চলিয়া যাইবে।

“স্বর্গরাজ্য এক জন গৃহস্থের ন্যায়। এক দিন তিনি প্রাতে উঠিয়া আপনার দ্রাক্ষাক্ষেত্রের জন্য কৃষক অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কয়েক ব্যক্তির সহিত এই কথা স্থির হইল যে তাহারা সমস্ত দিন কর্ম্ম করিয়া প্রত্যেকে এক এক সিকি পাইবে। এই অনুসারে তাহারা কার্য্যে নিযুক্ত হইল। আর কয়েক জন লোক কাজ না পাইয়া অলসের ন্যায় বাজারের পথে বসিয়াছিল, বেলা নয়টার সময় গৃহস্বামী তাহাদিগকেও দ্রাক্ষাক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিলেন এবং সমুচিত বেতন দানে অঙ্গীকার করিলেন। পুনরায় দ্বিতীয় প্রহর এবং অপরাহ্ণ সময়ে আর কয়েক জনকে তিনি উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করেন। অনন্তর সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে ক্ষেত্রপতি আপনার কর্ম্মচারী দ্বারা কৃষকদিগকে বেতন প্রদান করিতে লাগিলেন। যাহারা সকলের শেষে অপরাহ্ণে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিল তাহারা প্রতিজনে এক সিকি করিয়া পাইল। ইহা দেখিয়া প্রথম নিয়োজিত ব্যক্তিরা মনে করিল, তবে আমরা অবশ্য অধিক পাইব। কিন্তু যখন সে আশায় বঞ্চিত হইল তখন বিরক্ত হইয়া তাহারা বলিতে লাগিল, “আমরা সমস্ত দিন রৌদ্রে পরিশ্রম করিলাম, আর উহারা এই এক ঘণ্টা আসিয়াছে মাত্র, উভয়ের প্রাপ্য কি সমান হইল? গৃহ স্বামী বলিলেন, ‘ওহে মিত্র! আমি কিছু অন্যায় আচরণ করিতেছি না। তোমরা কি এক এক সিকিতে স্বীকৃত হও নাই? অতএব আপনার প্রাপ্য গণ্ডা লইয়া চলিয়া যাও। শেষে যাহারা আসিয়াছে তাহাদিগকেও আমি তোমাদের সমান বেতন দিব। নিজস্ব ধন ইচ্ছামত ব্যয় করা কি আমার

পক্ষে বৈধ নহে? আমি সৎ বলিয়া কি তোমার চক্ষু কলুষিত হইল?” গল্প শেষ করিয়া যিশু বলিলেন, “অতএব যে পশ্চাতে ছিল সে অগ্রবর্ত্তী হইবে এবং যে অগ্রে ছিল সে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে। কারণ অনেক আহূত, কিন্তু অল্প মনোনীত”। বিধাতার কৃপায় এবং মনুষ্যের বিশ্বাস ভক্তির তারতম্যানুসারে ধর্ম্মরাজ্যেও অবিকল ঐরূপ ব্যবস্থা হয় গল্পচ্ছলে যিশু তাহা বুঝাইয়া দিলেন। পরিশ্রমের প্রাচুর্য্য বা কালের দীর্ঘতার উপর ধর্ম্মোন্নতি নির্ভর করে না, বিশ্বাস এবং আত্মত্যাগ দ্বারা দশ বৎসরের কার্য্য এখানে এক মাসে সম্পন্ন হয়। পিটারকে প্রভু যে পুরস্কারের আশা প্রদান করিলেন তাহা অপার্থিব। স্বর্গরাজ্যের প্রেম পরিবারে প্রবেশ করিলে এক জন আত্মীয়ের স্থানে সহস্র ভাই ভগিনী পাওয়া যায়; দশ ঘর কুটুম্বের পরিবর্ত্তে “বসুধৈব কুটুম্বকং” হয়। যিশুর রূপক ভাষা স্বার্থপর চিত্তে ঐহিক সুখাশা সঞ্চার করে বটে, কিন্তু একটু আত্মদৃষ্টি থাকিলে আর কাহাকেও সে ভ্রমে পড়িতে হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয় যে এত কথার পরেও শিষ্য-গণের চৈতন্যোদয় হইল না। কিন্তু অন্য দিকে আবার যিশুর কি মোহিনী শক্তি! সম্মুখে বিপদ মৃত্যু ইহা জানিয়াও কেহ পশ্চাৎপদ নহে। দুর্ব্বলতা এবং নীচবাসনার ভিতর দিয়াও ভগবান্ যেন কেশে ধরিয়া সকলকে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন। বহুল ত্রুটি অজ্ঞানতা সত্ত্বেও ঐ কয় জনের ভিতরে এমন কিছু স্বর্গীয় পদার্থ ছিল যদ্দ্বারা তাঁহারা পরে লোকপূজ্য হন।

শিষ্যদিগকে চৈতন্যদান।

ভক্তরাজ যিশু অনেক বিধ প্রণালীতে স্বর্গরাজ্যের লক্ষণ এবং নিজের মহৎ উদ্দেশ্য শিষ্যদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, তথাপি কাহারো মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ হইল না। ছদ্মবেশধারী ফিরুশীদলের প্রশ্নের উত্তর উপলক্ষে নিজ সহচরবৃন্দকেও তিনি বিশ্বাসতত্ত্ব শিক্ষা দিতেন, কিন্তু দিলে কি হইবে, তাহার যথার্থ তাৎপর্য্য কাহারো হৃদয়ঙ্গম হইত না, হইলেও অল্প কাল মধ্যে তাহা প্রাচীন সংস্কারের মধ্যে ডুবিয়া যাইত। এ দিকে দেখিতে দেখিতে ক্রমে পরীক্ষার কাল নিকটবর্ত্তী হইল, বিপক্ষেরা চারি দিকে যিশুর দুর্নাম ঘোষণা করিতে লাগিল, অল্প কাল মধ্যে তাঁহার কথা জুডিয়ার নানা স্থানে বিস্তার হইয়া পড়িল। এক্ষণে তিনি আর আপনাকে গোপন রাখিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি ঈশ্বর প্রেরিত মসি, মানব কুলের মুক্তির পথপ্রদর্শক, এ বিশ্বাস দিন দিন আপনার অন্তঃকরণে যেমন বিকসিত হইতে লাগিল, তেমনি তাহা মুক্তকণ্ঠে যথা তথা তিনি ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি যে জাতিসাধারণের প্রত্যাশিত মসি নহেন, কথা এবং ব্যবহারে তাহা প্রকাশ পাইল। চতুর্দ্দিকে দেশময় বিরোধের আগুন জ্বলিয়া উঠি-য়াছে, ধর্ম্মযাজক ও অধ্যাপকমণ্ডলী একটার পর একটা ক্রমাগত ছল অন্বেষণ করিতেছে, এ সময় আর কি তিনি ভিতরকার বিশ্বাস প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারেন? ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে বর্ত্তমানের অবস্থা দর্পণে তাহাও তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। লজ্জা ভয় ভাঙ্গিয়া গেল, উৎসাহের অনল প্রাণের ভিতর জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু যাহাদিগকে অল্প কাল পরে জীবন উৎসর্গ করিয়া স্বর্গরাজ্যের সীমা বিস্তার করিতে হইবে তাহাদিগের দুরবস্থা আলো-চনা করিয়া যিশুর প্রাণ বড় আকুল হইতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গে আসিলে সর্ব্বস্বত্যাগ করিয়া ক্রুশভার স্কন্ধে লইতে হয়, একার্য্যের পুরস্কার পৃথিবীতে নাই, কোন প্রকার সাংসারিক সুখ সৌভাগ্য ইহাতে লাভ হইবে না, বরং

তদ্বিপরীত যাহা কিছু তাহাই ঘটিবে; এ সমস্ত কথাই তিনি স্পষ্টাক্ষরে বা প্রকারান্তরে পুনঃ পুনঃ বলিলেন, তত্রাচ কেহ বুঝিতে পারিল না। শিষ্যেরা যদিও গৃহ পরিবার আত্মীয় ধন জন ছাড়িয়া আসিয়াছে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যাহা পাইবে সে সম্বন্ধে এখনও অনেকে অবিশ্বাস সন্দেহ পোষণ করে। যিশু ইতঃপূর্ব্বেই নিজ প্রাণদণ্ডের কথা বলিয়া আসিয়াছেন, এক্ষণে চারিদিকের অশুভ লক্ষণ সকল দেখিয়া তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন; ভবিষ্যতে য়িহুদী বংশের কি দুর্দ্দশা ঘটিবে তাহাও ইঙ্গিতে প্রকাশ করিলেন।

অনন্তর বিবিধ কথা প্রসঙ্গে ক্রমে তাঁহারা জেরুশালমের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বহুসংখ্যক নরনারী যুবা বৃদ্ধকে পশ্চাতে লইয়া মহাবীর যিশু চলিতেছেন, গ্রামে নগরে পথে প্রান্তরে দর্শকবৃন্দ কৌতূহল নেত্রে সে শোভা দর্শন করিতেছে। পথশ্রান্তি অনাহার রাত্রি জাগরণে শরীর ক্লিষ্ট, অথচ আত্মার প্রভা বিন্দুমাত্র ম্লান নহে। পৃথিবীর যাবতীয় দুঃখ শোক দারিদ্র্য অপমান মস্তকে বহন করিয়া তাহাকে সত্য ধনে ধনী করিবার জন্য যেন তিনি ব্রত লইয়াছিলেন। আহা! ভগবানের প্রিয়সন্তান যিশু সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া দীন দুঃখীদিগের সঙ্গে কাঙ্গালের বেশে পথে পথে ভ্রমণ করিতেছেন, ইহা কি অভূতপূর্ব্ব স্বর্গীয় দৃশ্য! তাঁহার এই দিগ্‌বিজয়ী মূর্ত্তি অবলোকনে এবং অগ্নিময় বাক্য শ্রবণে দুর্ব্বল ভীরুস্বভাব অনুচরবর্গের প্রাণ ভয়ে কাঁপিতেছে। কিন্তু "শিরদিয়াতো রোনা ক্যা" মন্ত্রে যাহারা সৈনিকপদে ব্রতী হইয়াছে তাহারা আর ভয় করিয়াই বা কি করিবে? প্রাণের টানে, স্বর্গীয় আকর্ষণে আবদ্ধ, পলাইবার পন্থা নাই। অল্পবিশ্বাসী জীবেরা চিরকালই কৃপার পাত্র। যত দিন তাহারা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক সাধুর মাতৃক্রোড়ে অবস্থিতি করে তত দিন কিছুতেই নিদ্রাভঙ্গ হয় না, পরে পবিত্রাত্মার প্রভাবে জাগিয়া উঠে। সঙ্গীদিগকে ভীত দেখিয়াও যিশু আসন্ন বিপদের কথা বলিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন না, বরং বিকারী রোগীকে যেন পুনঃ পুনঃ বিষপ্রয়োগ দ্বারা উজ্জীবিত করিতেছেন।

পথে চলিতে চলিতে এক নিভৃত স্থানে চিহ্নিত দ্বাদশ জনকে ডাকিয়া

বলিতে লাগিলেন, "দেখ, এক্ষণে আমরা জেরুশালমে যাইতেছি, মনুষ্য পুত্র তথায় প্রধান ধর্ম্মযাজক ও অধ্যাপকদিগের হস্তে সমর্পিত হইবেন; তাহারা অপমান এবং পরিহাস করিয়া পরিশেষে তাঁহাকে প্রাণে বধ করিবে।" শিষ্যগণের অন্ধতা যে কত অধিক, তাহা আর বলা যায় না। তাদৃশ মর্ম্মভেদী সংবাদ শুনিয়াও পরক্ষণে জেবেদির পুত্রদ্বয় জেম্‌স এবং জন্ বলিল, "প্রভু, আমাদের বড় ইচ্ছা যে, আপনি আমাদের বাসনা পূর্ণ করেন।" যিশু কহিলেন, "তোমরা আমার নিকট কি প্রার্থনা কর?" উহারা বলিল, "আপনি গৌরবের সিংহাসনে যখন আরোহণ করিবেন তখন আমরা দুই জন আপনার দক্ষিণে বামে বসিব।"* যিশু বলিলেন, "তোমরা কি চাহিতেছ তাহা জান না। আমি যে পানপাত্র পান করিব তাহা কি তোমরা পান করিতে পারিবে? এবং আমি যে অভিষেকে অভিষিক্ত হইব তাহাতে কি তোমরা অভিষিক্ত হইতে সক্ষম হইবে?" ভ্রাতৃদ্বয় কহিল, হাঁ আমরা পারিব।" যিশু বলিলেন, "তোমরা পারিবে তাহা বুঝিলাম, কিন্তু কাহাকেও আমার দক্ষিণে কিংবা বামে বসাইবার ক্ষমতা আমার হস্তে নাই; যাহাদের জন্য তাহা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহারাই কেবল সেখানে বসিবে।" ঘোর সঙ্কটের কালে এ প্রকার স্বার্থপর প্রশ্নের সদুত্তর দিতে কেবল যিশুই পারেন। এ অবস্থায় শান্তি ধৈর্য্য দয়া সহিষ্ণুতার প্রায় অন্ত হয়, কিন্তু ক্ষমার অবতার যিশু তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না, প্রশান্ত চিত্তে অবোধ শিষ্যদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন।

জন্ এবং জেম্‌সের কথায় অবশিষ্ট দশ জনের ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। তাহারা উহাদিগের প্রতি কুটিল কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। যিশুর কি দুঃখের অবস্থা। কোথায় তিনি ধর্ম্মের জন্য অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন করিতে যাইতেছেন, আর ইহারা উচ্চ পদের ভিকারী হইয়া পরস্পরকে হিংসা দ্বেষ করিতেছে! হায়! স্বার্থপরতা, পদমর্য্যাদা, স্বর্গপুরেও অধিকার বিস্তার করিতে চায়। গৃহবিবাদের সূত্র দেখিয়া যিশু মধুর ভাবে বলিলেন, "দেখ, জেণ্টাইল্‌দিগের উপর যাহারা শাসন ও প্রভুত্ব করে তাহাদের উপরেও আবার শাসন করিতে পারে এমন প্রভু আছে, কিন্তু তোমাদের ভিতর

* মথির গ্রন্থে আছে, জন্ ও জেম্‌সের মাতা এই প্রার্থনা করিয়াছিল।

সেরূপ সম্বন্ধ থাকা উচিত নহে। যে কেহ তোমাদের মধ্যে বড় হইতে চায় সে সকলের সেবা করিবে। কারণ মনুষ্যপুত্র যিনি তিনিও সেবিত হইতে আসেন নাই, সকলকে সেবা করিতে আসিয়াছেন। বহুলোকের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তিনি স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করিবেন।"

এইভাবে নানাবিধ শিক্ষা দিতে দিতে চলিতেছেন, একস্থানে য়িহুদীরা জিজ্ঞাসা করিল, "ঈশ্বরের রাজ্য কবে আসিবে?" যিশু বলিলেন, "সে রাজ্য বাহ্যাড়ম্বরের সহিত আসে না। এখানে এবং সেখানে এরূপ কথা এবিষয়ে সংলগ্ন হয় না; কারণ ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের হৃদয়ে বর্ত্তমান।" স্বর্গরাজ্য বাহিরের কোন একটি বস্তু নহে, বিশ্বাসীর অন্তরের মুক্তাবস্থা, বিশ্বাস নয়নে যে তাহা নিজ অন্তরে দেখে সেই তাহার প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে পায়। বাহিরে ভক্তপরিবারে সাধুমণ্ডলীতে তাহার আভাস নয়নগোচর হয়।

প্রার্থনা শিক্ষা।

এক দিন যিশু কোন স্থানে একাকী বসিয়া প্রার্থনা করিতেছিলেন। তথা হইতে উঠিয়া আসিলে জনৈক শিষ্য বলিল, "প্রভু, জন্ যেমন আপনার শিষ্যদিগকে প্রার্থনাতত্ত্ব শিখাইয়াছিলেন তেমনি আপনিও আমাদিগকে বলিয়া দিন আমরা কিরূপে প্রার্থনা করিব।" যিশু বলিলেন, "তোমরা ঈশ্বরের নিকট গোপনে প্রার্থনা করিবে। কপটীরা প্রকাশ্য স্থানে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করে যে লোকেরা তাহাদিগকে প্রশংসা করুক, কিন্তু তাহাদের পুরস্কার তাহারা এইখানেই পাইল। দেবপূজকেরা যেরূপ করে, প্রার্থনার কালে সেরূপ বৃথা পুনরুক্তি করিও না। তাহারা মনে করে, অনেক কথা বলিলে বুঝি তাহা গ্রাহ্য হইবে। তাহাদের মত তোমরা হইও না। কথা বলিবার পূর্ব্বেই তোমার পিতা জানেন, কি তোমার অভাব। এইরূপে প্রার্থনা করিবে; 'হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম পবিত্র হউক! তোমার রাজ্য আগমন করুক! স্বর্গে যেমন তেমনি পৃথিবীতেও তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক! আমাদিগকে প্রতি দিবসের জীবিকা দান কর। আমরা যেমন অপরাধীর অপরাধ মার্জ্জনা করি তেমনি তুমি আমাদের দোষ মার্জ্জনা কর; পরীক্ষায় ফেলিও না, মন্দ হইতে উদ্ধার কর। রাজ্য, পরাক্রম, মহিমা চিরকাল তোমারি।' তুমি যদি মনুষ্যের দোষ ক্ষমা কর তবে স্বর্গস্থ পিতা তোমার দোষ ক্ষমা করিবেন। তুমি যদি তাহা না কর তবে তাঁহার নিকট তুমি ক্ষমা পাইবে না। যাচ্ঞা কর তোমাদিগকে দেওয়া হইবে; অন্বেষণ কর তোমরা প্রাপ্ত হইবে; আঘাত কর তোমাদের জন্য দ্বার মুক্ত হইবে। কারণ যে কেহ যাচ্ঞা করে সে লাভ করে; যে অন্বেষণ করে সে প্রাপ্ত হয়; এবং যে আঘাত করে তাহার নিমিত্ত দ্বার উন্মুক্ত হয়। এমন লোক তোমাদের মধ্যে কে আছে যে যদি তাহার সন্তান রুটী ও মৎস্য চায় তাহাকে সে প্রস্তর খণ্ড এবং

সর্প দেয়? যদি তোমরা মন্দ হইয়াও সন্তানকে ভাল সামগ্রী দিতে শিখিয়া থাক, তাহা হইলে স্বর্গস্থ পিতা তাঁহার প্রার্থী সন্তানদিগকে কত অধিক ভাল সামগ্রী দিবেন বিবেচনা করিয়া দেখ?”

“তোমাদের মধ্যে এরূপ লোক কে আছে যে তাহার নিকট রাত্রি দুই প্রহরের সময় গিয়া যদি বল যে বন্ধু, আমাকে তিন খণ্ড রুটী দাও, কারণ বিদেশ হইতে একটি বন্ধু আসিয়াছেন তাঁহাকে দিবার কোন সামগ্রী আমার ঘরে নাই, আর তিনি ইহা শুনিয়া গৃহাভ্যন্তর হইতে এইরূপ উত্তর দেন যে, এখন আমাকে বিরক্ত করিও না, দ্বার বন্ধ আছে, ছেলেরা সব আমার কাছে ঘুমাইতেছে, এখন আর আমি উঠিয়া তোমাকে রুটী দিতে পারি না? আমি বলিতেছি, যদি সে প্রথমে ফিরাইয়া দিতে চেষ্টা করে, তথাপি বার বার অনুরোধ করিলে সে উঠিবে এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী অভাবানুযায়ী তাহার বন্ধুকে সে দিবে।”

অনন্তর তিনি আরো বলিলেন, “নিরুৎসাহী না হইয়া সতত প্রার্থনা করা উচিত। কোন নগরে এক বিচারকর্ত্তা ছিল; সে ঈশ্বর কিংবা মনুষ্যকে ভয় করিত না। কোন বিধবা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ বলিত যে আমার বিপক্ষে অত্যাচার হইতে আমাকে রক্ষা কর। প্রথমে কিছু ক্ষণ তাহার কথায় বিচারপতি কর্ণপাত করিল না। পরে মনে মনে ভাবিল, ‘আমিত ঈশ্বর কিংবা মনুষ্য কাহাকেও ভয় করি না, কিন্তু এই বিধবা আমাকে বড় জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছে; যাহাতে প্রতিদিন আসিয়া এ আমাকে বিরক্ত করিতে না পারে তজ্জন্য কিছু উপায় করিতে হইল। আচ্ছা, আমি উহার মনস্কামনা সিদ্ধ করিব।’ শুনিলেত অন্যায়কারী বিচারক কি কথা বলিল? তেমনি জানিবে, ঈশ্বর আপনার চিহ্নিত সেবকগণের আবেদন শুনিবেন। তাহারা যদি ঈশ্বরের দ্বারে গিয়া দিবা নিশি কাঁদে তাহাতে কি তিনি কর্ণপাত করিবেন না? যদিও তিনি ধৈর্য্য শিক্ষা দিবার জন্য ফলদানে অনেক সময় বিলম্ব করেন, কিন্তু প্রার্থীর প্রার্থনা অপূর্ণ থাকে না।”

আর একটি দৃষ্টান্ত বলিলেন, “এক জন ফিরুশী এবং এক জন করসংগ্রাহক প্রার্থনা করিবার জন্য মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিল। ফিরুশী এই ভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিল, ‘হে ঈশ্বর! তোমাকে ধন্যবাদ; কেন না আমি

পাপী ব্যভিচারী হীন লোকদিগের মত নহি। আমি সপ্তাহে দুইবার উপবাস করি, সমস্ত আয়ের দশমাংশ ধর্ম্মার্থ দান করিয়া থাকি।' কিন্তু করসংগ্রাহক দূরে দণ্ডায়মান হওত স্বর্গের দিকে নয়ন উত্তোলন করিতে সাহস না পাইয়া বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, 'হে ঈশ্বর! এ পাপীর প্রতি ক্ষমাশীল হও।' এই দুইজনের মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তি পবিত্র হইয়া গৃহে ফিরিয়া গেল। যে আপনাকে আপনি উচ্চ করিতে চাহে সে নত হইবে, এবং যে নত হয় সে উন্নত হইবে।"

অপর কোন স্থলে এক দিন শিষ্যদিগকে চমৎকৃত হইতে দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "যদি তোমাদের এমন বিশ্বাস থাকে যে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ স্থান না পায়, তাহা হইলে সেই বিশ্বাসের বলে পর্ব্বতকে বলিবে স্থানান্তরিত হও, সে হইবে। যে কোন বিষয় প্রার্থনা করিবে বিশ্বাস রাখিও যে তাহা পাইবে।" এই কথাটি প্রার্থনাশাস্ত্রের সার কথা, ইহা বুঝিলে স্বর্গরাজ্য অধিকার করা যায়। যথার্থ প্রার্থনাতত্ত্ব যিশু পৃথিবীকে দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস যেমন জীবন্ত, প্রার্থনা তেমনি অব্যর্থ ছিল। প্রার্থনার ফলোপধায়িতাসম্বন্ধে যাঁহারা চিরকাল তর্ক করেন তাঁহারা যেন যিশুর পদতলে এক বার বসিয়া উহার গূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা করেন।

স্বর্গরাজ্যের ঔদার্য্য
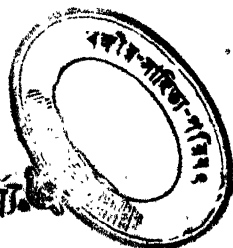
যিশু যে প্রেমরাজ্য সংস্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন তাহাতে জাতি, সম্প্রদায় বা বর্ণভেদ ছিল না। য়িহুদীরা যাহাদিগকে স্পর্শ করিত না সেই পৌত্তলিক জেণ্টাইল ও সামেরিটান প্রভৃতি ভিন্ন বংশীয়দিগকেও যিশু দয়া করিতেন। তিনি জগজ্জনের বন্ধু, সুতরাং যেমন চিহ্নিত ইস্রায়েল বংশকে পাপ কুসংস্কার অন্ধ বিশ্বাসের দাসত্ব হইতে রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল, তেমনি প্রধানপদারূঢ় ধর্ম্মযাজকদিগের পদদলিত দীন দুঃখী সমাজচ্যুত জনসাধারণকেও পৌরহিত্যের পীড়ন হইতে মুক্ত করিতে সমুৎসুক। সামান্য ও মধ্যবিধ শ্রেণীর লোকের উপরেই তাঁহার অধিক আশা ভরসা ছিল; কারণ তাহাদের মধ্যে স্বর্গরাজ্যের ভিত্তি প্রথমে স্থাপিত হয়। উচ্চপদস্থ জ্ঞানী ও সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের নিকট কেবল তিনি পুনঃ পুনঃ প্রতিঘাত পাইতেন। তাহারা ধর্ম্মের নামে স্বার্থ সাধন করিত এবং বলিত যে অপরসাধারণের স্বর্গপ্রবেশে অধিকার নাই। এই অহঙ্কার ও সাম্প্রদায়িকতার প্রাচীর ভগ্ন করিবার জন্যই যিশুর আগমন। তিনি মৃত ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রাণহীন কর্ম্মকাণ্ডকে বিনাশকরণার্থ স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

শিষ্য সঙ্গে জুডিয়ার পথে পথে গ্রামে গ্রামে যখন তিনি স্বর্গীয় সুসমাচার প্রচারে প্রবৃত্ত আছেন এমন সময় বহুলোকের মধ্য হইতে এক নারী উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "ধন্য সেই গর্ভ যাহা তোমাকে ধারণ করিয়াছিল! এবং ধন্য সেই মাতৃস্তন যাহা তুমি চোষণ করিয়াছ!" যিশু বলিলেন, "বরং তাহারা ধন্য যাহারা ঈশ্বরের বাণী শুনিয়া তাহা পালন করিতেছে!" বংশ গৌরব এবং মানবীয় গুণগরিমা তাঁহার নিকট নিতান্ত অসার বলিয়া বোধ ছিল, সর্ব্বত্র কেবল সেই এক অদ্বিতীয়ের মহিমা সমস্ত বিষয়ে তিনি দেখিতেন।

শত্রুকুল বারংবার মর্ম্মাঘাত প্রাপ্ত হইয়া নিরন্তর দোষ অনুসন্ধান করিতেছে। যে অপরাধে প্রাণদণ্ড হয় সে অপরাধে যিশু ইতঃপূর্ব্বেই অপরাধী হইয়াছেন। কেন না তাঁহা কর্ত্তৃক প্রাচীন ধর্ম্মবিধি পুনঃ পুনঃ উপেক্ষিত হইয়াছে; জাতিকুলভ্রষ্ট অন্ত্যজ মনুষ্যদিগের সঙ্গে বাস, বিশ্রাম বারে রোগ ভাল করা, অধৌত হস্তে ভোজন, অধিকন্তু প্রেম ক্ষমা দয়া পবিত্রতা বিশ্বাস ভক্তি বৈরাগ্যের অন্তর্ভেদী উপদেশ; এ সমস্তই প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ। সদা সর্ব্বদা বহুলোক সঙ্গে থাকিত, সে সকল লোক আবশ্যক হইলে এবং একটু অনুমতি পাইলে শত্রুর মস্তক ভগ্ন করিতে অপারগ নহে, যিশুর বাক্যবল ও ক্ষমতাও অদ্ভুত, এই কারণে সহসা কেহ কিছু অত্যাচার করিতে সাহসী হইত না। কিন্তু তাঁহাকে রাজদ্রোহী কিংবা বিধর্ম্মী বলিয়া সাব্যস্ত করিবার জন্য যত দূর উপায় হইতে পারে তাহা অন্বেষণে তাহারা পরাঙ্মুখ ছিল না। গোপনে চতুর্দ্দিকে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তৃত হইয়াছে, বিপক্ষেরা নানাস্থানে নানাভাবে কুমন্ত্রণা করিতেছে; কোন না কোনটার মধ্যে যিশুকে পড়িতেই হইবে।

এক দিন কোন দুষ্ট ফিরূশী আসিয়া ভোজনার্থ যিশুকে নিজালয়ে লইয়া গেল। অভয়কবচে আবৃত মনুষ্যপুত্রের আর এখন ভয় ভাবনা কিছু নাই, শত্রুমণ্ডলীতে বেষ্টিত হইয়া নির্ভয়ে বাস করিতেছেন। ক্রূরমতি য়িহুদীদিগের যেমন সকল কূট প্রশ্ন, তাঁহার উত্তরও তেমনি মুদ্গরের ন্যায় আশুফলপ্রদ; সহজে কেহ যে বাগ্বিতণ্ডায় অপ্রতিভ করিবেন সে ধাতুর লোক তিনি নহেন। কখন গল্পচ্ছলে, কখন স্পষ্ট ভাষায় এমন সকল সুতীক্ষ্ণ বাক্যবাণ তিনি বর্ষণ করিতেছেন যে তাহাতে শত্রুকুলের অন্তঃকরণ বিদ্ধ হইয়া যাইতেছে এবং তাহা শুনিয়া ভীরুপ্রকৃতি সহচরগণেরও ভয়ে প্রাণ কাঁপিতেছে। মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত ও পুরোহিত দল যিশুর তীব্র ভর্ৎসনায় এক এক বার অস্থির হইয়া পড়িতেছে; মান সম্ভ্রম আর কাহারো রহিল না। সিংহশাবকের নিকট সহস্র শৃগাল কি করিতে পারে? যিশু শত্রুগৃহে ভোজনে বসিয়াছেন, চারি দিকে বিপক্ষের অনুচরগণ দোষানুসন্ধানে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, তদবস্থায় নানা কথার প্রসঙ্গ আরম্ভ হইল।

সভাস্থলে ফিরুশীদিগকে উচ্চাসন লাভে ব্যাকুল দেখিয়া যিশু বলিলেন, "যখন কেহ তোমাদিগকে বিবাহে নিমন্ত্রণ করে তখন সভাস্থলে গিয়া উচ্চাসনে বসিও না। কি জানি তথায় যদি তোমা অপেক্ষা কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিমন্ত্রণ হইয়া থাকে, আর সে আসিবা মাত্র গৃহস্বামী তোমাদিগকে বলে যে এস্থান হইতে নিম্ন আসনে যাও, তাহা হইলে বড় লজ্জার বিষয়। বরং নিমন্ত্রণে গিয়া সর্ব্বাগ্রে এক পার্শ্বে এক নিম্ন আসনে বসিবে; গৃহস্বামী যখন দেখিবেন তখন তিনি তোমাদিগকে আদর করিয়া সকলের সমক্ষে উচ্চাসনে বসাইবেন। যে আপনাকে আপনি উচ্চ করিতে চাহে তাহাকে নত করা হইবে, এবং যে বিনম্র সে সমুন্নত হইবে"

পরে তিনি গৃহস্বামীকে বলিলেন, "যখন তুমি বাড়ীতে ভোজনের আয়োজন করিবে তখন আপনার বন্ধু ও ভ্রাতৃগণ কিংবা ধনাঢ্য প্রতিবাসী এবং কুটুম্বদিগকে নিমন্ত্রণ করিও না; কারণ তাহারা কোন সময়ে আবার তোমাকেও নিমন্ত্রণ করিয়া তাহার প্রতিশোধ দিবে। বরং তুমি দুঃখী অন্ধ খঞ্জ অতুরদিগকে ডাকিয়া তাহাদের সেবা কর, ধন্য হইবে, পরলোকে তাহার পুরস্কার পাইবে।" ইহা শুনিয়া একজন বলিয়া উঠিল, "ধন্য! সেই ব্যক্তি যে স্বর্গরাজ্যে বসিয়া ভোজন করিবে।"

পুনরায় যিশু বলিতে লাগিলেন, "স্বর্গরাজ্য এক নরপতির ন্যায়। তিনি স্বীয়পুত্রের বিবাহোপলক্ষে এক দিন নিজভবনে এক ভোজের আয়োজন করেন এবং তাহাতে অনেক লোক নিমন্ত্রিত হয়। অনন্তর আহার্য্য প্রস্তুত হইলে যখন তাঁহার ভৃত্যেরা সকলকে ডাকিতে গেল তখন প্রত্যেকে কোন না কোন ছল করিয়া বলিল, আমরা যাইতে পারিব না। রাজা তাহা শুনিয়া অনুচরদিগকে আজ্ঞা দিলেন যে যাও, এবং সকলকে অবগত কর, আমি তাহাদের জন্য হৃষ্ট পুষ্ট গো মেষ পশু বধ করিয়া ভোজ্য প্রস্তুত করিয়াছি, তোমাদিগকে আসিতেই হইবে। পুনর্ব্বার ডাকিতে যাওয়ায় এক জন বলিল, আমি এক খণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়াছি তাহা দেখিতে যাইতে হইবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, আমি পাঁচটি হালের বলদ কিনিয়াছি তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে, অতএব আমায় ক্ষমা কর। তৃতীয় ব্যক্তি কহিল, আমি সম্প্রতি বিবাহ করিয়াছি এই জন্য যাইতে

পারিতেছি না। অবশিষ্টেরা রাজার ভৃত্যদিগকে ধরিয়া মারিল এবং হত্যা করিল। এই সংবাদ পাইয়া রাজা আপনার সৈন্যদল পাঠাইয়া উহাদিগকে ধনে প্রাণে বিনাশ করিলেন এবং বলিলেন, শীঘ্র যাও, নগরের পথ হইতে দুঃখী খঞ্জ অন্ধ দরিদ্রদিগকে ডাকিয়া আন। ভৃত্যেরা তাহাই করিল, কিন্তু তাহাতে রাজবাড়ীর সকল স্থান পুরিল না। রাজা আবার বলিলেন যে যাও, যেখানে যে থাকে লইয়া আইস। ভাল মন্দ নানা প্রকার লোক ভোজনে বসিয়াছে, তন্মধ্যে এক জনের বিবাহোপযোগী পরিচ্ছদ ছিল না, রাজা তাহাকে কারাবদ্ধ করিলেন, কেন না সে রাজাকে সম্মান প্রদর্শন করে নাই, বিবাহোপযোগী বস্ত্র রাজার নিকট ভিক্ষা করিয়া লয় নাই।" একথা শেষ করিয়া যিশু বলিলেন, "নিমন্ত্রিত ঐ সকল লোকদিগের মধ্যে কেহ আমার ভোজের আস্বাদ পাইবে না।" অভিমানী য়িহুদীদিগের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য তিনি এখানে দুঃখীদিগের মান বাড়াইলেন।

তদনন্তর বহু লোক সমবেত হইলে, যিশু বলিলেন, "যদি কেহ আমার সঙ্গী হইতে চায় আর সে আপনার পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র ভাই ভগ্নী এবং জীবনকে তুচ্ছ না করে, তবে সে আমার শিষ্য হইতে পারিবে না। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে কোন একটি উচ্চতর কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণে কৃতসংকল্প হইয়া তাহার উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ আছে কি না তাহা অগ্রে গণনা না করে? ভিত্তি স্থাপন করিয়া শেষ যদি সে ঘর গাঁথিয়া তুলিতে সক্ষম না হয়, তাহা হইলে যে দেখিবে সেই উপহাস করিবে আর বলিবে, এ ব্যক্তি ঘর আরম্ভ করিয়া শেষ করিতে পারিল না। এমন নরপতি কি কেহ আছে যে বিপক্ষের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে এক বার ভাবিয়া দেখে না যে আমার দশ সহস্র সৈন্য শত্রুর বিশ সহস্রকে জয় করিতে পারিবে কি না? যদি সে যুদ্ধ বিষয়ে আপনাকে অপারগ মনে করে তবে শত্রুপক্ষ দূরে থাকিতে থাকিতে দূত পাঠাইয়া সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা পায়। তেমনি তোমাদের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি হউক, যদি সে সর্ব্বস্ব ত্যাগ না করে, তবে সে কোন কালে আমার শিষ্য হইতে পারিবে না। তোমরা পৃথিবীর লবণস্বরূপ। লবণ অতি উৎকৃষ্ট সামগ্রী; কিন্তু যদি উহা স্বাদহীন হয় তবে কিসের দ্বারা পুনরায় সে লবণাক্ত

হইবে? উহা ভূমিতে কি গোময়কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইবারও যোগ্য নহে, কেবল দূরে নিক্ষিপ্ত হইবার উপযুক্ত। যাহার কর্ণ আছে সে শ্রবণ করুক।" পৃথিবীতে যাহারা স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিতে চাহে তাহাদিগকে সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী হইতে হইবে, ইহা বুঝাইবার জন্য যিশু বলিয়াছেন, পিতা মাতা আত্মীয় জন এবং জীবনকে ঘৃণা না করিলে উক্ত কার্য্যে কেহ ব্রতী হইতে পারে না। স্বর্গরাজ্যস্থাপন সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়কার্য্য ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য পার্থিব বিষয়কে ঘৃণা করিবার কথা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু গুরুজনকে ভক্তি করিতে হইবে একথা পূর্ব্বেই তিনি বলিয়াছেন।

এক দিন যিশু বহু লোক সঙ্গে পথে চলিতেছেন, জাকেসাস্ নামক কোন খর্ব্বাকৃতি মনুষ্য তাঁহাকে দেখিবার জন্য এমনি ব্যাকুল হইয়াছিল যে সে এক ডম্বুর বৃক্ষে উঠিয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। যিশু ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত বলিলেন, "জাকেসাস্, শীঘ্র নামিয়া আইস, অদ্য আমি তোমার গৃহে বাস করিব।" সে নিতান্ত হীনবংশীয় ইতর লোক ছিল, যিশুর কথা শুনিয়া মহা আহ্লাদিত চিত্তে তাঁহাকে নিজালয়ে লইয়া গিয়া যত্নপূর্ব্বক সেবা করিল। ইহাতে কেহ কেহ বলিয়াছিল ইনি পাপীর বাড়ীতে রাত্রবাস করেন। জাকেসাস্ বিনীত ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া কহিল, " প্রভু, দেখুন, আমার সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ আমি দরিদ্রকে দান করিব। আর অন্যায় পূর্ব্বক যদি কাহারো কিছু হরণ করিয়া থাকি তবে তাহার চতুর্গুণ তাহাকে ফিরাইয়া দিব।" যিশু বলিলেন, "অদ্য এই গৃহে পরিত্রাণ অবতীর্ণ হইল।"

দুঃখীর প্রতি ঈশ্বরের দয়া।

য়িহুদী জাতির প্রধান ব্যক্তিরা মনে করিত তাহারা যেমন দীন দরিদ্র শূদ্রদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখে ঈশ্বরও তাহাদের প্রতি তেমনি করেন। যিশু ঠিক ইহার বিপরীত কথা বলিতেন। জুডিয়াদেশের প্রাচীন কুসংস্কারের দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া অবধি কেবল এই কয়েকটি বিষয়ে তিনি বার বার উপদেশ দিতেন। (১) বিশ্বাসঘাতক প্রধান ভৃত্য অর্থাৎ য়িহুদীদিগের নিকট হইতে স্বর্গরাজ্য প্রত্যাহরণ করিয়া তাহা চণ্ডাল পতিতদিগের হস্তে দেওয়া হইবে। (২) যাহারা অনুতপ্ত হইল না তাহাদের মহাবিনাশের কাল নিকটবর্ত্তী। (৩) ঈশ্বর পুত্রের নিধন এবং ভবিষ্যতে তাঁহার জয়।

স্বজাতির রাজদ্রোহী প্রকৃতি এবং রোমীয় সাম্রাজ্যের বিপুল পরাক্রম পর্য্যালোচনা দ্বারা যিশু সহজ জ্ঞানে ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে অচিরে এই গর্ব্বিত কঠোরমনা ইস্রায়েল কুলের দর্প চূর্ণ হইবে। বিশেষতঃ যখন স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন উহারা পবিত্রাত্মার বিরুদ্ধে বার বার পাপাচরণ করিতেছে, ধর্ম্মের নামে আপনারা নরকে ডুবিয়া অপরকেও ডুবাইতেছে, ধন বিদ্যা এবং পদমর্য্যাদার অপব্যবহার করিয়া পৃথিবীতে দুর্নীতি অবিচার পাপ অধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত করিতেছে, তখন এরূপ সিদ্ধান্ত মনে কেনই বা না আসিবে? রাজা এবং ঈশ্বর যেখানে উভয়ই বিপক্ষ, জাতীয় সাধারণ প্রকৃতিও আত্মঘাতী, সেখানে আর প্রাচীন গৌরব কত দিন তিষ্ঠিতে পারে? কিসের বলেই বা তাহা তিষ্ঠিবে? পাপ অধর্ম্মের বলে? অসত্য দুর্নীতি যথেচ্ছাচার জাতীয় মহত্বের ঘুণস্বরূপ। ঈশামসি পুরাতন পতনোন্মুখ রাজ্যের পরিবর্ত্তে নূতন রাজ্য সঙ্গঠনের সংবাদ ঘোষণা করিলেন। কারণ তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন, যে ধর্ম্মসমাজ দৈবশক্তিবিহীন হইয়া কেবল পুরোহিত ও অর্থলোভী শাস্ত্রীদিগের স্বার্থসাধনের হেতু হয়, যেখানে

নৈতিক শাসন সাংসারিক সুখবিলাসের উপায় মাত্র, সে ধর্ম্মসমাজ আত্মবিনাশের বীজ ইতঃপূর্ব্বেই গর্ভে ধারণ করিয়াছে, তাহার অধঃপতন কেবল কালসাপেক্ষ মাত্র। কিন্তু যিশু দাউদবংশসম্ভূত পার্থিব ক্ষমতাশালী মসি নহেন, অথচ তিনি নূতন অর্থে এই শব্দ ব্যবহার করিতেন। তিনি ঈশ্বরপ্রেরিত পরিত্রাতা ইহা নিজ মুখে শেষে বলিয়াছিলেন। আপনাকে মসি বলিয়া স্বীকার করিতেন, কিন্তু প্রচলিত অর্থের সঙ্গে তাহা মিলিত না, মসির লক্ষণ তাঁহাতে ছিল না, এই জন্য য়িহুদীরা তাঁহাকে প্রবঞ্চক বলিয়া নিন্দা করিয়া বেড়াইত। যিশু নূতন অর্থে পুরাতন সংজ্ঞা অনেক ব্যবহার করিতেন, ইহাতে অন্ধ বিশ্বাসীরা বড়ই বিরক্ত হইত। কিন্তু তাঁহার নববিধ স্পষ্ট ব্যাখান দ্বারা তাহার আধ্যাত্মিক অর্থ এমন পরিষ্কাররূপে বিবৃত হইত যে তাহাতে প্রবঞ্চিত হইবার কাহারো সম্ভাবনা থাকিত না। তবে লোকে না কি সাধারণতঃ প্রাচীন সংস্কারানুসারে সমস্ত কথার অর্থ বুঝিতে চায়, সুতরাং প্রচলিত ভাষার অভিনব গভীর অর্থ তাহারা সহসা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। ধর্ম্মানুরাগ, সত্যপ্রিয়তা থাকিলে তাহা অনায়াসে পরে বুঝা যাইতে পারে; কিন্তু সেরূপ সদ্গুণ বিরল বলিয়া লোকে ক্রোধে হতবুদ্ধি হয়; তখন আর তাহাকে কিছুতেই বুঝান যায় না। যিশুর প্রচারিত "স্বর্গরাজ্য" বিশ্বাসী প্রমুক্তাত্মাদিগের সমষ্টি, অর্থাৎ প্রেমপরিবার। "মসি" অর্থেও তেমনি সেই স্বাধীন প্রেমরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং পাপী জগতের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বলি উপহার। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মমত ও কার্য্যপ্রণালী সম্পূর্ণ নূতন হইলেও তাহা জাতীয় এবং দেশীয় ভাব স্বভাবের আবরণে আবৃত থাকিত। অন্তর্দৃষ্টি উজ্জ্বল না হইলে অন্তর জগতের তত্ত্ব কেহ কাহাকেও বুঝাইতে পারে না, ধর্ম্মান্ধ সঙ্কীর্ণমনা য়িহুদী এবং আধুনিক স্থূলদর্শী খ্রীষ্টীয়ানগণ তাহার দৃষ্টান্ত।

নীচ শ্রেণীর পতিত ব্যক্তিদিগের সহিত যিশুকে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া ফিরুশীরা বলিতে লাগিল, দেখ, এ ব্যক্তি পাপীদের সঙ্গে ভোজন করে। যিশু বলিলেন, "এক শত মেষের মধ্যে যদি একটি মেষ যূথভ্রষ্ট হইয়া পশ্চাতে কোথাও পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে এমন লোক তোমাদের মধ্যে কে আছে যে অবশিষ্ট গুলিকে ফেলিয়া রাখিয়া সেই একটিকে অন্বেষণ

না করে? যখন সে উহাকে পায় তখন উহাকে স্কন্ধে রাখিয়া মহা আনন্দ প্রকাশ করে। পরে বাড়ী আসিয়া প্রতিবাসী বন্ধু বান্ধবকে বলে যে তোমরাও আমার সঙ্গে আমোদ কর, কারণ আমি সেই হারানো মেষকে পাইয়াছি। স্বর্গধামেও তেমনি এক জন অনুতপ্ত পাপীর উদ্ধারের উপলক্ষে সাধুমণ্ডলীতে আনন্দধ্বনি উঠিবে। যে স্ত্রীলোকের দশটি মুদ্রার মধ্যে একটি হারাইয়া যায় সেকি দীপ জ্বালিয়া তন্ন তন্ন করিয়া তাহার অন্বেষণ করে না? যখন সে তাহা পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হয় তখন আপনিও আনন্দিত হয় এবং প্রতিবাসী আত্মীয়দিগকে তজ্জন্য আনন্দ প্রকাশ করিতে বলে।

"আর একটি উপাখ্যান বলি শ্রবণ কর। কোন গৃহস্থের দুই পুত্র ছিল। কনিষ্ঠপুত্র এক দিন বলিল, পিতঃ! আমার অংশে যে কিছু সম্পত্তি প্রাপ্য হয় তাহা আমার হস্তে অর্পণ করুন। পিতা উভয় সন্তানকে বিষয় বিভাগ করিয়া দিলেন। কিছু দিনান্তে কনিষ্ঠ সমস্ত ধন সংগ্রহ করিয়া লইয়া এক দূর দেশে চলিয়া গেল এবং তথায় অপরিমিতব্যয়ী হইয়া সর্ব্বস্ব অপচয় করিয়া ফেলিল। তাহার সঞ্চিত ধনও নিঃশেষিত হইয়া গেল, ওদিকে আবার দেশের মধ্যে দুর্ভিক্ষও আরম্ভ হইল। মহাক্লেশ উপস্থিত, না অন্ন, না বস্ত্র দুঃখের আর অবধি রহিল না। অবশেষে এক গৃহস্থের শূকর পালনের কার্য্যে সে নিযুক্ত হইল। শূকরের মুখভ্রষ্ট তুষ ভক্ষণ দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ করিতে চাহিত, কিন্তু তাহারও অনুমতি পাইত না। এক দিন তদবস্থায় সে একাকী বসিয়া ভাবিতে লাগিল, হায়! আমার পিতার সংসারে যাহারা চাকরী করে তাহাদের ঘরেও প্রচুর অন্নের সংস্থান, আর আমি কিনা এই বিদেশে ক্ষুধায় প্রাণ হারাইতেছি! এখনি আমি পিতার নিকট যাইব এবং তাঁহাকে গিয়া বলিব, 'পিতঃ! আমি ঈশ্বর এবং তোমার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি, এক্ষণে আমি তোমার পুত্র একথা বলিবারও যোগ্য নহি, কিন্তু আমাকে তোমার এক জন বেতনগ্রাহী ভৃত্য করিয়া রাখিতে হইবে।' এই স্থির করিয়া সে নিতান্ত দীন হীন শীর্ণকায় মলিন বেশে স্বদেশে প্রতি গমন করিল। দূর হইতে পিতা তাহাকে দেখিয়াই একবারে স্নেহে বিগলিত হইলেন এবং দৌড়িয়া আসিয়া পুত্রের গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। তখন পুত্র অনুতাপ সহকারে বলিতে লাগিল, 'পিতঃ! আমি

ঈশ্বর এবং তোমার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি, আমি আর এখন তব পুত্র নামের উপযুক্ত নহি।' পিতা তৎক্ষণাৎ ভৃত্যকে আদেশ করিলেন যে উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ, অঙ্গুরী এবং পাদুকা লইয়া আইস এবং পুত্রকে সে সমুদায় পরাইয়া দাও ; আর একটি হৃষ্টপুষ্ট গোবৎস কাটিয়া আমাদের সকলকে খাইতে দাও, তাহা খাইয়া আজ আমরা আমোদ আহ্লাদ করি। কেন না আমার এই পুত্র মরিয়া গিয়াছিল, এক্ষণে পুনর্জ্জীবন পাইয়াছে ; ইহাকে হারাইয়াছিলাম, আবার পাইলাম। এই বলিয়া পুরবাসিগণ সকলে হর্ষোৎফুল্ল মনে আহ্লাদ আমোদ করিতে লাগিল। জ্যেষ্ঠপুত্র ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে গিয়াছিল। বাড়ীর নিকটে পৌঁছিয়া দেখে যে নৃত্য গীতের মহা ধুম লাগিয়া গিয়াছে। জনৈক ভৃত্যকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, তোমার ভ্রাতা নির্ব্বিঘ্নে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছেন, সেই জন্য কর্ত্তা একটি হৃষ্টপুষ্ট গোবৎস মারিতে বলিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ তাহা শুনিয়া ক্রোধ এবং অভিমান প্রযুক্ত আর বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে পারিল না। অনন্তর পিতা আসিয়া তাহাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন। অভিমানী পুত্র বলিল, 'দেখ, কত বৎসর হইতে আমি তোমার সেবা করিয়া আসিতেছি, কখন কোন দিন একটি আজ্ঞা লঙ্ঘন করি নাই ; তথাপি আমার ভাগ্যে কোন দিন একটী ছাগবৎসও মিলিল না যে আমি পাঁচ জন বন্ধুকে লইয়া আমোদ করি ; কিন্তু তোমার যে পুত্র গণিকাসক্ত হইয়া কত ধন অপচয় করিল সে বাড়ী ফিরিয়া আসিবামাত্র অমনি তাহার জন্য তুমি হৃষ্টপুষ্ট গোবৎস মারিলে।' পিতা বলিলেন, 'হে পুত্র, তুমি সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে বাস করিতেছ, যাহা কিছু আমার আছে সকলই তোমার কিন্তু তোমার যে ভাই মরিয়া বাঁচিল, নিরুদ্দেশ হইয়া আবার ঘরে ফিরিয়া আসিল তাহার উপলক্ষে আমোদ আহ্লাদ করা নিতান্ত সঙ্গত।" অপব্যয়ী পুত্রের গল্পে যিনি ঈশ্বরের অনন্ত দয়ার এবং চিরক্ষমার তত্ত্ব বিন্যাস করিয়াছেন তাঁহার নামে এখন অনন্ত নরক যন্ত্রণার মত প্রচারিত হইয়া থাকে ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়।

অনন্তর শিষ্যদিগকে দৃষ্টান্ত দ্বারা বলিলেন, "কোন ধনীর একজন ধনাধ্যক্ষ পরিচারক ছিল। প্রভুর সম্পত্তি নষ্ট করিয়া সে অভিযুক্ত হয়। এক দিন প্রভু তাহাকে বলিলেন, কিহে তোমার সম্বন্ধে যে কি কথা শুনি-

তেছি! তুমি আপনার কার্য্যের হিসাব দাও, একার্য্যে তোমাকে আর রাখা হইবে না। ভৃত্য ভাবিতে লাগিল, এখন আমি কি করি। চাকরীত যায়, মাটী খুঁড়িতেও পারিব না, ভিক্ষা করাও লজ্জার বিষয়। আচ্ছা, কর্ম্মচ্যুত হইয়াও যাহাতে বাড়ীতে থাকিতে পারি এমন কিছু কৌশল করা যাউক। এই বলিয়া যাহার কাছে যাহা প্রাপ্য ছিল তাহাকে ডাকিয়া তাহার হিসাব চাহিল। প্রথম ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল আমার নিকট এক শত মণ তৈল পাওনা আছে। পরিচারক বলিল, এই বিল্ লও, এবং এক শতের স্থানে পঞ্চাশ লিখিয়া রাখ। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নিকট কত? সে বলিল, এক শত মণ গোধুম। তাহাকেও ভৃত্য পরামর্শ দিল যে তুমি এক শতের স্থানে আশি লিখিয়া রাখ। প্রভু এই ভৃত্যের চতুরতার প্রশংসা করিলেন। কারণ ধর্ম্মাত্মাদিগের অপেক্ষা এই পৃথিবীর লোকেরা বড় চতুর। আমি বলিতেছি, তোমরা পৃথিবীর প্রবঞ্চক অর্থের সঙ্গেও সদ্ভাব রক্ষা কর; কারণ যখন ইহলোক ত্যাগ করিবে তখন সে তোমাদিগকে নিত্যধামে লইয়া যাইবে। যে সামান্য বিষয়ে বিশ্বস্ত হয় সে গুরুতর বিষয়েও বিশ্বস্ত হইতে পারে। আবার যে সামান্য বিষয়ে অন্যায়াচরণ করে,সে গুরুতর বিষয়েও সেইরূপ করিবে,যদি তোমরা অনিত্য-ধনে বিশ্বাসী না থাকিতে পার, তবে কে তোমাদের হাতে পরমার্থ দান করিবে? অপরের সম্পত্তিতে যদি তুমি বিশ্বাসী থাকিতে না পার, তবে আপনার বিষয় কিরূপে পাইবে?”

ধনলোভী ফিরুশী দল এ কথা শুনিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। যিশু বলিলেন, “তোমরা মনুষ্যের নিকট আপনাদের সাধুতা সপ্রমাণ করিতে চাও, কিন্তু ঈশ্বর তোমাদের হৃদয় দেখেন। মনুষ্যের নিকট যাহা অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়, ঈশ্বরের চক্ষে তাহা ঘৃণিত।

“এক জন ধনী ছিল, সে প্রতিদিন বহু মূল্য বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া আত্মগৌরব প্রকাশ করিত। লেজার স্ নামে কোন ক্ষতাঙ্গ রুগ্ন দুঃখী ব্যক্তি তাহার দ্বারে এই আশায় বসিয়া থাকিত যে ধনীর ভোজনাবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ অন্ন আহার করিয়া সে প্রাণ ধারণ করিবে। সে ব্যক্তি রোগে এমনি জড়বৎ হইয়াছিল যে কুকুরে তাহার ক্ষত দেহ লেহন করিত। কিছু দিন পরে

তাহার মৃত্যু হইলে স্বর্গদূত আসিয়া তাহাকে লইয়া গেল এবংএব্রাহেমের বক্ষোপরি তাহার স্থান হইল। ধনীও কালক্রমে পরলোকে গেলেন এবং মৃত্তিকা প্রোথিত হইলেন। তদনন্তর নরকানলে পরিতপ্ত হইয়া এক দিন নয়ন উত্তোলন পূর্ব্বক দেখেন যে সেই দুঃখী লেজারস্ এব্রাহেমের বক্ষে বাস করিতেছে। তখন সে কাঁদিয়া বলিল, হে পিতা এব্রাহেম! আমার প্রতি কৃপা কর। লেজারস্‌কে পাঠাইয়া দাও, যে সে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা একটু জল আমার জিহ্বায় দিয়া যায়, আমি অগ্নির উত্তাপে জ্বলিয়া মরিতেছি। এব্রাহেম বলিলেন, পুত্র,স্মরণ করিয়া দেখ জীবদ্দশায় তুমি কি সুখে ছিলে, আর লেজারস্ইবা কি কষ্টে কাল হরণ করিয়াছে। কিন্তু এখন সে সুখী হইয়াছে, তুমি যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ। তদ্ব্যতীত তোমার ও আমাদের মধ্যে এখন এত প্রভেদ যে, এখানকার লোক ওখানে যাইতে পারে না এবং ওখান হইতেও কেহ এখানে আসিতে পারে না। ধনী বলিল, তবে উহাকে আমার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দাও, সেখানে গিয়া আমার আর পাঁচটি ভ্রাতা আছে তাহাদিগকে গিয়া বলিয়া আসুক যেন তাহারা আমার মত নরকভোগ না করে। এব্রাহেম বলিলেন, মুসা এবং অন্যান্য প্রেরিত মহাজনেরা আছেন তাঁহাদিগের নিকট তাহারা সদুপদেশ শ্রবণ করুক। ধনী বলিল, না পিতা, তাহাতে কিছু হইবে না। পর লোক হইতে যদি এক জন গিয়া সংবাদ দেয় তাহা হইলে তাহারা অনুতাপ করিবে। এব্রাহেম বলিলেন, তাহারা মুসা এবং অন্যান্য সাধুর কথা যদি না শুনে তবে মৃতদিগের মধ্য হইতে এক জন ফিরিয়া গেলেও তাহাদের মন ফিরিবে না।”

জেরুশালমে প্রবেশ।

বিবিধ কথা প্রসঙ্গে ক্রমে যাত্রিদল জেরিকো নামক স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পথপার্শ্বে এক অন্ধ ভিক্ষুক বসিয়াছিল, যিশুর আগমন বার্ত্তা শুনিয়া সে চীৎকার রবে বলিতে লাগিল, "হে যিশু, দাউদের পুত্র, আমাকে দয়া কর।" সহচরগণ তাহাকে ধমক দেওয়ায় সে আরো চেঁচাইতে লাগিল।. যিশু গমনে ক্ষান্ত হইয়া বলিলেন, উহাকে ডাকিয়া আন। ইঙ্গিত মাত্র সে অন্ধ অঙ্গের বস্ত্রাদি ফেলিয়া একবারে দৌড়িয়া তাঁহার নিকটে আসিল। যিশু বলিলেন, "তুমি কি চাও?" সে বলিল "প্রভু, আমাকে দৃষ্টিশক্তি দান কর।" যিশু বলিলেন, "চলিয়া যাও! তোমার বিশ্বাস তোমাকে আরোগ্য দান করিয়াছে।" অন্ধ চক্ষু পাইয়া তাঁহার সঙ্গ ধরিল।

যিশু সদলবলে যখন নগর সমীপে অলিভ্ পর্ব্বতস্থ বেথ্‌ফেজ এবং বেথানি গ্রামের নিকট আসিয়া পৌঁহছিলেন, তখন দুই জন শিষ্যকে অনুমতি করিলেন, সম্মুখস্থ ঐ গ্রামে যাও, এবং এমন একটি নবীন গর্দ্দভ লইয়া আইস যাহার উপর কেহ কখন আরূঢ় হয় নাই। শিষ্যদ্বয় তৎক্ষণাৎ এক গর্দ্দভ আনিল এবং আপনাদের গাত্রবসন বিছাইয়া তদুপরি মেরীনন্দনকে উপবেশন করাইল। গর্দ্দভের উপর আরোহণ করিয়া রাজবেশে যিশু জেরুশালমাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। শিষ্যগণ কেহ পথিমধ্যে অঙ্গের বসন বিছাইয়া দিতেছে, কেহ কেহ খর্জ্জুর এবং তালবৃক্ষের শাখা হস্তে ধারণ পূর্ব্বক অগ্র পাশ্চাতে চলিতেছে, কেহ বা জয়ধ্বনি সংকারে বলিতেছে, "ধন্য ধন্য তিনি যিনি ঈশ্বরের নামে আগমন করিতেছেন! স্বর্গলোকে শান্তি ও মহিমা বিরাজিত হউক!" কেহ বলিতেছে, ইস্রায়েলদিগের রাজা আসিলেন। ইহা শ্রবণে কোন ফিরুশী মহা বিরক্ত হইয়া বলিল, "তুমি ইহাদিগের মুখ বন্ধ করিয়া দাও না! শুনিতেছ না! লোকে কি সব কথা বলিতেছে?" যিশু বলিলেন, "উহাদের মুখ বন্ধ করিয়া দিলে কি হইবে?

উহারা যদি চুপ করিয়া থাকে, পথের প্রস্তর খণ্ড সকল চীৎকার করিয়া উঠিবে।" নগর কম্পিত করিয়া রাজপথের মধ্য দিয়া যিশু নির্ভয়ে চলিতে লাগিলেন। য়িহুদী জাতির নিস্তারপর্ব্বের সময় নিকটবর্ত্তী, নানা দিগ্ দেশ হইতে তীর্থযাত্রিদল আসিতেছে, তন্মধ্যে আপনার দলবল লইয়া তিনি উপস্থিত হইলেন। দর্শকবৃন্দ সচকিত হইয়া পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কে এ ব্যক্তি এত সমারোহ কবিয়া আসিতেছে? শিষ্যেরা উচ্চ নিনাদে বলিতে লাগিল, "ইনি নাশরথ নিবাসী ভবিষ্যদ্বক্তা যিশু!" আনন্দের আর সীমা নাই, সকলেই মহা উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছে। অল্পমতি ধীবর সন্তাগণ গুরুদেবের রাজবেশদর্শনে হয়তো মনে করিল, এত দিনে আমা-দের মনোবঞ্ছা সফল হইল। রাজৈশ্বর্য্যের মধ্যে এক নবীন গর্দ্দভ, আর শিষ্যদিগের ছিন্ন মলিন গাত্রাবরণ, আর অবশিষ্ট কি? বৃক্ষশাখা সকল রাজদণ্ড ছত্র এবং পতাকা হইয়াছে। এত দিন যিশু যে সমস্ত স্বর্গীয় অমূল্য রত্ন বিতরণ করিলেন তাহাতে লোকের যত উৎসাহ হউক না হউক, তাঁহার রাজবেশ ধারণ সকলের পক্ষে বিশেষ আহ্লাদের বিষয় হইল। প্রেমের পাগল যিশুর মনে তখন যে কি অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহা কে বুঝিবে? দুঃখই যাঁহার আনন্দ, অপমান নির্য্যাতন মৃত্যু যাঁহার রাজমুকুট, তাঁহার রাজবেশ ইহা অপেক্ষা আর অধিক গৌরবান্বিত কি হইতে পারে? এ সকল পাগলবংশীয় লোকের প্রেমের লীলা চিরকালই এইরূপ।

অতঃপর যুবরাজ যিশু বহুলোক জন সঙ্গে করিয়া একবারে জিহোবার মন্দিরের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। মন্দিরের সম্মুখস্থ পথের উভয় পার্শ্বে ক্রেতা বিক্রেতাগণের বিষম জনতা। নানাবিধ চেতনাচেতন পূজা উপহার ও বলির সামগ্রী লোকে ক্রয় বিক্রয় করিতেছে, চারিদিকে কোলাহল গণ্ড-গোল, দেখিলেই বোধ হয় যেন কালীঘাটের মন্দির। বস্তুতঃ তথায় সংসার একবারে মূর্ত্তিমান্ আকার ধরিয়া বসিয়া আছে। এই ঘৃণিত দৃশ্য দর্শনে ব্রহ্মভক্ত যিশুর মন বড় ক্ষুব্ধ এবং উত্তেজিত হইল। পরে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে সেখানেও ক্রেতা বিক্রেতাদিগের ভয়ানক হট্ট-গোল। কেহ কপোতদিগকে পিঞ্জরবদ্ধ করিয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত রাখিয়াছে, কেহ পূজা ও বলি উপহারের অন্যান্য উপকরণ সামগ্রী বিক্রয় করিতেছে,

কেহ কাষ্ঠাসনের উপর তাম্র ও রজত মুদ্রা খণ্ড বিনিময়ার্থ সাজাইয়া রাখিয়াছে। তাহার মাঝে মাঝে লম্বিত শ্মশ্রু দীর্ঘ পরিচ্ছদধারী য়িহুদী ধর্ম্মযাজকগণ গম্ভীরভাবে ইতস্ততঃ পদ চালনা করিতেছেন, আর বিক্রীত দ্রব্যাদি হইতে আপনারা কি পাইবেন তাহাই ভাবিতেছেন। বৃষ মেষ কপোতদিগের মলমূত্র এবং গাত্রগন্ধে দেবতার স্থানকে এমনি নরকতুল্য করিয়া ফেলিয়াছে যে সেখানে তিষ্ঠান যায় না। দেবাত্মজ যিশু ঈদৃশ জঘন্য কাণ্ড কারখানা দেখিয়া এককালে যেন অগ্নি অবতার হইয়া উঠিলেন। তাঁহার হৃদিস্থিত ধর্ম্মক্রোধ শতধা হইয়া জ্বলিয়া উঠিল। বলিলেন, "কি! আমার পিতার মন্দিরকে তোরা হট্টমন্দির করিয়া তুলিয়াছিস্?" এই বলিয়া বীর পরাক্রমে ঐ সমস্ত লোকজনকে কশা প্রহার দ্বারা ঘর হইতে দূর করিয়া দিলেন, মুদ্রাধার এবং বিক্রেতাদিগের আসন উল্টাইয়া ফেলিলেন, চারিদিকে একবার হুলস্থূল পড়িয়া গেল। পশু পক্ষীদিগের আর্ত্তনাদ চীৎকার, মনুষ্যগণের কলরব হাহাকারধ্বনিতে মন্দির পরিপূর্ণ হইল। বণিকেরা আপনাপন বিচ্ছিন্ন মুদ্রা এবং পশু পক্ষীদিগকে পুনঃসংগ্রহ করিবে, না কেহ তাহাদিগকে তাড়না করিতেছে তৎপ্রতি চাহিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না; ভয়ে মনোদুঃখে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। যিশুর না আছে সৈন্য সামন্ত, না আছে কোন পার্থিব ক্ষমতা প্রভুত্ব, না তিনি নিজেই কোন রাজবংশোদ্ভব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; লোক বলের মধ্যে কতিপয় দুঃখী কৃষক ও ধীবর সন্তান, ঐশ্বর্য্যের মধ্যে এক গর্দ্দভ; কিন্তু ইহাতেই তাঁহার এত তেজঃ বিক্রম যে লোকে মনে করিল হয়তো কোন দিগ্বিজয়ী রাজাই বা আসিয়াছেন। দৈববলের এমনি প্রভাব। কাহারো সাধ্য হইল না যে একটী কথা তাঁহাকে মুখ ফুটিয়া বলে। সকলে হতবুদ্ধি হইয়া মুখপানে চাহিতে লাগিল। প্রত্যেকেই মনে মনে জানিত যে তাহারা দোষী, বিধিবহির্ম্মুখাচারী, কাজে কাজেই ধর্ম্মবলের নিকট তাহাদিগকে পরাস্ত হইতে হইল। কিন্তু যিশুর কি সাহস! কি অসাধারণ মনস্বিতা! এরূপ স্থলে যে তাঁহার ঐরূপ ক্ষমতা প্রকাশে সম্পূর্ণ অধিকার ছিল তাহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতেন। সেই জন্য নির্ভয়ে বলিলেন, "শাস্ত্রে লিখিত আছে আমার মন্দির পূজার মন্দির বলিয়া উক্ত হইবে। তোরা সেই স্থানকে চোর দস্যুর আবাস করিয়া ফেলিয়াছিস্?"

পরে মন্দিরে সমাগত অন্ধ খঞ্জ আতুরদিগকে তিনি ভাল করিলেন। বহুলোকসমারোহ ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া দর্শনে ধর্ম্মযাজক অধ্যাপকেরা কি করিবে কিছুই বুঝিতে পারিল না। শেষ যখন কতকগুলি বালক "ধন্য দাউদের পুত্র ধন্য!" বলিয়া মহা চীৎকার করিতে এবং করতালি দিতে লাগিল তখন উঁহারা মুখ খুলিবার অবসর পাইল। একে যিশু লোকদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তাহাদের স্বার্থহানি করিয়াছেন, তাহার উপর আবার বালকবৃন্দের মুখে তাঁহার ঐ রূপ প্রশংসাধ্বনি, তদ্ভিন্ন অন্যান্য কারণে জাতক্রোধতো আছেই; পুরোহিতেরা আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিল, "শুনিতেছ কি বালকেরা কি বলিতেছে?" তদুত্তরে যিশু কহিলেন, "হাঁ শুনিতেছি; 'দুগ্ধপোষ্য শিশুর মুখ দিয়া তুমি আমার যশোগান করিবে;' এ কথা কি পাঠ কর নাই?" য়িহুদীরা শেষ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বালকদিগকে ধম্‌কাইয়া বলিয়াছিল, তোরা কি বুঝিয়া এমন করিতেছিস্? ফলতঃ যিশু তাহাদিগকে নিতান্ত উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। পুরাতন ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন দেবমন্দিরেরও মাহাত্ম্য চলিয়া গিয়াছে ইহা দেখিয়া তদুপরি তিনি আক্রমণ করেন। এক্ষণে তিনি অভিনব প্রেমমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তথায় সকল মানবজাতির সহিত মহেশ্বরের মহিমা যশঃ কীর্ত্তন করিবেন, আর কি পশু বলিদান এবং পশু বিক্রয়ের ধর্ম্মমন্দির থাকিতে পারে? পুরাতন মন্দির চূর্ণ করিয়া তৎস্থানে নূতন মন্দির স্থাপনের কথা এই সময় ঘোষিত হয়।

মার্থা ও মেরী।

যিশু যে তিন কি সাড়ে তিন বৎসর কাল প্রচার কার্য্যে ব্রতী ছিলেন তাহার অধিকাংশ সময় গালিল্ প্রদেশে গত হয়; অবশিষ্ট কাল তিনি জুডিয়া দেশে অতিবাহিত করেন। কিন্তু এই শেষ ভাগের জীবন বিবিধ গুরুতর ঘটনায় পরিপূর্ণ। এ সমস্ত ঘটনা যে নিতান্ত অল্প কালব্যাপী তাহা বোধ হয় না। জুডিয়ার কার্য্যবিবরণ সমুদায় এক যাত্রার কি দুই তিন বারের তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। ইহা অসম্ভব নহে যে মধ্যে মধ্যে তিনি তথায় গিয়া লোকের অত্যাচার ভয়ে পুনরায় স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেন। কিন্তু এ কথা প্রথম তিন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। যাহা হউক, তিনি যে নিস্তার পর্ব্বের কিছু দিন পূর্ব্বে ঐ দেশে গিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এ অঞ্চলের অধিকাংশ ঘটনা জেরুশালমে সংঘটিত হয়। মধ্যে মধ্যে তথায় যাইতেন এবং শত্রুকুলের সম্মুখে স্বমত প্রচার করিয়া নগরপ্রান্তবর্ত্তী পল্লিতে রাত্রি বাস করিতেন।

বেথানী গ্রামে মার্থা ও মেরী নামে দুই ভগ্নী ছিল, তাহারা যিশুকে অতিশয় ভক্তি করিত এবং ভাল বাসিত। ইহাদের গৃহে তিনি সচরাচর শয়ন ভোজন করিতেন। মেরী বড় ভক্তিমতী ছিল, সে যিশুর শ্রীমুখবিগলিত অমৃত বচন শুনিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়া তাঁহার পদতলে বসিয়া থাকিত। একদা যিশু উহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে মার্থা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আহারাদির আয়োজন করিতে লাগিল, কিন্তু মেরীর আর অন্য কোন দিকে মন নাই, সে প্রভুর পদপ্রান্তে বসিয়া একান্ত চিত্তে কেবল তত্ব কথা শুনিবার নিমিত্ত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। গুরুদেবের সেবা অপেক্ষা তাঁহার মধুরবাণী শ্রবণে সে অধিক অনুরাগিণী ছিল। মার্থা একাকিনী নানা কার্য্য করিতেছে আর মেরীর উপর বিরক্ত হইতেছে। পরিশেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া সে যিশুর নিকট অভিযোগ করিল যে, দেখুন

প্রভু, আমার ভগ্নী আমাকে একলা ফেলিয়া এখানে আপনার নিকট বসিয়া আছে। আপনি উহাকে বলিয়া দিন যেন ও আমাকে সাহায্য করে। যিশু বলিলেন, "মার্থা, তুমি নানা বিষয়ে চিন্তিত এবং ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছ, কিন্তু একটি বিষয়ই প্রয়োজনীয়; অতএব মেরী যে কার্য্য মনোনীত করিয়াছে উহাই থাকিবে।" কর্ম্মী ও ভক্তের মধ্যে কত প্রভেদ তাহা এ স্থলে বলিয়া দেওয়া হইল। যিশু সার জানিতেন যে, যাহারা তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া বিধানকে বিশ্বাস করে, তাহারাই কেবল স্বর্গরাজ্যের অধিবাসী হইতে পারিবে; এই জন্য কার্য্যাড়ম্বরের উপর তাদৃশ অনুরাগ প্রকাশ করিতেন না। অথচ "আমাকে প্রভু প্রভু করিলে কিছু হইবে না, পিতার ইচ্ছা পালন কর" এ কথাও বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনে এবং ধর্ম্ম মতে বিশ্বাস ও কার্য্যের সামঞ্জস্য ছিল।

শত্রুজয় ও বিশ্বাসঘোষণা।
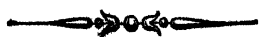
একা যিশু এক দিকে, না আছে কেহ তাঁহার ভাবের সমভাগী, না আছে কেহ সৎপরামর্শদাতা সহকারী। শিষ্যেরা কেবল পশ্চাৎ অনুগমন করিতেছে মাত্র, তদ্ভিন্ন তাহাদের নিকট অন্য কোন সাহায্যের প্রত্যাশা নাই। অপরদিকে ফিরুশী সদ্দুকী স্ক্রাইব্ প্রভৃতি প্রধান পক্ষীয় য়িহুদীদল ক্রমাগত নব নব কৌশলজাল বিস্তার করিতেছে। কিন্তু সাধ্য কি যে সহসা কেহ কিছু করিয়া উঠে। ধন্য ঈশ্বরের পুত্র যে তিনি কেবল দৈববলে বলীয়ান্ হইয়া সকলকে পরাস্ত করিয়া ফেলিতেছেন। এক্ষণে তাঁহার পরীক্ষার অগ্নি চতুর্দ্দিকেই জ্বলিয়া উঠিয়াছে, নানা বেশ নানা ভাব ধারণ করিয়া বিপক্ষের অনুচরগণ পায়ে পায়ে ফিরিতেছে। কিন্তু যতই শত্রুতার বৃদ্ধি ততই তাঁহার ধর্ম্মভাবেরও শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। একবারে সপ্তমে স্বর চড়াইয়া আন্তরিক বিশ্বাসের গুপ্ত কথা তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

জাতীয় পর্ব্বোপলক্ষে নানা স্থান হইতে বিচিত্র প্রকৃতির যাত্রিদল নগরমধ্যে একত্রিত হইয়াছে, নানা জনে নানা কথা বলিতেছে। কেহ বলিতেছে ইনি একজন সাধু। কেহ বলিতেছে, না ও ব্যক্তি লোকদিগকে প্রতারণা করিতেছে। যাহার ভাল বলিয়া মনে হইয়াছে সেও লোকভয়ে তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। যিশুকে মন্দিরের সম্মুখে প্রচার করিতে দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত য়িহুদীরা বলিতে লাগিল, "এ ব্যক্তি লেখা পড়া না শিখিয়া কিরূপে এমন সব জ্ঞানের কথা কহিতেছে?" যিশু তাহার এই উত্তর দিলেন যে, "যে ধর্ম্মমত আমি প্রচার করিতেছি ইহা আমার মত নহে, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন তাঁহার। তাঁহার ইচ্ছা যদি কেহ পালন করে, তাহা হইলে সে জানিতে পারিবে ইহা আমার কি ঈশ্বরের। যে আপনার কথা বলে, সে নিজের গৌরব অন্বেষণ করে; কিন্তু যে আপনার প্রেরয়িতার গৌরব ঘোষণা করে সেই যথার্থ, তাহাতে কিছু মাত্র অধর্ম্ম নাই।

মুসা কি তোমাদিগকে বিধি দেন নাই? তথাপি তোমরা কেহ তাহা প্রতিপালন কর না। আমাকে হত্যা করিবার জন্য কেন বেড়াইতেছ?" বিপক্ষেরা বলিল, "তোর ঘাড়ে ভূত চাপিয়াছে। কে তোকে মারিবার জন্য বেড়াইতেছে?" যিশু বলিলেন, "মুসার বিধি অনুসারে যদি তোমরা বিশ্রাম বারে ত্বকচ্ছেদ করিতে পার, তবে আমি রোগ আরোগ্য করিয়াছি বলিয়া ক্রুদ্ধ হও কেন? বাহিরের দৃশ্য দেখিয়া বিচার করিও না, ধর্মানুগত হইয়া বিচার কর।" এমন সময় এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "এ সেই নয়, যাহাকে সকলে মারিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে? কিন্তু দেখ, কেমন উহার বুকের পাটা! তথাপি কেহ কিছু বলিতেছে না। এ যে সেই খ্রীষ্ট যিশু তাহা কি কর্ত্তৃপক্ষেরা কেহ জানেন না? আমরা জানি কোথা হইতে এ লোক আসিয়াছে।" ইহা শুনিয়া যিশু উচ্চ নিনাদে বলিলেন, "আমি কে এবং কোথা হইতে আসিয়াছি তাহা তোমরা জান, কিন্তু আমি আপনা হইতে আসি নাই; যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন তিনিই সত্য, তাঁহাকে তোমরা জান না। আমি তাঁহাকে জানি, কারণ আমি তাঁহা কর্ত্তৃক প্রেরিত।" শত্রুপক্ষীয়েরা এই সময় তাঁহাকে ধৃত করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু লোকভয়ে পারিল না, শেষ গৃহে গিয়া কয়েক জন অনুচর পাঠাইয়া দিল।

লোকদিগকে যিশু বলিতে লাগিলেন, "আর অল্পকাল আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, তাহার পর পিতার নিকট চলিয়া যাইব। তোমরা তখন আমাকে অন্বেষণ করিয়া পাইবে না। যেখানে আমি থাকিব সেখানে তোমাদের যাইবার ক্ষমতা নাই। য়িহুদীরা পরস্পরে কাণাকাণি করিতে লাগিল, "এ ব্যক্তি কোথায় যাইবে যে আমরা খুঁজিয়া পাইব না? জেণ্টাইল্‌দিগকে শিক্ষা দিতে যাইবে না কি? কি প্রকার কথা এ বলিতেছে?" যিশু কহিলেন, "যদি কেহ পিপাসার্ত্ত থাকে সে আমার নিকট আসিয়া পান করুক। যে আমাকে বিশ্বাস করিবে তাহার উদর হইতে নদী উৎসারিত হইবে।" ইহা শুনিয়া অনেকে বলিতে লাগিল, "সত্যই ইনি প্রেরিত মহাজন।" অন্যেরা বলিল, "এ খ্রীষ্ট।" কেহ কেহ বলিল, "গালিল্‌ হইতে খ্রীষ্ট কেমন করিয়া আসিবে? তাহারতো বেথ্‌লিহামে দাউদের বংশে জন্মিবার কথা?" এইরূপে তাঁহার সম্বন্ধে লোকে নানা মত ব্যক্ত করিতে লাগিল।

অনুচরগণকে শূন্যহস্তে আসিতে দেখিয়া প্রধান যাজকেরা কহিল, কেন তোমরা তাহাকে আনিলে না? তাহারা বলিল ধর্ম্মাবতার, তিনি যেরূপ কথা কহেন আমরা এমন কথা আর কখন কাহারো মুখে শুনি নাই। ফিরুশীরা বলিল, তোমরাও কি প্রতারিত হইলে? আমরা কি কেহ তাহাকে বিশ্বাস করিয়াছি দেখিয়াছ? শাস্ত্রীয় বিধি যাহারা জানে না তাহারা অতি হেয় লোক। নিকোডিমাস্ নামে যিশুর এক গুপ্ত বন্ধু তথায় ছিলেন, তিনি বলিলেন, "কোন ব্যক্তির বিষয় কিছু না জানিয়া শুনিয়া কি বিচার করা উচিত?" বিরোধীরা বলিল, "তুমিও কি গালিল্ দেশীয় লোক? অনুসন্ধান করিয়া দেখ, কারণ তথায় কখন কোন প্রেরিত মহাজনের জন্ম হয় না।" তদনন্তর সকলে নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেল।

পর দিবস যিশু পুনরায় মন্দিরের নিকট ভূতলে বসিয়া শ্রোতৃবর্গকে শিক্ষা দিতেছেন এমন সময় শত্রুরা এক ব্যভিচারিণী নারীকে তৎসন্নিধানে আনিয়া উপস্থিত করিল। ইহার কিছু দিন পুর্ব্বে হতভাগ্যেরা স্ত্রী ত্যাগ বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছে, এক্ষণে আবার এই উপলক্ষে দুরভিসন্ধি সাধনে চেষ্টা করিতে লাগিল। যিশুর প্রতি যেন কতই ভক্তি শ্রদ্ধা! অথচ ভিতরে কেবল কুটিল মন্ত্রণা। বলিল, "মহাশয়, এই স্ত্রীলোক ব্যভিচার করায় আমরা ইহাকে ধরিয়া আনিয়াছি। মুসার বিধি অনুসারে ইহাকে প্রস্তরাঘাত করা উচিত, কিন্তু আপনার এ বিষয়ে ব্যবস্থা কি?" যিশু উহাদের ভাবগতি দেখিয়া এমনি ভাবে হেঁট মস্তকে অঙ্গুলী দ্বারা মাটিতে অঙ্কপাত করিতে লাগিলেন যেন কিছুই শুনিতেছেন না। শত্রুদল ক্রমাগত উত্তেজনা করাতে শেষ মস্তক উত্তোলন করিলেন। প্রশ্নটি নিতান্ত সহজ ছিল না। দুষ্টেরা এমনি মায়াজাল পাতিয়াছে যে মানবীয় বুদ্ধিশক্তি দ্বারা কোনক্রমে তাহা হইতে উদ্ধারের আশা নাই। যিশু যে প্রকার উত্তর দিবেন তাহা দ্বারাই তাঁহাকে উহারা বিপাকে ফেলিবে। প্রাচীন বিধি অনুসারে তিনি কঠোর দণ্ডও অনুমোদন করিতে পারেন না, এ দিকে আবার পবিত্রতার উচ্চ আদর্শও রক্ষা করা চাই। কিন্তু দৈব যাহার সহায় তাহার আর ভাবনার বিষয় কি? তিনি জানিতেন মনুষ্যের স্বভাব পুণ্যে গঠিত, পাপ তাহার সাময়িক রোগ

দুর্ব্বলতা মাত্র; কোন একটী পাপজনক ঘটনা দ্বারা তাহার সমস্ত জীবন বিচারিত, হইতে পারে না। এই কারণে অনেক মহাপাপী তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিয়া মুক্ত হইয়া যাইত। তাঁহার চরিত্রপ্রভাবে কত দুশ্চারিণী গণিকাও ভাল হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে কিসের বলে? তিনি কি তাহাদিগকে পুনঃ পরিণয়সুখে সুখী করিয়া উদ্ধার করিতেন? আপনার পুণ্য প্রভাব দ্বারা তাহাদিগকে ঈশ্বরের চিরক্রীত দাসী করিয়া রাখিতেন। পাপের প্রতি যথোচিত ঘৃণা এবং পুণ্যানুরাগ তাঁহার স্বাভাবিক এবং তদ্বিষয়ক মত সম্পূর্ণ ঐশিক শাসনের অনুগামী ছিল। অনন্তর স্বর্গীয় জ্ঞানযোগে তিনি প্রশ্নকারীদিগকে এইমাত্র বলিলেন যে, "তোমাদের মধ্যে যে নিষ্পাপী সেই অগ্রে উহাকে প্রস্তরাঘাত করুক।" এই কথা বলিয়া পূর্ব্ববৎ ভূমিতে অঙ্কপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই মহাবাক্য শ্রবণে বিরোধীদল আপনাপন বিবেকের নিকট অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হইল, এবং অধোমুখে এক এক করিয়া সকলে সরিয়া পড়িল, একটি লোকও আর সেখানে রহিল না। যিশু এমনি ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করিয়াছেন যে তাহা শত্রুদিগের বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়াছে। উহারা যেরূপ উত্তর প্রত্যাশা করিয়াছিল যিশু সে দিক্ দিয়াও গেলেন না, বিধিনিয়োজিত নূতন প্রণালীতে উত্তর দিলেন। য়িহুদীরা যদি ধর্ম্মভয়হীন নাস্তিক হইত তাহা হইলে নিজেদের ব্যভিচার দোষ সত্বেও ঐ নারীকে প্রস্তরাঘাত করিত সন্দেহ নাই, কিন্তু তত দূর বিকৃতি তাহাদের ঘটে নাই। বরং যিশুর স্বর্গীয় বচন তাহাদের নিদ্রিত বিবেককে তখন জাগ্রৎ করিয়া তুলিয়াছিল।

ক্ষণকাল পরে যিশু মস্তক উন্নত করিয়া দেখেন যে কেহ কোথাও নাই, সকলে চলিয়া গিয়াছে, কেবল স্ত্রীলোকটি একাকিনী লজ্জাবনত শিরে দাঁড়াইয়া আছে। এ স্থলে দৈব বলের কি অব্যর্থ সন্ধানই তিনি দেখিতে পাইলেন! পাপীর কুটিল দুর্ব্বুদ্ধির সহিত সাধুর নির্ম্মল সরল বুদ্ধির কি প্রভূত তারতম্য! তখন যিশু বলিলেন, "হে নারী, কোথায় গেল তোমার সেই সব অভিযোক্তাগণ? এক জনও তোমাকে দণ্ডদান করিল না? বামা বলিল, "না প্রভু, কেহই কিছু বলিল না।" যিশু বলিলেন, "আমিও দণ্ড দিলাম না। এক্ষণে যাও, এমন কর্ম্ম আর কখন করিও না।।"

অনন্তর তিনি এইরূপে সকলকে উপদেশ দিতে লাগিলেন যে, "আমি জগতের আলোক, আমার পশ্চাতে যে আসিবে সে অন্ধকারে ভ্রমণ করিবে না, সে জীবনের আলোক প্রাপ্ত হইবে।" ফিরুশীরা বলিল, "তুমি আপনার বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য দিতেছ, তোমার কথা সত্য নহে।" যিশু বলিলেন, "যদিও আমি নিজমুখে আপনার কথা বলিতেছি, কিন্তু আমার কথা সত্য; কারণ আমি জানি কোথা হইতে আমি আসিয়াছি এবং কোথায় যাইব; কিন্তু তোমরা সে বিষয় কিছুই জান না। তোমরা বাহ্য ভাব দেখিয়া বিচার করিয়া থাক, আমি কোন মনুষ্যের বিচার করি না; যদি করি তাহা যথার্থ বিচার; যে হেতু আমি একাকী নহি, আমি এবং আমার পিতা দুই জনে একত্র থাকি। তোমাদেরিতো বিধিতে লেখা আছে যে দুই জনের সাক্ষ্য সত্য বলিয়া গ্রাহ্য? অতএব দেখ, আমি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছি, আবার আমার পিতাও আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিতেছেন।

শ্রোতারা বলিল, "কোথায় তোমার পিতা?" যিশু বলিলেন, "তোমরা আমাকেও জান না, এবং আমার পিতাকেও জান না। যদি তোমরা আমাকে জানিতে তাহা হইলে আমার পিতাকেও জানিতে পারিতে। আমি চলিয়া গেলে তোমরা আমাকে অন্বেষণ করিবে এবং পাপে হত হইবে, কিন্তু যেখানে আমি যাইব সেখানে তোমরা যাইতে পারিবে না।" য়িহুদীরা বলিতে লাগিল, "এ ব্যক্তি আত্মহত্যা করিবে না কি? নতুবা এমন কথা কেন বলিতেছে?" যিশু বলিলেন, "তাহার কারণ এই যে তোমরা পৃথিবীর আর আমি স্বর্গের। ইহা বিশ্বাস না করিলেই পাপে হত হইবে।" বিপক্ষেরা বলিল, "তুমি কে?" যিশু উত্তর করিলেন, "আমি কে তাহাইতো প্রথম হইতে বলিয়া আসিতেছি। তোমাদের সম্বন্ধে বলিবার এবং বিচার করিবার আমার অনেক আছে। যাহা হউক, আমার প্রেরণকর্ত্তা সত্যবাদী। তাঁহার নিকট আমি যাহা যাহা শুনিয়াছি তাহাই পৃথিবীকে বলিতেছি। কিন্তু আমি যে পিতার কথাই বলিতেছি লোকেরা তাহা বুঝিল না। তোমরা মনুষ্যপুত্রকে যদি সম্মান করিতে তাহা হইলে বুঝিতে পারিতে যে আমিই সেই। যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন তিনি

আমার সঙ্গেই আছেন। পিতা আমাকে একাকী পরিত্যাগ করিয়া যান নাই, কারণ যাহাতে তাঁহার সন্তোষ হয় আমি সেই কর্ম্ম করি।” এই কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি অনেকের বিশ্বাস জন্মিল। তাহাদিগকে যিশু বলিলেন, “তোমরা যদি আমার বাক্যে স্থির থাক, তাহা হইলে বাস্তবিকই তোমরা আমার শিষ্য। সত্য কি, তাহা এখন তোমরা জানিতে পারিবে এবং সত্যই তোমাদিগকে স্বাধীন করিবে।”

অবোধেরা এ কথার বিপরীত অর্থ বুঝিয়া কহিল, “আমরা এব্রাহেমের বংশ কখন কাহারো দাসত্ব করি নাই, তবে তুমি স্বাধীন হইবার কথা কি বলিতেছ?” যিশু বলিলেন, “সে দাসত্ব নয়, যে পাপ করে সেই পাপের দাস হয়। যে দাস সে নিত্য কাল বাটীতে থাকে না, পুত্র যিনি তিনিই সেখানে সর্ব্বদা থাকেন। অতএব পুত্র যদি তোমাদিগকে স্বাধীন করেন তবেই তোমরা প্রকৃতরূপে স্বাধীন হইবে। তোমরা এব্রাহেমের বংশ তাহা আমি জানি, কিন্তু আমার বাক্য তোমাদের অন্তরে স্থান পায় না; সেই জন্য তোমরা আমাকে বধ করিবার চেষ্টায় আছ। আমার পিতার নিকট আমি যাহা যাহা দেখিয়াছি তাহাই করিতেছি।” তাহারা বলিল, “এব্রাহেম আমাদের পিতা।” যিশু বলিলেন, “তাহা হইলে তোমরা সেইরূপ কার্য্য করিতে। আমি ঈশ্বরের নিকট সত্য বচন শুনিয়া তোমাদিগকে তাহা অবগত করিয়াছি, কিন্তু তোমরা আমাকে হত করিবার চেষ্টায় ফিরিতেছ।” য়িহুদীরা বলিল, “আমরা ব্যভিচারজাত নহি, আমাদের একই পিতা পরমেশ্বর।” যিশু বলিলেন, “ঈশ্বর যদি তোমাদের পিতা হইতেন তাহা হইলে তোমরা আমাকে ভাল বাসিতে; কারণ আমি আপনা হইতে আসি নাই, তাঁহারই নিকট হইতে আসিয়াছি। তোমরা আমার কথা বুঝিতেছ না এই জন্য যে তোমরা তাহা শুনিতে পার না। পাপপুরুষ তোমাদের পিতা, তোমরা তাহারই অভিপ্রায় পূর্ণ করিতে ভালবাস। সে প্রথম হইতেই নরঘাতক, মিথ্যাবাদী, তাহার ভিতরে সত্য নাই। আমি সত্য কথা কহিয়া থাকি এই নিমিত্ত তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর না। আমাতে পাপ আছে এমন প্রমাণ কে দিতে পারে? আর যদি আমি সত্য কথা বলি তাহা তোমরা বিশ্বাস করিবে

নাই বা কেন? যে কেহ ঈশ্বরের সে তাঁহার কথা মানে; তোমরা ঈশ্বরের নও এই জন্য তাহা মান না।"

শত্রুরা ক্রোধান্ধ হইয়া বলিল, "তুই যে একজন সামরীয় দেশের ভূতগ্রস্ত লোক এ কথা কি সত্য নহে?" যিশু বলিলেন, "আমি ভূতগ্রস্ত নহি, আপনার পিতার গৌরব আমি ঘোষণা করিতেছি, আর তোমরা আমাকে হত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছ; কিন্তু আমি নিজের গৌরব অন্বেষণ করি না। যে আমার বাক্য পালন করে সে অমর হইবে।" তখন য়িহুদীরা বলিল, "তুই যে ভূতগ্রস্ত তাহা এখন আমরা বুঝিলাম। কারণ এব্রাহেম ও ভবিষ্যদ্বক্তাগণ সকলেই মরিয়াছেন, তবু তুই বলিতেছিস্ যে, যে আমার কথা পালন করে সে কখন মৃত্যুর আস্বাদন পাইবে না। তবে কি তুই এব্রাহেমের অপেক্ষা বড় লোক? তিনিত মরিয়াছেন এবং আর আর প্রেরিত মহাজনেরাও গত হইয়াছেন, তুই তবে আপনাকে আপনি কি জ্ঞান করিস্?" যিশু বলিলেন, "আমি যদি আপনাকে আপনি গৌরবান্বিত করি তাহা কিছুই নয়, কিন্তু পিতাই আমাকে গৌরবান্বিত করিতেছেন। তোমরা তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া মান, অথচ তাঁহাকে জান না; কিন্তু আমি তাঁহাকে জানি। যদি বলি যে জানি না, তাহা হইলে আমি তোমাদেরই মত মিথ্যাবাদী হইব। আমি তাঁহাকে জানি এবং তাঁহার ব.ক্য পালন করি। তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ এব্রাহেম আমার দিন দেখিবার আশায় উল্লসিত হইয়াছিলেন এবং তাহা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন।" উহারা বলিল, "তোর বয়স পঞ্চাশ বৎসরও হয় নাই, তবে তুই এব্রাহেমকে কিরূপে দেখ্‌লি?" যিশু বলিলেন, "সত্যই আমি এব্রাহেমের জন্মের পূর্ব্বে ছিলাম। ইহা শুনিয়া তাঁহাকে প্রস্তর তুলিয়া সকলে মারিতে গেল, যিশু বেগতিক দেখিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। যেরূপ তাঁহার কথার প্রণালী তাহাতে যে লোকে রাগিবে এবং মারিতে উদ্যত হইবে ইহা বিচিত্র নহে। এ প্রকার নিদারুণ কথা পৃথিবীর কয় জন লোকে সহ্য করিতে পারে? তাহার পর উনিশ শত বৎসর গত হইয়াছে, জ্ঞান ধর্ম্মসম্বন্ধে এখন কত উদারতা বাড়িয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষিত দল এ কথা শুনিলে কি করে? তাহারাও মারিতে উদ্যত হয় সন্দেহ নাই। ফলতঃ

যিশুর কথায় লোকে বড় জ্বালাতন হইত; এখনো হয়, চিরকাল হইবে। সে যাহা হউক, এক্ষণে "এব্রাহেমের পূর্ব্বে আমি ছিলাম" কি "সৃষ্টির প্রথমে আমি ছিলাম" এ সব কথার অর্থ কি? যিশু অনন্ত কালের জীব ছিলেন। মনুষ্যের শরীর ধারণ, জন্ম মৃত্যু নাম ধাম জাতি সংজ্ঞা উপাধি কিংবা স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তিত্ব এ সকল অনিত্য অস্থায়ী ভাবের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে তিনি থাকিতেন না। সত্য ন্যায় দয়া ধর্ম্ম পুণ্য প্রেম যেমন অনন্ত কালের অমর পদার্থ, সুতরাং এই সমুদায় উপাদানে রচিত যে সাধুজীবন তাহাও দেশ কালের অতীত অমর পদার্থ, আকস্মিক অস্থায়ী নহে, এই ভাবে তিনি ঐ রূপ কথা বলিতেন। অগ্রে ভাবরূপে বীজরূপে অপ্রকট অবস্থায় অনন্ত গুণধারিণী জগৎপ্রসবিনীর গর্ভে তিনি ছিলেন, পরে যথাসময়ে দেহ ধারণ করিলেন, কিন্তু দেহধারণের পূর্ব্বে সৃষ্টিবীজে নিদ্রিতাবস্থায় ছিলেন। অনাত্মবাদী য়িহুদীর মস্তিষ্কে এ ভাব প্রবেশ হইবার নহে, জড়বাদী জ্ঞানীর মোটা বুদ্ধিও ইহা ধারণ করিতে পারে না। এ দেশে নিত্যসিদ্ধ মহাজনদিগের যে লক্ষণ বর্ণিত আছে যিশুর কথা তাহার সহিত ঐক্য হয়। যাহাই হউক, সাধারণ এ প্রকার গভীর অর্থযুক্ত বাক্যে অতিশয় বিরক্ত। যে যত বুঝিতে পারে না সে ততই আরো রাগিয়া উঠে। যিশু এমনি সহজে অম্লান বদনে এ সমস্ত বিশ্বাসবাক্য বর্ণন করিতেন যে তাহাতে অন্ধবুদ্ধি মানবের ধৈর্য্যচ্যুত হইত। অবিশ্বাসী লোকেরা ভাবুকতা ও কবিত্বের উপর বড়ই অসন্তুষ্ট, বিশ্বাসের খাঁটি কথাও ধরিতে অক্ষম।

জেরুশালমে প্রকাশ্য উপদেশ।

এক দিন কোন এক জন্মান্ধ মনুষ্য আরোগ্যলাভের ইচ্ছায় যিশুর নিকট উপস্থিত হইলে শিষ্যেরা জিজ্ঞাসা করিল, "এ ব্যক্তির অন্ধ হইবার কারণ কি? পিতা মাতার দোষে, না ইহার নিজদোষে ইহা ঘটিয়াছে?" যিশু বলিলেন, "কাহারো দোষে নহে, ইহাতে ঐশ্বরিক ক্রিয়া যেন প্রত্যক্ষীভূত হয়, এই জন্য উহার উৎপত্তি। যাহারা দেখে না তাহারা যেন দেখিতে পায়, এবং যাহারা দেখে তাহারা যেন অন্ধ হয়, এই বিচারার্থ আমি জগতে অবতীর্ণ হইয়াছি।" ফিরুশীরা বলিল, "তবে আমরাও কি অন্ধ?" যিশু বলিলেন, "যদি অন্ধ হইতে তবে তোমাদের পাপ হইত না, কিন্তু দেখিতে পাইতেছি এইরূপ মনে করাতেই পাপ হইয়াছে।"

অনন্তর হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "সত্য সত্য আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যে সম্মুখ দ্বার দিয়া প্রবেশ না করিয়া অন্য কোন দিক্ দিয়া মেষশালার মধ্যে যায় সে চোর; কিন্তু যে দ্বার দিয়া প্রবেশ করে সে রক্ষক। দ্বারবান্ তাহাকে দ্বার খুলিয়া দেয়, এবং সে মেষগণের স্ব স্ব নাম ধরিয়া ডাকিবামাত্র তাহারা তাহার কণ্ঠরব বুঝিতে পারিয়া বাহিরে আইসে ও রক্ষকের পশ্চাতে গমন করে। কিন্তু অন্য কেহ ডাকিলে তাহার পশ্চাতে তাহারা যায় না, বরং দূরে পলায়ন করে; কারণ তাহার রব অপরিচিত।" এ দৃষ্টান্তের অর্থ কেহ বুঝিতে না পারায় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আমিই মেষশালার দ্বার, আমাকে অতিক্রম করিয়া যাহারা অগ্রে আসিয়াছে তাহারা চোর; কিন্তু মেষগণ তাহাদের কথা শুনে নাই। আমার মধ্য দিয়া যে কেহ প্রবেশ করে সে রক্ষা পাইবে, এবং ভিতর বাহির যাতায়াত করিতে পারিবে এবং তাহাদিগকে আমি ভোজ্য বস্তু দান করিব। চোর কেবল চুরি এবং বধ করিবার নিমিত্ত আসে, কিন্তু আমি জীবন দিতে আসিয়াছি। আমি উত্তম রাখাল। যে উত্তম রাখাল হয়

সে আপনার মেষপালের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করে। কিন্তু যে বেতন-ভোগী, মেষদিগকে যে আপনার বলিয়া মনে করে না, শ্বাপদ জন্তু দেখিলেই সে সকলকে ফেলিয়া নিজের প্রাণরক্ষার্থ ব্যাকুল হয়; সুতরাং তাহারা চারিদিকে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে। বেতনগ্রাহী রাখাল নিজের মেষপালের জন্য চিন্তাও করে না। যেমন পিতা আমাকে জানেন এবং আমিও পিতাকে জানি, তেমনি আমি আমার মেষদিগকে জানি এবং তাহারাও আমাকে জানে। তাহাদের জন্য আমি জীবন দিয়াছি। মেষশালার মেষ ভিন্ন আমার আরো মেষ আছে, সে সকলকে আমি এখানে একত্রিত করিব, তাহারা আমার কথা শুনিবে। জগতে একটি মেষপাল এবং একজন মাত্র রাখাল থাকিবে। পিতা আমাকে প্রীতি করেন, কারণ আমি তাঁহাকে প্রাণ দিয়াছি; পুনরায় সে প্রাণ আমি আবার ফিরিয়া পাইব। কেহ আমার নিকট হইতে তাহা লয় নাই, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা সমর্পণ করিয়াছি। প্রাণ দিবার এবং তাহা পুনর্গ্রহণ করিবার আমার ক্ষমতা আছে, এই উপদেশ আমি পিতার নিকট পাইয়াছি।" যিশুর শিষ্যবাৎসল্য কেমন অকৃত্রিম মধুর। বেতনগ্রাহী ধর্ম্মযাজক কি কখন আপনার মণ্ডলীসম্বন্ধে এরূপ ভালবাসার কথা বলিতে পারে? তাহার সঙ্গে কাহারো প্রাণের সম্বন্ধ হয় না। যে যজমান তাহাকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত অর্থ বিত্ত দানে তুষ্ট করিতে পারে তাহার প্রতি ততক্ষণ তাহার ভালবাসা। স্বার্থ চরিতার্থ না হইলে সে ভীষণ রিপুকুলের করাল গ্রাসে আপনার মণ্ডলীকে নিক্ষেপ করিতে পারে, সুতরাং বেতনগ্রাহী আচার্য্য কাহারো ধর্ম্মবন্ধু নহে।

যিশুর পূর্ব্বোক্ত বচনে য়িহুদীদিগের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইল। কেহ বলিল, এ ব্যক্তি ভূতগ্রস্ত এবং ক্ষিপ্ত, উহার কথা তোমরা কেন শুনিতেছ? কেহ বলিল, না না, এ ভূতগ্রস্তের কথা নয়; ভূতে কি কখন অন্ধকে চক্ষুদান করিতে পারে?

যিশু মন্দিরমধ্যে সলিমানের বারেন্দায় বেড়াইতেছিলেন এমন সময় য়িহুদীরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া কহিল, "আর কত দিন তুমি আমাদের মন সন্দেহে আন্দোলিত রাখিবে? যদি তুমি বাস্তবিকই খ্রীষ্ট হও তবে স্পষ্ট

করিয়া সে কথা বল?" যিশু উত্তর করিলেন, "আমিত তাহা বলিয়াছি, কিন্তু তোমরা যে বিশ্বাস কর না। আমি আমার পিতার নামে যে যে কার্য্য সম্পাদন করিতেছি তাহারাই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। তথাপি তোমরা বিশ্বাস করিতে চাহ না। তাহার কারণ এই যে তোমরা আমার মেষগণের মধ্যে নহ। আমার মেষগণ আমার কথা শুনে, আমিও তাহাদিগকে চিনি। তাহারা আমার পশ্চাতে গমন করে, আমি তাহাদিগকে অনন্তজীবন দান করি। তাহারা কখন বিনষ্ট হইবে না, কেহ আমার হস্ত হইতে তাহাদিগকে কাড়িয়া লইতেও পারিবে না। যে পিতা আমার হস্তে তাহাদিগকে দিয়াছেন তিনি সর্ব্বোপরি মহান্; তাঁহার হস্ত হইতে কেহ তাহাদিগকে কাড়িয়া লইতে পারিবে না।"

অনন্তর যিশু স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন, "আমি এবং আমার পিতা একই।" এ কথা শুনিয়া য়িহুদীরা আবার তাঁহাকে প্রস্তরাঘাত করিতে উদ্যত হইল। তদ্দর্শনে তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমি আমার পিতার শক্তিতে যে সকল সৎ কর্ম্ম তোমাদের সমক্ষে করিয়াছি তাহার কোন্‌টির জন্য তোমরা আমাকে প্রস্তরাঘাত করিতে আসিতেছ?" তাহারা বলিল, "কোন সৎ কর্ম্মের জন্য নহে, ঈশ্বরনিন্দা করিয়াছ সেই জন্য! তুমি মানুষ হইয়া আপনাকে ঈশ্বর করিয়া তুলিতেছ?" যিশু বলিলেন, "তোমাদের শাস্ত্রে 'আমি কহিয়াছি তোমরা ঈশ্বর' এই বচন কি লিখিত নাই? যাহাদের নিকট ঈশ্বরের বাণী উপস্থিত হইয়াছিল তাহাদিগকে যদি ঈশ্বর বলা যায়, এবং তাহাতে যদি শাস্ত্রের কোন ব্যতিক্রম না ঘটে, তবে আমি আমাকে 'ঈশ্বরপুত্র' এই কথা বলিয়াছি বলিয়া কেন তোমরা আমাকে ঈশ্বরনিন্দুক মনে করিতেছ? আমি যদি আমার পিতার কার্য্য না করি তাহা হইলে তোমরা আমাকে বিশ্বাস করিও না, কিন্তু যদি তাঁহার কার্য্য করি, তবে আমাকে তোমরা বিশ্বাস কর না কর কার্য্য দেখিয়া তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর; তাহা হইলে বুঝিতে এবং বিশ্বাস করিতে পারিবে পিতা আমাতে আছেন এবং আমি পিতাতে আছি।" সূত্রের অপেক্ষা ভাষ্য আরো দুর্ব্বোধ্য হইল।

পৃথিবীর ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে যিশুর এ প্রকার মত প্রচার করা নিতান্ত ভুল হইয়াছিল। কেবল ভুল নহে, ইহাকে ঈশ্বরনিন্দাও বলা যাইতে

পারে। কারণ "আমি এবং আমার পিতা একই" "তাঁহার শক্তিতে আমি কার্য্য করি। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাই বলি, আমি নিজে কিছুই নই।" এ সকল কথা কে সহ্য করিতে পারে? বিদ্যোপাধি-সমন্বিত মার্জ্জিত বুদ্ধি জ্ঞানী ইহাকে ঈশ্বরনিন্দা ভিন্ন আর কি বলিবেন? যিশু যদি বলিতেন, "বোধ হয় ইহা সত্য এবং বিবেক বুদ্ধির অনুমোদিত; আমি যুক্তি সঙ্গত সত্য কথা কহিতেছি" তাহা হইলে তিনি প্রশংসা পাইতেন, অভিনন্দনপত্রও দুই এক খান পাইতে পারিতেন। এবং সকলেই বিনয়ী সত্যপ্রিয় উদারচরিত বলিয়া তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিত। তাহা না বলিয়া হৃদয়ের নিঃসংশয় বিশ্বাস ব্যক্ত করিলেন ইহাতেতো নিন্দিত হইতে হইবেই। সংশয় চিত্তের নিকট এ কথার কোন অর্থ নাই, সুতরাং তাঁহার মুখে ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের পিতা পুত্র সম্বন্ধের ব্যাখ্যা শুনিয়া য়িহুদীরা আরো বিরক্ত হইল। বরং জগৎপিতা বলিলে সহ্য হইত, "আমার পিতা" ইহা বড় নির্ঘাত কথা! যখন তাহারা ক্রোধ অভিমানে অন্ধ হইল তখন আর যথার্থ তত্ত্ব বুঝিবে কিরূপে? ফলতঃ য়িহুদীরা যে আশঙ্কায় বিরক্ত হইয়াছিল বর্ত্তমান খ্রীষ্টিয়ানমণ্ডলী পুত্রকে পিতার স্থলে স্থাপন করিয়া তাহার সত্যতা সমর্থন করিয়াছেন। ব্যক্তিত্বের ভাব যিশুর ধর্ম্মে স্থান পায় নাই, এই কারণে তিনি আপনাকে একবারে অস্বীকার করিতেন। কিন্তু কখন এ কথা বলেন নাই যে "আমি ঈশ্বর।" তাঁহার সহিত আমার সকল বিষয়ে একতা আছে ইহাই কেবল তাঁহার বলিবার উদ্দেশ্য। য়িহুদীস্বভাব কঠোরাত্মা একেশ্বরবাদীরা এক্ষণেও ঐ কথানুসারে খ্রীষ্টিয়ানদিগকে নরোপাসক বলিয়া ঘৃণা করে। কিন্তু যিশু এই উভয় সম্প্রদায়ের অতীত স্থানে বাস করিতেন। তিনি সামান্য নর নহেন, পূর্ণব্রহ্মও নহেন।

"আমি এবং আমার পিতা একই" এ কথা লইয়া পৃথিবীতে অদ্যাবধি কত তর্ক বিতর্কই চলিতেছে! যিশু যে স্বয়ং ভগবান্ তাহা এই কথা দ্বারা খ্রীষ্টোপাসকেরা প্রমাণ করিয়া থাকেন। "যে আমাকে দেখিয়াছে, সে আমার পিতাকেও দেখিয়াছে" ইহাও প্রমাণস্থলে গৃহীত হয়। ইহা ভিন্ন স্পষ্ট ভাষায় "আমি ঈশ্বর" এ কথা তিনি কুত্রাপি কখন বলেন নাই। সেরূপ বিশ্বাস থাকিলে "এবং" শব্দ ব্যবহারের কোন আবশ্যকতা দেখা

যায় না। দুই ব্যক্তির কথা তিনি কেন উল্লেখ করিতেন? "পিতা আমা অপেক্ষা মহৎ" এ কথারইবা অর্থ কি? দুই জনে আমরা এক, অর্থাৎ ভাব রুচি ইচ্ছা সঙ্কল্প মঙ্গলাভিপ্রায়ে উভয়ে অভেদ। "এক" অর্থে এখানে একতা, অথচ ব্যক্তিত্বের পার্থক্য আছে, ইহা বুঝিলেই আর কোন গোলযোগ ঘটে না। এ ভাবতো আমরা সহজজ্ঞানেই বুঝিতে পারি!

জেরুশালম নগরে যিশুর দুই জন মাত্র বন্ধু ছিল, তাহারা উভয়েই উচ্চ-পদস্থ, সম্ভ্রান্ত লোক। ইহার মধ্যে নিকোডিমাস্ নামক যে ব্যক্তি রাত্রি-কালে গোপনে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিত, সে বলিল, "পণ্ডিত মহাশয়! আপনি সত্যই ঈশ্বরনিয়োজিত আচার্য্য, ভগবান্ সহায় না হইলে কি এরূপ অদ্ভুত কার্য্য সম্ভব হয়?" যিশু বলিলেন, "মনুষ্য পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ না করিলে কখনই সে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।" নিকোডি-মাস্ বলিল, "তাহা কিরূপে ঘটিবে? মনুষ্য পরিণত বয়স্ক হইয়া কি দ্বিতীয় বার মাতৃগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিবে?" যিশু বলিলেন, "সেরূপ নহে, মনুষ্য দ্বিজাত্মা হইবে, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জন্ম লাভ করিবে। ইহাতে বিস্ময়াপন্ন হইও না, নিশ্চয় তোমাদিগকে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। বায়ু যথা ইচ্ছা বহমান হয় তুমি কেবল তাহার শব্দ শ্রবণ কর, কিন্তু কোথা হইতে সেই বায়ু আসিতেছে এবং কোথা যাইতেছে তাহা বলিতে পার না; পরমাত্মজাত প্রত্যেক ব্যক্তি এইরূপ।" নিকোডিমাস্ কহিল তাহাই বা কিরূপে হইবে?" যিশু বলিলেন, "তুমি এত বড় এক জন প্রধান ব্যক্তি হইয়া ইহা বুঝিতে পারিলে না? আমি সত্য করিয়া কহিতেছি, যে বিষয় আমরা জানি তাহাই বলি, এবং যাহা দেখিয়াছি তাহাই সপ্রমাণ করি; কিন্তু তোমরা সে প্রমাণ গ্রহণ করিতেছ না। পার্থিব বিষয় বলিলে তাহাতে যদি বিশ্বাস না কর, তবে স্বর্গীয় বিষয়ে কিরূপে বিশ্বাস করিবে? স্বর্গ হইতে যে অবতরণ করিয়াছে সে ভিন্ন কেহই স্বর্গারোহণ করিতে পারে না। ঈশ্বর পৃথিবীকে ভাল বাসিয়া আপনার একমাত্র প্রিয় সন্তানকে তাহার নিকট পাঠাইলেন। কাহাকেও দণ্ড দিবার জন্য নহে, কিন্তু পরি-ত্রাণ দিবার জন্য পাঠাইলেন। তাঁহাকে যে বিশ্বাস করিয়াছে সে দণ্ডার্হ হইবে না। কিন্তু যে বিশ্বাস করে নাই সে ইতিপুর্ব্বেই দণ্ডার্হ হইয়াছে।

এইটিই দণ্ড যে, আলোক পৃথিবীতে আসিল, কিন্তু মনুষ্য তাহাকে ভাল না বাসিয়া অন্ধকারকে ভাল বাসিতে লাগিল। কারণ তাহাদের কর্ম্মসকল মন্দ। প্রত্যেক দুষ্কর্ম্মান্বিত ব্যক্তি আলোককে ঘৃণা করে। পাছে তাহাদের দোষ বাহির হইয়া পড়ে এই জন্য তাহারা আলোকের কাছে আসিতে চাহে না। কিন্তু যে সৎকর্ম্মশীল সে আলোকের নিকট আইসে। তাহাতে তাহার কার্য্যে যে ঈশ্বর বর্ত্তমান আছেন ইহা প্রকাশিত হয়।"

বিপক্ষের সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা।

এক দিন মহর্ষি যিশু বেথানি গ্রাম হইতে আসিয়া জেরুশালমের দেব-মন্দিরের সম্মুখে লোকদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতেছেন এমন সময় কয়েক জন প্রধান পুরোহিত ও দলপতি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যে এই সব কার্য্য করিতেছ, কাহার বলে করিতেছ বলিতে পার কি ? এ অধিকার তুমি কোথায় পাইলে ?" যিশু বলিলেন, "আচ্ছা, আমি তোমাদিগকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব, যদি তাহার উত্তর দিতে পার, তবে আমি বলিব, কে আমাকে এই অধিকার দিয়াছে। জনের যে জলসংস্কার, ইহা কোথা হইতে আসিয়াছিল বল দেখি ? ঈশ্বর হইতে, না মনুষ্য হইতে ?" প্রশ্ন শুনিয়া তাহারা আপনাপনি আলোচনা করিতে লাগিল, যদি আমরা বলি স্বর্গ হইতে, তাহা হইলে বলিবে কেন তবে জন্‌কে বিশ্বাস কর নাই ? আবার যদি বলি, মনুষ্য হইতে, তাহা হইলে লোকেরা বিরক্ত হইবে, কারণ তাহারা জন্‌কে প্রেরিত মহাজন বলিয়া মান্য করে। অনেক ক্ষণ এইরূপে ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষ উত্তর করিল, "না, আমরা এ কথার উত্তর দিব না।" যিশু বলিলেন, "তবে আমিও বলিব না কে আমাকে অধিকার দিয়াছে।" অনন্তর নিম্নলিখিত এই গল্পটি বলিলেন।

"এক ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল। এক দিন তিনি প্রথম পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, 'পুত্র, অদ্য তুমি আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাও, এবং সেখানে গিয়া কর্ম্ম কর।' সে বলিল, 'না আমি তাহা পারিব না।' কিন্তু পরক্ষণে সে তজ্জন্য অনুতপ্ত হইল এবং পিতৃ আজ্ঞা পালন করিল। দ্বিতীয় পুত্রকে বলিবামাত্র সে বলিল, 'যে আজ্ঞা মহাশয়, আমি চলিলাম।' কিন্তু গেল না। বল দেখি এই দুই জনের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি পিতার আদেশ পালন করিল ?" য়িহুদীরা বলিল, "যে প্রথম সেই ব্যক্তি।" যিশু বলিলেন, "বারাঙ্গনা এবং ইতর লোকেরা তোমাদের অগ্রে স্বর্গে চলিয়া যাইবে।

ধর্ম্মনিয়মানুসারে জন অবতীর্ণ হইলেন, তোমরা তাঁহাকে বিশ্বাস করিলে না। কিন্তু চণ্ডাল এবং বারবধূগণ তাঁহাকে বিশ্বাস করিল। ইহা দেখিয়াও তোমাদের মন অনুতপ্ত হইল না যে পরে তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে পার।"

"আর একটি আখ্যায়িকা বলিতেছি শ্রবণ কর। কোন গৃহস্থ এক দ্রাক্ষা উদ্যান প্রস্তুত করিয়া তাহার চারি ধারে বেড়া দিলেন, এবং উদ্যানের মধ্যস্থলে দ্রাক্ষা পেষণের জন্য এক কুণ্ড এবং এক উচ্চ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া উদ্যানের ভার কয়েক জন কৃষকের হস্তে প্রদানপূর্ব্বক দূরদেশে চলিয়া গেলেন। কিছু দিন পরে ফলের সময় উপস্থিত হইল। তখন তিনি ফল প্রাপ্তির কামনায় কতিপয় ভৃত্যকে তথায় পাঠাইলেন। উদ্যানের কৃষকগণ উক্ত ভৃত্যদিগের মধ্যে এক জনকে আঘাত করিল, এক জনকে পাথর ছুড়িয়া মারিল, আর এক জনকে একবারে মারিয়া ফেলিল। ক্ষেত্রপতি দ্বিতীয় বার আরো বেশী লোক জন তথায় পাঠাইলেন। দুষ্ট কৃষকদল তাহাদিগকেও পূর্ব্ববৎ কুব্যবহার দ্বারা বিদায় করিয়া দিল। পরিশেষে উদ্যানস্বামী আপনার পুত্রকে পাঠাইয়া দিলেন এবং মনে ভাবিলেন, পুত্রকে পাঠাইতেছি, এবার অবশ্য কৃষকেরা ইহাকে সম্মান করিবে। পুত্রকে দেখিয়া তাহারা এই যুক্তি স্থির করিল, এ ব্যক্তিত বিষয়ের উত্তরাধিকারী, অতএব চল, আমরা উহাকে মারিয়া সম্পত্তি হস্তগত করি। এই বলিয়া উহারা পুত্রকেও মারিয়া ফেলিল। ইহার পর উদ্যানস্বামী যখন স্বয়ং তথায় আসিবেন তখন তিনি কৃষকদিগের প্রতি কিরূপ আচরণ করিবেন বল দেখি?" বিপক্ষেরা বলিল, "তিনি সেই দুষ্ট কৃষকদিগকে বহু যন্ত্রণা প্রদানান্তর একবারে সংহার করিবেন এবং যাহারা সময়ে ফল দান করে এমন কৃষকের হস্তে উদ্যানের ভার দিবেন।" যিশু বলিলেন, "তোমরা কি ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহা পাঠ কর নাই যে, যে প্রস্তর খণ্ড স্থপতি পরিত্যাগ করে তাহা আবার কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠে? ইহা ঈশ্বরের কীর্ত্তি, আমাদের চক্ষে ইহা অতীব অদ্ভুত। অতএব আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, স্বর্গরাজ্যের ভার তোমাদের হস্ত হইতে লইয়া অন্য এক জাতিকে দেওয়া হইবে যাহারা উপস্বত্ব প্রদান করে। যে কোন ব্যক্তি এই প্রস্তরের উপর পড়িবে সে ভগ্ন হইবে, এবং যাহার উপরে উহা পড়িবে তাহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিবে।" প্রস্তর

অর্থে এখানে পৃথিবীর পরিত্যক্ত ঈশ্বরের দীনহীন মনোনীত সেবকদল। যে জাতির হস্তে স্বর্গরাজ্যের ভার অর্পিত হইবার কথা যিশু বলিলেন তাহারা জেণ্টাইল্। কেন না য়িহুদীরা প্রাগুক্ত বিশ্বাসঘাতক কৃষকদলের ন্যায় বার বার আপনাদের প্রভুর অবমাননা করিয়া অবিশ্বাসী এবং অধিকারচ্যুত হইয়াছিল।

এই গল্প শুনিয়া ধর্ম্মযাজকগণ বুঝিতে পারিল যে যিশু তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই উহা বলিলেন। তখন পুনরায় উহারা তাঁহাকে ধরিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু যিশুর পক্ষে অনেক লোক আছে মনে করিয়া ভীত হইল। তথাপি আপনাদের অসদভিসন্ধি সাধনে ভগ্নোদ্যম হইতেছে না। গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক আপনাদের এবং হেরোদের কতিপয় অনুচরকে অন্য এক বেশে তৎসন্নিধানে পাঠাইয়া দিল। তাহারা আসিয়া ছলপূর্ব্বক বিনয় বচনে বলিতে লাগিল, "মহাশয়, আমরা জানি আপনি এক জন যথার্থ ব্যক্তি, সত্যরূপে আপনি ঈশ্বরের পথ সকলকে বলিয়া দেন, কোন ব্যক্তি বিশেষের মুখাপেক্ষা করেন না। আচ্ছা এ বিষয়ে আপনি কি বিবেচনা করেন বলুন দেখি। সম্রাট্ সিজারকে রাজস্ব দেওয়া বিধিসঙ্গত কি না?" যিশু তাহাদের প্রতারণার কৌশল বুঝিয়া কহিলেন, "হে কপটীসকল, কেন আমাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছ? আচ্ছা, তোমাদের প্রচলিত মুদ্রা একটি আনয়ন কর, আমি দেখিব। মুদ্রা আনীত হইলে যিশু বলিলেন, "ইহার উপর কাহার মূর্ত্তি রহিয়াছে?" বঞ্চকেরা বলিল, "ইহা সিজা-রের মূর্ত্তি।" তখন যিশু বলিলেন, "যাহা সিজারের তাহা সিজারকে দাও, এবং যাহা ঈশ্বরের তাহা ঈশ্বরকে অর্পণ কর।" এ কথা শুনিয়া তাহারা অবাক্ হইয়া চলিয়া গেল। যিশু ইতিপূর্ব্বে আপনাকে কি না মসি বলিয়া সর্ব্বসমক্ষে ঘোষণা করিয়াছেন, এইজন্য উহারা মনে করিয়াছিল যে তবে ইনি নিশ্চয়ই রোমীয় রাজবিধির বিরুদ্ধ কথা বলিবেন। একবার কোন ছল কৌশলে যদি ধর্ম্ম কিংবা রাজবিদ্রোহসূচক একটী কথা তাঁহার মুখ হইতে উহারা বাহির করিয়া লইতে পারে, তাহা হইলে অমনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধরিয়া রাজবিচারে সমর্পণ করিবে। কিন্তু যিশু তাহাদের মায়াজালে সহজে কেন পড়িবেন? তিনি চাহেন বিশ্বাসের ভূমিতে প্রেমের নিয়মে স্বর্গরাজ্য স্থাপন

করিতে, পার্থিব সাম্রাজ্যের প্রভুত্বে হস্তক্ষেপ করিবার তাঁহার প্রয়োজন কি? ধন জন পশুবল বুদ্ধি বা কৌশল তাঁহার নিকট অতি তুচ্ছ বিষয় ছিল। রাজপদের অমর্য্যাদা তিনি করিতেন না, কিন্তু রাজ্য ঐশ্বর্য্য পার্থিব বল ক্ষমতার উপর তাঁহার কোন আশা নির্ভর ছিল না। স্বাধীন প্রেম, অকপট বিশ্বাস এবং দৈববলে তিনি মানবহৃদয়ে অপার্থিব স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিতে আসিয়াছিলেন তাহাই করিয়া গিয়াছেন। বলপূর্ব্বক কেহ কাহাকে সে রাজ্যের অধীন করিতে পারে না, কিন্তু সারবান্ লোকেরা আপনা হইতে তাহার অধীন হইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করেন।

এক দল শত্রু হতবুদ্ধি হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে আবার আর এক দল আসিয়া কুতর্ক আরম্ভ করিতেছে, এই ভাবে সে দিন গত হয়। সদ্দূকী সম্প্রদায়ের কতকগুলি লোক যিশুকে কুতর্কের দ্বারা অপদস্থ করিবার মানসে তথায় উপস্থিত হইল। সদ্দূকিরা পরলোকে বিশ্বাস করে না, শরীর আত্মার স্বাতন্ত্র্য অস্তিত্ব মানে না, ধর্ম্মবিষয়ে সাধারণতঃ উদাসীন অবিশ্বাসী, কিন্তু বিদ্যাবিষয়ে যথেষ্ট অভিমানী। মার্জ্জিত বুদ্ধি জ্ঞানগর্ব্বিত জড়বাদী ঈশ্বর, পরকাল, আত্মা এবং পাপ পুণ্যের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী হইয়া যেরূপ দুর্গতি ভোগ করে ইহাদের অবস্থা প্রায় তদ্রূপ ছিল। যিশু প্রাচীন ধর্ম্মনিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করেন, কি কুলধর্ম্ম মানেন না, সে জন্য যে ইহাদের বিশেষ কোন ক্ষোভ বা বিরক্তি আছে তাহা নহে, কারণ ইহারা কপটাচারী ধর্ম্মযাজক ছিল; কিন্তু যিশু বিশ্বাস ভক্তি আত্মত্যাগ লইয়া এত আন্দোলন করিয়া বেড়ান কেন? আদেশ আবার কি? এই বলিয়া যাহা কিছু দুঃখ। যিশু আপনাকে প্রেরিত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, ধর্ম্মোৎসাহে প্রমত্ত হইয়া ষোল আনা বিশ্বাসের কথা বলিতেন, দেশ কাল পাত্র কিংবা ফলাফল গণনা করিয়া চলিতেন না, বাতুলের ন্যায় অজ্ঞান মূর্খ লোকদিগের সঙ্গে পথে পথে ফিরিতেন, বিদ্যা উপাধি মান সম্ভ্রমের কোন ধার ধারিতেন না, এই সকলের জন্য সদ্দূকিরা তাঁহাকে অন্ধবিশ্বাসী নির্ব্বোধ মনে করিয়া উপহাস বিদ্রূপ করিত। কখন বা আপনাদের বিদ্যার গরিমা তাঁহাকে দেখাইতে আসিত।

উহারা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, মুসা বলিয়া গিয়াছেন,

যদি কোন ব্যক্তি নিঃসন্তান হইয়া মরে, তবে তাহার ভ্রাতা তাহার স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া বংশ রক্ষা করিবে। এক্ষণে বোধ করুন আমাদের মধ্যে একজনেরা সাত ভাই, প্রথম ভাই নিঃসন্তান অবস্থায় মরিয়া যাওয়ায় তাহার স্ত্রীকে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ করিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সাত ভাই ঐ নারীকে বিবাহ করিয়া মরিয়া গেল, কেহই সন্তানের মুখ দেখিতে পাইল না। পরিশেষে সে স্ত্রীলোকেরও মৃত্যু হইল। এখন বলুন দেখি, পুনরুত্থানের দিনে সেই স্ত্রী কাহার ভার্য্যা বলিয়া পরিগণিত হইবে?" যিশু বলিলেন, "ঈশ্বরের ক্ষমতা এবং ধর্ম্মশাস্ত্র না জানাতে তোমরা ভ্রান্ত হইয়াছ। পুনরুত্থানের অবস্থায় মানবাত্মা সকল বিবাহ করেও না, কেহ কাহারো বিবাহ দেয়ও না, স্বর্গলোকে ঈশ্বরের দূতের ন্যায় তাহারা অবস্থান করে। মৃতদিগের পুনরুত্থান সম্বন্ধে ঈশ্বরবাণী কি তোমরা পাঠ কর নাই? তিনি বলিয়াছেন, আমি এব্রাহেম আইয্যাক্ এবং জ্যাকোবের ঈশ্বর। ঈশ্বর যিনি তিনি মৃতদিগের ঈশ্বর নহেন, তিনি জীবিতদিগের ঈশ্বর।" এই কথা শুনিয়া প্রশ্নকর্ত্তারা অবাক্ এবং পরাস্ত হইলেন। যিশু পণ্ডিতাভিমানী স্ক্রাইবদিগের ন্যায় পরলোকে অবিশ্বাসীও ছিলেন না, আবার ফিরুশীদিগের মত সশরীরে পুনরুত্থানও মানিতেন না, অথচ তৎসম্বন্ধে তাঁহার বিশুদ্ধ মত বিশ্বাস ছিল। মনুষ্যাত্মা ঈশ্বর প্রকৃতিতে সঙ্গঠিত, ঈশ্বর স্বয়ংই তাহার জীবনী শক্তি, এই বিশ্বাসদর্পণে যিশু পরলোক প্রত্যক্ষ করিতেন। পার্থিব পরলোক, মুসলমানের স্বর্গ তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তাঁহার প্রচারিত আধ্যাত্মিক অর্থ বুঝিতে না পারিয়া ভ্রান্তবুদ্ধি লোকেরা দৈহিক পুনরুত্থানে বিশ্বাস স্থাপন করে। তাহাদের সংস্কার এই যে মৃত ব্যক্তি বিচার দিবসে সশরীরে সমাধি হইতে উঠিবে, এবং পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার ভোগ করিবে। যে দেহ মৃত্তিকাসাৎ হইয়া যায় তাহা আবার কিরূপে উঠিবে ইহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। পরলোকে বিশ্বাস য্যামিতি শাস্ত্রের স্বীকার্য্য সত্যের ন্যায়। ঈশ্বরবিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ সত্য, ইহাতে বিশ্বাস জন্মিলে পরকালে বিশ্বাস জন্মে। যিশুর নিকট ঈশ্বর পরকাল এক বলিয়া বোধ ছিল এবং ইহকালের সহিত তিনি তাহা এক জ্ঞান করিতেন। ঈশ্বরবিশ্বাসে উদাসীন হইয়া পরলোকবাসী-

দিগকে যাহারা দেখিতে চায়, নাস্তিকের নীতিশাস্ত্রে বিশ্বাস যেমন অর্থশূন্য, পরকালও তেমনি আকাশকুসুমবৎ অবাস্তবিক। প্রেততত্ত্ববাদী ও থিয়স-ফিষ্টদিগের কল্পিত পরলোক ঈদৃশ।

অনন্তর ফিরুশীরা যখন শুনিল, যিশু সদুকিদিগেরও মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন তখন তাহারা একত্রিত হইয়া অন্যবিধ কুমন্ত্রণা করিতে লাগিল। একে একে সমুদায় উপায় ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে, বধযোগ্য কোন দোষ ধরিতে পারিতেছে না ইহা তাহাদের পক্ষে সামান্য আক্ষেপের বিষয় নহে।

জনৈক ব্যবহারবিদ্ চতুর পুরুষ আসিয়া কহিল, "মহাশয়, ধর্ম্মবিধির মধ্যে ঈশ্বরের কোন্ আদেশটি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ?" যিশু বলিলেন, "শ্রবণ কর, হে ইস্রায়েল্! আমাদের প্রভু পরমেশ্বর যিনি তিনি এক। তুমি তাঁহাকে সমুদায় হৃদয় মন আত্মা ও সামর্থ্যের সহিত ভাল বাসিবে, এইটি প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ উপদেশ। আর তুমি আপনার প্রতিবাসীকে আত্মবৎ প্রীতি করিবে, এইটি দ্বিতীয় উপদেশ। ইহার তুল্য আর শ্রেষ্ঠ উপদেশ নাই। এই দুই উপদেশের মধ্যে যাবতীয় বিধি ও সাধু মহাজন অবস্থিতি করি-তেছে।" সে ব্যক্তি ইহাতে স্বীকৃত এবং সন্তুষ্ট হওয়ায় যিশু বলিলেন, "স্বর্গরাজ্য হইতে তুমি দূরে নহ।"

ফিরুশীরা তথায় পুনর্ব্বার সমবেত হইলে যিশু জিজ্ঞাসা করিলেন, "খ্রীষ্টের বিষয়ে তোমরা কি মনে কর? তিনি কাহার পুত্র?" তাহারা বলিল "তিনি দাউদের পুত্র।" যিশু বলিলেন "তবে দাউদ তাঁহাকে প্রভু বলিলেন কেন? পুত্রকে কি কেহ প্রভু বলিয়া থাকে?" কেহই এ কথার উত্তর দিতে পারিল না। এই দিন অবধি কথায় আর কেহ তাঁহাকে ঠকাইবার চেষ্টা করে নাই। য়িহুদীদিগের পূর্ব্ব সংস্কারানুসারে যিনি ঈশা মসি তিনি দাউদ রাজের বংশোদ্ভব, কিন্তু যিশু সে মসি নহেন, তাহা ইঙ্গিতে সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। লোকে বলপূর্ব্বক তাঁহাকে দাউদের সন্তান বলিত, এখনও বলে। তাঁহাকে দাউদবংশোদ্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য বোধ হয় অনেক কল্পিত ঘটনা রচনা করিতে হইয়াছে। তিনি রাজরাজেশ্বর ব্রহ্মাণ্ডপতির একমাত্র প্রিয় পুত্র ইহাতে লোকের মন উঠিল না, কিন্তু তিনি দাউদের পুত্র এইটিই গৌরবের বিষয় হইল!

কপটীদিগকে তিরস্কার।

অনন্তর যিশু মহা বিক্রমের সহিত সম্মুখ সংগ্রামে দণ্ডায়মান হইয়া নির্ভয় অন্তরে ধর্ম্মধ্বজী য়িহুদীদিগের হৃদয়ে বাক্যবাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যাহারা ধর্ম্ম কর্ম্ম ঈশ্বর পরকাল পাপ পুণ্য দেবতা গোসাঞী মানে না, কিংবা মানিয়াও যাহারা দুর্ব্বলতা বশতঃ বারংবার পাপে পতিত হয় তাহাদের পরিত্রাণের আশা থাকে; কিন্তু যাহারা ভিতরে নাস্তিক যথেচ্ছাচারী, অথচ সাধুতার ভান করত ধার্ম্মিকের উচ্চাসনে বসিয়া উপদেশ দেয়, এবং অল্পমতি ও দুষ্কৃতাধমদিগকে কুদৃষ্টান্ত দ্বারা নরকগামী করে তাহাদের উদ্ধারের পথ একবারে বন্ধ। কারণ যে ঔষধে রোগ ভাল হইবে তাহাকে তাহারা ব্যাধির কারণ করিয়া তুলিয়াছে। য়িহুদীধর্ম্মযাজক ও ধর্ম্মজ্ঞানীরা ঈদৃশ প্রকৃতির লোক ছিল। পুনঃ পুনঃ তাহাদের অসদাচরণ দর্শনে পরিশেষে যিশু নিতান্ত দুঃখিত এবং উত্তেজিত হন, এবং তাহাদের দোষের প্রতি আক্রমণ করেন।

সাধারণ লোক এবং শিষ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ফিরুশীরা ও অধ্যাপকগণ মুসার আসনে উপবিষ্ট আছে, অতএব উহারা যাহা বলে তাহা পালন কর, কিন্তু উহাদের আচরণের অনুকরণ করিও না। কারণ উহারা মুখে যাহা বলে কাজে তাহা মানে না; অন্যের মস্তকে উপদেশের গুরুভার চাপাইয়া আপনারা এক অঙ্গুলী দ্বারাও তাহার সাহায্য করে না। উহাদের যত কিছু কার্য্য সব লোককে দেখাইবার জন্য, ধর্ম্মের বাহ্য বেশভূষার আড়ম্বর যথেষ্ট। উহারা ধর্ম্মবিধিঅঙ্কিত অতি দীর্ঘ দীর্ঘ পরিচ্ছদ সকল অঙ্গে ধারণ করে। ভজনালয়ে কিংবা নিমন্ত্রণের সভায় সর্ব্বাপেক্ষা যে উচ্চ আসন থাকে তাহাতে উহাদিগকে দেখিতে পাইবে। প্রকাশ্য স্থানে সকল লোকে উহাদিগকে পণ্ডিত বলিয়া প্রণিপাত করে এইটি মনে মনে বড়ই ইচ্ছা। তোমরা পণ্ডিত নাম

গ্রহণ করিও না, খ্রীষ্ট তোমাদের আচার্য্য, এবং তোমরা পরস্পরের ভ্রাতা। কোন মনুষ্যকে তোমরা পিতা বলিও না; পৃথিবীতে ঈশ্বর তোমাদের এক মাত্র পিতা। আচার্য্য নামেও অভিহিত হইও না, কারণ এক আচার্য্য তোমাদের খ্রীষ্ট। যিনি তোমাদের মধ্যে বড় হইতে চাহেন তিনি সকলের ভৃত্য হউন। যিনি আপনাকে আপনি উচ্চ করিতে চাহিবেন তিনি অধম হইয়া পড়িবেন; কিন্তু যিনি বিনয়ী তিনি মহৎ হইবেন।

হায়! হায়! কপট কিরুশী অধ্যাপকদল! তোমরা স্বর্গের দ্বার বন্ধ করিয়া বসিয়া আছ; না সেখানে আপনারা প্রবেশ করিবে, না অপরকে প্রবেশ করিতে দিবে। তোমরা বিধবার সম্পত্তি গ্রাস করিয়া শেষ দীর্ঘ প্রার্থনা দ্বারা ধার্ম্মিকতা দেখাও। এই জন্য তোমাদিগকে আরো ভয়ানক নরকযন্ত্রণা ভুগিতে হইবে।" এই ভাবে যিশু বিপক্ষকুলকে তিরস্কার করিতেছেন এমন সময় দেবমন্দিরের মুদ্রাধারে এক দুঃখিনী বিধবা দুইটি পিতলের আধলা পয়সা ফেলিয়া দিল। যেখানে ঈশ্বরেচ্ছানুযায়ী সাধু কার্য্য এবং প্রকৃত ধর্ম্মানুষ্ঠান সেই খানেই যিশুর দৃষ্টি যেন সম্বদ্ধ। বিধবার দান দেখিয়াই অমনি বলিয়া উঠিলেন, "সকলের অপেক্ষা এই নারী অধিক দিয়াছে। কেন না অন্যেরা অতিরিক্ত সঞ্চিত ধন হইতে দান করে, বিধবা নিজ উদরান্নের লাঘব করিয়া দান করিল। ধিক হে কপটিগণ! একটি লোককে স্বমতে আনিবার জন্য তোমরা জলে স্থলে ভ্রমণ কর এবং সে জন্য কতই উদ্যোগী হও, কিন্তু যখন কেহ দলভুক্ত হয় তখন তাহাকে নিজেদের অপেক্ষা দ্বিগুণ নারকী করিয়া তোলো। হা অন্ধ ধর্ম্মনেতৃগণ! তোমাদের মতে দেবমন্দির স্পর্শ করিয়া শপথ করিলে কিছু হয় না, কিন্তু তাহার গাত্রমণ্ডিত স্বর্ণাচ্ছাদন স্পর্শপূর্ব্বক শপথ করিলে মনুষ্য দায়ী হয়। রে মূর্খ, এবং অন্ধ! স্বর্ণ বড়, না যদ্দ্বারা সে পবিত্রীকৃত হইয়াছে সেই মন্দির বড়? বেদী স্পর্শে কিছু হয় না, বেদীস্থিত উপহার স্পর্শ করিয়া শপথ করিলেই দোষ ঘটে! কিন্তু ইহা জান না যে বেদীর নামে শপথ করিলে তাহাতে যাহা কিছু থাকে তাহার নামেও শপথ করা হয়; এবং মন্দিরের নামে শপথ করিলে তাহাতে যিনি বাস করেন তাঁহার নামেও শপথ করা হয়। যে স্বর্গের নামে শপথ করে সে ঈশ্বরের সিংহাসন এবং স্বয়ং ঈশ্বরের

নামে শপথ করিয়া থাকে।" শিষ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কথিত আছে যে তোমরা নিজের নামে শপথ করিবে না, কিন্তু ঈশ্বরের নামে করিবে। আমি বলি, শপথ একবারেই করিবে না। স্বর্গ ঈশ্বরের সিংহাসন, পৃথিবী তাঁহার পাদপীঠ, জেরুশালম মহারাজের রাজধানী, অতএব এ তিনের কোনটির নামে শপথ লইতে পার না। মাথার দিব্যও কাহাকেও দিও না; যেহেতু ইহার এক গাছি কেশকে তুমি শুভ্র কিংবা কৃষ্ণ করিতে সমর্থ নহ। কেবল হাঁ কিংবা না, এই মাত্র বলিবে; তদতিরিক্ত যাহা কিছু তাহা নিন্দিত।"

পুনরায় ধর্ম্মযাজক ও ফিরুশীদিগকে বলিতে লাগিলেন, "হে কপটিগণ! ধিক্ তোমাদিগকে যে ধর্ম্মার্থ আয়ের দশমাংশ এবং গন্ধদ্রব্য দান সম্বন্ধে তোমরা কত অনুরাগ প্রকাশ কর, অথচ দয়া বিশ্বাস ন্যায় সুবিচার প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ে মনোযোগ দেও না। পাছে সামান্য একটি ক্ষুদ্র কীটাণু উদরে প্রবেশ করে সে জন্য কতই তোমাদের আশঙ্কা, কিন্তু একটি বৃহৎ উষ্ট্রকে অনায়াসে গ্রাস করিতে পার। তোমরা ভোজ্য ও পানপাত্রের বহির্ভাগ পরিষ্কার রাখিতে কেবল যত্নবান্, ভিতরে তাহাদের যাহা থাকে থাকুক। হে অন্ধ ফিরুশীদল! অগ্রে ভিতর পরিষ্কার কর, তাহা হইলে বাহির আপনিই পরিষ্কৃত হইবে। তোমরা চূণকামকরা গোরস্থান বিশেষ। কারণ তাহার বহির্ভাগ দিব্য শ্বেতবর্ণ, কিন্তু ভিতরে যত রাজ্যের মলিন জঞ্জাল এবং শাবস্থি। মনুষ্যের সম্মুখে দৃষ্টতঃ তোমরা অতি ধার্ম্মিক, কিন্তু তোমাদের অভ্যন্তর ভাগ পাপ কপটতায় পরিপূর্ণ। ধর্ম্মসমরে নিহত প্রাচীন মহাজনদিগের স্মরণার্থ অতি সুন্দর স্তম্ভসকল তোমরা স্থাপন কর, করিয়া বল যে, আমরা যদি সে সময় জীবিত থাকিতাম, তাহা হইলে তাঁহাদের রক্তপাত করিতাম না। এ কথা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে তোমরা সেই সাধুহন্তাদিগের সন্তান। এক্ষণেও আবার তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষগণের পাপের ভরা পূর্ণ করিবে। হে ভুজঙ্গগণ! হে কালসর্পের বংশগণ! নরক হইতে তোমরা কিরূপে নিস্তার পাইবে? দেখ, আমি তোমাদের নিকট ধর্ম্মাচার্য্য ও উপদেষ্টাদিগকে পাঠাইতেছি, তোমরা তাহাদিগকে নানা মতে নির্য্যাতন করিবে এবং

ক্রুশাহত করিবে। কিন্তু তাহা হইলেই পাপের ভরা পূর্ণ হইবে। এ কাল পর্য্যন্ত তোমরা যে সমস্ত ধর্ম্মাত্মাকে বধ করিয়াছ তাঁহাদের শোণিতের প্রবাহ তোমাদের মস্তকে আসিয়া পড়িবে। এই বর্ত্তমান বংশের উপরেই তাহার ফল ফলিবে। হায় জেরুশালম! হায় জেরুশালম! কত সাধু মহাজনেরই প্রাণ তুমি সংহার করিয়াছ! কুক্কুটী যেমন আপনার শাবকদিগকে স্বীয় পক্ষপুটে ঢাকিয়া রখিতে চায়, কত বার হায়! আমি তেমনি করিয়া তোমার সন্তানগণকে একত্র করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তুমি তাহাতে সম্মত হইলে না। দেখ, তোমার আবাস স্থান এখন উৎসন্নদশা প্রাপ্ত হইতে চলিল। আমি বলিতেছি, যে পর্য্যন্ত তুমি এ কথা স্বীকার না করিবে যে, বিনি ঈশ্বরের নামে আসিতেছেন তিনি ধন্য, তত দিন পর্য্যন্ত আর আমার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হইবে না।”

কি গভীর মনোদুঃখ হইতেই যিশুর মুখ দিয়া এ সকল কথা বাহির হইয়াছিল! যদিও সাধুঘাতক ধর্ম্মযাজকদিগকে অনেক কঠোর কথা তিনি বলিলেন, কিন্তু স্বদেশস্থ লোকদিগকে যে তিনি মায়ের মত ভাল বাসিতেন তাহা আর এ খানে অপ্রকাশ রহিল না। দুরন্ত সন্তানকে মাতা ভর্ৎসনা তাড়না করিয়া পরে আবার তজ্জন্য যেমন রোদন করে, যিশু সেই ভাবে সকলকে তিরস্কার করিয়া শেষ কাঁদিতে লাগিলেন। মাতৃভূমি এবং স্বজাতির প্রতি এমন প্রগাঢ় স্নেহ বাৎসল্য আর কে পোষণ করিতে পারে? মানবসন্তানদিগকে এমন করিয়া বক্ষস্থলে যত্নপূর্ব্বক আর কে স্থান দিতে ব্যাকুল হয়? যাঁহার প্রেমার্দ্র হৃদয় পথের বালকদিগকে আলিঙ্গন করিয়া সুখী হইত, মাতৃভূমি ও স্বজাতির দুঃখ দুর্গতি দেখিয়া যাঁহার প্রাণ নিয়ত ক্রন্দন করিত, তিনি ভিন্ন আর এ ভাবে কে কাহাকে তিরস্কার করিতে পারে? জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় তিনি এখনও মানবপরিবারের প্রত্যেক অপরাধী কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ভর্ৎসনা করিতেছেন। অত্যন্ত ভাল বাসিতেন বলিয়াই এত অনুযোগ করিলেন। এ সময় তিনি যে ধর্ম্মোৎসাহ এবং প্রেমোন্মত্ততার শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। স্বর্গের ছবি যে পরিমাণে সমুজ্জ্বল হইয়া বিশ্বাসচক্ষে প্রতিভাত হইতে লাগিল, সেই পরিমাণে পৃথিবী পাপান্ধকারে

ডুবিয়া যাইতে লাগিল; সুতরাং তাঁহার ব্যাকুলতার আর সীমা রহিল না।

সে দিনের কার্য্য সমাধা করিয়া মন্দির হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময় সহচরবৃন্দ মন্দিরের আশ্চর্য্য কারুকার্য্য এবং গঠন প্রণালী দর্শনে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিল, "আহা দেখুন দেখুন কেমন সুন্দর মন্দির!" বস্তুতঃ জেরুশালমের দেবমন্দির অতীব সৌন্দর্য্যশালী ছিল। যিশু বলিলেন, "এ সকল তোমরা কি দেখিতেছ? আমি সত্য সত্য বলিতেছি, এ সমস্ত ভূতলশায়ী হইবে। এখানে এক খানি পাথরের উপর আর এক খানি পাথর থাকিবে না।" য়িহুদীধর্ম্মের জীবনীশক্তি চলিয়া গিয়াছে, কেবল তাহার পাপদূষিত বাহ্য আকার শবদেহের ন্যায় স্থিতি করিতেছে, সুতরাং উহা নিশ্চয় অচিরে ভূমিসাৎ হইবে যিশু ইহা দিব্যজ্ঞানে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। এখানে মন্দিরের পতন অর্থে জাতীয় ধর্ম্ম এবং পার্থিব গৌরবের ধ্বংস বুঝিতে হইবে। খ্রীষ্টাব্দের সত্তর বৎসর গত হইতে না হইতে বাস্তবিকও তাহাই ঘটিয়াছিল। রোমীয় সেনাপতি টিটাস্ যখন নগর অধিকার করিলেন তখন সৈন্যদিগকে তিনি আজ্ঞা দিলেন যে সমস্ত নগর এবং দেবমন্দির চূর্ণ করিয়া ফেল। তাঁহার আদেশে উক্ত স্থানের যাবতীয় প্রাচীন কীর্ত্তি স্তম্ভ একবারে সমভূমি হইয়া যায়।

ভাবীবিপদ এবং আশাবাক্য।

যিশু নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক অলিভ্ পর্ব্বতের উপরে আসিয়া বসিলেন। শেষ জীবনের অবশিষ্ট কয়েকটি দিন এই পর্ব্বত, গেথ্‌শিমানির উদ্যান, বেথানি গ্রামে মার্থার গৃহ ও জেরুশালম নগর এই কয়টি স্থানে তিনি পর্য্যায়ক্রমে গতাযাত করিতেন। শিষ্যেরা বলিল, "প্রভু, আপনার আসিবার এবং পৃথিবী ধ্বংস হইবার পূর্ব্বলক্ষণ কি প্রকার হইবে তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিউন।" যিশু বলিলেন, "সাবধান! যেন তোমাদিগকে কেহ প্রবঞ্চিত না করে। কেন না ইহার পর অনেককেই আসিয়া বলিবে যে আমি খ্রীষ্ট। এই কথা বলিয়া তাহারা অনেকেই প্রতারিত করিবে। তৎকালে তোমরা যুদ্ধের কথা শুনিতে পাইবে, কিন্তু দেখিও যেন বিচলিতচিত্ত না হও। কারণ এ সকল অবশ্যাম্ভাবী। কিন্তু ইহাতেও শেষ হইবে না। তখন জাতির বিরুদ্ধে জাতি, রাজ্যের বিরুদ্ধে রাজ্য দণ্ডায়মান হইবে, দুর্ভিক্ষ মহামারী এবং ভূমিকম্পে কত কত স্থান উৎসন্ন হইয়া যাইবে। এ সমস্ত কেবল দুঃখের আরম্ভ মাত্র। তদনন্তর তোমাদিগকে লোকে আমার জন্য বহুল যন্ত্রণা প্রদান করিয়া মারিয়া ফেলিবে। সকল জাতির লোকেই তোমাদিগকে ঘৃণা করিবে। অনেকেই তখন মনঃপীড়া পাইয়া পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করিবে এবং বিশ্বাসঘাতক হইবে। মিথ্যা ভবিষ্যদ্বক্তাদিগের সম্বন্ধে সাবধান! তাহারা মেষের বেশ ধারণ করিয়া তোমাদিগের নিকট আসিবে, কিন্তু ভিতরে তাহারা শার্দ্দূলের ন্যায় ভীষণ। ফলের দ্বারা তোমরা তাহাদের পরিচয় পাইবে। মনুষ্যেরা কি কখন কণ্টক বৃক্ষে দ্রাক্ষা ফল এবং শেয়াল কাঁটার জঙ্গলে ডুম্বর সংগ্রহ করে? উত্তম বৃক্ষে উত্তম ফল এবং মন্দ বৃক্ষে মন্দ ফল প্রসূত হয়, কদাচ তাহার বিপরীত ঘটে না। যে তরু উৎকৃষ্ট ফল প্রসব করে না তাহা কর্ত্তিত এবং অনলে নিক্ষিপ্ত হইবে। কপটবেশধারী ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরা উত্থিত হইয়া অনেকানেক

মনুষ্যকে প্রবঞ্চনা করিবে এবং পাপের প্রাচুর্য্য বশতঃ অনেকের প্রেম শীতল হইয়া যাইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি শেষ পর্য্যন্ত সহ্য করিয়া থাকিতে পারিবে সে বাঁচিয়া যাইবে। জাতি নির্ব্বিশেষে ভূমণ্ডলের সর্ব্বস্থানে এই স্বর্গীয় বিধান প্রচারিত হইবে। এবং ইহা ঈশ্বরের কৃপার সাক্ষ্য প্রদান করিলে তখন অন্তিমের দিন সমাগত হইবে। ডানিয়েল্ যে সর্ব্বনাশের কথা বলিয়া গিয়াছেন তাহা তখন তোমরা দেখিতে পাইবে। সে দিন যে যেখানে যে ভাবে থাকিবে সেই সেই অবস্থায় তাহারা সকলে পলায়ন করিবে। যাহারা গৃহছাদের উপর ছিল কিংবা ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতেছিল তাহারা ঘরে গিয়া বস্ত্রাদি লইবারও সাবকাশ পাইল না এমনিটি ঘটিবে। হায়! হায়! দুগ্ধপোষ্য সন্তানবতী মাতাগণের সে দিন কি দুর্দ্দশাই উপস্থিত হইবে! বিপদ অবশ্যাম্ভাবী, কিন্তু তোমরা প্রার্থনা কর যেন তাহা শীত কালে কিংবা বিশ্রামবারে না আসে। এমন বিপদ আর কখন হয় নাই, হইবে না। উহার লাঘব না হইলে কোন প্রাণিরই বাঁচিবার আশা নাই। কিন্তু চিহ্নিত-দিগের অনুরোধে উহার লাঘব হইবে। তখন কোন ব্যক্তি যদি বলে, ঐ দেখ, খ্রীষ্ট ঐ স্থানে! তাহাতে বিশ্বাস করিও না। মিথ্যা খ্রীষ্ট এবং ভবিষ্যদ্বক্তারা বিবিধ আশ্চর্য্য কর্ম্ম দেখাইবে, যদি পারে তবে তাহারা চিহ্নিত-দিগকেও প্রতারিত করিবে। অগ্রেই আমি সে বিষয়ে তোমাদিগকে সাব-ধান করিয়া দিতেছি, কদাচ তাহাদের কথায় ভুলিবে না। বিদ্যুতের ছটা যেমন পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিম আকাশকে আলোকিত করে মনুষ্যপুত্রের আগমন তেমনি জানিবে। যেখানে শবদেহ থাকে সেই স্থানেই চিল শকুনি একত্রিত হয়। এই মহা বিনাশের অব্যবহিত পরেই দেখিতে পাইবে সূর্য্য তমসাচ্ছন্ন, চন্দ্র জ্যোতিহীন। তখন আকাশের তারকাগণ খসিয়া পড়িবে, দ্যুলোকের শক্তি কম্পিত হইবে। এই সমস্ত শেষ হইয়া গেলে তখন মনুষ্যপুত্রের আগমন চিহ্ন আকাশে দেখা যাইবে। পৃথিবীর সকল জাতীয় লোকে শোক প্রকাশ করিবে, এবং মনুষ্যপুত্রের মহিমা গৌরব তাহারা দেখিতে পাইবে। তদনন্তর তিনি জয়ভেরী বাজাইয়া স্বর্গদূতদিগকে প্রেরণ করিবেন। আকাশের এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত যেখানে যত তাঁহার চিহ্নিত লোক আছে সকলকে তাহারা

একত্রিত করিবে। তোমরা ডুম্বর বৃক্ষের শাখায় যখন নবীন পল্লব দেখ তখন বুঝিতে পার যে গ্রীষ্মকাল নিকটবর্ত্তী, তেমনি ঐ সকল চিহ্ন দেখিলেই মনে করিও যে সময় আগত, এমন কি দ্বারদেশে আসিয়া সমাগত। আমি সত্যই বলিতেছি, এই বর্ত্তমান বংশ থাকিতে থাকিতেই এ সমস্ত ঘটিবে। স্বর্গ এবং পৃথিবী যদি ধ্বংস হয়, তথাপি আমার কথার অন্যথা হইবে না। কিন্তু সে দিন এবং ক্ষণ কোন মনুষ্য অবগত নহে। নোয়ার সময়ে যেরূপ হইয়াছিল অবিকল সেইরূপ হইবে। ক্ষেত্রে দুই জন কাজ করিতেছিল, তাহাদের এক জনকে লওয়া হইবে অন্য পড়িয়া থাকিবে। দুইটী নারী যাঁতা ঘুরাইতেছিল, তাহাদের এক জনকে লওয়া হইবে অপর পড়িয়া থাকিবে। এই প্রকার সমস্ত সে দিনের ব্যাপার। অতএব তোমরা জাগিয়া থাক, কারণ জান না যে ঠিক্ কোন্ সময়ে তোমাদের প্রভু আসিবেন। তোমরা কটিবন্ধনপূর্ব্বক দীপ জ্বালিয়া বিশ্বাসী ভৃত্যের ন্যায় আপন প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা কর। প্রভু বিবাহের নিমন্ত্রণে গিয়াছেন, যখন তিনি আসিয়া দ্বারে আঘাত করিবেন ভৃত্যেরা তদ্দণ্ডে অমনি দ্বার উন্মোচন করিয়া দিবে। ধন্য সেই ভৃত্যেরা যাহাদিগকে প্রভু আসিয়া জাগ্রৎ দেখেন। নিশ্চয় তিনি তাহাদিগের সেবা করিবেন। তিনি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় যামে আসিয়া যদি ঐরূপ দেখিতে পান, তাহা হইলে সে ভৃত্যেরা ধন্যবাদার্হ। কিন্তু ইহা জানিবে, গৃহস্বামী যদি অবগত থাকেন যে কোন্ সময় গৃহে চোর প্রবেশ করিবে, তাহা হইলে তিনি জাগিয়া বসিয়া থাকিবেন, সুতরাং তাঁহার ঘরে কোন চোর প্রবেশ করিতে পারিবে না। তেমনি তোমরাও প্রস্তুত হইয়া থাক, কেন না যে সময় হয়তো তোমরা আশা কর নাই মনুষ্যপুত্র সেই সময়েই আসিয়া উপস্থিত হইবেন"।

পিটার জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু, এ গল্প কি আমাদের জন্য বলা হইল?" যিশু উত্তর দিলেন, "বিশ্বাসী সুবোধ ভৃত্য তবে কে যাহাকে প্রভু সংসারের কর্ত্তৃত্ব পদে বরণ করিয়া যথাকালে আহার্য্য বস্তু দিবেন? ধন্য সেই ভৃত্য প্রভু আসিয়া যাহাকে কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিযুক্ত দেখেন। যথার্থ বলিতেছি, তাহার হস্তে তিনি সমস্ত বিষয়ের ভার অর্পণ করিবেন। কিন্তু

প্রভুর আসিতে বিলম্ব আছে মনে করিয়া যদি সে আর সকল দাস দাসীকে প্রহার করে, এবং পান ভোজনে মত্ত হয়, আর সেই সময় হঠাৎ তাহার প্রভু আসিয়া পড়েন, তাহা হইলে কি হয়? তিনি সেই ভৃত্যকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করেন, তাহার কার্য্য অন্য অবিশ্বাসী ভৃত্যের হস্তে দেন। প্রভুর ইচ্ছা জানিয়াও যে ব্যক্তি তাহাতে অবহেলা করে সে বহু বেত্রাঘাত পাইবে। কিন্তু যে না জানিয়া অপরাধী হয় সে অল্প দণ্ডার্হ। যাহাকে অনেক দেওয়া হইয়াছে তাহার নিকট হইতে অনেক লওয়া হইবে”। শিষ্যদিগকে অসতর্ক জানিয়া পুনরায় বলিলেন, “তোমরা কি মনে কর আমি জগতে শান্তি স্থাপন করিতে আসিয়াছি? শান্তি নয়, খড়্গ! যে পরিবারে পাঁচ জন লোক আছে এখন হইতে তাহাদের মধ্যে তিন জন দুই জনের বিরোধী হইবে! পশ্চিমদিকে মেঘ দেখিলে তৎক্ষণাৎ তোমরা বল যে বৃষ্টি আসিবে, এবং তাহাই ঘটিয়া থাকে। দক্ষিণ বায়ু বহিলে তোমরা বল যে গ্রীষ্ম হইবে, এবং তাহাই হয়। তোমরা আকাশের বিষয় এত বুঝিতে পার; কিন্তু সময়ের লক্ষণ দেখিয়া তাহার ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করিতে পার না?

“স্বর্গরাজ্য দশটি কুমারীর ন্যায়। কুমারীগণ প্রদীপ লইয়া বরকে বরণ করিবার জন্য কন্যার গৃহে প্রতীক্ষা করিতেছিল। উহাদের মধ্যে পাঁচটি চতুরা, পাঁচটি বুদ্ধিহীনা। বুদ্ধিহীনা কুমারীগণ সঙ্গে পলিতা লইয়াছিল, কিন্তু তৈল লয় নাই। চতুরা কয়েক জন তৈল এবং পলিতা উভয়ই সঙ্গে রাখিয়াছিল। বর আসিতে বিলম্ব হওয়ায় সকলেই নিদ্রা যাইতেছে, এমন সময় রাত্রি দুই প্রহরের কালে কোলাহল উঠিল যে, বর আসিতেছে, তোমরা তাহাকে বরণ করিবার জন্য অগ্রসর হও। কোলাহল শ্রবণে কুমারীগণ সত্বর হইয়া স্ব স্ব দীপ উজ্জ্বল করিতে লাগিল। তখন বুদ্ধিহীনা পাঁচ জন চতুরাদিগকে বলিল, আমাদিগকে একটু তৈল তোমরা দাও, নতুবা আমাদের প্রদীপ থাকে না। তাহারা উত্তর দিল যে না, তাহা হইতে পারে না। যে তৈল আমাদের আছে তাহাতে উভয়ের কুলাইবে না; তোমরা দোকান হইতে তৈল কিনিয়া আন। যাই উহারা তৈল ক্রয় করিতে বাহিরে গেল অমনি বর আসিয়া উপস্থিত হইল। যাহারা প্রস্তুত ছিল

তাহারা বরের সঙ্গে বাড়ীর ভিতরে গেল, দ্বার বন্ধ হইল, তখন বুদ্ধিহীনা ঐ পাঁচ কুমারী আসিয়া দ্বার উদ্ঘাটনের জন্য কাকুতি মিনতি আরম্ভ করিল। গৃহস্বামী বলিলেন, "কে তোমরা? আমি তোমাদিগকে চিনি না"। এই জন্য বলিতেছি, তোমরা সতর্ক হইয়া থাক।

"একদা কোন ব্যক্তি দূরদেশ যাত্রাকালে স্বীয় দাসবর্গকে দশ দশটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক বলিয়া দিলেন, ইহা দ্বারা ব্যবসায় করিবে। কিছু কাল পরে যখন তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলেন, তখন উহাদিগকে ডাকিয়া প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিলেন কে কেমন ব্যবসায় করিয়াছ তাহার হিসাব দাও। প্রথম কহিল, 'প্রভু, আপনার দশ মুদ্রাতে আমি আর দশ মুদ্রা বৃদ্ধি করিয়াছি।' প্রভু তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'তুমি ধন্য! কারণ তুমি অতি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হইলে, তোমাকে আমি দশ নগরের উপর কর্তৃত্ব ভার দিলাম।' দ্বিতীয় দাস কহিল, 'প্রভু, আমি মূলধনের উপর পাঁচ মুদ্রা লাভ করিয়াছি।' প্রভু তাহার হস্তেও পাঁচ নগরের শাসনভার অর্পণ করিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, 'প্রভু, এই দেখ তোমার টাকা! যেমন দিয়াছিলে তেমনি আমি ইহা গামছায় বাঁধিয়া তুলিয়া রাখিয়াছি। কারণ আমি জানি, তুমি বড় শক্ত লোক; যেখানে তুমি কিছু রাখ নাই সেখান হইতেও সংগ্রহ করিতে চাও, এবং যেখানে বপন কর না সেখানে শস্য কর্ত্তন করিয়া থাক, এই জন্য আমি তোমাকে বড় ভয় করি।' তাহার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে প্রভু রাগান্ধ হইয়া বলিলেন, 'রে দুষ্ট অলস! তোমার নিজ মুখের প্রমাণেই আমি তোমার বিচার করিব। আমি এমন শক্ত লোক যদি জান, তবে বণিকের নিকট কেন টাকা গচ্ছিত রাখিলে না? তাহা হইলে আমি শুদ সমেত তাহা আদায় করিতাম। পরে তিনি ভৃত্যকে আদেশ করিলেন, 'ইহার নিকট হইতে ঐ মুদ্রা লইয়া যাহার দশটি আছে তাহাকে উহা দাও।' যাহার আছে তাহাকে দেওয়া হইবে, যাহার নাই তাহার যাহা আছে তাহাও লওয়া হইবে।"

অনন্তর যিশু বলিলেন, "মনুষ্যপুত্র যখন স্বর্গদূতদিগের সঙ্গে আসিয়া গৌরবের সিংহাসনে বসিবেন তখন তাঁহার সম্মুখে সকল জাতীয় লোক একত্রিত হইবে। রাখাল যেমন ছাগ হইতে মেষদিগকে পৃথক্ করে,

তেমনি তিনি এক হইতে অপরকে পৃথক্ করিবেন। মেষগণ দক্ষিণে এবং ছাগদল বামদিকে থাকিবে। তখন তিনি দক্ষিণ পার্শ্বস্থ মেষদিগকে বলিবেন, 'আইস হে আমার পিতার প্রিয় পুত্রগণ! এবং পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে যে সাম্রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত রাখা হইয়াছে তাহা অধিকার কর। কারণ আমাকে ক্ষুধার্ত্ত এবং তৃষ্ণার্ত্ত দেখিয়া তোমরা আমাকে ভোজ্য ও পানীয় দিয়াছিলে, এবং বিদেশী জানিয়া গৃহে রাখিয়াছিলে। আমি বিবস্ত্র ছিলাম তোমরা আমাকে বস্ত্র দিয়াছিলে, আমি রুগ্ন, এবং কারাবদ্ধ হইয়াছিলাম তোমরা আমাকে দেখিতে আসিয়াছিলে।' তাহা শুনিয়া ধর্ম্মাত্মারা বলিবে, 'প্রভু, কবে তুমি এরূপ অবস্থায় পড়িয়াছিলে আর আমরাই বা কবে তোমার সেবা করিয়াছি?' তিনি উত্তর দিবেন, 'আমার সামান্য একটি ভাইকে যদি তুমি এইরূপ করিয়া থাক তাহা আমার প্রতি করা হইয়াছে।' পরে তিনি বামপার্শ্বস্থদিগকে বলিবেন, 'দূর হও হতভাগ্যেরা! তোমরা ভূতের আবাস চিরনরকানলে গিয়া প্রবেশ কর! আমি যখন অন্ন জল বস্ত্র ঔষধ এবং আশ্রয়বিহীন হইয়াছিলাম তখন তোমরা একবার জিজ্ঞাসাও কর নাই।' ইহা শুনিয়া তাহারা বলিবে, 'প্রভু, কখন আমরা এরূপ করিয়াছি! কিছুইতো আমরা জানি না!' তিনি বলিবেন, 'এক জন সামান্য লোকের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিলেও তাহা আমার প্রতি করা হইয়াছে।' এ সকল লোক অনন্ত নরকে যাইবে এবং ধার্ম্মিকেরা অনন্ত জীবন পাইবে।"

যিশুর যেমন ঈশ্বর সম্বন্ধে নিজের কোন স্বতন্ত্রতা ছিল না তেমনি তিনি সাধারণ মানবজাতি হইতে যে কোন এক স্বতন্ত্র ব্যক্তি ছিলেন তাহাও মনে করিতেন না। এই জন্য অন্যের পাপ দুঃখ সুখ সম্পদ তাঁহার নিজের বলিয়া মনে হইত। নচেৎ পরের পাপ দেখিয়া তাঁহার এত ক্লেশ কেন হইবে? মহাযোগের ধর্ম্মে তাঁহাকে নিখিল বিশ্ব এবং তাহার স্রষ্টার সহিত একীভূত করিয়া রাখিয়াছিল।

ভাবীবিপদ ও বিধানের জয়ের কথা যাহা উপরে বর্ণিত হইল ইহা আপাততঃ শুনিতে যদিও কল্পনার ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু উহার ভিতরে প্রকৃত সত্য আছে। ইহা সত্যমূলক কবিত্ব, অমরাত্মার বিশ্বাসের কথা।

বর্ত্তমানে তিনি ভবিষ্যৎ দুর্ঘটনার লক্ষণ দর্শন করিয়াই এ প্রকার বলিয়াছিলেন। পাপ অধর্ম্মের শেষগতি দূরদর্শী মহাত্মাগণের চক্ষে সহজেই প্রতিভাত হয়। যিশু আমাদের এক জন অতি ভাবুক কবি ছিলেন। তাঁহার কথা গদ্যপ্রিয় শুষ্কহৃদয় মানবের ন্যায় নহে। তাঁহার অধিকাংশ উপদেশ এবং কথোপকথন কাব্যরসে রঞ্জিত। মহাবিনাশের যে সকল লক্ষণ তিনি বলিলেন তাহা ইতিহাসলেখকের মত কেবল কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ করিলেন না, এক জন হৃদয়বান্ কবির ন্যায় কল্পনার উজ্জ্বল বর্ণে সত্যকে চিত্রিত করিলেন। যদিও অল্পকাল পরে অবিকল সেইরূপ ঘটিল, কিন্তু তাহা বলিয়া এরূপ মনে করা যাইতে পারে না যে অক্ষরে অক্ষরে সমুদায় মিলিয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টবাদীরা যে ভাবে পৃথিবীর ধ্বংস এবং যিশুর পুনরুত্থানের কথা ব্যাখ্যা করেন তিনি সে ভাবে উহা বলিয়া যান নাই। বর্ত্তমান লক্ষণ দর্শনে ভবিষ্যৎ যত দূর বুঝা যায়, বিশেষতঃ তাঁহার মত উন্নত আত্মার পক্ষে সে জ্ঞান যত দূর অভ্রান্ত হইতে পারে তাহারি আভাস তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুনরুত্থানের মত সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক এবং তাহা বাস্তবিকও ঘটিয়াছে। যাহা তিনি আশা করেন নাই তাহাও ঘটিয়াছে। তাঁহার মৃত্যুই শেষ সমস্ত পৃথিবীকে পরাজয় করিল। তিনি জানিতেন, সত্য ধ্বংস হইবে না, প্রেরিত সাধুচরিত চির দিন অনাদৃত থাকিবে না, সেইজন্য সাহসের সহিত ভবিষ্যৎ জয়ের কথা ঘোষণা করিতেন। কিন্তু তিনি আবার ইহাও জানিতেন যে তাঁহার নামে লোকে খড়্গহস্ত হইবে, যে তাঁহার বিধানে বিশ্বাস করিবে তাহার ঘরে বাহিরে পরীক্ষার আগুন জ্বলিবে। অন্ধকার এবং আলোক দুই দিকের ছবিই তিনি চিত্র করিয়া দেখাইয়াছেন। মৃত্যুর পর তিনি সশরীরে গাত্রোত্থান করেন নাই, ভৌতিক দেহ ধারণ করিয়া শিষ্যদিগের নিকট উপস্থিত হন নাই, তাহার আবশ্যকতাও কিছু দেখা যায় না। কিন্তু মৃত্যুর অব্যবহিত পরে খ্রীষ্টিয়ান জগতের হৃদয় মধ্যে তিনি এমনি জাজ্বল্যরূপে পুনরুত্থিত হইয়াছেন যে তাহাতে কিছু মাত্র অবিশ্বাস হইতে পারে না। কেবল খ্রীষ্টিয়ান জগতে কেন, তিনি মানবকুলের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছেন ; এক খ্রীষ্ট শত সহস্র অমর খ্রীষ্ট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বসিয়া

রহিয়াছেন। বিধাতা যেমন একটি বীজ কণিকার দ্বারা অগণ্য ফল উৎপাদন করেন তেমনি একটি সাধু পুত্রের দ্বারা শত সহস্র সাধু পুত্রকে জন্ম দিয়াছেন।

তৈলাভিষিক্ত ও জুডার চিত্তবিকার।

অপর এক দিবস যিশু বেথানি গ্রামে উপনীত হইলে মেরী ও মার্থা ভগ্নীদ্বয় তাঁহার চরণ ধারণপূর্ব্বক কাতর অন্তরে কহিল, "প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকিতেন তাহা হইলে আমার ভাই ল্যাজারাচ্ মরিত না।" যিশু বলিলেন "সে পুনরায় উঠিবে।" মার্থা বলিল, "জগতের অন্তিম দিবসে তাহার পুনরুত্থান্ হইবে তাহা জানি।" যিশু বলিলেন, "আমিই পুনরুত্থান্ এবং জীবন; যে আমাকে বিশ্বাস করে সে মরিলেও জীবিত থাকিবে। জীবদ্দশায় যে আমাকে বিশ্বাস করে সেও অনন্ত জীবন পাইবে"। পুনরুত্থান্ যে দৈহিক নহে, আধ্যাত্মিক তাহা এখানেও বিবৃত হইয়াছে। মৃত ল্যাজারাচের পুনর্জ্জীবিত হওয়ার বিবরণ এই স্থলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্যান্য স্বভাববিরুদ্ধ ঘটনার অর্থ যাহা ইহাও সেই অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। অথবা রেনান্ যেমন বলেন,—এমন কিছু ঘটিয়া থাকিবে, যে ল্যাজারাচ্ ছিন্ন বস্ত্র খণ্ডে জড়িত হইয়া পারিবারিক সমাধি গহ্বরে মৃতবৎ শায়িত ছিল যিশুর আশাবাক্য শ্রবণে জাগিয়া উঠিল, বস্তুতঃ তাহার মৃত্যু হয় নাই। কথিত আছে, মৃতল্যাজারাচ্কে পুনর্জ্জীবিত করায় য়িহুদী ধর্ম্মাধ্যক্ষগণ যিশুর উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে।

ক্ষণকাল পরে সকলে ভোজনে বসিলে মেরী অর্দ্ধ সের উৎকৃষ্ট সুগন্ধি তৈল আনিয়া যিশুর মস্তকে ও চরণে ঢালিয়া দিল এবং আপনার কেশ দ্বারা তাঁহার পদযুগল মুছাইতে লাগিল। বহু মূল্যের সুগন্ধি তৈল অপব্যয় হইল ভাবিয়া শিষ্যেরা মহা চটিয়া উঠিল এবং মেরীকে এই বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিল যে, "কেন তুমি অনর্থক এত টাকার সামগ্রী নষ্ট করিলে? ইহা যে বিক্রয় করিলে পাঁচ শত টাকা মূল্য হইত, এবং তাহা কত দরিদ্রের উপকারে আসিত?" যিশু তাহা শুনিয়া শিষ্যদিগকে বলিলেন, "কেন তোমরা উহাকে মনঃপীড়া দিতেছ? ও আমার প্রতি অতি উৎকৃষ্ট কর্ম্ম

করিয়াছে। দরিদ্রসেবা তোমরা চিরকালই করিতে পারিবে, কিন্তু আমাকেত চিরকাল পাইবে না! এই নারী তৈল দ্বারা আমার চরম কালের কার্য্য সমাধা করিয়া রাখিল। বাস্তবিক আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, পৃথিবীর যে কোন স্থানে এই বিধান প্রচারিত হইবে তৎসঙ্গে মেরীর এই কার্য্যও চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।" মৃত্যুকাল সন্নিকট জানিয়া যিশু সকরুণ অন্তরে এই কথা বলিলেন। তিনি দীনজনের বন্ধু, দরিদ্রকে কেমন করিয়া ভাল বাসিতে হয় তাহা ভালই জানিতেন, কিন্তু তাঁহার চরমক্রিয়ার জন্য মেরী যে মূল্যবান্ সামগ্রী ব্যয় করিল তাহা তদপেক্ষা মহৎ কার্য্য বলিয়া তিনি গ্রহণ করিলেন। "দুঃখীদিগকে তোমরা সর্ব্বদাই পাইবে, কিন্তু আমি আরতো তোমাদের সঙ্গে চিরকাল থাকিতে আসি নাই!" এই মর্ম্মভেদী বাক্য অদ্যাবধি পাষাণ হৃদয়কে বিগলিত করিতেছে। জগতের প্রাণ, কাঙ্গালের সখা যিশু শত্রুহস্তে আত্ম সমর্পণের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন এ সময় সামান্য এক পাত্র সুবাসিত তৈল ব্যয় কি অবিবেচনার কার্য্য হইল? হায়! মূঢ়মতি জুডা, তোর হৃদয় কি এতই কঠিন! অথবা তুই এ নিদারুণ কথা না বলিলে প্রাণাধিক যিশুর মুখ হইতে এমন সকরুণ বচন নিঃসৃত হইত না, এবং তাহা স্মরণ করিয়া আজ জগদ্বাসী নরনারী অশ্রু বর্ষণ করিত না। ভাবের ভাবুক, ব্যথার ব্যথী কোন সহৃদয় বন্ধু না পাইয়া তিনি হায়! আপনার জন্য আপনিই শোক প্রকাশ করিলেন। এই তৈলাভিবিক্ত যে তাঁহার সমাধি প্রবেশের পূর্ব্বক্রিয়া তাহা এখন আমরা বুঝিয়া শোকার্ত্ত হইতেছি, কিন্তু তৎকালে ইহা তিনি ভিন্ন আর কেহ জানিতে পারিয়াছিল কি না সন্দেহ। মেরী কোন্ অলৌকিক শক্তি কর্ত্তৃক নীত হইয়া এই কার্য্য সম্পাদন করিল তাহা সেই জানে। অচলা গুরুভক্তিই তাহাকে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়াছিল সন্দেহ নাই। ধন্যা সেই নারী! কেন না লোকপাবন যিশুর নামের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল।

মেরীকে যাহারা ধমক্ দিয়াছিল তাহার মধ্যে জুডা মহাপাতকী সকলের প্রধান। ইতিপূর্ব্বেই তাহার চিত্তবিকার উপস্থিত হয়, এই ঘটনা উপলক্ষে সেই ভাব প্রকাশ হইয়া পড়িল। দুঃখীদিগের সেবায় উহা ব্যয়

করিলে ভাল হইত এ কথায় সে নিজের দয়াশীলতার পরিচয় দিল বটে, কিন্তু সেটি তাহার হৃদয়ের কথা নহে। সে দুর্ভাগা নিতান্ত অর্থ-লোলুপ এবং বিষয়পিপাসু ছিল। ঈশামসি রাজা হইলে আমিও কোন না কোন উচ্চ পদ পাইয়া সৌভাগ্যশালী হইব, মনে মনে সে এইরূপ আশা করিত। কিন্তু যখন দেখিল, যিশু কেবলই ত্যাগস্বীকার আর নিঃস্বার্থ বৈরাগ্যের কথা বলেন, অপমান নির্য্যাতন দারিদ্র্য কষ্ট ব্যতীত কোন প্রকার সুখ সম্পদের আশা ভরসা দেন না, তখন সে একবারে পাপ-পুরুষের করতলন্যস্ত হইল, এবং ক্রোধে নিরাশায় উত্তেজিত হইয়া নিরপরাধী গুরুদেবের অনিষ্ট কামনা করিতে লাগিল। কথিত আছে যে, জুডা প্রচারযাত্রায় বাহির হইয়া প্রেরিতগণের পাথেয় অর্থ আত্মসাৎ করিত। এমন পবিত্রাত্মা সদ্গুরুকে যখন সে ত্রিশ টাকার লোভে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিতে পারিয়াছে তখন কোন পাপই আর তাহার পক্ষে অক-রণীয় নহে। কিন্তু তাহার সদ্গুণও কিছু কিছু ছিল, নতুবা চিহ্নিত দ্বাদশ জনের মধ্যে তাহার স্থান কিরূপে হইবে? ফলতঃ জুডার প্রকৃতি যত দূর বুঝিতে পারা যায় তাহাতে মনে হয়, লোকটা ধর্মোৎসাহী ছিল, কিন্তু চঞ্চল মতি, বিষয়সুখাভিলাষী। সহজে যেমন সৎপথে চালিত হইয়া আশা উদ্যমে মাতিয়া উঠিত, তেমনি আবার অতি সহজে ক্রোধ বিরক্তির দাস হইয়া পড়িত। যিশু হইলেন সর্ব্বত্যাগী পরমযোগী, তাঁহার সঙ্গে উহার পোষাইবে কেন? তাঁহার সম্বন্ধে যাহা প্রত্যাশা করা উচিত নয় নীচ বাসনার পরতন্ত্র হইয়া তাহা করাতে সে মহা বিভ্রাটে পড়িয়া ছল। গেল সয়তানের কুমন্ত্রণায় একবারে নরকগামী হয়। কোথায় সুখ সম্পদের আশা, আর কোথায় প্রাণ দাও, ক্ষমা কর, শত্রুকে ভালবাস, সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া পথের ভিখারী হও, মিলিবে কেন? সুতরাং তাহার মনের ভিতরে এক মহা বিপ্লব উপস্থিত হইল। একে অতি অসার চঞ্চল মন তাহাতে নিরা-শার সঞ্চার, কতক্ষণ আর স্থির হইয়া থাকিবে? আশা নিরাশার প্রতিঘাতে ঘোরতর আন্দোলনের মধ্যে পড়িয়া গেল, নিকৃষ্ট কামনা সকল জাগিয়া উঠিল। কিন্তু অব্যবস্থিত চিত্ত, চঞ্চলস্বভাব ধর্মোৎসাহীর সচরাচর যে দুর্দ্দশা ঘটে জুডার চরিত্রে তদপেক্ষা অধিক কিছু দেখা যায় নাই; বরং

এক দিকে দেখিতে গেলে তাহাকে সরলমনা অনুতাপশীল বলিয়া বোধ হয়; কারণ তাহা না হইলে কি কেহ মনোদুঃখে আত্মহত্যা করিতে পারে? এত শীঘ্র যে তাহার অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছিল এবং সে আপনাকে অপরাধী, যিশুকে নির্দ্দোষী বলিয়া পরে বুঝিতে পারিয়াছিল ইহাতেই ঈশ্বরের মহিমা মহিমান্বিত হইয়াছে।

এদিকে যিশু এইরূপে বেথানি গ্রামে শিষ্যগণসঙ্গে পান ভোজন ও ধর্ম্মালাপ করিতেছেন, ওদিকে জেরুশালম নগরমধ্যে পিশাচ প্রকৃতি য়িহুদী ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও প্রধান ব্যক্তিগণ মহাযাজকের ভবনে এক মহাসভা করিয়া তাঁহার প্রাণ বিনাশের আয়োজন করিতেছে। কেহ বলিতেছে, উহাকে কৌশলপূর্ব্বক ধৃত করিয়া মারিয়া ফেল, কেহ বা লোকভয় প্রযুক্ত প্রস্তাব করিতেছে যে, না, পর্ব্বের সময় হত্যা করা উচিত নয়; কারণ তাহাতে সাধারণে বড় গণ্ডগোল করিবে। কোন কোন বিজ্ঞ পণ্ডিত গম্ভীর ভাবে কহিতেছেন, যদি এখন আমরা এ ব্যক্তিকে কিছু না বলি, তাহা হইলে অনেক লোক উহার অনুবর্ত্তী হইবে এবং রোমীয়েরা আমাদিগের উপর একাধিপত্য বিস্তার করিবে। মহাযাজক কায়ফা বলিল, তোমরা বুঝিতেছ না, সর্ব্বসাধারণের বিনাশ অপেক্ষা এক ব্যক্তির মরণ প্রজার পক্ষে মঙ্গলজনক। এই প্রকারে সকলে বিবিধ কুমন্ত্রণা করিতে লাগিল। জুডা দেখিল যে আরতো কোন আশা ভরসা নাই, য়িহুদীরা যেরূপ ষড়যন্ত্র করিতেছে তাহাতে নিশ্চয় যিশুর প্রাণ বিনষ্ট হইবে, তবে আর মিছে কেন কাল বিলম্ব, এই সময় যাহা কিছু পাওয়া যায় হাত করা যাউক। ক্রোধ বিরক্তি নিরাশা এবং লোভের চক্রে পড়িয়া সে সেই রজনীতেই বেথানি পরিত্যাগ করিল এবং নগরে প্রবেশপূর্ব্বক শত্রুদিগকে বলিল, "আমি যদি যিশুকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিতে পারি তবে তোমরা আমাকে কত টাকা দিবে?" উহারা মহা আহ্লাদিত হইয়া তৎক্ষণাৎ জুডার সঙ্গে ত্রিশ টাকায় রফা করিল। এ সময় লোক পরম্পরায় উভয় পক্ষের কথা উভয়ের কর্ণগোচর হইত। শত্রুপক্ষ যিশুর প্রাণবধার্থ কি প্রকার আয়োজন করিতেছে ইহার আভাস তিনি বহু পরিমাণে জানিতেন। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করিতেন, তাঁহার শোণিতপাত ভিন্ন স্বর্গর জ্য

গঠিত হইবে না, প্রাচীন কুসংস্কার ও শাস্ত্রীয় কঠোর শাসন, অপ্রেম অধর্ম্ম এ সকল যাইবে না, সুতরাং পিতার আদেশে তজ্জন্য তিনি প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। মূঢ়মতি জুডার আন্তরিক দুরবস্থা তাঁহার অগোচর ছিল না। নিস্তার পর্ব্বের আর দুই দিন মাত্র বাকী আছে, শিষ্যেরা জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভু, আমরা কোথায় ভোজনের আয়োজন করিব?" যিশু বলিলেন, "নগরবাসী অমুক ব্যক্তির গৃহে যাও, গিয়া বল যে আমি সশিষ্য তথায় ভোজন করিব।" তদনুসারে নগরবাসী কোন গৃহস্থের এক দ্বিতল গৃহে ভোজনের আয়োজন হয়। যিশু আপনার হৃদগত ভাব অনুসারে কোন কোন প্রাচীন প্রথার অনুসরণ করিতেন। কিন্তু তাঁহার আচরিত কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান অসার কিংবা ভাববিহীন ছিল না। জেরুশালমের কোন কোন ব্যক্তি গোপনে তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। যাহার বাড়ীতে তিনি শেষভোজন করেন সে ব্যক্তি তাঁহার এক জন হিতৈষী বন্ধু ছিল।

শেষভোজন।

যে দিনের কথা মনে হইলে শরীর রোমাঞ্চিত, প্রাণ স্তম্ভিত হয় সেই দুঃখের দিন, ঘন বিষাদের দিন ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইল। যিশুকে বলিদান করিবার জন্য সমস্ত অধ্যাপক ও ধর্ম্মযাজকদল শাণিত খড়্গ উত্তোলন করিয়া চারিদিকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে তাহার মধ্যে তৈলাভিষিক্ত নির্দ্দোষ মেষশিশু ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন। এক্ষণে য়িহুদীদিগের যে মহাপর্ব্ব উপস্থিত তাহার নাম নিস্তার পর্ব্ব। যৎকালে উহারা ভিন্ন জাতির দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করে সেই সময় এই পর্ব্বের সূত্রপাত হয়। বন্ধন মুক্তির স্মরণার্থ বর্ষান্তে প্রতি গৃহে গৃহে সকলে মেষ বলিদানপূর্ব্বক উৎসব করিত। য়িহুদী জাতির শারীরিক দাসত্ব মুক্তির স্মরণজন্য যেমন এই বলিদান, নরজাতিকে পাপের দাসত্ব হইতে মুক্ত করিবার জন্য তেমনি যিশুর আত্মত্যাগ। এই সঙ্গে পুরাতন পর্ব্বের বিনাশ এবং নববিধ নিস্তার পর্ব্বের আরম্ভ হইল।

উৎসবের শেষভাগে নগরমধ্যে বহুলোকের সমাগম হইয়াছে। গালিল্ হইতে জননী মেরী, এবং ম্যাগ্‌ডালিনী প্রভৃতি অন্যান্য নারীগণও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। একে উৎসবের সময় তাহাতে সশিষ্য যিশুর আগমন, মহাসমারোহে চারিদিক্ পরিপূর্ণ। ধর্ম্মমন্দিরের শিখরদেশে উড্ডীয়মান পতাকারাজী, তীর্থযাত্রী বালক বৃদ্ধ যুবক যুবতীগণের আনন্দকোলাহল, পূজার্থ আনীত পশু পক্ষীদিগের কলরব এবং ক্রেতা বিক্রেতা ব্যবসায়ী মানবগণের ব্যস্ততা, সকল দিকেই উৎসবানন্দের চিহ্ন দেদীপ্যমান; তৎসঙ্গে সাধুহন্তা নররাক্ষস য়িহুদীদলের হিংস্র শার্দ্দূলবৎ আস্ফালন, মহোল্লাস এবং ভ্রূকুটি কুর্দ্দন, তাহার ভিতরে একা যিশু নীরবে কাঁদিতেছেন, লোকের দুর্গতি অন্ধোৎসাহ এবং বিকৃত ধর্ম্মাড়ম্বর দেখিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার ভাবীবিপদ স্মরণে কি কাহারো অশ্রুপাত

হইতেছে? কাহারো নহে। সে গভীর দুঃখের সমভাবী পিতা ভগবান্ ব্যতীত আর কেহ নাই। এব্রাহেম যেমন ঈশ্বরের অনুরোধে আপনার একমাত্র তনয়ের প্রাণ বধার্থ অসি উত্তোলন করিয়াছিলেন, জগৎপিতা জগদীশ্বর তেমনি জীবের পাপ বিমোচনের অঙ্গীকার পালনার্থ তদীয় একমাত্র প্রাণাধিক প্রিয়পুত্রকে যেন য়িহুদীদিগের উদ্যত খড়্গতলে সমর্পণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। অপার তাঁহার লীলা! অদ্ভুত তাঁহার কীর্ত্তি!

শিষ্যবৃন্দ সমভিব্যাহারে যিশু পূর্ব্বোক্ত নগরবাসীর ভবনে যাইতেছেন ইত্যবসরে গ্রীস্‌দেশীয় কয়েক জন যাত্রী ফিলিপ্‌কে বলিল, "মহাশয়, আমরা যিশুর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি।" যিশু তাহা শুনিয়া বলিলেন, "মনুষ্যপুত্রের গৌরবের কাল সমাগত হইয়াছে। সত্য সত্য আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, গোধূম বীজ ভূমিতে পতিত হইয়া যদি সে বিনষ্ট না হয় তবে একাকী থাকে, কিন্তু বিনষ্ট হইলে প্রচুর ফল প্রসব করে।" যিশুর জীবনে এ সত্য যেমন প্রমাণীকৃত হইয়াছে এমন আর কোথাও দেখা যায় না।

তদনন্তর তিনি বলিলেন, "যে নিজ জীবনকে ভালবাসে সে তাহা হারাইবে, কিন্তু যে ইহ জগতে আপনি আপনাকে ঘৃণা করে সে অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবে। যে আমার সেবা করিতে চায় সে আমার সঙ্গে আসুক, যেখানে আমি, আমার সেবকও সেইখানে থাকিবে। যদি কেহ আমার সেবা করে, আমার পিতা তাহাকে সম্মান করিবেন। এই কথার পর বিষাদভরে শিষ্যদিগকে কহিলেন, "এখন আর আমি কি বলিব? প্রাণ বড় আকুল হইয়া উঠিতেছে। পিতা, উপস্থিত সঙ্কট হইতে আমাকে রক্ষা কর।" সম্মুখে ঘোর পরীক্ষা দর্শন করিয়া তিনি এই ভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার বলিলেন, "কিন্তু আমি প্রাণ দিবার জন্যই এই বিপদ কালের সমীপবর্ত্তী হইয়াছি। পিতঃ! তোমার নাম মহিমান্বিত হউক!" তৎক্ষণাৎ দৈববাণী হইল, "আমি আমার নাম মহিমান্বিত করিয়াছি এবং পুনরায় করিব।" যিশু বলিলেন, "এই দৈববাণী তোমাদেরই নিমিত্ত হইল। আমি যদি মর্ত্ত্যধাম হইতে ঊর্দ্ধে নীত হই, তাহা হইলে সকল লোককে আমি আমার দিকে আকর্ষণ করিব।"

শিষ্যেরা কহিল, "বিধি পুস্তকে বর্ণিত" আছে, "খ্রীষ্ট যিনি তিনি চিরকালই এখানে বাস করেন, তবে ঊর্দ্ধে নীত হওয়া এ কথা আপনি কেন বলিতেছেন? মনুষ্যপুত্র তবে কে?" যিশু বলিলেন, "অল্পক্ষণ মাত্র আর আলোক আছে, এই সময় পদ চালনা কর, নতুবা কি জানি কোন্ সময় অন্ধকার আসিয়া উপস্থিত হইবে। যে অন্ধকারে চলে সে জানে না কোন্ দিকে যাইতেছে। যাহাতে তোমরা জ্যোতির সন্তান হইতে পার তজ্জন্য যতক্ষণ আলোক আছে ততক্ষণ তাহাকে বিশ্বাস কর।" বিরোধীদলের কোন কোন প্রধান ব্যক্তি তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়াছিল, কিন্তু সমাজচ্যুতির ভয়ে তাহা প্রকাশ করিতে পারে নাই। কারণ তাহারা ঈশ্বরের প্রশংসা অপেক্ষা মনুষ্যের প্রশংসা ভাল বাসিত।

যিশু পুনরায় উচ্চ স্বরে বলিলেন, "যে আমাকে বিশ্বাস করে সে বাস্তবিক আমাকে বিশ্বাস করে না, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন তাঁহাকেই বিশ্বাস করে। এবং যে আমাকে দেখিয়াছে সে আমার পিতাকেও দেখিয়াছে। আমার বাক্য শুনিয়া তাহাতে যে বিশ্বাসী হয় না, আমি তাহার বিচার করিব না। কারণ আমি পৃথিবীর বিচারকর্ত্তা নহি, তাহাকে রক্ষা করিবার জন্যই আমি আসিয়াছি। যে আমাকে এবং আমার কথাকে অগ্রাহ্য করে, আমার কথিত বাক্যই তাহাদের বিচার করিবে। যেহেতু আমি নিজের কথা কিছু বলি নাই, পিতা যাহা আদেশ করিয়াছেন তাহাই বলিয়াছি। আমি জানি, ঈশ্বরের বাণী অনন্তজীবন দান করে।"

যিশু এ সময় ঈশ্বরের সহিত এমনি সম্মিলিত হইয়া গিয়াছিলেন যে উভয়ের মধ্যে আর কিছু মাত্র ভেদজ্ঞান ছিল না। পিতার জ্ঞানে জ্ঞানী, পিতার বলে বলী, পিতার ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান্, এই ভাবে সমস্ত কথা বলিতে লাগিলেন। অল্পবিশ্বাসী সন্দিগ্ধমনা ধার্ম্মিক যে স্থলে কোন সত্যকে বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত, ন্যায় এবং যুক্তি সঙ্গত বলিয়া আপনার হৃদগত গূঢ় অবিশ্বাসের পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক বিনয়ী নামে অভিহিত হয় যিশু সেখানে প্রত্যেক সত্যকে ঈশ্বরবাক্য ভিন্ন আর কিছুই বলিতেন না; নিজের বুদ্ধি যুক্তি জ্ঞান শক্তির প্রাধান্য তাহাতে কিছুই দেখিতেন না। যাহা কিছু সত্য তাহা ঈশ্বর-বাণীরূপে তাঁহার অন্তরে প্রতীয়মান হইত। ফলতঃ তাঁহার কার্য্য এবং বাক্য

সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরাধীন ছিল। মূঢ় ব্যক্তিরা ইহা অহঙ্কারের কথা মনে করে, কিন্তু ইহা সত্যপ্রিয়তা ও বিনয়ের পরাকাষ্ঠা। এই জীবন্ত বিশ্বাসের জন্য শেষে তাঁহাকে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে হইল। কারণ পৃথিবী তাহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিল না, ঈশ্বরাবমাননা বলিয়া তাঁহাকে বধ করিল। এরূপ প্রত্যক্ষ বিশ্বাস চিরকালই পৃথিবীর শত্রু। আশ্চর্য্য এই যে, যাহা কিছু সৎ, মঙ্গল, ন্যায়সঙ্গত এবং পবিত্র তাহা ঈশ্বরের সঙ্গে এক, এ সহজ জ্ঞানের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না। কিন্তু ঐ সকল ভাব মানবীয় ভাষায় অবিশ্বাসবিজৃম্ভিত শব্দে আবৃত করিয়া দিলে সকলেরই গলাধঃকরণ হইতে পারে।

ভোজনে উপবিষ্ট হইয়া যিশু আপনার সহচর বন্ধুবর্গের প্রতি শেষ বক্তব্য এবং শেষ কর্ত্তব্য যাহা তাহা বলিতে এবং করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরপুত্রের এই শেষ ভোজন। পৃথিবী আর তাঁহার শ্রীমুখে অন্নগ্রাস তুলিয়া দিবে না, আর সে অমৃতনিঃসন্দিনী দিব্য রসনা মর্ত্ত্যের জল পান করিবে না। ভোজনের প্রারম্ভে তিনি স্বীয় গাত্রাবরণ উন্মোচনপূর্ব্বক কটিতটে অঙ্গমার্জ্জনী বন্ধন করিলেন এবং একটি পাত্রে কিছু জল লইয়া স্বহস্তে প্রত্যেক শিষ্যের পদধৌত করত উক্ত মার্জ্জনী দ্বারা তাহা মুছাইতে লাগিলেন। পিটার ইহাতে নিতান্ত কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "প্রভু, আমার পাও কি আপনি ধোয়াইয়া দিবেন?" যিশু বলিলেন, "যাহা আমি করিতেছি তাহার অর্থ এখন তোমরা বুঝিতে পারিবে না, কিন্তু পরে বুঝিবে।" পিটার বলিল, "তুমি আমার পায়ে কিছুতেই হাত দিতে পাবে না?" যিশু বলিলেন, "তাহা হইলে আমার সঙ্গে তোমার আর কোন সংস্রব থাকিবে না।" পিটার তখন ভীত হইয়া বলিল, "প্রভু, কেবল আমার পা নয়, হাত এবং মাথাও ধোয়াইয়া দিন্।" যিশু উত্তর করিলেন, "যে স্নান করিয়াছে তাহার কেবল পদ ধৌতেরই প্রয়োজন। তোমরা এক জন ব্যতীত সকলেই বিশুদ্ধীকৃত হইয়াছ।" বিশ্বাসঘাতক জুডা ভিন্ন একাদশ শিষ্যের বিধানের পুণ্যসলিলে স্নাত হইবার কথা যিশু এ স্থলে উল্লেখ করিলেন। প্রেরিত সাধুদিগের পদধৌত দ্বারা তিনি জগতে এই এক বিনয়ের দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। যাহাতে শিষ্যেরা পরস্পরকে চিহ্নিত জানিয়া সেবা ভক্তি করে তাহার জন্য এই অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়। ভক্তকে কিরূপে সম্মান দান

করিতে হয় তাহাও তিনি জানিতেন। শিষ্যদলের মধ্যে হিংসা দ্বেষ ভ্রাতৃবিরোধ কিছু কিছু ছিল, তাহা দূর করিবার পক্ষে গুরুদেবের এই দৃষ্টান্ত একটি মহৎ উপায় সন্দেহ নাই। পরে তিনি সকলকে বলিলেন, "প্রভু অপেক্ষা ভৃত্য বড় নহে, এবং প্রেরয়িতা হইতেও প্রেষ্য মহৎ নহে। ইহা যদি তোমরা বুঝিয়া থাক, তবে তাহা পালন করিলে বড় সুখী হইবে। আমার মনোনীত সকলকেই আমি এ কথা বলিতেছি না, কারণ শাস্ত্রবাক্য প্রমাণের জন্য তোমাদের মধ্যে এক জন আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে।" শেষ নিতান্ত ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "তোমাদের মধ্যে এক জন আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে।" লোকচরিত্রজ্ঞ যিশু জুডাকে যেমন চিনিতে পারিয়াছিলেন অন্যেরা সেরূপ পারে নাই। এ কথা শুনিয়া তাহারা পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। অতিশয় নিদারুণ কথা, হৃদয়বিদারক কথা, কে তাহা শুনিয়া নীরব থাকিতে পারে? জুডা হতভাগ্য ব্যতীত আর সকলে তাঁহাকে বাস্তবিকই প্রাণের সহিত ভালবাসিত। তাঁহার গভীর অর্থযুক্ত উপদেশ তাহারা বুঝিতে পারুক না পারুক, প্রণয় অকৃত্রিম ছিল। এবং সেই প্রগাঢ় প্রণয়ই ভবিষ্যতে তাহাদের মহত্বের হেতুভূত হয়। "আমাদের মধ্যে এক জন বিশ্বাসঘাতকতা করিবে" এই মর্ম্মান্তিক কথা শুনিয়া সকলেই ম্রিয়মাণ হইলেন। যিশু অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় এক কৌচের উপর আসীন, প্রিয় শিষ্য জন্ তাঁহার কোলে মাথা দিয়া শুইয়া আছেন। পিটার তাঁহাকে ইশারায় বলিলেন, "জিজ্ঞাসা কর দেখি সে ব্যক্তিটে কে?" সরলমতি শিষ্যগণ পর্য্যায়ক্রমে একে একে বলিতে লাগিল, "প্রভু, আমি কি?" যিশু বলিলেন, "মনুষ্যপুত্রের বিষয়ে যাহা নিরূপিত আছে তাহাত ঘটিবেই, কিন্তু ধিক্ সে ব্যক্তিকে যাহা দ্বারা তিনি প্রতারিত হইবেন। তাহার জন্ম না হওয়াই ভাল ছিল।" পাষাণহৃদয় নির্লজ্জ জুডাও জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভু, আমি কি?" যিশু বলিলেন, "তুমি নিজমুখেই তাহা স্বীকার করিলে। এখন যাও, যাহা করিবার আছে তাহা শীঘ্র গিয়া সমাধা কর।" ইহা শুনিয়া জুডা আর তথায় তিষ্ঠিতে পারিল না। ক্রোধে অন্ধ হইয়া অরাতিকুলের নিকট চলিয়া গেল। অবিশ্বাসের দানব তাহাকে আশ্রয় করিয়াছে আর কি সে প্রেরিত দলে থাকিতে পারে? ত্রিশ মুদ্রার লোভ তাহাকে কেশে

ধরিয়া কুপথে লইয়া চলিল। সৌভাগ্যের বিষয় যে কোন প্রকার ধর্ম্মাভিমান তাহার ভিতরে স্থান পায় নাই, নরন্তাম নিজ অকপট মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াই তাহাকে নরকমগ্ন করে। পৃথিবীতে যাঁহার দ্বাদশটি মাত্র বন্ধু তাহারও এক জন খসিল. ইহা যিশুর পক্ষে কি নিদারুণ মনঃপীড়া! এতদিন সাধুসঙ্গে থাকিয়া, ভিক্ষান্ন ভোজন করিয়া হায়! কেন তোর এ প্রকার দুর্ম্মতি হইল! ত্রিশ মুদ্রার কি এতই আকর্ষণ যে তাহার লোভে পড়িয়া তুই অমূল্য ধন পরশ রতন যিশুকে শত্রুকরে সমর্পণ করিলি? অথবা তোরেই বা কেন বৃথা ভর্ৎসনা করি। ভগবানের লীলা চিরকালই এইরূপ।

অপর শিষ্যেরা তখনো পর্য্যন্ত ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই যে জুডাই সেই কর্ম্মের কর্ম্মী। উহারা মনে করিল, জুডার হস্তে টাকা কড়ির ভার থাকে, হয়তো কোন খাদ্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য কিংবা উৎসব উপলক্ষে দুঃখীদিগকে কিছু দিবার জন্য প্রভু তাহাকে কোথাও পাঠাইলেন।

মৃত্যুকাল যতই সমীপবর্ত্তী হইতেছে যিশু ততই ভাবে প্রেমে বিশ্বাস বৈরাগ্যে প্রমত্ত হইয়া উঠিতেছেন। বিষাদের ভীষণ অন্ধকার মধ্যে জীবনাদর্শ অনন্ত সত্যালোকে আরো যেন উজ্জলরূপে প্রকাশ পাইতেছে। ভাবে বিভোর হইয়া বলিলেন, "এক্ষণে মনুষ্যপুত্র গৌরবান্বিত হইলেন, এবং তাঁহাতে ঈশ্বরের মহিমাও মহিমান্বিত হইল। যদি ঈশ্বর তাঁহাতে জয়যুক্ত হন তবে ঈশ্বরও তাঁহাকে আপনাতে জয়যুক্ত করিবেন, এবং তদ্দারা তিনি আপনি জয়যুক্ত হইবেন।"

অতঃপর ভোজনে বসিয়া এক খণ্ড রুটী লইয়া প্রার্থনাপূর্ব্বক তাহাকে ছিন্ন করত শিষ্যদিগের হস্তে দিয়া বলিলেন, "লও, ভক্ষণ কর; ইহা আমার দেহের স্বরূপ জানিবে।" তদনন্তর সোমরসের পাত্র লইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, "এই লও, পান কর; ইহা বহুলোকের পাপপ্রক্ষালনার্থ আমার নববিধানের শোণিত। অদ্য হইতে ইহলোকে আমি আর এ দ্রাক্ষারস পান করিব না, কিন্তু পিতার রাজ্যে বসিয়া তোমাদিগের সঙ্গে নূতন সুধা পান করিব।"

এইরুটী এবং সোমরসের আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণে অসমর্থ হইয়া লোকে এখন ইহাকে একটি অসার ধর্ম্মানুষ্ঠানে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে। পর্ব্বতাকার

রুটী এবং সমুদ্র সমান সুরা নিঃশেষিত হইল, তথাপি খ্রীষ্টের অমরত্বে কত ব্যক্তি বঞ্চিত রহিয়াছে। যিশু আপনার স্বর্গীয় জীবনকে শিষ্যদিগের মধ্যে পুরুষ পরম্পরায় চিরপ্রতিষ্ঠিত রাখিবেন বলিয়া ইহা করিলেন, কিন্তু সাধারণ মানবগণের মদ্য মাংস আহারই সার হইল। দেশীয় খ্রীষ্টিয়ানদল হয়তো এই উপলক্ষে সুরাপান করিতে শিখিয়া থাকিবেন। যিশুজীবনের রক্ত মাংস স্বরূপ ঐ সুরা এবং রুটী; উহা পান ভোজনে প্রতি আত্মাতে যিশুজীবন বর্দ্ধিত হয়, এক যিশু হইতে শত শত ক্ষুদ্র যিশু জন্ম লাভ করে, তাঁহার ভাগবতী তনু মানবকুলের অঙ্গীভূত হইয়া যায়, ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য্য। এই আধ্যাত্মিক গভীর যোগের সত্যটি সম্পূর্ণরূপে অশ্রুতপূর্ব্ব, মহাত্মা যিশু ইহা প্রচার করেন।

বিদায় গ্রহণ।

অনন্তর বাৎসল্যরসে বিগলিত হইয়া শিষ্যদিগকে যিশু বলিলেন, "হে ক্ষুদ্র বালকগণ! আরো কিছু সময় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। যেমন আমি য়িহুদীদিগকে বলিয়াছিলাম, তোমরা আমাকে অন্বেষণ করিবে, কিন্তু যেখানে আমি যাইতেছি তথায় তোমরা যাইতে পারিবে না, সেই কথা আমি এখন তোমাদিগকেও বলিতেছি। একটি নূতন উপদেশ শ্রবণ কর। আমি যেমন তোমাদিগকে ভাল বাসিলাম, তেমনি তোমরাও পরস্পরকে ভাল বাসিবে। তদ্দারা সকলে জানিতে পারিবে যে তোমরা আমার শিষ্য।"

পিটার জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভু, কোথায় আপনি যাইবেন?" যিশু বলিলেন, "যেখানে আমি যাইব তথায় এখন তুমি আমার সঙ্গী হইতে পারিবে না, কিন্তু কিছু কাল পরে পারিবে।" পুনরায় পিটার কহিল, "কেন প্রভু আমি তোমার সঙ্গে যাইতে পারিব না? তোমার জন্য আমি প্রাণ দিব।" গুরুগতপ্রাণ পিটারের ইহা মুখের কথা নহে, অন্তরের অনুরাগের কথা; কিন্তু তাহা পালন করিবার উপযুক্ত বল কোথা? যিশু তাহা ভালই জানিতেন। সেই জন্য বলিলেন, "আমার জন্য তুমি প্রাণ দিবে? অদ্যকার রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে তুমি আমাকে তিন বার অস্বীকার করিবে।" তখন সকলেই বলিয়া উঠিল, "প্রভু, যদি আমরা তোমার সঙ্গে মরি সেও ভাল, তথাপি তোমাকে কখন অস্বীকার করিব না।" কে কিরূপ প্রকৃতির লোক যিশুর অন্তর্দৃষ্টিতে তাহা প্রকাশ ছিল। অকৃত্রিম প্রীতি এবং আনুগত্য সত্ত্বেও তাহারা যে ভীরু অল্পবিশ্বাসী দুর্ব্বলমনা তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন।

তদনন্তর প্রেমিক পিতার ন্যায় স্নেহসম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "তোমরা ঈশ্বরকে এবং আমাকে বিশ্বাস কর যেন শেষ বিচলিত না

হইতে হয়। আমার পিতার বাড়ীতে অনেক ঘর আছে। যদি না থাকিত তবে সে কথা আমি তোমাদিগকে বলিতাম। তোমাদের স্থান প্রস্তুত করিবার জন্য আমি তথায় যাইতেছি। আমি তোমাদের নিমিত্ত এখন স্থান প্রস্তুত করিতে যাইতেছি, পুনরায় আবার ফিরিয়া আসিব এবং তোমাদিগকে তথায় লইয়া গিয়া একসঙ্গে সকলে মিলিয়া বাস করিব। যেখানে আমি যাইতেছি তাহা তোমরা জান, এবং তাহার পথও তোমরা অবগত আছ।" টমাস্ বলিল, "প্রভু, তুমি কোথায় যাইতেছ তাহাই আমরা বুঝিতে পারিতেছি না, তবে সেখানকার পথ কিরূপে জানিব?" যিশু বলিলেন, "আমিই পথ, আমিই সত্য এবং আমিই জীবন। আমা ভিন্ন কেহ আমার পিতার নিকট আসিতে পারে না। যদি তোমরা আমাকে জানিতে, তাহা হইলে আমার পিতাকেও জানিতে পারিতে। এখন হইতে তাঁহাকে তোমরা জানিতে পারিবে এবং দেখিবে।"

"আমিই পথ" এই কথা মধ্যবর্ত্তিত্ব মতের মূল। কিন্তু ইহার অন্য এক নিগূঢ় অর্থ আছে। বাস্তবিক ঈশ্বরপ্রাপ্তির একটি মাত্র পথ, সে পথ আত্মত্যাগ, যিশু সেই আত্মত্যাগের অবতার, সুতরাং তিনি ভিন্ন আর কোন্ পথ দিয়া মনুষ্য স্বর্গে প্রবেশ করিবে? সাধারণে মনে করে মধ্যবর্ত্তী অর্থে পথের কন্টক, ঈশ্বরের মহিমাপহারক, অতএব যিশু সেই দোষে দোষী। কিন্তু আত্মত্যাগ যাঁহার ধর্ম্ম তিনি কি কখন মুক্তির প্রতিবন্ধক হইতে পারেন? যে অর্থে মধ্যবর্ত্তিত্বের মত সচরাচর গৃহীত হয় যিশু তাহা জানিতেন না। ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ সম্বন্ধের মধুরতা তিনি নানা স্থানে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহাকে দোষ দেওয়া নিতান্ত মূর্খতা এবং অন্ধতার কার্য্য সন্দেহ নাই। তিনি ব্রহ্মদর্শনের প্রতিবন্ধক নহেন, পাপান্ধ চক্ষের চস্‌মা। চস্‌মা যেমন আপনাকে অদৃশ্য রাখিয়া দর্শনীয় পদার্থকে প্রকাশ করিয়া দেয়, যিশুর জীবন তেমনি স্বচ্ছ নির্ম্মল।

ফিলিপ্ বলিল, "প্রভু, পিতাকে তুমি কেবল দেখাইয়া দাও, তাহা হইলে আর তোমায় কিছু করিতে হইবে না।" যিশু কহিলেন, "ফিলিপ, এত কাল আমি তোমাদের সঙ্গে বাস করিলাম, তথাপি তোমরা আমাকে চিনিতে পারিলে না! যে আমাকে দেখিয়াছে সে আমার পিতাকেও দেখি-

য়াছে, তবে কেমন করিয়া এ কথা বলিতেছ যে পিতাকে দেখাইয়া দাও ? আমি পিতাতে পিতা আমাতে ইহা কি বিশ্বাস কর না ? যে সকল কথা আমি বলি তাহা নিজ হইতে নহে, যিনি আমার ভিতরে অধিবাস করেন সেই পিতাই সমস্ত কার্য্য করিতেছেন। আমি পিতাতে এবং পিতা আমাতে ইহা বিশ্বাস কর ; না হয় আমার কার্য্য দেখিয়া তাহা বিশ্বাস কর। সত্য বলিতেছি, যে আমাকে বিশ্বাস করিবে সে আমার মত কার্য্যও করিতে পারিবে। কারণ আমি পিতৃসন্নিধানে চলিয়া যাইতেছি। আমার নামে তোমরা যাহা কিছু চাহিবে তাহা পাইবে, কেন না তদ্দ্বারা পুত্রেতে পিতা জয়যুক্ত হইবেন।"

কেমন সহজে অলঙ্কারহীন ভাষায় যিশু ব্রহ্মদর্শনের তত্বটি বুঝাইয়া দিলেন! অবিশ্বাসী ধর্ম্মাভিমানীর কর্ণে ইহা কর্কষ প্রতীতি হয়, কিন্তু বিশ্বাসী ভক্তের ইহা ভিন্ন অন্য ভাষা নাই। ব্রহ্মদর্শন সম্বন্ধে যাহারা কোন অস্বাভাবিক ভৌতিক ঘটনা মনে করিয়া রাখিয়াছে, বজ্রের ধ্বনি, কি বিদ্যুতের চমক, কি চৈতন্যহীন মূর্চ্ছিতাবস্থাকে যাহারা দর্শনের লক্ষণ বলে তাহাদের নিকট যিশুর বাক্যের কোন অর্থ নাই। কিন্তু তিনি যাহা বলিলেন, তাহা আর্য্য অনার্য্য সকল জাতীয় ভক্তগণ বুঝিতে পারেন। ব্রহ্ম-দর্শনের তিনটি গবাক্ষ,—আপনার আত্মা, বহির্জগৎ, আর ধর্ম্মসমাজ বা জাতীয় ইতিহাস। জনসাধারণের পক্ষে পবিত্রাত্মা সাধুজীবন স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায়। তাহারা ইহার ভিতর দিয়া যেমন ঠাকুরকে স্পষ্টরূপে দেখে এমন কিছুতেই নহে। অসাধারণ প্রকৃতির কৃপাসিদ্ধ মহাত্মারা নিজের ভিতর ব্রহ্মদর্শন করত ক্রমে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হন। এই জন্য এখানে সাধুর সাধুতা এবং ঈশ্বর দর্শন এক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সম্পূর্ণরূপে তাঁহাকে কেহই দেখিতে পায় না, আংশিক দর্শনে সকলেই অধিকারী ; কিন্তু সেই আংশিক দর্শন ভক্তজীবনে যেমন উজ্জ্বলরূপে উপলব্ধি হয় এমন কোন পদার্থে নহে। সাধারণ কিংবা মধ্যবিধ অবস্থার ভক্ত তাঁহাকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে অবস্থাবিশেষে নিজের ভিতরেও দেখিতে পায়। দর্শন অর্থে এখানে বাহ্যরূপ নহে, আধ্যা-ত্মিক লক্ষণ এবং তাহার ক্রিয়া উপলব্ধি।

পরে তিনি শিষ্যদিগকে বলিতে লাগিলেন, "আমার প্রতি যদি তোমা-

দের ভালবাসা থাকে, তবে তোমরা আমার উপদেশ সকল পালন করিতে থাক। যাহাতে পিতার নিকট হইতে আর একটি পবিত্রাত্মা আসিয়া তোমাদের সহিত চিরকাল বাস করে তন্নিমিত্ত আমি তাঁহার সমীপে প্রার্থনা করিব। সেই পবিত্রাত্মাকে পৃথিবী জানে না, এই জন্য সে তাঁহাকে অগ্রাহ্য করে। কিন্তু তোমরা তাঁহাকে অবগত আছ, কারণ তিনি তোমাদিগের মধ্যে বাস করেন এবং করিবেন। শান্তিহীন করিয়া আমি তোমাদিগকে রাখিয়া যাইব না, পুনরায় প্রত্যাগমন করিব। অল্পকাল পরে পৃথিবী আর আমাকে দেখিতে পাইবে না, কিন্তু তোমরা পাইবে; কারণ আমরা উভয়েই জীবিত থাকিব। তখনই জানিতে পারিবে যে আমি পিতাতে, তোমরা আমাতে এবং আমি তোমাদিগেতে বর্ত্তমান। যে আমার উপদেশ পালন করে সেই আমাকে ভালবাসে; এবং যে আমাকে ভালবাসে পিতা তাহাকে ভাল বাসেন; এবং আমিও তাহাকে ভালবাসিয়া তাহার নিকট আপনাকে প্রকাশ করিব।" এক জন শিষ্য জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভু, পৃথিবীর নিকট কি জন্য আপনি আপনাকে প্রকাশ করিবেন না?" তদুত্তরে পূর্ব্বোক্ত ভাব পুনরায় উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "বিশ্বাসীর নিকট আমি এবং আমার পিতা উভয়ে বাস করিব। তোমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকিয়া আমি এই সমস্ত কথা বলিলাম, কিন্তু পবিত্রাত্মা আসিয়া তোমাদিগকে সমুদায় বিষয়ে শিক্ষা দিবে এবং সে আমার যাবতীয় বাক্য স্মরণ করাইয়া দিবে। তোমাদের শান্তি হউক! আমার শান্তি আমি তোমাদিগকে দান করিলাম। ভীত হইও না, বিচলিতমনা হইও না।

"আমি এখান হইতে যাইতেছি এবং পুনরায় আসিব, এ কথা তোমরা শুনিলে। যদি আমার প্রতি তোমাদের যথার্থ ভালবাসা থাকিত, তাহা হইলে ইহা শুনিয়া তোমরা আনন্দ প্রকাশ করিতে। কারণ আমি বলিয়াছি, সেই পিতার নিকট আমি যাইতেছি যিনি আমা অপেক্ষা মহৎ।" পিতা পুত্রের স্বতন্ত্রতা এবং উভয়ের মধ্যে গুণগত পার্থক্য এখানে স্পষ্টাক্ষরে বিবৃত হইয়াছে। অতঃপর তিনি বলিলেন, "পূর্ব্ব হইতেই সব কথা আমি তোমাদিগকে অবগত করিয়া রাখিলাম;—এই জন্য, যে সময় উপস্থিত হইলে তোমরা ইহাতে বিশ্বাস করিতে পারিবে। ইহার পর অধিক কথা

বলিবার আর সময় থাকিবে না, কারণ পাপপুরুষ আমাকে পরীক্ষা করিতে আসিতেছে। কিন্তু সে আমার কিছু অনিষ্ট করিতে পারিবে না। আমার অন্তরে তাহার প্রভুত্বের কোন স্থান নাই। পিতার আদেশ আমি পালন করি এবং তাঁহাকে ভাল বাসি ইহা পৃথিবী যেন বুঝিতে পারে। চল, এক্ষণে আমরা এ স্থান হইতে উঠি।" এই বলিয়া সশিষ্য অলিভ পর্ব্বতাভিমুখে যাইতে উদ্যত হইলেন। গমনের পূর্ব্বে সকলে সমস্বরে রাজর্ষি দাউদের রচিত ১১৬।১১৭।১১৮ সংখ্যক ব্রহ্মসঙ্গীত গান করেন। এই সঙ্গীতত্রয় সময়ের উপযোগী ছিল। তাহার ভাবার্থ এইরূপ ;—"মৃত্যুবেদনায় আমাকে বেষ্টন করিয়াছে, নরকযন্ত্রণায় আমাকে আক্রমণ করিয়াছে, দুঃখ এবং চঞ্চলতায় আমি আন্দোলিত হইতেছি, এক্ষণে হে ঈশ্বর! তোমার নিকট এই মিনতি, আমার আত্মাকে উদ্ধার কর।" "ঈশ্বরের দয়ার বিনিময়ে আমি তাঁহাকে কি দিব? আমি মুক্তির পানপাত্র গ্রহণ করিব এবং প্রভুকে ডাকিব।"

ভোজন শেষসূচক সঙ্গীত গান করিয়া সকলে দণ্ডায়মান হইলে যিশু বলিলেন, "আমিই যথার্থ দ্রাক্ষালতা, এবং আমার পিতা কৃষক। আমার যে সকল শাখায় ফল হয় না তাহাদের প্রত্যেককে তিনি কাটিয়া ফেলিবেন। এবং ফলিত শাখার প্রতি তিনি এমনি যত্ন শুশ্রূষা করিবেন যাহাতে সে আরো অধিক ফলশালিনী হইবে। আমার কথিত বাক্য দ্বারা এক্ষণে তোমরা সকলে পরিমার্জ্জিত হইয়াছ। আমাতে তোমরা বাস কর এবং আমিও তোমাদিগেতে বাস করি; কারণ শাখা যেমন মূলের সহিত সংলগ্ন না থাকিলে ফলবতী হয় না, তেমনি আমার সহিত সংযুক্ত না থাকিলে তোমরাও ফল প্রসব করিতে পারিবে না। যে মনুষ্য আমাতে অবস্থিতি করে না সে ফলহীন শাখার ন্যায় বিযুক্ত হইয়া শুকাইয়া যাইবে, পরে লোকেরা তাহাকে চুল্লীমধ্যে নিক্ষেপ করিবে।"

বৃক্ষমূলের সহিত শাখার যেরূপ সম্বন্ধ যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের সঙ্গে চিহ্নিত ধর্ম্মপ্রচারকগণের অবিকল তদ্রূপ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। বিধানক্ষেত্রে এই বৃক্ষ জন্মে। মনে হইতে পারে, তবে কি শিষ্য শাখাগণের স্বাধীন জীবনী শক্তি নাই? তাঁহারা কি গুরুদেবের হস্তে জড়যন্ত্র স্বরূপ? কখন ইহা বলিতে

পারি না। শাখা পল্লব মূলদেশ হইতে কেবল রস আকর্ষণ করে, কিন্তু আকাশমধ্যে সূর্য্যরশ্মি এবং মুক্ত বায়ু না পাইলে তাহারা তেজস্বান্ এবং ফলবান্ হয় না। প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রচারক তেমনি প্রত্যক্ষরূপে পবিত্রাত্মা কর্ত্তৃক অভিষিক্ত না হইলে গুরুমন্ত্রের অর্থ বুঝিতে পারে না। কিন্তু মূলের সহিত যোগ কাটিয়া গেলে শাখা যে নিষ্ফল এবং শুষ্ক হইয়া যায় ইহা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ বিধান। যোগ ব্যতীত তাঁহার লীলা সম্পন্ন হয় না। বিধানবহির্ভূত প্রদেশেরও এই নিয়ম।

তদনন্তর যিশু বলিতে লাগিলেন, "পিতা যেমন আমাকে ভাল বাসিয়াছিলেন আমিও তেমনি তোমাদিগকে ভাল বাসিয়াছি। তোমরা আমার প্রেমেতে চিরকাল স্থিতি কর। আমি যেমন পিতৃ আজ্ঞা পালন দ্বারা তাঁহার প্রেমে স্থিতি করি, তেমনি আমার উপদেশ যদি তোমরা রক্ষা কর, তবে তোমরা আমার প্রেমে স্থিতি করিবে। আমার শান্তি আনন্দ তোমাদের ভিতরে বর্ত্তমান থাকিয়া তোমাদের আনন্দকে পরিপূর্ণ করিবে এই জন্য আমি এই সকল বিষয় তোমাদিগকে বলিলাম। ইহাই আমার উপদেশ, যে যেমন আমি তোমাদিগকে ভাল বাসিয়াছি, তেমনি তোমরাও পরস্পর প্রীতিবন্ধনে সবদ্ধ থাকিবে। বন্ধুদিগের জন্য প্রাণ দেওয়াব মত আর প্রেমের অধিক দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। আমার আদেশ যদি তোমরা পালন কর, তাহা হইলে তোমরা আমার বন্ধু হইলে। এখন হইতে আমি আর তোমাদিগকে ভৃত্য বলিয়া ডাকিব না, কারণ ভৃত্য কিছুই জানে না তাহার প্রভু কি করে না করে। বন্ধু বলিয়া আমি তোমাদিগকে সম্বোধন করির, কেন না আমি যাহা কিছু পিতার নিকট শুনিয়াছি সে সমস্ত তোমাদিগকে অবগত করিয়াছি। তোমরা আমাকে মনোনীত কর নাই, আমিই তোমাদিগকে এই জন্য মনোনীত করিয়া স্ব স্ব পদে অভিষিক্ত করিয়াছি যে তোমরা ফলবান্ হইবে। যদি পৃথিবী তোমাদিগকে ঘৃণা করে, তবে ইহা জানিবে যে সে তাহার আগে আমাকে ঘৃণা করিয়াছে। তোমরা যদি পৃথিবীর হইতে, তাহা হইলে সে তোমাদিগকে ভাল বাসিত, তাহার নহ, এই কারণে সে তোমাদিগকে ঘৃণা করে। প্রভু অপেক্ষা ভৃত্য শ্রেষ্ঠ নহে, এ কথা স্মরণে রাখিবে। পৃথিবীর লোকে যদি আমাকে নির্য্যাতন

করিয়া থাকে, তবে তাহারা তোমাদিগকেও সেই রূপ করিবে। আর তাহারা যদি আমার কথা মান্য করিয়া থাকে, তবে তোমাদের কথাও মানিবে। আমি যদি তাহাদিগকে শিক্ষা না দিতাম, তাহা হইলে কোন পাপ হইত না, কিন্তু এখন আর সে কথা বলিবার কাহারো মুখ রহিল না। যে আমাকে ঘৃণা করিয়াছে সে আমার পিতাকেও ঘৃণা করিয়াছে। অন্যের অসাধ্য কার্য্য আমি যদি তাহাদের সম্মুখে না করিতাম, তাহা হইলে বলিবার পথ থাকিত; তাহারা এক্ষণে তাবৎ দেখিয়া শুনিয়াও আমাকে এবং আমার পিতাকে ঘৃণা করিল। শাস্ত্রে যেমন লিখিত আছে, যে বিনা কারণে তাহারা আমাকে ঘৃণা করিবে, সে কথা প্রমাণিত হইল। কিন্তু পবিত্রাত্মা আসিয়া আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবে। তোমরাও সাক্ষ্য দিবে, যেহেতু প্রথমাবধি তোমরা আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলে। তোমরা মনে কোন ব্যথা না পাও এই জন্য সব কথা আমি খুলিয়া বলিলাম। লোকে তোমাদিগকে ধর্ম্মমন্দির হইতে বাহির করিয়া দিবে; এমন কি, তোমাদিগকে হত্যা করিয়া কত ব্যক্তি মনে করিবে যে আমি ঈশ্বরের কার্য্য করিলাম। আমাকে এবং আমার পিতাকে তাহারা জানে না বলিয়া তাহারা এইরূপ করিবে। যখন এই সমস্ত ঘটিবে তখন স্মরণ করিও যে আমি পূর্ব্বেই ইহা বলিয়াছিলাম। এক্ষণে আমি পিতৃসন্নিধানে চলিলাম। কোথায় যাই-তেছি সে বিষয়ে যে কেহ আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছ না? বুঝিয়াছি, দুঃখেতে তোমাদের হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে। তথাপি যাহা সত্য তাহা বলিতে বাধ্য হইতেছি। আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক; কারণ আমি না গেলে পবিত্রাত্মা আসিবেন না। তিনি আসিয়া পাপ পুণ্যের বিচার করিবেন। তোমাদিগকে আমার বলিবার এখনো অনেক ছিল, কিন্তু এক্ষণে সে সকল তোমরা ধারণ করিতে পারিবে না। যাহা হউক, পবিত্রাত্মা তোমাদিগকে সমস্ত সত্য বুঝাইয়া দিবেন, এবং ভবিষ্যৎ আর প্রকাশ করিবেন।

"অল্পক্ষণ পরে আর আমাকে তোমরা দেখিতে পাইবে না, কিন্তু কিছু কাল পরে আবার দেখিতে পাইবে।" কোন শিষ্য জিজ্ঞাসা করিল, "এ কথার অর্থ কি?" যিশু বলিলেন, "ইহার অর্থ আপনাদের মধ্যে আলোচনা

করিয়া দেখ বুঝিতে পারিবে। বাস্তবিক আমি বলিতেছি, তোমরা কাঁদিবে এবং খেদ করিবে, কিন্তু পৃথিবী আহ্লাদিত হইবে। তোমাদের দুঃখের পরিণাম আনন্দ। নারীর প্রসব বেদনার সময় মনে কর কত ক্লেশ। কিন্তু যখন সে সন্তানের মুখাবলোকন করে তখন আর তাহার কোন দুঃখই থাকে না। সেই রূপ আপাততঃ তোমাদের দুঃখ উপস্থিত হইবে, কিন্তু আমি আবার যখন আসিব তখন তোমরা আনন্দিত হইবে। সে আনন্দ কেহই হরণ করিতে পারিবে না। তখন আর তোমরা আমার নিকট কিছু চাহিবেও না। যথার্থ কথা আমি বলিতেছি, আমার নামে পিতার নিকট তোমরা যাহা কিছু প্রার্থনা করিবে তিনি তাহা দিবেন। এত দিন তোমরা আমার নামে কিছুই প্রার্থনা কর নাই, কিন্তু এখন তাহা করিলেই পাইবে. এবং তোমাদের পূর্ণানন্দ লাভ হইবে। এই সকল বিষয় আমি তোমাদিগকে রূপক ভাষায় বলিলাম, কিন্তু আর সে রূপ বলিব না; ইহার পর পিতাকে পরিষ্কাররূপে দেখাইয়া দিব। তৎকালে তোমরা আমার নামে প্রার্থনা করিবে, আমি আর তোমাদের নিমিত্ত পিতার কাছে প্রার্থনা করিব না; কারণ পিতা স্বয়ংই তোমাদিগকে ভাল বাসেন। পিতার নিকট হইতে আমি পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম, এক্ষণে আবার এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট যাইতেছি।"

শিষ্যেরা এ কথা শুনিয়া বলিল, "হাঁ, এখন তুমি সব প্রকাশ করিয়া বলিলে, ইহা আমাদের নিকট দুর্ব্বোধ্য নহে। এক্ষণে নিশ্চয় আমরা বুঝিলাম, তুমি সমস্ত বিদিত আছ। তুমি যে ঈশ্বরপ্রেরিত তাহাও বিশ্বাস করি।" যিশু বলিলেন, "এখন তোমরা আমাকে বিশ্বাস করিলে। তবে বলি শ্রবণ কর। সময় আসিতেছে এবং আসিয়াছে যখন তোমরা রক্ষকহীন মেষপালের ন্যায় দিগ্বিদিক্ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে, এবং আমাকে একাকী ফেলিয়া পলায়ন করিবে। কিন্তু আমি একাকী নহি, আমার পিতা আমার সঙ্গে আছেন। এই জন্য এ সকল বলিলাম, যে তোমরা আমাতে শান্তি লাভ করিতে পারিবে। পৃথিবীতে কেবল বিপদ আর পরীক্ষা, কিন্তু তোমরা প্রফুল্ল চিত্ত থাক, কোন ভয় নাই, আমি পৃথিবীকে পরাজয় করিব।"

কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে ক্রমে রজনী গভীরা হইতে লাগিল, বিপদান্ধকারও ক্রমে যিশুর হৃদয় আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। বন্ধু-বিচ্ছেদের কথা যত স্মরণ হইতেছে, স্নেহ প্রীতির কথা যত আলোচনা করিতেছেন, আহা! অন্তরের প্রেমাগ্নি ততই যেন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। যামিনী নিস্তব্ধ, সকলেই নিদ্রায় অচৈতন্য, কেবল শত্রুপক্ষ মহাযাজকের গৃহে অস্ত্রধারী পদাতিকগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নানাবিধ কুপরামর্শ করিতেছে, আর অন্য দিকে দুঃখী অসহায় শিষ্যগণের সঙ্গে যিশু ভীষণ ভবিষ্যতের করাল মূর্ত্তি দর্শন করত গভীর শোকে নিমগ্ন হইতেছেন। কি দুঃখের অবস্থা! শিষ্যেরা যদিও নির্গুণ অবোধ, কিন্তু তাহারাই যিশুর সর্ব্বস্ব ধন, প্রাণসম প্রিয়, এবং জগতের ভাবী আশা। তিনি যে চক্ষে তাহাদিগকে দেখিতেন সে চক্ষু তোমার আমার নাই।

শেষ কথা যাহা বলিবার ছিল তাহা বলিয়া উর্দ্ধনেত্রে কৃতাঞ্জলি পুটে এইরূপে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, যে "হে পিতঃ! সময়তো নিকট-বর্ত্তী, এক্ষণে পুত্রের মহিমা প্রকাশ করিয়া তুমি আপনি মহিমান্বিত হও। তুমি তাহাকে এই ক্ষমতা দিয়াছিলে যে তোমার আনীত যত লোক সকলকেই সে অনন্তজীবন দান করিবে। তুমি একমাত্র সত্য ঈশ্বর, এবং যিশু খ্রীষ্ট তোমার প্রেরিত, ইহা অবগত হওয়াই অনন্তজীবন। পৃথিবীতে আমি তোমার গৌরব ঘোষণা করিলাম এবং যে কার্য্যভার আমাকে তুমি দিয়াছিলে তাহাও সম্পাদন করিলাম। এক্ষণে হে পিতঃ! সৃষ্টির পূর্ব্বে তুমি আমাকে যে গৌরবে রাখিয়াছিলে তদ্দ্বারা আমাকে গৌরবান্বিত কর। তুমি যাহাদিগকে আমার হস্তে দিয়াছিলে তাহাদের নিকট তব নাম প্রচার করিয়াছি, তাহারা তোমার কথা রক্ষা করিয়াছে। আমাকে তুমি যাহা যাহা দিয়াছিলে তাহা যে তোমার ইহা তাহারা বুঝিয়াছে। আমার কথা তোমার কথা এবং আমি তোমার প্রেরিত ইহা তাহারা বিশ্বাস করিয়াছে। তাহাদেরই জন্য এখন আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, কারণ তাহারা তোমারই। যাহা কিছু আমার তাহা তোমার এবং যাহা কিছু তোমার তাহা আমার। তাহাদিগেতে আমি গৌরবান্বিত

হইলাম। এখন আমি তোমার নিকট চলিলাম, ইহারা পৃথিবীতে রহিল। পবিত্র পিতা, এক্ষণে তোমার পবিত্র নামে ইহাদিগকে রক্ষা কর, যেন আমাদের মত ইহারা সকলে একপ্রাণ হইয়া থাকে। যত দিন আমি একসঙ্গে ছিলাম তত দিন তোমার নামে আমি সকলকে রক্ষা করিয়াছি, এক জন ব্যতীত কাহাকেও হারাই নাই। ইহারা আমার মুখে তোমার বাণী শুনিয়াছে বলিয়া পৃথিবীর নিকট ঘৃণিত হইল। পৃথিবী হইতে ইহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য আমি তোমাকে বলিতেছি না, কেবল পাপ হইতে সকলকে রক্ষা করিও। তোমার বাক্য দ্বারা ইহাদিগকে তুমি শুদ্ধ করিয়া দাও। তুমি যেমন আমাকে এখানে পাঠাইয়াছিলে, তেমনি আমিও ইহাদিগকে পাঠাইয়াছিলাম। ইহাদের জন্য আমি আত্মোৎসর্গ করিয়াছি। কেবল এই কয়েক জনের জন্য প্রার্থনা করিতেছি না, পরে যাহারা ইহা-দের উপলক্ষে আমাকে বিশ্বাস করিবে তাহাদিগের জন্যও তোমার নিকট প্রার্থনা করি। যেমন তুমি আমাতে, আমি তোমাতে, তেমনি উহারা সকলে এক হইয়া আমাদের মধ্যে স্থিতি করুক; তাহাতে পৃথিবী বুঝিতে পারিবে যে তুমি আমাকে পাঠাইয়াছিলে। তুমি যাহা দিয়াছিলে তাহা ইহাদিগকে আমি দিয়াছি। আমরা উভয়ে যেমন এক, তেমনি ইহারাও এক হউক! ইহাদিগেতে আমি, আমাতে তুমি, এইরূপে ইহারা যেন একত্বে পরিণত হয়। তাহাতে সকলে জানিবে যে তুমি আমাকে যেমন ভালবাসিতে তেমনি ইহাদিগকেও ভালবাস। পিতা, এই ইচ্ছা, যে আমি যেখানে থাকিব ইহারাও যেন সেইখানে থাকিতে পায়, এবং তবদত্ত গৌরবে আমাকে গৌরবান্বিত দেখে; কারণ তুমি আমাকে সৃষ্টির আরম্ভ হইতে ভালবাসিয়া আসিতেছ। পুণ্যময় পিতা, পৃথিবী তোমাকে জানিল না, কিন্তু আমি তোমাকে জানি। তোমার নাম এই সকল লোকের নিকট ঘোষণা করিয়াছি এবং করিব। যে প্রেম তুমি আমাকে দিয়াছ তাহা যেন ইহাদের মধ্যে স্থান পায়, এবং আমিও সকলের সঙ্গে যেন থাকিতে পারি।"

গেথ্‌জিমেনির উদ্যান।

জেরুশালমের পূর্ব্বভাগে অলিভ্‌ বৃক্ষসমাকীর্ণ অলিভ্‌ পর্ব্বত, তাহার উপত্যকা ভূমিতে গেথ্‌জিমেনির উপবন। এই সুরম্য গিরিশিখরে এবং উপবনাশ্রমে যিশু যোগবিহারার্থ মধ্যে মধ্যে গমন করিতেন। নাগরিক বিকৃতমনা লোকদিগের সহিত কুতর্ক বিতণ্ডা করিয়া যখন তাঁহার মন বড় অসুখী হইত, গর্ব্বিত ধর্ম্মাভিমানী পুরোহিত ও প্রধান পদস্থ যিহুদী-দিগের অবিশ্বাস অভক্তি কপটাচরণে যখন তিনি আন্তরিক অশান্তি অনু-ভব করিতেন তখন ঐ পর্ব্বতের উপরে গিয়া বসিয়া প্রাণ জুড়াইতেন। অনুমান ছয় মাসকাল তিনি জুডিয়া দেশে প্রচার কার্য্যে ব্রতী ছিলেন, কিন্তু এক দিনের জন্য কোথাও সুখ পান নাই। মধ্যে মধ্যে কেবল নির্জ্জন বনবাসে একাকী পিতার নিকটে বসিয়া সকল দুঃখ দূর করিতেন। গেথ্‌-জিমেনির উদ্যান বিচিত্র বন্যপাদপে সমাবৃত ছিল, নির্জ্জনতাপ্রিয় যোগার্থির পক্ষে উহা অতীব অনুকূল স্থান। ইহার অভ্যন্তরে অলিভ্‌ ফলের তৈল প্রস্তুত হইত।

ঘোর নিশীথ সময়ে মেরীতনয় একাদশ শিষ্য সমভিব্যাহারে কেড্রন নির্ঝর পার হইয়া এই উপবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রজনী জ্যোৎস্না-ময়ী, প্রকৃতি দেবী স্পন্দহীনা, কোথাও জনমানবের গতিবিধি নাই; এক একবার কেবল নিদ্রিত পশু পক্ষীগণের অঙ্গ সঞ্চালন শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। যিশুর শোকাচ্ছন্ন মলিন মুখচন্দ্র দর্শনে আকাশের তারকাগণ যেন পাংশু বর্ণ হইয়া গিয়াছে, সুধাকর মধ্যগগনে বসিয়া কাঁপিতেছে। হায়! সে কাল নিশির কথা মনে হইলে কাহার প্রাণ না কাঁদিয়া উঠে। গভীর বিষাদে মুহ্যমান নিদ্রাতুর সহচরগণকে পশ্চাতে লইয়া জগৎজীবন যিশু দুঃখভারাবনত মুখে চলিতেছেন। মৃত্যু অপরিহার্য্য, তাহার আনুসঙ্গিক

যন্ত্রণা অপমানও নিতান্ত দুঃসহ, এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। ভাবনায় আপাদমস্তক একবারে বিলোড়িত হইতে লাগিল। শিষ্যদিগকে বলিলেন, "তোমরা এই স্থানে উপবিষ্ট থাক, আমি নির্জ্জনে পিতার নিকট প্রার্থনা করিয়া আসি। এই বলিয়া পিটার, জন্‌ এবং জেম্‌স্‌কে সঙ্গে লইয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলেন। ক্রমে প্রাণ নিতান্ত অস্থির এবং ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িল। এখনো পর্য্যন্ত মনে এরূপ ভাব আছে যে যদি পিতার ইচ্ছা হয় তবে বিনা প্রাণদণ্ডেও তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু তৎপ্রতি আশা অতি অল্প, অসম্ভব নহে এইমাত্র কেবল মনে হইতেছে। অনন্তর নিরতিশয় ভগ্নান্তঃকরণে সঙ্গিদিগকে বলিলেন, "আমার আত্মা দুঃখেতে একবারে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, যেন মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করিতেছি। এইখানে তোমরা জাগিয়া বসিয়া থাক।" পরে আরো কিছু দূর অন্তে গিয়া ভূমিলুটাইয়া বলিলেন, "হে আমার পিতা, তোমাতে সকলি সম্ভব, যদি সম্ভব হয় তবে এই দুঃখের পানপাত্র আমার নিকট হইতে স্থানান্তরিত কর। তথাপি বলিতেছি, আমার ইচ্ছা নহে, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" প্রার্থনান্তে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে পিটার প্রভৃতি শিষ্যত্রয় নিদ্রায় এককালে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। তদ্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন, "পিটার, কি আশ্চর্য্য, তোমরা এক ঘণ্টাকাল আমার সঙ্গে জাগিয়া থাকিতে পারিলে না! সচেতন থাকিয়া প্রার্থনা কর যেন পরীক্ষায় পড়িতে না হয়। বুঝিয়াছি, মন ইচ্ছুক, কিন্তু শরীর দুর্ব্বল।" শিষ্যের দুরবস্থায় এমন করিয়া কে আর সহানুভূতি করিতে পারিবে? দুঃখ ভাবনা ভয়ে, অধিকন্তু নিদ্রার ঘোরে তাহারা তখন বাস্তবিকই বড় কৃপাপাত্র হইয়াছিল। একমাত্র জীবনাশ্রয় যিনি তাঁহার সঙ্গ ছাড়িতেও পারে না, আবার তাঁহার ভাবের সমভাবী হইয়া যে সময়োচিত বিশ্বাস সাহস প্রদর্শন করিবে সে সামর্থ্যও নাই, সবদিক্‌ যেন অকূল পাথার। গুরুদেবের দেহলীলা অন্তে তাহারা কোথায় গিয়া কাহার আশ্রয়ে দাঁড়াইবে, দুঃখ বিপদের সময় কেইবা তাহাদিগকে সান্ত্বনা বাক্য শুনাইয়া সুখী করিবে, দেশশুদ্ধ সকল লোকই শত্রু, নানা দুর্ভাবনায় সকলে কাতর হইয়া পড়িল।

এইত দুঃখের অবস্থা, তাহার উপর আবার নিদ্রায় তনু ভারাক্রান্ত। নিজের ও শিষ্যগণের যাবতীয় ক্লেশভার একত্রিত হইয়া যিশুর কোমল হৃদয়কে নিষ্পেষণ করিতে লাগিল। একে আপনার অপমান যন্ত্রণা স্মরণে ক্লেশ, তাহার উপর শিষ্যদিগের দুরবস্থা, সর্ব্বোপরি পাপী জগতের জন্য অন্তর্দাহ, যেন দুঃখের মহাসাগরমধ্যে তিনি ডুবিয়া গেলেন। বিপদ্ব পরীক্ষা কি ভয়ঙ্কর করাল মূর্ত্তিই তখন ধরিয়াছিল! শত্রুকুলের প্রবল পরাক্রমে দেশ নগর টলমল্ করিতেছে, কঠোর হৃদয় য়িহুদী অধ্যাপক-দল ভক্তশোণিত পানের জন্য বিকট বদন ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে, অল্পবিশ্বাসী দুর্ব্বল শিষ্য কয়জন এক ঘন্টার পর কোথায় গিয়া পড়িবে তাহার স্থিরতা নাই; অথচ সম্মুখভাগে স্বর্গের আদর্শ, ব্রহ্মের আশা-প্রদ অভয়বাণী, যিশু ইহারই মধ্যে দোদুল্যমান। বিপদের অন্ধকার এমনি ঘনতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে তাঁহার চিরশান্তিপূর্ণ মুখচন্দ্রকে এক-বারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। মহাশোকে বদন ম্লান হইল, গৌরকান্তি মলিন হইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় বার প্রার্থনা করিলেন,—"হে পিতা, যদি এ পানপাত্র পান করি-তেই হয়, তবে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক!" তৎকালে দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণায় তাঁহার লোমকূপ হইতে যেন রক্তঘর্ম্ম ঝরিতেছিল। পুনরায় আসিয়া দেখিলেন, নিদ্রার ভারে শিষ্যদিগের চক্ষু ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। এমনি ঘুমের ঘোর যে কথার উত্তর দিবারও কাহারো ক্ষমতা নাই। হায়! এ ঘোর দুর্দ্দিনে কোথা হইতে এ কালনিদ্রা আসিয়া উপস্থিত হইল! কোথায় তাহারা গুরুদেবের সঙ্গে একত্র প্রার্থনাদি করিয়া পরীক্ষা বিপদের জন্য প্রস্তুত থাকিবে, না ঘোর ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িল।

তৃতীয় বার ঐ ভাবে প্রার্থনা করিয়া আসিয়া বলিলেন, "এই কি নিদ্রা যাইবার সময়? ঐ দেখ! সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, জুডা আসিতেছে, চল এখন যাই।" বলিতে বলিতে পাপীষ্ঠ জুডা পদাতিকগণের সঙ্গে নিকটে উপস্থিত হইল। যিশু যে এই উপবনে মধ্যে মধ্যে আসিতেন হতভাগ্য তাহা জানিত। না জানিবেই বা কেন? এত দিন একসঙ্গে ছিল, এক জন ভিতরকার চিহ্নিত লোক, কোথায় কিরূপে গুরুকে গিয়া ধরা যায় তাহা

বিলক্ষণ জানিত। সে পূর্ব্ব হইতেই বিপক্ষের অনুচরগণকে বলিয়া রাখিয়াছিল যে আমি যাহাকে চুম্বন করিব সেই যিশু।

দলবদ্ধ হইয়া জুডার পশ্চাতে পাষণ্ডগণ আসিয়া পৌছিল। কেহ লাঠি, কেহ তরবার, কেহবা লণ্ঠন এবং মশাল হাতে করিয়া আসিতে লাগিল। দ্রুতপদে জুডা অগ্রে আসিয়াই যিশুর গণ্ডস্থল চুম্বন করিল। সেত চুম্বন নয়, যেন ভীষণ শার্দ্দূল নির্দ্দোষ মেষশাবকের শোণিত পানে প্রবৃত্ত হইল। যিশু বলিলেন, "বন্ধো, ইহারই জন্য কি তুমি আসিয়াছ?" নিমেষের মধ্যে অমনি পদাতিকগণ মার মার রবে তাঁহার উপরে চাপিয়া পড়িল, এবং হাতে পায়ে বাঁধিয়া মহাযাজকের ভবনে লইয়া চলিল। পিটার প্রাচীন অভ্যাসানুসারে খড়্গাঘাতে এক ব্যক্তির কাণ কাটিয়া ফেলিলেন। যিশুর যুদ্ধাস্ত্র যে শান্তিখড়্গ একাল পর্য্যন্ত পিটারের তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। যিশু তাঁহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "অসিকোষের মধ্যে অসি লুকাইয়া রাখ! যাহারা খড়্গ ধারণ করে তাহারা সেই খড়্গের সহিত বিনষ্ট হইবে। তুমি কি মনে কর আমি পিতার নিকট প্রার্থনা করিয়া লক্ষ স্বর্গদূত আনিতে পারি না? কিন্তু তাহা হইলে শাস্ত্রবাক্য পূর্ণ হইবে কেন? পিতা যে পানপাত্র আমাকে দিয়াছেন তাহা কি আমি পান করিব না? অবশ্য করিব।"

পরে পদাতিকদিগকে বলিলেন, "তোমরা লাঠি এবং তরবার লইয়া কি চোর ধরিতে আসিয়াছ? যখন আমি প্রতি দিন মন্দিরে বসিয়া লোকদিগকে শিক্ষা দিতাম তখন কেন আমাকে ধর নাই?" শিষ্যেরা যখন দেখিল এখানে অস্ত্র চালনা নিষেধ, কেবলই ক্ষমার ব্যাপার, তখন নিরুপায় হইয়া প্রাণের দায়ে পলায়ন করিল। এক জন গায়ের বস্ত্রাদি ফেলিয়া সবেগে পলাইয়াছিল। মহা ভয়ঙ্কর ব্যাপার, কে আর তখন সে সম্মুখসমরে দাঁড়াইয়া ছিন্নমস্তক হইবে? কেবল একা যিশু শত্রুগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অপরাধী বন্দীর ন্যায় মহাযাজকের গৃহাভিমুখে চলিলেন। যাঁহার পরাক্রমে ভুবন বিকম্পিত তাঁহাকে কি না আজ সামান্য পদাতিকের হস্তে বন্দীভূত হইতে হইল! যেন মৃগেন্দ্রপতি শৃগালের করতল ন্যস্ত হইলেন। তাঁহার রাজ্যত এ পৃথিবীতে নয়. তিনিত আর পশুবল দ্বারা পশুবল হ্রাস করিতে আসেন

নাই, সুতরাং পাপদানবের হস্তে তিনি এখন অসহায় বালকবৎ। পিটার কিন্তু তখনও সঙ্গ ছাড়ে নাই, গুপ্তভাবে সকলের পাছে পাছে বিচারালয় পর্য্যন্ত গিয়া তথায় গণ্ডগোলের মধ্যে লুকাইয়াছিল। কি নিদারুণ পরীক্ষা! প্রাণের টান আছে অথচ বিশ্বাসের বল নাই। হৃদয়ের প্রিয়ধন জীবনসখাকে শত্রু আসিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, চক্ষের সম্মুখে তাঁহাকে অপমান নির্য্যাতন করিতেছে, আহা! গুরুগতপ্রাণ শিষ্যের পক্ষে ইহা কি ক্লেশজনক। সে প্রাণভেদী দৃশ্য চক্ষু খুলিয়া দেখাও যায় না, আবার না দেখিয়া একাকী নিরাপদে লুকাইয়াও থাকা যায় না। ব্যাধধৃত মৃগবৎসের পশ্চাতে যেমন তাহার শোকাতুরা জননী লুক্কায়িত ভাবে গমন করে পিটার তেমনি গুরুর পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছিলেন। এরূপ বিপন্নাবস্থায় কয় ব্যক্তি ধর্ম্মাচার্য্যের সহমরণে যাইতে পারে আমরা জানি না। এক্ষণে যিশুর দুঃখের দুঃখী কেহই আর রহিল না। যেদিকে নেত্রপাত করি সেই দিকে কেবল অস্ত্রধারী কৃতান্ত সম পদাতিকদল। ভীম ভৈরব গর্জ্জনে আস্ফালন করিতে করিতে নগর কাঁপাইয়া, সকলকে জাগাইয়া তাহারা চলিতে লাগিল। জগতের দুঃখে যিনি সতত ব্যাকুল তাঁহার ভাগ্যে হায়! কেন এ সব কঠোর নিগ্রহ। কে বুঝিবে বিধাতার লীলারহস্য। মানবের নিদ্রিত বিবেক, বিকৃত হৃদয়কে জাগাইবার জন্যই বুঝি এইরূপ কৌশল তিনি করিয়া থাকেন! পাপ নিষ্ঠুরাচরণ করিলে তজ্জন্য প্রাণ ব্যথিত হয় কি না, পৃথিবীকে তাহা দেখাইবার জন্যই এরূপ লীলার অভ্যুদয় সন্দেহ নাই। এতদ্দ্বারা পাপের ঘৃণিত বিকট মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া তৎপার্শ্বে পুণ্যের রমণীয় সৌন্দর্য্য জগৎকে প্রদর্শন করা হইল। পাপ পুণ্যের গভীর প্রভেদ এইরূপে চিত্রিত না করিলে মোহান্ধ পৃথিবী তাহা সহজে বুঝিতে পারে না। নির্দ্দয় মানব প্রকৃতি নিরপরাধী বিশ্বহিতৈষী ঈশাকে মারিল, কি সে আপনার পদে আপনি কুঠারাঘাত করিল বিধাতা তাহা কৌশলে বুঝাইয়া দিলেন এবং তাহাকে লজ্জিত ও অনুতপ্ত করিলেন।

বিচার এবং দণ্ডাজ্ঞা।

যাঁহার শুদ্ধ চরিত্র জগদ্বাসী সকল নরনারীর বিচার করিবে নরাধমেরা তাঁহার বিচারে প্রবৃত্ত হইল। ইতঃপূর্ব্বেই মহাযাজকের প্রাসাদে কুলপতি দলপতি বিজ্ঞ পণ্ডিত এবং ধর্ম্মাধ্যক্ষগণ আসিয়া যিশুর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল, এমন সময় তিনি তথায় উপনীত হইলেন। প্রথমে তিনি প্রধান ধর্ম্মযাজক বৃদ্ধ এনাসের নিকট আনীত হন। যদিও সে প্রচীন পাপী স্বয়ং বিচারকর্ত্তা নহে, কারণ সে বৎসর বিচার কার্য্যের ভার তদীয় জামাতা জোসেফ্ কায়ফার হস্তে ছিল, তথাপি এ বিষয়ে শত্রুতা সাধনে এবং কুমন্ত্রণা দানে সে ত্রুটি করে নাই। তাহাকে সকলে যথেষ্ট মান্য করিত। মহাযাজকের পদ রোমীয় রাজপ্রতিনিধির অধীন। সুতরাং তৎপদাভিষিক্ত ব্যক্তিকে এক প্রকার রাজকর্ম্মচারীও বলা যাইতে পারে। বৃদ্ধ এনাস্ রাজ্যের হিতৈষী, পাইলেটের সহকারী, এই জন্য সে যিশুকে শান্তিনাশক বলিয়া মনে করিত। তাঁহার অনিষ্ট সাধন ইহার দ্বারা যেমন হইয়াছিল এমন কাহারো দ্বারা নহে। একে মহাযাজক-বংশের প্রধান তাহাতে বৃদ্ধ এবং রাজপ্রতিনিধির অনুগ্রহভাজন, কাজেই তাহার ক্ষমতা অনেক ছিল। যিশু তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাঁহার ধর্ম্মমত ও শিষ্যসম্বন্ধে সে দুই একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, "যাহা বলিবার তাহাত আমি প্রকাশ্যরূপে বলিয়াছি, তোমার সমস্ত লোকেরাই তাহা জানে, তবে আর আমাকে কেন জিজ্ঞাসা কর?" জনৈক সৈনিক কর্ম্মচারী এক চপেটাঘাত করিয়া বলিল, "কি! তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা, মহাযাজককে এমনি করিয়া উত্তর দিস্?" যিশু বলিলেন, "আমি যদি মন্দ কিছু বলিয়া থাকি তাহা প্রমাণ কর। কিন্তু যদি ভাল বলিয়া থাকি তাহা হইলে মার কেন?" অনন্তর তিনি বর্ত্তমান বিচারপতি ধর্ম্মযাজক কায়ফার নিকট সমর্পিত হইলেন।

মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা কিরূপে তাঁহাকে দণ্ডার্হ করিবে এই জন্য সকলে উদ্যোগ করিতে লাগিল। ধর্ম্মবিধি লঙ্ঘনের দণ্ড দিবার ভার মহাযাজকের হস্তে, কিন্তু কাহাকেও তজ্জন্য বধ করিতে হইলে রোমীয় রাজপ্রতিনিধির অনুমোদন এবং সহায়তা লইতে হইত। প্রধান পদস্থ য়িহুদীদিগের কিঞ্চিৎ রাজকীয় স্বাধীনতা ছিল, এই জন্য পন্টিয়াস্ পাইলেট্ তাহাদের ধর্ম্মবিষয়ক মতামত বা কোন অনুষ্ঠানের উপর বড় হস্তক্ষেপ করিত না। যিশুর বিরুদ্ধে অনেকানেক মিথ্যা সাক্ষী আসিতে লাগিল, কিন্তু প্রাণদণ্ডযোগ্য দোষ কেহ সপ্রমাণ করিতে পারিল না। অবশেষে দুই জন মিথ্যাবাদী সাক্ষী প্রমাণ করিয়া দিল যে যিশু ঈশ্বরের মন্দির ভাঙ্গিতে চাহিয়াছেন এবং তাহা তিন দিনের মধ্যে পুনরায় গড়িতে পারেন বলিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের দুই জনের কথাও পরস্পর ঐক্য হইল না। প্রধান যাজক যিশুকে কহিল, "তুমি যে কিছুই উত্তর দিতেছ না? শুনিতেছ কি ইহারা যাহা বলিতেছে?" যিশু মুখ খুলিলেন না দেখিয়া সে পুনর্ব্বার বলিল, "দোহাই তোমার ঈশ্বরের! তুমি ঈশ্বরের পুত্র খ্রীষ্ট কি না ইহা বলিতে হইবে।" যিশু বলিলেন, "তোমার কথা ঠিক্। ইহার পর তোমরা আমাকে ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট দেখিবে।" এ কথা শুনিয়া মহাক্রোধে সেই বিচারপতি আপনার পরিচ্ছদ ছিন্ন করিল, এবং বলিল, "এ ব্যক্তি আপনমুখে ঈশ্বরনিন্দা করিয়াছে। আর আমাদের সাক্ষীর প্রয়োজন কি? তোমরা স্বকর্ণে উহার মুখে ঈশ্বরনিন্দা শুনিলে, এখন কি কর্ত্তব্য বল?" সকলে বলিয়া উঠিল, "এ ব্যক্তি প্রাণদণ্ডের যোগ্য।" তখন কেহ মুষ্ট্যাঘাত, কেহ চপেটাঘাত করিল, কেহ বা মুখে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কেহবা তাঁহার মুখমণ্ডল বসনাবৃত করিয়া উপহাসপূর্ব্বক বলিতে লাগিল, "ওহে খ্রীষ্ট, বল দেখি, কে তোমাকে এখন মারিল?" এইরূপে বিচার এবং প্রহার অত্যাচার করিতে করিতে রজনী প্রায় প্রভাত হইয়া আসিল।

একে শীত কালের রাত্রি, তাহাতে ভয় ভাবনা অনিদ্রা এবং ক্লান্তি, দুঃখী পিটার কম্পিত কলেবর হইয়া আর আর লোক জনের মধ্যে আগুন পোহাইতে ছিলেন। একটী দাসী চিনিতে পারিয়া বলিল, "তুমিও না যিশুর সঙ্গের লোক?" পিটার প্রাণভয়ে সকলের সম্মুখে বলিয়া ফেলিলেন, "তোমার

কথা আমি বুঝিতে পারিলাম না।" পরে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া বহির্দ্বারের নিকট যখন আসিলেন, তখন আর একটী দাসী বলিয়া উঠিল, "এ লোকটা যিশুর সঙ্গী!" পিটার বলিলেন, "তাহাকে আমি চিনি না।" আরো কয়েক জন লোক সেখানে ছিল, তাহারা বলিল, "নিশ্চয় এ ব্যক্তি গালিলের লোক, মুখের কথাতেই আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি।" পিটার তৃতীয় বার সে কথা অস্বীকার করিলেন, অমনি প্রভাতসূচক কুক্কুটধ্বনি হইল। তখন গুরুবাক্য স্মরণপূর্ব্বক তিনি বাহিরে গিয়া অনুতাপ সহকারে অত্যন্ত খেদ করিতে লাগিলেন।

পর দিবস প্রাতঃকালে বিচারপতি ও প্রধানবর্গ যিশুর প্রাণবধার্থ মন্ত্রণা করিতে বসিল এবং তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাজপ্রতিনিধি পাইলেট্ সদনে প্রেরণ করিল। বিনা দোষে যিশুর প্রাণদণ্ড হয় দেখিয়া জুডা আর তখন স্থির থাকিতে পারিল না, কৃতাপরাধ স্মরণ করিয়া মহা অনুতাপে পরিতাপিত হইল। পাষণ্ডহৃদয় আর কত ক্ষণ দৈবশক্তির প্রতিকূলতা করিবে? দুষ্কর্ম্মের পরিণাম ফল তাহাকে চেতনা দান করিল। তখন সে কাঁদিতে কাঁদিতে সেই ত্রিশটি মুদ্রাসহ প্রধান ধর্ম্মযাজকদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, "আমি নির্দ্দোষীর বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি।" তাহারা বলিল, আমাদের তাহাতে কি? তুমি সে জন্য দায়ী।" জুডা সে টাকা গুলি মন্দিরের ভিতরে ফেলিয়া দিয়া পরে অনুতাপে আত্মহত্যা করিয়াছিল। দুর্নিবার অনুতাপযন্ত্রণা তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠে। ধর্ম্মজ্ঞানী পুরোহিতদল রক্তের মূল্য প্রতিগ্রহণ করা পাপ জানিয়া উক্ত ত্রিশ মুদ্রায় বিদেশীয়দিগের গোরস্থানের জন্য এক খণ্ড ভূমি ক্রয় করে। ঐ ভূমি খণ্ড রক্তভূমি নামে পরে অভিহিত হয়।

যিশু পাইলেটের নিকট উপস্থিত হইলে সে য়িহুদীদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ ব্যক্তির বিরুদ্ধে তোমাদের কি অভিযোগ আছে?" তাহারা বলিল, "এ যদি অপরাধী না হইত, তাহা হইলে আমরা ইহাকে তোমার নিকট ধরিয়া আনিতাম না। এ ব্যক্তি প্রজাপুঞ্জের মন বিকৃত করিয়া দিয়া বলে যে আমি রাজা, তোমরা সিজারকে রাজস্ব দান করিও না। গালিল্ হইতে জুডিয়া পর্য্যন্ত সমস্ত লোকদিগকে এ ব্যক্তি কুমন্ত্রণা দিয়া রাজবিদ্রোহী

করিয়া তুলিয়াছে। তুমি যদি ইহাকে নিষ্কৃতি দাও তাহা হইলে তুমি সিজারের বন্ধু নহ। যে আপনাকে রাজা মনে করে সে সিজারের বিরোধী।” কতই যেন রাজভক্তি! আপনারা চিরকাল রাজবিদ্রোহিতা করিয়া আসিয়াছে, এক্ষণে যিশুর প্রাণনাশের জন্য রোমীয় সম্রাটের পরমহিতৈষী হইল। নীচ স্বার্থের জন্য মানুষ এইরূপ ব্যবহার চিরকালই করে, যে শত্রু সেও তখন বন্ধুর ন্যায় হইয়া দাঁড়ায়।

যিশু গালিল্ দেশীয় লোক ইহা শুনিয়া পাইলেট্ তাঁহাকে হেরোদ আণ্টি-পাসের নিকট বিচারার্থ পাঠাইয়া দেয়। হেরোদ কোন কার্য্য উপলক্ষে তৎকালে জেরুশালমে উপস্থিত ছিল। যিশুর অদ্ভুত আশ্চর্য্য ক্রিয়া স্বচক্ষে একবার সে দেখে এটি অনেক দিনের বাঞ্ছা, এই জন্য তাঁহার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া সে বড় আহ্লাদিত হয়। কৌতূহলী হইয়া সে অনেক প্রশ্ন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু তিনি তাহার একটী কথারও উত্তর দিলেন না। ইহাতে আণ্টিপাস্ বিরক্ত হইয়া অপমান করত তাঁহাকে পুনরায় পাইলেটের নিকট ফেরত পাঠায়। পাইলেট্ অভিযোক্তাদিগকে বলিল, “তবে তোমরা আপনাদের দণ্ডবিধি অনুসারে ইহার বিচার কর।” তাহারা বলিল, “আমা-দের ধর্ম্মবিধি অনুসারে আমরা ইহার প্রাণ দণ্ড করিতে পারি, কেন না এ ব্যক্তি আপনাকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করে।” তদনন্তর পাইলেট্ বিচারসিংহাসনে উপবেশন করিয়া যিশুকে কহিল, “তুমি কি য়িহুদীদিগের রাজা?” যিশু বলিলেন, “এ কথা তুমি আপনা হইতে বলিতেছ, না কাহারো মুখে শুনিয়াছ?” পাইলেট্ বলিল, “আমি কি য়িহুদী? তোমারা যে সকল স্বজাতীয় লোক প্রধান ধর্ম্মযাজক তাহারাই তোমাকে এখানে আনি-য়াছে? তুমি কি অপরাধ করিয়াছিলে?” যিশু বলিলেন, “আমার রাজ্য এ পৃথি-বীতে নহে, তাহা হইলে আমার অনুচরবর্গ বিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করিত।” পাইলেট্ বলিল, “তবে তুমিত এক জন রাজা?” যিশু বলিলেন, “সে কথা তুমিই বলিতেছ! সত্যের সাক্ষ্য দিবার জন্য আমার পৃথিবীতে আগমন। যাহারা সত্যরাজ্যের লোক তাহারা আমার কথা শ্রবণ করে।” পাইলেট্ কহিল, “সত্য তুমি কাহাকে বল?”

অনন্তর সে বাহিরে আসিয়া ধর্ম্মযাজকগণকে কহিল, “আমিত এ ব্যক্তির

কোন অপরাধ দেখিতে পাইলাম না। হেরোদের নিকটেও উহাকে পাঠাইয়াছিলাম, তিনিও কোন দোষ সাব্যস্ত করিতে পারেন নাই। এই নিস্তার পর্ব্বোপলক্ষে তোমাদের ইচ্ছানুসারে এক জন বন্দীকে মুক্ত করিবার প্রথা আছে, এক্ষণে বল, দস্যু বারাব্বাস্‌কে ছাড়িয়া দিব, না এই য়িহুদী-রাজকে?" সকলে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "বারাব্বাস্‌কে ছাড়িয়া দাও, এবং যিশুকে ক্রুশে বিদ্ধ কর!" যখন যিশুর বিপক্ষে এইরূপে সকলে মিলিয়া নানা প্রকার দোষ দিতে লাগিল, আর তিনি নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন, তখন পাইলেট্ কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং বুঝিল যে বিপক্ষেরা বিদ্বেষ বশতঃ এইরূপ করিতেছে। পুনরায় সে কহিল, "এ ব্যক্তিকে আমি কিছু শাস্তি দিয়া বিদায় করি, কারণ ইহার কোন দোষ দেখিতেছি না। তচ্ছ্রবণে শত্রুদল "ক্রুশে বিদ্ধ কর! ক্রুশে বিদ্ধ কর!" বলিয়া মহা চীৎকার করিতে লাগিল। যিশুর পক্ষ সমর্থন করিবার জন্ত একটি লোকও সেখানে ছিল না। পাইলেট্ আবার যিশুকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?" কোন উত্তর না পাইয়া গর্ব্বিত ভাবে বলিতে লাগিল, "আমার কথার তুমি উত্তর দিবে না? তুমি কি জান না আমার হস্তে তোমার জীবন মৃত্যু অবস্থিতি করিতেছে?" তখন যিশু প্রশান্ত চিত্তে নির্ভয় মনে বলিলেন, "উপর হইতে ক্ষমতা না পাইলে তুমি আমার বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পার না। আমাকে যাহারা তোমার নিকট সমর্পণ করিয়াছে তাহাদের পাপ আরো অধিক। এই তেজোময় বাক্য শ্রবণে রাজপ্রতিনিধির প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হইল। তথাপি য়িহুদী জাতির মনস্তুষ্টির জন্য তাহাদিগকে আবার সে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি আমি তোমাদের রাজাকে ক্রুশাহত করিতে আজ্ঞা দিব?" উহারা কপট রাজভক্তিতে গদ্গদ হইয়া তাহার উত্তর দিল, "সিজার ব্যতীত আমাদের আর রাজা কেহ নাই!" এইরূপ শ্রবণমধুর চাটুবচনে তাহারা পাইলেট্‌কে হাত করিয়া ফেলিল। এই ভাবে কথাবার্ত্তা চলিতেছে এমন সময় তাহার স্ত্রী অন্তঃপুর হইতে বলিয়া পাঠাইল, "তুমি এই ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সম্বন্ধে কোন সংস্রবে থাকিবে না, কারণ তাঁহার বিষয়ে আমি রাত্রিতে অনেক স্বপ্ন দেখিয়াছি।" ইহা শুনিয়া পাইলেটের মনে আরো ভয় হইল। কিন্তু ধর্ম্মযাজকদিগের

একতা ও ষড়যন্ত্র দেখিয়া তদ্বিরুদ্ধে সে আর কোন কথা বলিতে পারিল না। পরিশেষে হস্ত প্রক্ষালনপূর্ব্বক বলিল, "আমার কোন দায় দোষ নাই, তোমরা যাহা হয় কর।" তাহারা বলিল, "আমরা এবং আমাদের সন্তানেরা এ জন্য দায়ী।" অতঃপর চোর বারাব্বাসের মুক্তি এবং সাধু যিশুর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা স্থিরীকৃত হইল। দুরাত্মা পাইলেট্ যে ভীরু কাপুরুষ লোকরঞ্জনপ্রিয় তাহা ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে। সে হতভাগা জানিয়া শুনিয়া লোকানুরোধে নির্দ্দোষী সাধুর প্রাণবধে সাহায্য করিল কেবল নাহা নহে, যিশুকে ঘৃণা উপহাস ও কশাঘাতও করিয়াছিল। লোকের প্রশংসা, কর্ত্তৃপক্ষের মনোরঞ্জন এবং ধন মানস্পৃহা যাহার জীবন-সর্ব্বস্ব সেরূপ বিচারপতির নিকট আর ইহার অধিক কি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? বিষয়াসক্ত জীবের দশা চিরকালই এইরূপ। সে ধর্ম্মাধিকরণে বিচারসিংহাসনে বসিয়াও ন্যায়বিগর্হিত আচরণ করত বিবেকের চক্ষে ধূলি প্রদান করে। পাইলেট্ ধর্ম্মকে বাঁচাইবার জন্য হস্ত প্রক্ষালন করিল বটে, কিন্তু নরক হইতে আত্মাকে দূরে রাখিতে পারিল না।

অবশেষে রোমীয় সৈন্যদল আসিয়া যিশুর চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিল, তাঁহার অঙ্গে রক্তবসন, শিরোদেশে কণ্টকের মুকুট পরাইল, স্কন্ধে ক্রুশ-ভার চাপাইল এবং হস্তে রাজদণ্ড স্বরূপ এক গাছি যষ্টি প্রদানপূর্ব্বক সম্মুখে জানু পাতিয়া বলিতে লাগিল, "জয়! য়িহুদীরাজের জয়!" এই রূপ উপহাস এবং অপমানের সহিত কেহ গাত্রে নিষ্ঠীবন দিতে লাগিল, কেহ বা হস্তস্থিত সেই যষ্টি দ্বারা তাঁহার মস্তকে প্রহার করিতে লাগিল। ধর্ম্মের নামে মানুষ মানুষকে কত দূর পর্য্যন্ত ক্লেশ দিতে পারে তাহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত এ স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। নির্দ্দোষীর প্রতি এত রাগ দ্বেষ প্রতি-হিংসা কেন হয় তাহা বুঝা কঠিন। নির্য্যাতনের উপর অপমান, তাহার উপর বিষাক্ত উপহাস বচন, হায়! কি নিদারুণ যন্ত্রণা। ঈদৃশ ঘোর বিড়ম্বনায় অভিভূত হইয়া নীরবে উর্দ্ধমুখে যিশু কাঁদিতেছেন, কণ্টক-কিরীটাঘাতে ললাটে রক্তধারা ছুটিতেছে, নয়নজলে বক্ষ ভাসিয়া যাই-তেছে। গভীর নির্য্যাতনে শরীর ভগ্ন, প্রাণ অবসন্ন, তথাপি মুখে একটী কথা নাই, আর্ত্তনাদ নাই। শান্তভাবে সকল সহিতেছেন আর উর্দ্ধনয়নে

পিতার মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছেন। কেবল যেন বলিতেছেন, "পিতঃ! আর কত ক্ষণ! আর কত ক্ষণ!" বিগত যামিনীর ভোজনের কাল হইতে এ পর্য্যন্ত ক্রমাগত মস্তকোপরি ধূ ধূ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে। নিদ্রা বিশ্রাম সুখ শান্তি বান্ধব সহচর জন্মের মত সকলে ছাড়িয়া গিয়াছে। এ ঘোর সঙ্কটকালে বিপদ্‌বারণ ভক্তসখা হরি বিনা আর কেই বা কি করিতে পারে? মহা ক্লেশে জর্জ্জরিত হইয়া এই অবস্থায় তিনি বধ্যভূমি কাল্‌ভেরীর অভিমুখে চলিলেন। যাইবার পূর্ব্বে সৈন্যদল রক্তবস্ত্র খুলিয়া লইয়া পুনরায় তাঁহাকে তাঁহার আপনার বসন পরাইয়া দিয়াছিল।

শ্মশানপ্রবেশ।

চারিদিকে যমকিঙ্কর সদৃশ সশস্ত্র প্রহরিগণ, অগ্র পশ্চাতে তীর্থযাত্রী দর্শকবৃন্দ এবং পাপাত্মা য়িহুদীর দল, মধ্যে দেবাত্মজ যিশু। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ধূলিধূসরিত, চক্ষু রক্তবর্ণ, মস্তকে কণ্টকমুকুট, স্কন্ধে ক্রুশভার, মুখকান্তি রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় মলিন; পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায় নিরীহ ভাবে রাজপথ বহিয়া চলিতে লাগিলেন। পর দিবস জাতীয় মহা মহোৎসব, লোক সকল আমোদ আহ্লাদে মত্ত, তাহারি মধ্যে এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য। যিশু যেন দুঃখের অবতার। তাঁহার ক্লেশ যন্ত্রণা স্মরণ করত এখন নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের নরনারী জড়জীব পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা সকলে মিলিয়া যদি ক্রন্দন করে তথাপি এ দুঃসহ শোকবেদনা প্রশমিত হয় না। একে গত রজনীর উৎকণ্ঠা ও মানসিক সংগ্রামে প্রাণ অবসন্ন, শরীর মৃত প্রায়, তাহার উপর নরাধমদিগের বেত্রাঘাত; ক্রুশভার আর বহন করিতে পারেন না, বারংবার স্খলিতপদ হইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। যে ক্রুশে প্রাণান্ত হইবে তাহা নিজস্কন্ধে বহিতে হইতেছে। এই অবস্থায় যৎকালে তিনি নগরপ্রান্তে বধ্যভূমির দিকে যাইতেছিলেন তখন সমভিব্যাহারিণী নারীগণ আর অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারিল না, তাহাদের বিলাপধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। এত যে যন্ত্রণা সন্তাপ তথাপি যিশু স্বজাতির ভাবীদুর্দ্দশার কথা বিস্মৃত হন নাই। তাহাদের মধ্যে ঘোরতর রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইবে, প্রজাকুল মহা সঙ্কটে পড়িবে, তখনো পর্য্যন্ত এ চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে জাজ্বল্যমান। ভাবিতে লাগিলেন, যখন আমার ন্যায় নিরপরাধীর প্রতি রোমীয়দিগের এই ব্যবহার, তখন পাষণ্ডপ্রকৃতি য়িহুদীদিগের ভাগ্যে না জানি কতই নিগ্রহ আছে! নাগরিক নারীগণের ক্রন্দন কোলাহল শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন, "হে। জেরুশালমবাসিনী কন্যাগণ! তোমরা আমার জন্য আর রোদন করিও না,

আপনাদের এবং আপনাপন সন্তানদিগের জন্য রোদন কর। কেন না, সময় আসিতেছে যখন সকলে বলিবে, যাহার গর্ভে সন্তান জন্মে না সেই বন্ধ্যা নারী ধন্য! এবং যাহা কেহ চোষণ করে না এমন স্তনাগ্রভাগ ধন্য! তৎকালে লোকে পর্ব্বতকে বলিবে, তুমি আমাদের উপর পতিত হইয়া আমাদিগকে ঢাকিয়া ফেল। রোমীয়েরা যদি হরিদ্বর্ণ তরুর প্রতি এইরূপ আচরণ করে, তবে শুষ্ক বৃক্ষের দশায় কি হইবে?" স্বজাতির ভাবীদুর্গতি কিরূপ ভয়ানক আকার ধারণ করিবে যিশু তাহা নিজবিড়ম্বনা দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন। চিরকালটা পরের দুঃখ ভাবিয়া ভাবিয়াই তাঁহার গত হইয়াছে, এক দিনের জন্যও তাঁহার মুখে কেহ হাসি দেখে নাই। বিশ্বাস এবং আধ্যাত্মিক শৌর্য্য বীর্য্য পরাক্রমে তিনি চিরদিন অটল পর্ব্বতের ন্যায় ছিলেন, কিন্তু পৃথিবীর পাপের ভারে সর্ব্বদা যেন ভারাক্রান্ত হইয়া থাকিতেন। পাপীর দুঃখে নিয়ত প্রাণ কাঁদিত। তাঁহার জীবনের প্রায় কোন স্থানে একটি আহ্লাদ বা উল্লাসের কথা পাওয়া যায় না। জগতের প্রকৃত হিতৈষী পরপ্রেমিকের ভাগ্যে বুঝি এইরূপই সচরাচর ঘটে! তাহা না হইলেই বা মানবচরিত্রের আদর্শ, সৎপুত্রের দৃষ্টান্ত কেমন করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবে?

বেলা নয় ঘটিকার সময় বিচার সমাপ্ত হয়, তাহার পর যিশু ক্রুশে আরোহণ করেন। ক্রুশে প্রাণ বধ করা আমাদের পক্ষে যেমন লোমহর্ষণ ব্যাপার রোমীয়দিগের নিকট তাহার শতাংশের একাংশ ছিল কি না সন্দেহ। রাজ্যের বিদ্রোহী প্রজা ও দাসদিগকে সচরাচর এই প্রণালীতে বিনাশ করা হইত। ঐ দিবস যিশুর দুই দিকে দুই জন দস্যুও ক্রুশে বিদ্ধ হয়।

ক্রুশযন্ত্র বোধ করি অনেকে দেখিয়া থাকিবেন। মৃত্তিকাপ্রোথিত এক খণ্ড লম্বমান কাষ্ঠের মধ্যভাগে আর এক খণ্ড কাষ্ঠ আড়ভাবে সংলগ্ন। অপরাধীকে দাঁড় করাইয়া ঐ কাষ্ঠের গাত্রে তাহাকে বাঁধিয়া দেয়, এবং তাহার হস্তদ্বয় বিস্তার এবং পদদ্বয় সংহত করিয়া রাখে। তদনন্তর বিস্তৃত হস্তের তালুদ্বয় পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তীক্ষ্ণ লৌহশলাকা দ্বারা উক্ত কাষ্ঠের সঙ্গে বিদ্ধ করে এবং পা দুইখানি একত্রিত করিয়া তন্মধ্যেও আর একটি সুল

লৌহশলাকা প্রবিষ্ট করিয়া দেয়। এই অবস্থায় অপরাধীকে অনেক ক্ষণ রাখিয়া ক্রমে ক্রমে মারিয়া ফেলে। ঈদৃশ যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু আর নাই।

সৈন্যদল আহা! কোমল প্রকৃতি যিশুকে বিবস্ত্র করিয়া ঐ ক্রুশযন্ত্রে তুলিয়া বাঁধিল, দুই হস্তে দুই এবং পদদ্বয়ে এক লৌহশলাকা স্থাপনপূর্ব্বক তদুপরি মুদ্গরাঘাত করিল, এবং তাঁহার উভয় পার্শ্বে দুই জন চোরকে তদবস্থায় আবদ্ধ করিয়া রাখিল। নির্দ্দয় শেলাঘাতে যিশুর পদনখ হইতে মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত ঝন্ ঝন্ করিতে লাগিল, পিপাসায় কণ্ঠতালু শুকাইয়া গেল, হস্ত পদে রক্তধারা ছুটিতে লাগিল। যন্ত্রণার যেন মূর্ত্তিমান আকার তিনি ধারণ করিলেন। পাষণ্ডের অত্যাচার এবং সাধুর অতুল সহিষ্ণুতার ইহা চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। সদা সর্ব্বদা যে স্থান দিয়া লোকজন গতায়াত করে এমন এক প্রকাশ্য পথের ধারে এই বধ্যভূমি। দণ্ডিত ব্যক্তির দুরবস্থা দর্শনে আর সকলে শাসিত হইবে এই অভিপ্রায়ে য়িহুদীরা যৎপরোনাস্তি ঘৃণা ও অবমাননার সহিত তাঁহাকে দুই জন দস্যুর সহিত এইরূপে বধ করিয়াছিল। মস্তকোপরি মধ্যাহ্ন সূর্য্যের তীব্র কিরণ, তাহার উপর এই দুর্ব্বহ ক্রুশযন্ত্রণা, নিমেষে নিমেষে ক্লেশভার গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। এ অবস্থায় লোক অনেক ক্ষণ বাঁচিয়া থাকে এবং দগ্ধিয়া দগ্ধিয়া মরে। যতই যাতনানল জ্বলিয়া উঠে ততই তাহারা মৃত্যুবেদনায় ছট্ ফট্ করে; যতই ছট্ ফট্ করে ততই ক্ষতস্থান আরো জ্বলিতে এবং ফুলিতে থাকে। তখন যন্ত্রণায় অধীর হইয়া উন্মাদের ন্যায় কেহ হন্তাদিগকে দুর্ব্বাক্য বলে, শাপ দেয়, কেহ কাকুতি মিনতি করিয়া কাঁদে। তখন তাহাদের মৃত্যুই পরম প্রার্থনীয় হয়। যাহাকে দেখে তাহাকেই ব্যাকুল হইয়া বলে, "ওগো আমাদিগকে শীঘ্র শীঘ্র মারিয়া ফেল, আর যে সহিতে পারি না! ক্লেশ লাঘব করিবার জন্য মুমূর্ষ ব্যক্তিকে এক প্রকার তরল মাদক দ্রব্য পান করাইবার বিধি প্রচলিত ছিল। নগরবাসিনী কোন দয়াবতী নারী উহা প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়া দিতেন। সেই মাদক পানে চৈতন্যশক্তি বিলুপ্ত হইত, সুতরাং ক্রুশের আঘাত আর অনুভব করিবার সামর্থ্য থাকিত না। বৈরনির্য্যাতনস্পৃহা পূর্ণমাত্রায় চরিতার্থ হইলে বুঝি পাষাণ হৃদয়েও একটুকু দয়ার সঞ্চার হয়। ইহার পূর্ব্বে এমন প্রথা ছিল যে অসির আঘাতে

মৃত্যুকে সাহায্য করা হইত। নরপিশাচ য়িহুদীদিগের এই টুকু মাত্র কেবল দয়ার পরিচয়। যিশু ক্রুশবিদ্ধ সাধারণ লোকের ন্যায় অস্থির হইয়া হা! হতোহস্মিও করেন নাই, মাদক সেবন দ্বারা আপনাকে চৈতন্যশক্তি বিরহিত হইতে ও দেন নাই; শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বিবেক ও প্রজ্ঞাশক্তিকে জাগ্রত রাখিয়া বীরের ন্যায় মৃত্যুকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্যের মত তাঁহার কষ্টও অধিক ক্ষণ স্থায়ী হয় নাই। পূর্ব্বরজনীর ক্লেশ দুশ্চিন্তায় শরীর কাতর ছিল, এই জন্য জীবন শেষ হইতে বেশী বিলম্ব লাগিল না। কিন্তু পশুবলের প্রভাব ধর্ম্মবলের নিকট কত ঘৃণিত এবং হীন, তাহা মৃত্যুর মধ্যেও তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন।

যিশু মাদক সেবন করিলেন না, সুতরাং তাঁহার অল্প কাল স্থায়ী ক্রুশ-যন্ত্রণা অধিকতর পীড়াদায়ক হইল। প্রত্যেক বাবের অঙ্গ সঞ্চালনে ক্ষত-স্থান ক্রমে বিস্তৃত এবং বেদনাযুক্ত হইতে লাগিল। শোণিতরাশি উষ্ণ হইয়া দ্রুতবেগে মস্তিষ্কের দিকে ধাবিত হইল, নয়ন রক্তিম বর্ণ হইয়া উঠিল, নাসারন্ধ্রে ঘন ঘন শ্বাস বহিতে লাগিল। যত প্রকার দৈহিক ক্লেশ হইতে পারে তাহা এই ক্রুশাহত ব্যক্তিকে এক সঙ্গে সহ্য করিতে হয়। যেন সহস্র সহস্র মৃত্যুযন্ত্রণা একত্র ঘনীভূত হইয়া যিশুকে নিষ্পেষণ করিতে লাগিল। তথাপি তাঁহার আত্মার কি অলৌকিক মহত্ব! তাদৃশ অন্তর্দাহে সন্তপ্ত হইয়াও প্রার্থনা করিলেন, "পিতা, ইহাদিগকে ক্ষমা কর। ইহারা কি করিতেছে তাহা জানে না।" শত্রুকে ক্ষমা কর, ভালবাস বলিয়া যেমন উপদেশ দিতেন তেমনি তাহার জীবন্ত দৃষ্টান্তও দেখাইলেন। এই প্রার্থনাটি তিনি নিত্যকালের জন্য স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বিশ্ব বিলুপ্ত হইলেও ইহার ধ্বংস নাই। নিষ্ঠুর দানবস্বভাব য়িহুদীগণ যে কৃপার পাত্র, ক্ষমার যোগ্য এ ভাবতো সহজে কাহারো মনে আসে না। কিন্তু যিশুর প্রশস্ত হৃদয়ে তাহা দেখা দিয়াছিল। বস্তুতঃ য়িহুদী পুরোহিত ও প্রধান যাজকগণ চিরসেবিত কুসংস্কার এবং প্রেমহীন ধর্ম্ম মতে এত দূর অন্ধ হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহারা ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রভেদ বুঝিতে পারিত না। যিশু তাহাদের সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছেন এ বিশ্বাস তাহা-দের বাস্তবিকই মনে হইত। জাতীয় প্রাচীন প্রথা, বদ্ধমূল সংস্কার

হইতে কি সহজে কেহ নিষ্কৃতি পাইতে পারে? পৌত্তলিক জেন্টাইল-প্রহরী দল আবার তাহাদের অপেক্ষাও কৃপাপাত্র। এই সকল অবস্থা জানিয়াই তিনি দয়ার্দ্র হইলেন। কোন মনুষ্যই তাঁহার শত্রু ছিল না। পাপকেই কেবল তিনি চিরবৈরী বলিয়া জানিতেন। আশ্চর্য্য এই যে, এতাদৃশ নিবিড় কলুষান্ধকার ভেদ করিয়া অনন্ত কালের সৎ পদার্থ সাধুতা জাগিয়া উঠিয়াছে।

যিশুর যেমন যন্ত্রণা তেমনি অপমান। কিন্তু এত কষ্ট দেখিয়াও তবু পাপিষ্ঠ হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হয় না। চোর দস্যু যেমন সর্ব্ব সাধারণের ঘৃণার পাত্র, যিশুও সেই শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইলেন। সহমরণশায়ী চোর, পথের পথিকগণ, সামান্য পদাতিক সকলেরই রসনা এবং হস্ত তাঁহার প্রতি যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে লাগিল যিশু কিরূপে প্রাণত্যাগ করেন তাহা দেখিবার জন্য অনেক আমোদপ্রিয় লোক ঐ স্থানে সমবেত হইয়াছিল। হতভাগ্যেরা এমনি নির্দ্দয় পাষাণহৃদয়, তিনি মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছেন, যন্ত্রণা অপমানের একশেষ হইতেছে, তথাপি তাহার উপর আবার উপহাস বাক্যযন্ত্রণা! য়িহুদীরা পাইলেটের আদেশে "ইনি য়িহুদীদিগের রাজা যিশু" লাটিন্ গ্রীক্ এবং আরমেয়িক্ তিন প্রচলিত ভাষায় এই কয়টি কথা বড় বড় অক্ষরে এক কাষ্ঠফলকে লিখিয়া শিরোদেশে ঝুলাইয়া দেয়। ইহা দ্বারা পাইলেট্ যে য়িহুদী জাতিসাধারণের প্রতি ঘৃণা উপহাস করিয়াছে ক্রোধান্ধ ধর্ম্মযাজক দল তাহা প্রথমে বুঝিতে পারে নাই। শেষে বুঝিতে পারিয়া রাজপ্রতিনিধিকে গিয়া বলিল, তুমি "য়িহুদীদিগের রাজা" এ কথা না লিখিয়া "সে বলে আমি য়িহুদীদিগের রাজা" এইরূপ লিখিয়া দাও। পাইলেট সে অনুরোধ গ্রাহ্য করিল না, বলিল, "যাহা লিখিয়াছি তাহা লিখিয়াছি।"

ক্রমে মৃত্যু নিকট হইয়া আসিল, তিলে তিলে প্রাণ বিয়োগ হইতে লাগিল। এমন সময় কোন পথিক বলিতেছে, "এ ব্যক্তি মন্দির ভাঙ্গিয়া তিন দিনের মধ্যে তাহা পুনর্গঠন করিতে চাহিয়াছিল; এতই যদি ক্ষমতা, তবে এখন ক্রুশ হইতে নামিয়া আসুক্ না কেন?" শুভ্রশ্মশ্রু প্রাচীন শাস্ত্রী পুরোহিতেরাও উপহাস বিদ্রূপের সহিত হাস্য কৌতুক আরম্ভ করিল।

সকলে মিলে আপনাআপনির মধ্যে আনন্দ প্রকাশ করিতেছে আর বলিতেছে, "এ লোকটা অন্যকে পরিত্রাণ দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু আপনাকে বাঁচাইতে পারিল না। এ যদি যথার্থই ঈশ্বরের পুত্র হয়, তবে ক্রুশ হইতে নামিয়া আসুক, এখনি আমরা উহাকে বিশ্বাস করিব।" পদাতিক প্রহরিগণও এইরূপে নানা প্রকার ব্যঙ্গোক্তি করিতে লাগিল। উভয় পার্শ্বস্থ দস্যুদ্বয়ের মধ্যে এক জন সকলের সঙ্গে যোগ দিয়া ঐরূপ উপহাস করিয়াছিল। যিশু মহৎলোক অদ্ভুতকর্ম্মা পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত, অথচ তিনি আপনাকে এবং তাহাদের দুই জনকে বাঁচাইতে পারিলেন না, এই তাহার বিরক্তির কারণ। কিন্তু অপর দস্যু সে প্রকার ছিল না, সে যিশুর মহত্বে বিশ্বাস করিত। সম্ভব যে কোন সময় সে তাঁহার উপদেশাদি শুনিয়া থাকিবে। সে তাহার সঙ্গীকে ভৎর্সনা করিয়া বলিল, "তোর কি একটু ঈশ্বরভয় নাই? এইতো পাপের দণ্ড ভোগ করিতেছিস্। আমরা অন্যায় কর্ম্ম করিয়া উচিত শাস্তি পাইয়াছি, কিন্তু ইহাঁর কোন অপরাধ ছিল না।" অতঃপর সে যিশুকে বলিল, "হে যিশু, তুমি যখন আপনার রাজ্যে বসিবে তখন আমাকে মনে রাখিও।" তাহার সরল বিশ্বাসের কথা শ্রবণে প্রীত হইয়া তিনি বলিলেন, "অদ্যই তুমি স্বর্গলোকে আমার সঙ্গে অবস্থিতি করিবে।"

দেখিতে দেখিতে দিবা অবসান হইল। ঘোর নির্য্যাতনের মধ্যে যিশু জীবনে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছেন; কিন্তু গেথ্‌সিমেনির উদ্যান, মহাযাজকের গৃহ, বিচারালয় এবং গল্‌গথা শ্মশানে নির্ব্বাক্ থাকিয়া যে সমস্ত মধুর উপদেশ তিনি প্রদান করিলেন তাহা কোন কালে কেহ ভুলিতে পারিবে না। পাছে কেহ ক্রুশ হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া লইয়া যায় এই সন্দেহে কর্ত্তৃপক্ষ তথায় প্রহরী নিযুক্ত রাখিল। তাহারা অনায়াসে সেই শোকাবহ দৃশ্যের নিকট বসিয়া পান ভোজন আমোদ আহ্লাদ করিতে লাগিল। যিশুর সঙ্গিনী এবং স্বদেশবাসিনী নারীগণ অদূরে দণ্ডায়মান ছিলেন, তাঁহারা কাঁদিয়া আকুল হইলেন। মাতা মেরীও তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন। তাঁহার রোদনধ্বনি শুনিয়া যিশুর সেই দিকে দৃষ্টি পড়িল। জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ! নারী, তোমার সন্তানের কি অবস্থা!" সেণ্টজন্ ও

তথায় উপস্থিত ছিলেন। যিশু তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার জননীকে দেখিও।" তখন প্রায় জীবন শেষ হইয়া আসিয়াছে, অধিক কথা বলিবার আর সামর্থ্য নাই।

ক্রমাগত এই ভাবে ছয় ঘণ্টা কাল ক্রুশে থাকিয়া যখন যন্ত্রণার একশেষ উপস্থিত হইল, তখন চীৎকার রবে বলিয়া উঠিলেন, "এলি, এলি, লামা সেবক্তানি!" অর্থাৎ "হে আমার পিতা, হে আমার পিতা, কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলে?" ইহা দাউদবিরচিত ২২ সংখ্যক গীতের প্রথমাংশ। গভীর দুঃখ প্রকাশের কালে এই কথা সচরাচর ব্যবহৃত হইত। কেন যিশু এমন নিরাশার কথা বলিলেন? সত্যই কি তিনি তখন ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন? পূর্ব্বের এবং পরের আশাপূর্ণ বীরবাক্য শ্রবণ করিলে সে ভাব মনে স্থান পায় না। অত্যন্ত যাতনা বশতঃ অল্প ক্ষণের জন্য এইরূপ বোধ হইয়াছিল যেন পিতা প্রসন্ন মুখ লুক্কায়িত করিয়াছেন। সহস্র মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষা মুহূর্ত্তকালের জন্য পিতার বিচ্ছেদ তাঁহার পক্ষে অধিক। আর সহ্যই বা কত হইবে! দেহের ধর্ম্ম যাহা তাহাতো একবারে নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে না। তাঁহার আত্মার বল বিশ্বাস ধৈর্য্যের পরাক্রম অসাধারণ বলিয়া এত ক্ষণ পর্য্যন্ত সমস্ত কষ্ট সহ্য করিয়া আসিলেন। এক্ষণে তাহার চরমসীমায় উপনীত হইয়াছেন, আর সংবরণ করিতে পারিলেন না। এই সময় জলতৃষ্ণায় প্রাণ নিতান্ত আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। বলিলেন, "জল দাও" অমনি এক জন অম্লরস আনিয়া মুখে প্রদান করিল এবং বলিতে লাগিল, "শুন! শুন! এ ইলায়াস্‌কে ডাকিতেছে। এস দেখা যাউক, সে আসিয়া ইহাকে কেমন করিয়া রক্ষা করে।"

কথিত আছে যিশুর অন্তিমকাল উপস্থিত হইলে সূর্য্য তমসাবৃত হয়, পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে, দেবমন্দিরের পতাকাবগুণ্ঠন দ্বিধা হইয়া যায়। বাহিরে ইহা হউক না হউক, অন্তররাজ্য শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, হৃদয়বান্ মানবের প্রাণ ফাটিয়া গিয়াছিল। মৃত্যুবেদনা যখন যিশুর সমস্ত ধৈর্য্য সহিষ্ণুতাকে নিঃশেষিত করিল, শোণিতপিপাসু নরাধমদিগের সমুদায় পশুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ হইল, তখন তিনি প্রশান্ত অন্তঃকরণে বলিলেন,

"পিতঃ! তোমার হস্তে আমি আত্মসমর্পণ করিলাম!" তৎক্ষণাৎ শোণিতা-ধার কাটিয়া গেল, মস্তক ঝুঁকিয়া পড়িল, প্রাণ বহির্গত হইল। এই মহা-বাক্য উচ্চারণ করিয়া যিশু দিব্যধামে চলিয়া গেলেন। তখন এক জন সৈনিক পুরুষ বলিয়া উঠিল, "ধন্য ঈশ্বর! এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই সাধুলোক ছিল," এবং দর্শকবৃন্দ সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দর্শনে ব্যথিত হইয়া বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

স্বর্গারোহণ।

দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হইয়া যিশু এই শোক দুঃখময় ধরাধাম পরিত্যাগ করিলেন, ব্রহ্মতনয়ের মর্ত্ত্যলীলা ফুরাইল, শিষ্য সহচরবৃন্দ অতলস্পর্শ শোকসিন্ধুতে নিমগ্ন হইল। বসুন্ধরা নিত্যনবনাটকের রঙ্গভূমি। তাহার বক্ষে শোকের অশ্রু ধারাও বহিতেছে, তৎসঙ্গে আনন্দ উল্লাসের লহরী-লীলাও ছুটিতেছে;—অখণ্ড ঘটনাচক্রে আবর্ত্তমান বিচিত্র কার্য্যকারণ-স্রোতঃ অপ্রতিহত বেগে চলিয়া যাইতেছে। এক দিকে পুত্রশোকে কাতর হইয়া সে বিষাদের মলিন বসন পরিধান করিল, অপর দিকে আমোদোন্মত্ত য়িহুদীদিগের সঙ্গে উৎসবানন্দে নাচিতে লাগিল। জগতের নিত্যকর্ম্মের গতি-বেগ নিমেষের জন্যও স্থগিত হয় না; কিন্তু বিধাতা আবার এই অবস্থার ভিতরেই গোপনে বসিয়া নবভাবের স্রোত খুলিয়া দেন। দৈনিক কার্য্য যেমন চলিয়া আসিতেছে, দৃষ্টতঃ উহা তেমনি চলিতে লাগিল, তাহার ভিতর দিয়া অজ্ঞাতসারে তিনি সত্যের গৌরব সমুজ্জ্বল করিতে লাগিলেন।

যিশুর দেহলীলার অন্ত হইলে সকলে নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিল, শিষ্যেরা মহাশোকে অধীর হইয়া পথে পথে মাতৃহীন বালকের ন্যায় কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল। জেরুশালম নগরে যে দুই একটি খ্রীষ্টভক্ত ছিল জোসেফ্ আর্মেথিয়াস্ নামা জনৈক ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তন্মধ্যে এক জন। তিনি লোকভয়ে এত দিন প্রকাশ্যে কিছু করিতে পারিতেন না। এক্ষণে প্রভুশোকে ব্যথিত হইয়া আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। পাইলেটের নিকট অনুমতি লইয়া তিনি যিশুর ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া সম্পাদন করেন।

সহজেই যিশু দীনহীন, ধনজনপদমর্য্যাদাবিহীন, তাহাতে আবার এইরূপ অপমানজনক মৃত্যু; প্রবলবায়ুসংঘাতে যেমন দীপশিখা নির্ব্বাণ হইয়া যায় তেমনি যেন খ্রীষ্টীয় বিধান একবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। যাঁহার

শক্তিপ্রভাবে সকলে জীবিত ছিল তিনিই যদি অন্তর্দ্ধান হইলেন তবে আর কে কাহাকে রক্ষা করিবে? অজ্ঞান দীন দরিদ্র শিষ্য সহচরগণ জাতি-সাধারণ প্রতিকূলতার মুখে কিরূপে দাঁড়াইয়া থাকিবে? খিষ্ট একাই এক লক্ষ ছিলেন, তাঁহার অপরাজিত স্বর্গীয় বলে দেশ নগর কম্পিত হইত। দেশাধ্যক্ষ সমাজপতিদিগের আক্রমণ হইতে আপনার অনুচরবর্গকে তিনি এত দিন বাঁচাইয়া রাখিলেন, এখন আর তাহারা কে? কেইবা তাহা-দিগকে গ্রাহ্য করে? সাধুসঙ্গগুণে শিষ্যদিগের অন্তঃকরণে নব ধর্ম্মভাব যে একটু অঙ্কুরিত হইয়াছিল তাহা বর্দ্ধিত এবং ফলবান্ হইবার আর আশা ভরসা রহিল না। বরং তাহা সমূলে বিনষ্ট হইবারই কারণ চারি দিকে বর্ত্তমান। বিদেশী সামান্য জন কয়েক ধীবর চণ্ডাল প্রধানপদস্থ জ্ঞানি-সমাজের অধিকার মধ্যে কিরূপে প্রাণ ধারণ করিল ইহাই আশ্চর্য্য। খিষ্ট যে বিপদ পরীক্ষার কথা বলিয়া গিয়াছিলেন তাহার কেবল এই আরম্ভ। তাঁহার মৃত্যুর অন্ধকার ক্রমে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। আহা! অস-হায় নিঃসম্বল শিষ্যদিগের মুখের পানে চাহিবার আর কেহই নাই। কে আর তাহাদিগকে আশাবাক্য শুনাইয়া ধর্ম্মপথে স্থির রাখিবে? রাখাল শার্দ্দূলের করাল কবলে কবলিত হইয়াছে, মেষপাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। দুঃখের দুঃখী জীবনাশ্রয় চলিয়া গিয়াছেন, দীনজনকে কে আর ডাকিয়া সুধাইবে? যাঁহার প্রেমার্দ্র মুখকান্তি অবলোকনে সকল সন্তাপ বিদূরিত হইত, হায়! তিনি আর এ পৃথিবীতে নাই। হৃদয়ের পুঁতুল ভীষণ কাল-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে, আর সে মনোহর মূর্ত্তি তাপিত চক্ষুকে শীতল করিবে না। আর সে বীণাবিনিন্দিত অমৃতবচন কর্ণ শুনিতে পাইবে না। সকলকে অনাথ করিয়া, দুঃখের পাথারে ভাসাইয়া খিষ্ট চলিয়া গেলেন। এমন একটু স্থান নাই যে শোকার্ত্তেরা সেখানে বসিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদে।

হায়! খিষ্ট, কাঙ্গালের ধন, কি বিষম যন্ত্রণাই তুমি সহ্য করিয়া গেলে। মানুষকে তুমি এমনি ভাল বাসিতে যে তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য অনায়াসে নিজপ্রাণ বিসর্জ্জন করিলে। তুমি আমাদের অনুরোধে সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া বৃক্ষতল সার করিয়াছিলে। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কত সময়

তনু অবসন্ন হইয়াছে, লোকনিন্দায় প্রাণ জলিয়া গিয়াছে। নিরাপদে নিদ্রা যাইবারও অবসর তুমি পাও নাই। এমনি কাজের ভার পিতা তোমার স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছিলেন যে দিন রাত্রি কোথা দিয়া চলিয়া যাইত তাহা জানিতেও পারিতে না। তিন বৎসর কাল অবিশ্রান্ত মাথার উপর দিয়া কত বিঘ্নই গেল! শেষ কি না হায়! এইরূপ অপমানজনক অপঘাত মৃত্যু! কিসের জন্য এত কষ্ট বহন? এই হতভাগ্য নরকুলের জন্য কি নহে? সার্থক তুমি পিতার পুত্র, তাঁহার জন্য সকল কষ্টই তোমার সহ্য হইল! অপমান প্রহার অঙ্গের ভূষণ হইল। আপনি নিরপরাধী হইয়াও তুমি এই সমুদায় দুঃখভার বহন করিয়াছ। পাছে আমাদের পরিত্রাণের ব্যাঘাত হয় এই জন্য মর্ম্মান্তিক ক্লেশ পাইয়াও একটী কথা বলিলে না। যে ভয়ানক কষ্ট তুমি সহিয়াছ, হে ক্ষমাবতার! তোমার অনুরোধে তাহার কণামাত্র অংশ বহন করিতেও আমরা প্রস্তুত নহি। নিজকৃত পাপের দণ্ডস্বরূপ বিধাতার হস্ত হইতে যে সকল অপমান নির্য্যাতন আইসে তাহা গ্রহণ করিতেই আমরা অধৈর্য্য হই, তবে আর তোমার অনুরোধে কিরূপে দুঃখ সহ্য করিব! যিশু, প্রাণাধিক প্রিয়তম যিশু, তোমার ক্রুশবিদ্ধ রক্তাক্ত কলেবর দেখিয়াও কি আমরা অপরাধীকে ক্ষমা করিতে শিখিব না? আহা! ঐ সুকোমল গণ্ডস্থলে কত নিষ্ঠুর চপেটাঘাতই সহ্য হইল! দুর্জ্জনদিগের কত প্রকার পরুষ বাক্যই তুমি শুনিলে! আহা! হা! নররাক্ষসেরা তোমার সোণার অঙ্গে বেত্রাঘাত করিয়াছে! মাথায় কাঁটার মুকুট পরাইয়া দিয়াছে! হায়! তোমাকে তাহারা বিবস্ত্র করিয়াছিল!—পিপাসু শুষ্ক কণ্ঠে অম্লরস ঢালিয়া দিয়াছিল! জন্ যে চরণের পাদুকাবন্ধন খুলিতে সাহস করিতেন না, সেই চরণদ্বয়ে লৌহশেলাঘাত! হায়রে পাষাণ প্রাণ! নির্দ্দোষ বালককে তুই কেমন করিয়া এত দুঃখ দিলি। আহা! যিশু, গুণধাম শত্রুপ্রেমী যিশু, তোমার দুঃখাশ্রুবিগলিত বদন, রোরুদ্যমান ঊর্দ্ধ নয়ন, শোণিতাক্ত তনু স্মরণে যে প্রাণ ফাটিয়া যায়! অন্তিমের চীৎকার ধ্বনি এখনও যে কর্ণকে আঘাত করিতেছে! যে সকল বেত্রাঘাত তুমি সহ্য করিলে পাপীর পৃষ্ঠে কি তাহার একটি আঘাতও সহিবে না? নির্দ্দোষ চরিত্র, নির্ম্মল স্বভাব তুমি, তোমার উপরে এত নিগ্রহ কেন? পাপী জগতের

প্রায়শ্চিত্তার্থ আর কি বলি ছিল না ? তোমার পরিবর্ত্তে লক্ষ লক্ষ হতভাগ্য পাষণ্ডের মুণ্ডপাত কেন হইল না ? পাপীর রক্তে বুঝি পাপ ধৌত হয় না ? হাঁ, তবে এখন বুঝিলাম, সাধুর পবিত্র শোণিত না হইলে পাপীর প্রায়শ্চিত্ত হয় না। এই জন্যই তোমার আত্মবলিদানের ব্যবস্থা ! কিন্তু অধম পাপীদের শোণিত যদি কোন কার্য্যে না আসিল, তবে তোমার প্রহারের অংশ যেন তাহারা কিছু পায়।

পুণ্যরবি দয়াল যিশু শোকের ঘনান্ধকার মধ্যে অস্তমিত হইলেন, তাঁহার বিরহে অনাথ শিষ্যমণ্ডলী দশদিক্ তমোময় দেখিল, হাহাকার রবে গগন ফাটিতে লাগিল।

খ্রীষ্টীয় জগতের প্রচলিত বিশ্বাস এই যে যিশু মৃত্যুর পর তিন দিনের দিন সশরীরে সমাধি হইতে উঠিলেন, শিষ্য সহচরদিগকে দেখা দিলেন, তাহাদের সঙ্গে পুনর্ব্বার আহারাদি আলাপ প্রসঙ্গ করিলেন, তদনন্তর মেঘের উপর চড়িয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। কিন্তু আমরা তাঁহার অন্য প্রকার পুনরুত্থান্ দেখিলাম। তাঁহার শরীর আর উঠিল না, সে মাটির দেহ মাটিতে মিশাইয়া গেল, কিন্তু তিনি নিজে উঠিলেন ; উঠিয়া খ্রীষ্টভক্তগণের আত্মার মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন ; যাহার দিব্যচক্ষু ছিল সেই চিন্ময় রূপ সে দেখিল, এখনও দেখিতেছে। কি ভাবে, কি আকারে তিনি ভক্তদলের মধ্যে রহিলেন ? বিশ্বাস, বৈরাগ্য, ক্ষমা, প্রীতি, ন্যায়, পবিত্রতা, বিনয় আত্মসমর্পণ, সেবা, ভক্তি, প্রত্যাদেশ, বাধ্যতা, পুত্রত্ব এবং মহাযোগের গুণময় আকারে রহিলেন। ইহা বাহ্যরূপ নহে, কিন্তু তদপেক্ষা অধিকতর সুন্দর উজ্জল এবং স্থায়ী। সাধুতারূপে তিনি সাধুসমাজে বিহার করিতেছেন, এবং অনন্ত কাল সেই ভাবে থাকিবেন। জীবদ্দশায় এক দেহে বদ্ধ ছিলেন, মৃত্যুর পর বাহ্য আবরণ অন্তরিত হইল, জড় ভাব চলিয়া গেল, সুতরাং তিনি শত সহস্র অগণ্য অযুত আত্মার মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িলেন। কণিকামাত্র সুগন্ধ পদার্থ যেমন প্রচুর পানীয় রাশিকে সুবাসিত করে, যিশুচরিতরূপ ঘনীভূত সুধাবিন্দু তেমনি ভক্তহৃদয়ের পাত্রে পাত্রে বিচরণ করিতেছে। ইহারই নাম পুনরুত্থান্। খ্রীষ্টভক্তগণ যে বলিয়া থাকেন যিশুর মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্যদিগকে তিনি সশরীরে পুনঃ সপুঃ

দর্শন দিয়াছিলেন, ইহার তাৎপর্য্য বোধ হয় অন্য রূপ। তিনি তাঁহার অসাধারণ জীবন ও মরণের দ্বারা স্বীয় বর্ত্তমানতা সহচরবর্গের হৃদয়ে এমনি উজ্জলভাবে মুদ্রিত করিয়া গিয়াছিলেন যে তাহা বারংবার তাহাদের চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হইত। পরলোকগত আত্মীয় প্রেমাস্পদের ছবি সুষুপ্তি এবং জাগ্রৎ অবস্থায় লোকে দেখিতে পায়, এ স্থলে সেই রূপ কিছু ঘটিয়া থাকিবে।

স্বর্গারোহণও তাঁহার বাহ্য ব্যাপার নহে। শরীর ভগ্ন হইবা মাত্র যিশুর জীবনজ্যোতি দ্বিধা হইল। একটি দিব্যধামে অমরলোকের দিকে উঠিল, অপরটি মর্ত্ত্যধামে নরলোকাভিমুখে অবতরণ করিল। মহাপুরুষদিগের অমরত্বের অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ দুইটি গতি আছে। ইহলোকে অক্ষয় কীর্ত্তিকলাপের মধ্যে সেই বহির্ম্মুখ গতি নিত্যকাল বর্ত্তমান থাকিয়া ধর্ম্মনীতিকে পোষণ করে, অন্তর্ম্মুখগতি ভগবচ্চরণারবিন্দে গিয়া পুনর্ম্মিলিত হয়। যিশু ইহপরকালে অমর। স্বর্গধামে অমরবৃন্দের মধ্যে যেমন তিনি উচ্চাসনে উপবিষ্ট আছেন, পৃথিবীতলে ভক্তসমাজে তেমনি ভক্তরাজ হইয়া বিরাজ করিতেছেন। যিহুদীরা যাই তাঁহার ভঙ্গুর দেহ ভগ্ন করিল অমনি অনন্তজীবনজ্যোতি স্বর্গ মর্ত্ত্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; দিগ্দিগন্তরে, লোক লোকান্তরে তাহা পরিব্যাপ্ত হইল। নির্ব্বোধ ঘাতকেরা যিশুকে মারিয়া মহা বিপদে পড়িল। দীপ নির্ব্বাণ করিতে গিয়া আরো দেশ জ্বালিয়া তুলিল। যিশু তাহাদিগকে নবজীবনের পুণ্যদাবানলে একেবারে ঘেরিয়া ফেলিলেন। ভগবানের কি অদ্ভুত মহিমা!

ভারত তথাপি বলে, যিশু খ্রীষ্ট কে যে তাই আমি তাঁহাকে মান্য করিব? আর্য্য যোগী ঋষিদিগের জন্মস্থান হইয়া ম্লেচ্ছকে আমি মানিব? পাদরী সাহেবেরা দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে যাঁহার কথা বলে তিনিইত যিশু-খ্রীষ্ট? তাঁহাকে আমি বিলক্ষণ চিনি। এই কথা বলিয়া সে মহাত্মা যিশুর সম্বন্ধে উদাসীন হয় এবং ঘৃণা পোষণ করে। কিন্তু এ বিষয়ে ভারত ভ্রান্ত,—সামান্য পাদরীর কুদৃষ্টান্তে সে ভ্রান্ত, তাহার ভ্রান্তি অপনোদন বাঞ্ছনীয়। আমরা যে পুরুষোত্তমের পুণ্যকাহিনী এত ক্ষণ শুনিলাম তিনি মানবকুলের গুরু। কি লক্ষণ বশতঃ তিনি গুরু হইয়াছেন তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি।

যিশু ভগবানের পুত্র,—অনুগত সৎপুত্র। নরবংশের মুখ উজ্জ্বল করিবার উপযুক্ত পুত্র তাঁহার একটিও ছিল না, সেই জন্য যিশুর জন্ম হয়। তিনি জন্মিয়া পিতার নাম সম্ভ্রম রক্ষা করিলেন। কেবল পিতার নয়, মনুষ্যত্বেরও গৌরব রক্ষা করিলেন। তুমি আমি কি তবে ঈশ্বরের পুত্র নহি? অবশ্য, সকলেই আমরা ঈশ্বরের পুত্র, কিন্তু অবাধ্য। সম্বন্ধে তিনি প্রত্যেক মানব মানবীর পিতা, কিন্তু কার্য্যে সে সম্বন্ধ কেহ পালন করিত না, এই জন্য তাঁহাকে এত দিন পিতা বলিয়া ডাকিতে কেহ সাহস করে নাই। যিশু সরল মধুর বিশ্বাসে সহজে তাঁহাকে পিতা বলিতে শিখিয়াছিলেন। "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" এই বাক্য তাঁহাতে সফল হইয়াছে। পিতাই পুত্ররূপে জায়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, এ কথার যদি কিছু অর্থ থাকে তবে তাহা সুপুত্র যিশুতে প্রতিপন্ন হইয়াছে। পিতৃসম্পত্তি এবং তদীয় গুণরাশিতে পুত্রের যেমন অধিকার জন্মে, যিশুতে তাহা জন্মিয়াছিল। পুত্র পিতার অংশ, তাঁহার মানবীয় প্রকাশ, যিশু তাহাই ছিলেন। তিনি অস্থিমাংসময় দেহধারী মেরীনন্দন নহেন। তিনি য়িহুদী বা মুসলমান, ব্রাহ্মণ বা খ্রীষ্টীয়ান, ইয়োরোপ বা আসিয়ার নহেন; দেশ কাল জাতির সহিত আর তাঁহার সম্বন্ধ নাই। তিনি এক্ষণে পুত্রত্বের সার্ব্বভৌমিক অবতার, মানব মাত্রের জ্যেষ্ঠ সহোদর, মনুষ্যত্বের আদর্শ। চিন্ময় বপু ধারণ করত তিনি যাবতীয় সাধুগণের মধ্যে বাস করেন। তাঁহার মনুষ্যত্ব অপূর্ণ এবং অনন্ত উন্নতিশীল ঈশ্বরত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই জন্য তাঁহাকে নরদেব বা নরহরি বলা যায়। পিতারূপী পুত্র, কিন্তু পুত্ররূপী পিতা তিনি নহেন। খ্রীষ্টবাদীরা যে তাঁহাকে পিতা বলেন ইহা সম্পূর্ণ ভুল। প্রাচীন কালের খ্রীষ্টান বাবাজিগণ এবং ধর্ম্মপুস্তক,—যিশু নিজেও তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র এবং মনুষ্যপুত্র বলিয়া জানিতেন। মানবে ঈশ্বরের প্রকাশ, আর পূর্ণ স্বয়ং পূর্ণ ব্রহ্ম পিতা এ উভয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ। পুত্রত্ব বা প্রকৃত মনুষ্যত্বের পূর্ণতা জন্য যত টুকু ঐশীভাব প্রয়োজন তাহাই তাহাতে ছিল।

মানবকুল নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিয়া যখন আদমের ন্যায় বিপথগামী হইল, পিতৃধর্ম্ম কোন সন্তান ভালরূপে পালন করিতে পারিল না, তখন

বিশ্ববিধাতা পিতা আদর্শ পুত্র নরাবতার যিশুকে ধরাতলে প্রেরণ করিলেন। পিতা পুত্রের মধ্যে পরস্পর কেমন সৌসাদৃশ্য তিনি তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। পুত্রত্ব তাঁহার বিশেষ লক্ষণ। এই লক্ষণ প্রমাণের জন্য যিশু আত্মত্যাগী মহাযোগী হন। সমস্ত বিশ্বমধ্যে ঈশ্বর, ঈশ্বরেতে আমি, এবং আমাতে ঈশ্বর ও সমস্ত বিশ্ব এই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। পিতৃযোগ এবং ভ্রাতৃযোগে একাকার হইয়া তিনি অনন্ত ব্রহ্মেতে নিত্য অধিবাস করিতেন। বিশ্বাস বৈরাগ্য বিনয় শান্তি প্রেম পুণ্য যোগ ভক্তি সেবা দাসত্ব প্রভৃতি যাবতীয় সাধুগুণে তিনি এত দূর উন্নত ছিলেন যে তাঁহাকে অবতারের অবতার বলিয়া মনে হয়। পিতা যেমন গুণবান্ পুত্রও তদনুরূপ; যিশুর স্বভাব আচরণে পিতৃগুণ উজ্জ্বলরূপে প্রতিফলিত হইত। নরকতুল্য য়িহুদী-সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি পুণ্য পবিত্রতার মহোচ্চ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। যদি পিতৃ সম্পত্তি অধিকার করিতে কাহারো অভিলাষ থাকে তবে তিনি যিশুর ন্যায় সৎপুত্র হউন। যদি সৎপুত্র হইতে ইচ্ছা হয় তবে যিশুর পবিত্র চরিত্রকে জীবনের শোণিত করুন। আপনার অহংজ্ঞান আত্মাভিমানকে দূর করিয়া দিয়া সেইখানে যিশুকে স্থাপন করিলে এবং তাঁহার সহিত ইচ্ছা রুচি চরিত্রে এক হইতে পারিলে পুত্র নামের যোগ্য হওয়া যায়।

যিশু আধ্যাত্মিক ভাবে ব্রহ্মযোগের দ্বার স্বরূপ। তিনি একমাত্র পথ, কেন না তিনি আত্মবলিদান দ্বারা জগতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন এবং তদ্দারা পিতার সঙ্গে এক হইয়া যান। ব্রহ্মযোগ সাধনের এই এক মাত্র দ্বার, তদ্ভিন্ন অন্য পন্থা নাই। এই জন্য কথিত হইয়াছে যিশুর রক্ত মাংসের সহিত একীভূত হইলে ব্রহ্মের সহিত নিত্যযোগ সম্পাদিত হয়।

যিশু উক্ত অর্থে অদ্বৈতবাদী ভক্ত ছিলেন। আর্য্য যোগী ঋষিরা নিষ্ক্রিয় অদ্বৈতবাদী; বাসনা নির্ব্বাণ পূর্ব্বক সচ্চিদানন্দ স্বরূপে লীন হওয়াকেই তাঁহারা শ্রেয় বোধ করিতেন। কিন্তু যিশুর উদ্দেশ্য সেরূপ নহে। তিনি ইচ্ছাযোগে মিলিত হইয়া জীবগণের হিতসাধনে প্রাণ মন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি কর্ম্মযোগে জীবিত ব্রহ্মযোগী। এবং ঈশ্বরত্ব ও

মনুষ্যত্ব উভয় পক্ষের প্রতিনিধি। যিশুর জীবনস্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিলে নির্ব্বিঘ্নে গন্তব্য স্থানে গিয়া উপনীত হওয়া যায়। ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী যেমন প্রবল স্রোতস্বিনীতে নিমজ্জমান হইয়া মহাসমুদ্রে গিয়া পড়ে; একাকিনী গমন করিলে কখন তথায় পৌঁছিতে পারে না, মধ্যপথে শুষ্ক মরুভূমিতে শুকাইয়া যায়; তদ্রূপ সামান্য সাধারণ মানবজীবন; সে একাকী অনন্ত ব্রহ্মসাগরের দিকে যাইতে পারে না; কিন্তু বিশালবক্ষ ব্রহ্মপুত্র নদের সঙ্গে মিশিলে অনায়াসে তথায় পৌঁছিতে পারে।

যোগিবর যিশুর জীবনলীলার অভিনয় ফুরাইয়া গেলে কয়েক দিনের জন্য তাঁহার নাম লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। কিন্তু অল্পকাল পরে দেখ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। অজ্ঞান ও অসহায় শিষ্যেরা স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের বলে নবজীবন পাইলেন, পবিত্রাত্মা প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাদিগকে মহাতেজস্বী করিয়া তুলিল। প্রত্যাদেশানলে অভিষিক্ত হইয়া সকলে আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাহা হইতে ধর্ম্ম-বীরপুরুষ সকল জন্মিয়া যিশুর শোণিতস্রোতে আপনাদের জীবনশোণিত প্রবাহিত করিয়া দিল; বসুধা সাধু ভক্তগণের শোণিতে আর্দ্রীভূত হইয়া দেখ কি অমৃত ফল প্রসব করিয়াছে এবং করিতেছে! স্বর্গীয় মেষ যিশুর প্রত্যেক রক্তবিন্দু হইতে শত সহস্র ভক্তাত্মা জন্মগ্রহণ করিল। সেই দীন সূত্রধরতনয়ের আজ জগতে কত আদর! কত কোটী কোটী জ্ঞানী মূর্খ ধনী দরিদ্র রাজা প্রজা ক্ষুদ্র মহৎ নরনারী তাঁহার দাসত্ব করিতেছে এবং করিয়া গিয়াছে। ইহ পরকালে তাঁহার অযুত অগণ্য শিষ্য। কত সাধু ভক্ত দেবাত্মাকেই তিনি জন্ম দিয়াছেন! তিনি বাস্তবিক খ্রিষ্টরাজ স্বরূপ। ইয়োরোপ আসিয়া আমেরিকার জ্ঞান সভ্যতার প্রশস্ত ললাটে যিশু নাম অঙ্কিত, যাবতীয় সভ্যসমাজের হৃদয়মধ্যে যিশুর পবিত্র শোণিত প্রবাহিত। তাঁহার যে মস্তক কণ্টকমুকুটে ক্ষত হইয়াছিল তাহা এখন অমূল্য রত্নরাজীতে শোভা পাইতেছে। যে ক্রুশযন্ত্র অধর্ম্মের প্রতিকৃতি ছিল, তাহা আজ ভক্ত নর-নারীর কণ্ঠের হার, হৃদয়ের পদক; ধর্ম্মমন্দির ও সমাধি পীঠের শিরো-ভূষণ এবং যিশুজীবনের বিজয়পতাকা স্বরূপ। পাপের চিহ্ন পুণ্যের

উদ্দীপক হইল, তাহার স্পর্শে সন্তাপিত হৃদয় শান্তি পাইল, ইহা অপেক্ষা আর তাঁহার গৌরবের পরিচয় অধিক কি হইতে পারে? যদ্দ্বারা তিনি অপমানিত এবং নিহত হইলেন সেই পদার্থ একণে পরিত্রাণের উপায় ও স্বর্গমন্দাকিনীর পবিত্র নীররূপে গৃহীত হইতেছে। অগণ্য অসংখ্য ভজনালয় বিদ্যামন্দির অনাথাশ্রম চিকিৎসালয় ঊর্দ্ধমুখে এখন যিশুগুণ গান করে। কোথায় গেল সেই ধর্ম্মধ্বজী গর্ব্বিত য়িহুদী জাতি? কোথায় রহিল তাহাদের দম্ভ অভিমান, ধন মানের অহঙ্কার? আর কোথায় আসিয়া বসিল সেই ধীবরতনয় দীনহীন পিটার জন্! জ্ঞান ধর্ম্ম রাজনীতি সামাজিক আচার ব্যবহার সকলের মধ্যেই এখন যিশুর পুনরুত্থান দর্শন কর। স্থূলদর্শী লোকেরা মনে করে খ্রীষ্টিয়সমাজের জ্ঞান, সভ্যতা এবং ধর্ম্মনীতির বর্ত্তমান উন্নতি সাধারণের চেষ্টার ফল। আমরাও ইহা এক অর্থে স্বীকার করি। কারণ মহৎ লোকেরা স্বহস্তে যাবতীয় কার্য্য করেন না। কিন্তু ভবিষ্যৎ উন্নতির মধ্যে যে তাঁহাদের ঘনীভূত শক্তি সংক্রামিত হইয়া সকলকে সৎপথে চালিত করে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। বর্ত্তমান উন্নতির মধ্যে যিশুর ব্যক্তিত্ব এবং পরিচালক শক্তি দেদীপ্যমান প্রকাশ পাইতেছে। তিনি অমূল্য হীরক খণ্ড, তাঁহার বিনিময়ে লক্ষ লক্ষ স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র মুদ্রা উৎপন্ন হইয়াছে। স্পর্শমণির সংস্পর্শে সকলেই স্বর্ণ হয়, কিন্তু কেহ স্পর্শমণি হইতে পারে না। এমনি প্রভূত পরাক্রমে যিশু বিশ্বাস বৈরাগ্য প্রেমের স্রোত প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন যে তাহা উনিশ শত বৎসর পর্য্যন্ত অবাধে চলিয়া আসিতেছে। মরিবার সময় তিনি পৃথিবীতে কি রাখিয়া গিয়াছিলেন? বাহিরে দেখিতে গেলে কিছুই নয়। কিন্তু ঐ একাদশ শিষ্যের ভিতরে যে প্রেম মুদ্রিত ছিল, পরে তাহাই জগতময় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। কেবল তিনি আপনার প্রতি শিষ্যদিগকে ভালবাসিতে শিখাইয়া গিয়াছিলেন, সেই গুরুভক্তি হইতে এত বড় কাণ্ড হইয়াছে। তিনি একাকী যে দৈবশক্তি ও সাধুভাব সঞ্চারিত করিয়াছেন, এক্ষণে মহাজ্ঞানী সভ্য পণ্ডিত যেখানে যত আছে সকলে মিলিয়া কি তাহা পারে? সাধ্য কি? মহাপুরুষের জীবন ঘনীভূত দেবত্ব, তাহার গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। কোটী ক্ষুদ্রবুদ্ধি

কুভবিদ্যের মস্তিকের দ্বারা যেমন এক জন মহাবুদ্ধিশালী মহৎ মনুষ্য প্রস্তুত হইতে পারে না, তেমনি সহস্র জন্ পিটার কুথার কক্সের সমবায়ে খ্রীষ্টজীবন নির্ম্মাণ করা যায় না। পণ্ডিতবর রেনান্ যথার্থ কথাই বলিয়াছেন, "ভবিষ্যতে যত বড় মহাপুরুষই কেন পৃথিবীতে আসুন না, যিশুকে কেহ অতিক্রম করিতে পারিবেন না। তাঁহার প্রবর্ত্তিত উপাসনা চিরযৌবনে নবীভূত থাকিবে, তাঁহার জীবনোপন্যাস শ্রবণে চিরকাল লোকে কাঁদিবে, তাঁহার ক্লেশ সহিষ্ণুতা স্মরণে হৃদয় বিগলিত হইবে। যুগের পর যুগ এই কথা সকলে ঘোষণা করিবে যে, মানবসন্তানদিগের মধ্যে যিশুর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ জন্মে নাই।" এমনি মহৎ গুণধাম তিনি, যে লোকে তাঁহাকে মনুষ্যপুত্র বা অবতনয় বলিয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারিল না, শেষ স্বয়ং ভগবান্ পূর্ণ ব্রহ্মের পদে তাঁহাকে স্থাপন করিয়া তবে মনঃক্ষোভ দূর করিল।

ধর্ম্মপিপাসু চতুর পাঠক হয়তো বলিবেন, যিশু বড় লোক হইলেন তাহাতে আমার কি? রক্ত মাংস ভোজন ইত্যাদি গভীর রহস্যের অর্থ আমি বুঝিতে পারিলাম না। পাপী অধম দুর্ব্বলবিশ্বাসী বড় লোকের কথা বলিয়া কি করিবে? তাহার যাহাতে দুঃখ ঘুচে এমন কিছু মহামন্ত্র দৈব-শক্তি তিনি কি দিতে পারেন? আমরা বলি, হাঁ, তাহা তিনি পারেন। যে সকল অমূল্য উপদেশ তিনি দিয়াছেন তাহা পাঠে বহু উপকার দর্শে। তদ্ব্যতীত যখন পাপ প্রলোভনে পড়িবে তখন তাঁহাকে স্মরণ করিয়া বলিও "দূর হও পাপী! আমার পশ্চাতে চলিয়া যাও!" যখন সত্যের অনুরোধে অপমানিত হইবে তখন তাঁহার সহিষ্ণুতা মনে করিও। কেহ যখন প্রাণে ব্যথা দিবে কিম্বা প্রহার করিবে তখন যিশুর ক্ষমা বাক্য এবং প্রার্থনা পাঠ করিও। যখন হৃদয় শূন্য, সংসার অরণ্য বলিয়া মনে হইবে, তখন নির্জ্জনে বা পর্ব্বতশিখরে গিয়া যিশুর মত ধ্যান এবং প্রার্থনা করিও। তিনি যেমন সর্ব্বদা পুণ্যানলে বেষ্টিত হইয়া পাপী জগতের সঙ্গে ব্যবহার করিতেন, দুশ্চরিত্র নরনারীকে ভাল বাসিতেন তেমনি ভাবে সকলের সঙ্গে থাকিও। যিশু আপনার আমিত্ব ভুলিয়া ব্রহ্মসর্ব্বস্ব হইয়াছিলেন, সেই ভাবে তুমি আত্ম-ত্যাগী নরহরি হও। ঈশ্বর পরকাল যেমন তাঁহার প্রত্যক্ষীভূত পদার্থ ছিল

তোমার পক্ষেও যেন উহা তেমনি হয়। সাধু ইচ্ছার ভার তাঁহার সর্ব্বদা হৃদয়ে বাজিত, তেমনি করিয়া তুমিও বাজাইবে। এই সমস্ত সাধনে হাতে হাতে পুণ্য লাভ হয়।

সে যাহউক, এক্ষণে লিখিতে লিখিতে আমরা কোথায় আসিয়া পড়িলাম? পরিশেষে বিধাতা যে গভীর শোকের ব্যাপারকে মহা আনন্দে পরিণত করিয়া ফেলিলেন দেখিতেছি! রঙ্গভূমির দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইল। হরিলীলা কি চমৎকার রহস্য! শোক দুঃখ সকল মিথ্যা হইয়া গেল। পিতা মৃত্যুর অন্ধকারের ভিতর হইতে পুণ্যের সূর্য্য বাহির করিয়া দেখাইলেন। সমস্তই তাঁহার লীলা খেলা। একটু অমঙ্গল অশান্তির অন্ধকার দেখাইয়া শেষ সমুদায় বিষয়টীকে মঙ্গলে পরিণত করাই তবে তাঁহার উদ্দেশ্য! ইহারই জন্য এত কাণ্ড কারখানা! ধন্য তুমি হে ঈশ্বর! তোমাকে কোটী কোটী প্রণিপাত! ধন্য যিশু পুণ্যাবতার! তোমাকেও ধন্য! তুমি ভক্তচিত্তহারী এবং পাপীর বন্ধু। তোমাকে বাহিরে রাখিয়া আর প্রাণ তৃপ্ত হয় না; হৃদয় অধিকার কর, জীবনের শোণিত এবং চরিত্রের বল হও। তোমার সঙ্গে মিশিয়া কেবল যেন এই কথা সর্ব্বদা বলি, যে "হে ঈশ্বর! আমার ইচ্ছা নহে, কিন্তু তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক!"

[সম্পূর্ণ।]